Krishna chandra college central Library

কাশীমবাজারের রাণী শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর ও
শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রচারিত

সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য কৃত

কর্ম্মতত্ত্ব

(কর্ম্মবাদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিবৃতি)

শ্রীমৎ সাংখ্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী

ও

শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এস্-সি কৃত টীকা সমেত।

KRISHNA CHANDRA COLLEGE
DIGITAL BOOK
CENTRAL LIBRARY

কাপিল মঠ হইতে প্রকাশিত
কাপিল মঠ, মধুপুর, E. I. Ry.

সন ১৩৩৮। ইং ১৯৩১

মূল্য ১৲ এক টাকা।

Krishna chandra college central Library

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

KCC
R4718

সূচী।

উপক্রমণিকা ... ... পৃঃ ১—৮০

প্রকরণ ১—কর্ম্মের লক্ষণাদি, থিওরী। প্রঃ ২—জড়বাদের থিওরী আদি, সৃষ্টি আদি সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন মত। প্রঃ ৩—কর্ম্ম কাহার। প্রঃ ৪—সাধারণ ও অসাধারণ ক্রিয়া ও বিষয়। প্রঃ ৫—'আমি' কিসের দ্বারা নির্ম্মিত। প্রঃ ৬—মহদাদির মূল স্বভাব। প্রঃ ৭ (ক)-(খ)—আধুনিক নানা দার্শনিক মত, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক মত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত। প্রঃ ৮—আমিত্বের চেতন হেতু বা চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ। প্রঃ ৯—কত কাল হইতে আমিত্ব নির্ম্মিত। প্রঃ ১০—কর্ম্মের বিষয়। প্রঃ ১১—করণের বিবরণ ও তাহাদের সহিত কর্ম্মফলের সম্বন্ধ। প্রঃ ১২—কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে ফল হয়। প্রঃ ১৩—জন্মান্তরবাদ। প্রঃ ১৪—জন্মান্তরবাদের আপত্তির বিচার। প্রঃ ১৫—অভিব্যক্তিবাদ, প্রাণীর উৎপত্তি। প্রঃ ১৭—কর্ম্মবাদের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত।

কর্ম্মতত্ত্ব ... ... পৃঃ ৮১—১৭৮

১ম অধ্যায়—লক্ষণ। ২য় অঃ—কর্ম্মসংস্কার। ৩য় অঃ—বাসনা বা আশয়। ৪র্থ অঃ—কর্ম্মাশয়। ৫ম অঃ—কর্ম্মফল। ৬ষ্ঠ অঃ—জাতি বা শরীর। ৭ম অঃ—আয়ু। ৮ম অঃ—ভোগফল। ৯ম অঃ—ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম। ১০ম অঃ—নিয়মের প্রয়োগ।

১ম পরিশিষ্ট। শরীর ও তাহার উৎপত্তির তত্ত্ব ... পৃঃ ১৭৯—১৯১

প্রাণযন্ত্রের কার্য্য। যন্ত্র কি। প্রাণীর বিভাগ, প্রাণীর প্রজনন। আধুনিক আবিষ্কার সাংখ্যেরই অনুমত। সংক্ষিপ্ত অনুসংহার।

২য় পরিশিষ্ট। সূক্ষ্মরূপাদি বিষয় ও অসাধারণ করণকার্য্য পৃঃ ১৯২-২০৬

করণের বিষয়—সাধারণ ও অসাধারণ। বিপ্রকৃষ্ট বিষয়। ভবিষ্যৎ জ্ঞান। অসাধারণ জ্ঞান শক্তির—কারণ। স্বাধীন ইচ্ছা ও

Krishna chandra college central Library

বিধিলিপি। পুরুষকার ও অদৃষ্ট। দূর মনঃক্রিয়া। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও প্রাণের অসাধারণ ক্রিয়া। অলৌকিক শক্তি ও তাহার বিষয়। অসাধারণ সহজ ধী।

৩য় পরিশিষ্ট। মৃত্যু ও পুনর্জন্ম ... পৃঃ ২০৭—২৩২

মৃত্যু সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিবরণ। মৃত্যুকালীন অনুভূতি ও তাহার উদাহরণ। উহা হইতে পরলোক সম্বন্ধে কয়েকটী সিদ্ধান্ত। পরলোক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রেতবাদীদের উক্তি। প্রেতের গতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে প্রেতবাদীদের উক্তি। পরলোকের শাস্ত্রীয় বিবরণ। ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি।

৪র্থ পরিশিষ্ট। প্রাণিতত্ত্ব .. পৃঃ ২৩৩—২৪৩

প্রাণীর লক্ষণ। উদ্ভিদের, জন্তুর ও মানবের জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তির বিকাশের তারতম্য। করণশক্তি সকলের সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বিভাগ। মানবে সামাজিকতা বৃত্তির বিকাশ। মানবে ও অন্য প্রাণীতে Instinct বা সহজাত কর্ম্মকুশলতার বিকাশের ভেদ। Instinct কোথা হইতে আসে। উহার দ্বারা মানবে ও অন্য প্রাণীতে কোন মৌলিক ভেদ হয় না। ইতর জন্তুর ও উদ্ভিদের "সোল"।

৫ম পরিশিষ্ট। সূক্ষ্ম শরীরের আয়ু ... পৃঃ ২৪৪—২৫০

সূক্ষ্ম শরীরের দীর্ঘ আয়ু। অসুষুপ্তির ও সুষুপ্তির সংস্কারের অনুপাতের ভেদই উহার কারণ। সূক্ষ্মদেহের আয়ুর বাসনা ও কর্ম্মাশয়। সূক্ষ্মদেহের আয়ুক্ষয়ে প্রাণীর সূক্ষ্মবীজজীবরূপে অবস্থান সূক্ষ্মবীজ জীবের ত্রিবিধ কর্ম্মাশয় ও বাসনা।

নির্ঘণ্ট ... ... /০—।৵

KRISHNA CHANDRA COLLEGE FOUNDED BY MAHARANI PADMASUNDARI DEVI IN 1897, HETAMPUR, BIRBHUM

কর্ম্মতত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

১। কোন এক দেহধারণ, সেই দেহের আয়ু এবং সুখ ও দুঃখভোগ এই সকল ঘটনার মূল মানবের প্রধান মীমাংস্য বিষয়। উহারা কিরূপে হয় তাহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মীমাংসাই কর্ম্মতত্ত্ব। অন্ধবিশ্বাস, তাদৃশ বিশ্বাসমূলক সম্ভবপর হেতু বা থিওরী *, অপ্রামাণ্য থিওরী, speculation বা বিতর্ক অর্থাৎ এটা হবে কি ওটা হবে এতাদৃশ বহুমুখী অপ্রতিষ্ঠ তর্ক, প্রভৃতির দ্বারা নিঃসংশয়ে কিছুই বুঝা যায় না।

* থিওরী=উপপত্তির হেতু বা সম্ভবপর হেতু। কোন অজ্ঞাতবিষয় বুঝিতে হইলে আমরা একটা সম্ভবপর হেতু ধরিয়া লইয়া অনেকস্থলে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি। প্রথমত কেবল একটা সম্ভবপর হেতু ধরিয়া লইলে তাহাকে হাইপথেসিস্ বলে। পরে উহা যখন কতকটা প্রমাণসঙ্গত করা যায় তখন তাহাকে থিওরী বা উপপত্তির হেতু বলা যায়। থিওরী সম্যক্ প্রমাণিত হইলে তখন তাহা fact বা তথ্য বা সত্য হয়, আর থিওরী থাকে না। দর্শন-বিজ্ঞানজগতে থিওরীর অনেক আবশ্যকতা আছে। থিওরী ধরিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। "The majority of scientists, however, appear to consider that the advantages of hypotheses regarded in the proper light and not representing the actual state of affairs, are much greater than the disadvantages". Senter's Physical Chemistry Darwin বলেন "without hypotheses there is no useful observation." প্রকৃত ন্যায়প্রবণচিত্ত ব্যক্তিরা থিওরীকে থিওরী বলিয়াই ব্যবহার করেন। অজ্ঞেরাই থিওরীকে তথ্যরূপে ধরিয়া উহার অপব্যবহার করে। আবার অনেকে তথ্যকেও থিওরী

Krishna chandra college central Library

প্রথমত দেখা যাক এ সম্বন্ধে কতগুলি থিওরী বা সম্ভবপর হেতুবাদ মানব-সমাজে প্রচলিত আছে যাহার দ্বারা মানব ঐ বিষয়ের উপপত্তি (যুক্তিসঙ্গতি) করিতে চেষ্টা করে।

২। (১ম) জড়বাদের থিওরী। এই মতে জড়দ্রব্যের দ্বারা জীব নির্ম্মিত। জড়েরই গুণ মন। শরীর গেলেই আত্মত্বের নাশ হয়। বায়ু জল আদির ক্রিয়ার ন্যায় জীবের ক্রিয়া। জড়দ্রব্যের সংঘাত হইতেই শরীরের উৎপত্তি। এই মতে বর্ত্তমান শরীরের সুখের জন্যই আমরা কর্ম্ম করি। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই তত্ত্বই ইঁহাদের কর্ম্মনীতির মূল। পুরাকালের এই বাদীরা যুক্তি মানিতেন না এবং অবিশ্বাসই সম্বল করিয়া এই অযুক্ত মত খ্যাপন করিতেন।

মনে করিয়া গোল করে। মীমাংসকেরা বা theologistরা শাস্ত্রবাক্যকে অভ্রান্ত মনে করিয়া পরে তাহা সঙ্গত করিবার জন্য থিওরী উদ্ভাবন করেন ও দার্শনিক প্রসঙ্গ করেন। প্রকৃত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা প্রথমে বিজ্ঞাত তথ্য সকল লয়েন ও পরে তাহা উপপন্ন করার জন্য থিওরী গ্রহণ করেন এবং ঐ তথ্য সকলের স্বভাব হইতে নিয়ম আবিষ্কার করেন। তথ্যসকল ও ঐরূপ নিয়মসকলই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র। উহাতে যে থিওরী লওয়া হয় তাহা আবশ্যক হইলে ত্যাগ করা বা তৎপরিবর্ত্তে অন্য যুক্ততর থিওরী লওয়া বৈজ্ঞানিক প্রথা। থিওরীর অন্য অনেক অর্থও আছে।

একশ্রেণীর লোক আছে তাহারা মনে করে দর্শনশাস্ত্র থিওরীর রাজ্য, বিজ্ঞান তাহা নহে এবং ঐ জন্য দর্শনের অবজ্ঞা করে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। এ বিষয়ে Dr. W. Carr বলেন "It is curious that we should associate the maxim 'hypotheses nonfingo' with the scientific method of experiment, and suppose that the making of hypotheses the particular vice of speculative metaphysics. The contrary is true". অর্থাৎ "ইহা রহস্যজনক যে 'থিওরী না করা' এই প্রথাকে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীর একচেটিয়া মনে করি। আর মনে করি যে থিওরী করা দার্শনিকদের বিশেষ পাপ। সত্য ইহার ঠিক বিপরীত।"

অধুনাতন কালে এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা ইহা যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত করিতে চান। কিন্তু যুক্তি অপেক্ষা অবিশ্বাস বা scepticism এখনও ইঁহাদের সম্বল। প্রাচীন কালেও লোকায়তদের অবিশ্বাসই সম্বল ছিল। যথা "জীর্ণে ভোজনমাত্রেয়ঃ কপিলঃ প্রাণিনো দয়া। বৃহস্পতিরবিশ্বাসঃ পঞ্চালঃ স্ত্রীষু মার্দবম্॥" অর্থাৎ জীর্ণ হইলে ভোজন বৈদ্য আত্রেয়ের সার মত, প্রাণীতে দয়া কপিলের, নাস্তিক বৃহস্পতির অবিশ্বাস ও স্ত্রীদের প্রতি মৃদু ব্যবহার করা নীতিবিৎ পঞ্চালের সার মত। ইঁহারা বলেন শরীর কোষসমষ্টি, কোষসকলের যন্ত্রীভূত হওয়াই ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের স্বরূপ। তাহার function বা ক্রিয়াবিশেষই জ্ঞান, চিন্তা, ইচ্ছা আদি। তাহাদের দ্বারাই কর্ম্ম হয়। শরীরের মৃত্যুতে শরীরের উপাদানগুলিই থাকে, আত্মত্ব নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন লোকায়তের ন্যায় ইঁহাদেরও কর্ম্মনীতির মূল দৃষ্টসুখ। তবে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এতদূর ইঁহারা যান না। প্রাণীর বা দেহের উৎপত্তি বিষয়ে ইঁহাদের এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন matter নামক জড়দ্রব্য হইতে স্বতঃই এককৌষিক (unicellular) প্রাণী হয়। পরে তাহা হইতে বিকাশক্রমে উচ্চ প্রাণী হয়। অন্য শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন matterএর ন্যায় প্রাণীও অনাদি (কৃত্রিম উপায়ে প্রাণী উৎপাদন করিতে না পারাতে ইঁহারা এইরূপ বলেন)। এই বাদীদের মতে matter ও force বা চলন নামক দুই পদার্থ আছে। কেহ কেহ বলেন ঐ দুই এক (monist বা একবস্তুবাদীরা)। ম্যাটার অণুসমষ্টি, সেই অণুদের ব্যূহনবিশেষ ও ক্রিয়া হইতে শরীর, শব্দাদি বোধ বা sensation এবং consciousness বা অন্তর্বোধ সবই হয়।

ম্যাটার কি এবং কিরূপেই বা তাহার ব্যূহন ও চলন হইতে জ্ঞান, ইচ্ছা আদি হয় তাহা ইঁহারা কিছুই বলিতে পারেন না। এই মতে

Krishna chandra college central Library

force বা চলন এবং thought বা চিন্তন একই জিনিস। কেন বা কিরূপে ইহারা এক তাহার উত্তর নাই। * সুতরাং ইঁহাদের মত মূলত যুক্তিহীন। সাধারণ ম্যাটার ছাড়া ইঁহাদের নিরন্তরাল ঈথার নামক দ্রব্যও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ঈথার যে কি, তাহার তত্ত্ব যে কিরূপ কল্পনা করিতে হইবে ম্যাটারের ধর্ম্ম ব্যতীত তাহার অন্য কি ধর্ম্ম আছে ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই উত্তর নাই। সুতরাং এই অযুক্ত বাদের দ্বারা কিছুই স্থির হয় না। এইরূপ বাদের বিষয় আমরা অগ্রে আরও (৭ প্রকরণ দ্রষ্টব্য) বিশেষরূপে বলিব। Speculation রূপ বিতর্কের বা বহুমুখী বিচারের রাজ্যে এই বাদীরাও দিশাহারা হইয়া ঘুরিতেছেন। ইঁহাদেরকেও যুক্তি লঙ্ঘন করিয়া অনেক সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তাহাও অন্ধবিশ্বাসের সহিত তুল্যমূল্য।

---

* "Mental phenomena cannot as yet be measured, and has not yet been shown to be co-related with physical energy. In other words it has not yet been proved that mental force is energy at all * *. Although a close relation exists between physical changes in the brain and mental phenomena, no further connection has as yet been drawn between mental power and physical force". H. W. Conn.

অর্থাৎ "মানসিক ভাব এ পর্য্যন্ত মাপা যায় নাই এবং ইহা যে জড়শক্তির সহিত সমজাতীয় তাহাও দেখান হয় নাই। অন্য কথায়—ইহা প্রমাণিত হয় নাই যে জড়শক্তি বা প্রচলন ও মনঃশক্তি একই পদার্থ। মনঃকার্য্যের সহভাবিরূপে মস্তিষ্কেরও পরিণাম হয় ইহাই মাত্র জানা যায় অন্য সম্বন্ধের বিষয় জানা নাই।"

Lodge বলেন "Life and mind are able to act upon matter * * * * Life does not appear to be a form of energy" অর্থাৎ প্রাণ ও মন ম্যাটারের উপর কার্য্য করে। * * * * প্রাণ যে প্রচলনরূপ জড়শক্তি ইহা সিদ্ধ হয় না।

(২য়) কর্ত্তা বা creator থিওরী। কিছু না হইতে যিনি উৎপাদন বা সত্ত্বীকরণ করেন তিনি creatorরূপ কর্ত্তা। এই মতে একজন কর্ত্তা আছেন যিনি আমাদেরকে করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কিরূপ, কেন আমাদিগকে করিয়াছেন, কি দিয়া করিয়াছেন, এসব বিষয় mystery বা বুঝার ও জানার উপায় নাই; ইহা বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে। তবে এই বাদীরা কিছু কিছু যুক্তি দিয়া ঐ বাদ সঙ্গত করার চেষ্টা করাতে উহা থিওরী। ইঁহাদের বিশ্বাস—কর্ত্তা 'আত্মাদের' অনির্বচনীয় উপায়ে উদ্ভাবিত করিয়া এক জলাশয়ে জিয়াইয়া (plankton বা প্লবমান প্রাণীরূপে) রাখেন বা একজাতীয় উদ্ভিদের (phanerogam) ফলরূপে রাখেন। পরে মাতৃজঠরস্থ বীজে তাহা প্রবেশ করাইয়া দেন। তাহাতে শরীর হয় এবং ঐ আত্মাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট (predestined) ভাগ্যযুক্ত করিয়া দেন তাহাতেই তাহারা কর্ম্ম করে ও তদনুসারে কর্ত্তা সুখদুঃখাদি দেন। কেহ বা বলেন কর্ত্তা 'আত্মাদের' স্বাধীন ইচ্ছাযুক্ত (free will) করিয়া দেন তাহার দ্বারা তাহারা কর্ম্ম করিলে তিনি তদনুসারে সুখদুঃখ দিয়া থাকেন। এই জাতীয় বিশ্বাসমূলক অন্য থিওরীর দ্বারাও এই বাদীরা বুঝানর চেষ্টা করেন। ঐ কর্ত্তা-ঈশ্বরের দ্বারা উপদিষ্ট ভাল কর্ম্ম করিলে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তিনি ইহলোকে ও পরলোকে ভাল করেন, আর তন্নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে বা তাঁহাকে প্রার্থনার দ্বারা তুষ্ট না করিলে তিনি মন্দ করেন। যখন অন্ধবিশ্বাস এই বাদের মূল তখন ইহা দর্শন রাজ্যে সম্যক্ স্থান পাইবার যোগ্য নহে। ইহার মূল বিশ্বাস্য প্রতিজ্ঞাগুলিতে যদি কেহ বিশ্বাস না করে তাহা হইলে তাহাকে এই বাদীরা কিছুই বলিতে পারেন না।

(৩য়) তৃতীয় মতে অনাদি ঈশ্বর ও পৃথক্ অনাদি জীবগণ আছেন। লীলা বা ক্রীড়ার জন্য ইচ্ছার দ্বারা ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে দেহ, আয়ু ও

Krishna chandra college central Library

সুখদুঃখরূপ ফলদান করেন এবং ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা। স্রষ্টা অর্থে ইঁহারা creator বলেন না, কিন্তু কোন কারণ হইতে (সেই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ তিনি নিজেই) যিনি কার্য্যকে ব্যক্ত করেন তাঁহাকেই স্রষ্টা বলেন।

এই বাদেরও মূল অন্ধবিশ্বাস। নিজেদের থিওরী বিশেষ অনুসারে বিশ্বাস্য শাস্ত্রের বাক্য সকলের অর্থ করিয়া ইঁহারা সেই অর্থ যুক্তির দ্বারা সঙ্গত করিতে চেষ্টা করেন এবং ঐরূপ অর্থকেই তাঁহাদের প্রমাণের ভিত্তি করেন। সুতরাং ইহা প্রকৃত দার্শনিক আসন পাইবার যোগ্য নহে।

(৪র্থ) চতুর্থমতেও অনাদি, অভ্রান্ত ঈশ্বর ও অনাদি জীব স্বীকৃত হয়। ভ্রান্তিবশতঃ বা ভ্রান্তি লইয়া ঈশ্বরই অনাদিকাল হইতে জীব হইয়া আছেন সুতরাং ঈশ্বর ও জীব এক। অনাদি অচেতন কর্ম্ম আছে। তাহা লইয়া সৃষ্টিকালে ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেও কর্ম্ম ও ঈশ্বর অনাদি বলিয়া জীবও অনাদি। ঈশ্বর লীলার বা ক্রীড়ার জন্যই কর্ম্ম করেন। এই লীলার উদ্দেশ্যাদি বুঝার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে সৃষ্ট জীব কর্ম্ম করে। বৈধ কর্ম্ম করিলে ঈশ্বর ভাল ফল দেন আর অবৈধ কর্ম্ম করিলে তিনিই মন্দ ফল দেন।

ইঁহাদেরও প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য এবং তাহা নিজেদের থিওরী অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া ইঁহারা নিজেদের মতের সঙ্গতি করিতে চেষ্টা করেন। সেই শাস্ত্রসকলকে যদি কেহ ভ্রান্ত বলে, তবে ইহাঁদেরও দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। সুতরাং এ মতও বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। *

* তৃতীয় ও চতুর্থ মতানুসারে ঈশ্বর আমাদের কর্ম্মের ফলদান করিতেছেন। এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য বলেন 'ঈশ্বর মেঘের মত; মেঘ যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ষণ করে ঈশ্বরও তেমনি যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে তেমনি ফল দেন। তাহা না করিয়া যে ভাল করিয়াছে তাহাকে মন্দ ফল দিলে এবং যে মন্দ করিয়াছে তাহাকে ভাল ফল দিলে তাঁহার বৈষম্য দোষ হইত।' ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতশূন্যতা কথিত হইলেও তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্ ও করুণাময় (প্রায় সমস্ত আর্ষ শাস্ত্রেরই যাহা মত) তাহা সিদ্ধ হয় না। কারণ যে ভাল করিয়াছে তাহার ভাল করিলে তাহাকে করুণা বলা যায় না বরং ভাল করিবার সামর্থ্য থাকিলেও ঐরূপ ঈশ্বর যখন ভাল করেন না তখন তাঁহাকে হয় অশক্ত নয় নিষ্করুণ বলিতে হয়। ইহাতে কেহ কেহ বলেন দুঃখ না থাকিলে সুখ বুঝা যায় না সেইজন্যই ঈশ্বর কুকর্ম্মকারীদের দুঃখ দেন। এতদুত্তরে বক্তব্য যে তিনি প্রকৃত সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে দুঃখ না দিয়াও ত সুখ বুঝাইতে পারিতেন। তাহা করেন না কেন? ইহার কোন উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না।

(৫ম) পঞ্চম মতে সুখ, দুঃখ, দেহধারণাদি ঘটনা কার্য্যকারণঘটিত ব্যাপার। প্রধান ও মূল কারণ এবং কার্য্য সকলকে বিশ্লেষ করিয়া ইঁহারা দেখান ও সেই ভিত্তিতে কর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। সেই 'কারণকার্য্যের' সংখ্যা পঁচিশ এবং তাহারা তত্ত্ব নামে খ্যাত। সেই পঁচিশ তত্ত্ব অনুভূয়মান ভাব পদার্থ সুতরাং তাহা জানিতে হইলে কোন থিওরীর আশ্রয় লইতে হয় না। সেই তত্ত্বসকলের স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতে দেহ, আয়ু ও সুখদুঃখ হয়। অনুভূয়মান কারণ দ্রব্য, কার্য্য দ্রব্য ও তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম লইয়া দেহধারণাদি ব্যাপারের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করাতে এই মত সম্যক্‌রূপে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালীর অনুমত। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ন্যায় বৈতর্কিক (speculative) থিওরীর ইহাতে আবশ্যকতা যে অতি অল্পই আছে তাহা বিজ্ঞ পাঠক দেখিতে পাইবেন। শেষোক্ত এই পঞ্চম মত অনুসারে কর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ও জৈনেরাও কর্ম্মের ফল স্বাভাবিক নিয়মে হয় ইহা স্বীকার করেন কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মতত্ত্বের দার্শনিক ব্যাখ্যা নাই।

৩। এক্ষণে বিচার্য্য—কর্ম্ম কাহার? 'আমি জানি', 'আমি করি', 'আমি দেহ ধারণ করি' ইত্যাকার অনুভূতি সকলেরই হইয়া

Krishna chandra college central Library

থাকে।* অতএব কর্ম্ম আমার বা আমির। প্রাণশক্তি বা দেহ, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহংকার ও অহংজ্ঞানমাত্র বুদ্ধিতত্ত্ব এই সকলকেই আমি শব্দের অর্থরূপে আমরা ব্যবহার করি। এই সকল দ্রব্য একযোগে প্রবৃত্তির জন্য বা নিবৃত্তির জন্য যে ক্রিয়া করে তাহাই জৈব কর্ম্ম। যেমন জড়দ্রব্যের ক্রিয়া হইতে কার্য্য কারণ ঘটিত বিশেষ বিশেষ ফল হয় তেমনি জৈব ক্রিয়ার দ্বারাও সেই প্রকারে যেরূপ ফল হয় কর্ম্মবাদে তাহাই ব্যাখ্যাত হয়।

ক্রিয়া তিন প্রকার (১) অগ্নি বায়ু আদি ভৌতিক দ্রব্যের ক্রিয়া; (২) যন্ত্ররূপ অপ্রাণীদের ক্রিয়া; (৩) প্রাণীর বা জীবের কর্ম্ম। ভৌতিক ক্রিয়ার মৌলিক স্বরূপ এস্থলে বিচার্য্য নহে। অপর দুই প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে যান্ত্রিক ক্রিয়া ও জৈব ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। উভয়েই অনেক অঙ্গের সমঞ্জস ক্রিয়া হয়। পরন্তু জৈব কর্ম্ম ও অজৈব যান্ত্রিক বা কলের ক্রিয়ার ভেদও বুঝা উচিত। প্রাণী নিজের কর্ম্ম-যন্ত্র নিজেই নির্ম্মাণ করে ও তদ্দ্বারা কর্ম্ম করে আর অপ্রাণী যন্ত্র সকল স্বকীয় কর্ম্ম-যন্ত্র নির্ম্মাণ করে না। এই ভেদ মনে রাখিতে হইবে। প্রাণীরা যখন

* কাহার কর্ম্ম এ বিষয়ে এই প্রত্যক্ষ অনুভব থাকিলেও কেহ কেহ অন্য থিওরী (অন্ধ বিশ্বাসমাত্র অবলম্বনে) উত্থাপন করেন। তাঁহাদের মতে ঈশ্বর বা দেবতাদের দ্বারা আমাদের করণকার্য্য সকল হয়। কোন কোন শাস্ত্রবাক্যই এই মতাবলম্বীদের প্রমাণ। ইহাতে আপত্তি হয় যে আমাদের সমস্ত কার্য্য ঈশ্বর করাইলে পাপপুণ্যের দায়ী কে এবং ফলভোক্তাই বা কে? তাঁহারা ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। ধর্ম্ম সাধনে উদ্যমহীন লোকে এইরূপ মত লইয়া মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেন মাত্র। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে কুকর্ম্ম ঈশ্বরই করান বা যেই করান তাহার ফল যে দুঃখ তাহা নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের প্ররোচনায় মিথ্যা কথা বলিলেও নরকদর্শনরূপ ফল নিজেই পাইয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার দ্বারা ভারতকার এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন।

নিজের কর্ম্ম-যন্ত্র নিজেই নির্ম্মাণ ও সন্তানপ্রজনন করিতে পারে তখন তাহাদের শক্তি অফুরন্ত স্বীকার করিতে হইবে। অজৈব যন্ত্র সকলের ক্রিয়া যন্ত্রাঙ্গ ক্ষীণ বা বিকৃত হইলেই শেষ হয়; কারণ তাহারা স্বত কিছু নির্ম্মাণ ও প্রজনন করিতে পারে না। তবে অবকাশ না পাইলে জৈব বা অজৈব কোন যন্ত্রই ক্রিয়া করিতে পারে না। সাধারণতঃ ক্রিয়া এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় যাওয়া মাত্র, আর দেহী স্বকীয় করণভূত যন্ত্রসকল লইয়া যে সমঞ্জসভাবে ক্রিয়া করে তাহাই কর্ম্মতত্ত্বের কর্ম্ম। ক্রিয়া মাত্র স্বাভাবিক কিন্তু কর্ম্ম স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক ক্রিয়ার যে জৈব ভেদ তাহাই কর্ম্ম; বর্দ্ধন ও প্রজনন—জৈব কর্ম্ম এই দ্বিবিধ (১ম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৪। সাধারণতঃ দেখা যায় যে এক জ্ঞানের পর আর এক জ্ঞান, এক ইচ্ছাদি চেষ্টার পর আর এক চেষ্টা, এক সংস্কারের পর আর এক সংস্কার এইরূপে জ্ঞান, চেষ্টা ও ধারণশক্তির নিয়ত ক্রিয়া হইতেছে। ক্রিয়া হয় কোন বিষয় লইয়া। স্থূল রূপাদি বিষয়, হস্তাদির চাল্য বিষয় ও গৃহীত রূপাদির সংস্কার এবং স্থূল দেহধারণ—এইরূপ সাধারণ বিষয় বা গ্রাহ্যবস্তু সকলেরই বিদিত। এই সাধারণ ক্রিয়া ছাড়া অসাধারণ ক্রিয়াও আছে, তাহাও না জানিলে কর্ম্মতত্ত্বের সব বুঝা যাইবে না।

স্বপ্নাবস্থায় কখন কখন ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহা ছাড়া clairvoyance, telepathy প্রভৃতিতে দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি, দূরবিষয়ের জ্ঞান হওয়াও সিদ্ধ সত্য। অতএব চিত্তেন্দ্রিয়ের এই অসাধারণ ক্রিয়াও আছে এবং তাহা কোন কোন স্থলে দেখা যায়। চিত্তের দ্বারা ভবিষ্যৎ জ্ঞান, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যবহিত বা দূরের দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তির দ্বারা সূক্ষ্মদেহবিশেষ ধারণ করিয়া কর্ম্ম করা, দূর হইতে কর্ম্ম করা (telekinesis and ectoplasy) এইরূপ সর্ব্ব করণের

Krishna chandra college central Library

অসাধারণ ক্রিয়াও দেখা যায়। জ্ঞানাদি শক্তি ক্রিয়া করিলে তাহার বিষয়ও চাই। অতএব সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ বিষয়, সূক্ষ্ম শব্দ রূপাদি বিষয়, সূক্ষ্ম দেহধারণের যোগ্য সূক্ষ্ম ভৌতিক বিষয় এই সমস্তের সত্তাও স্বীকার্য্য (২য় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৫। কর্ম্ম 'আমি'র তাহা ঠিক হইল। এক্ষণে দেখিতে হইবে আমি কিসের দ্বারা নির্ম্মিত এবং কি লইয়া আমিত্ব কর্ম্ম করে। আমিত্বের প্রথম অংশ দেহ অর্থাৎ দেহ যে শক্তির দ্বারা ধৃত (বা নির্ম্মিত, বর্দ্ধিত ও পোষিত) হয়, তাহা। উহার নাম প্রাণশক্তি। প্রাণশক্তি পঞ্চবিধ—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। ইহাদের বিশেষ বিবরণ যোগদর্শনস্থ 'সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব' প্রকরণে দ্রষ্টব্য (পরে ১১ প্রকরণেও বিবৃত হইবে)। মূল দেহধারণ শক্তিই এই পঞ্চপ্রাণ। তন্মধ্যে আত্মপ্রাণ বাহ্যোদ্ভব বোধের যে অধিষ্ঠান তাহার ধারণ শক্তি, উদান সেইরূপ ধাতুগত বা আভ্যন্তর বোধের ধারণ শক্তি, ব্যান চালক অংশ সকলের ধারণ শক্তি, অপান নিরোজঃ দ্রব্যের অপনয়ন শক্তি ও সমান সমনয়ন শক্তি। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে এই পঞ্চবিধ শক্তি হইতেই সমগ্র দেহধারণ হয়, ইহারা সমস্ত প্রাণন ক্রিয়ার ব্যাপক। ইহা ছাড়া আর অন্য প্রাণশক্তি নাই। ইহাই প্রাণবিদ্যার সার।

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ আমিত্বের দ্বিতীয় অংশ। ইচ্ছাপূর্ব্বক কার্য্য করার যন্ত্রই কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়।

আমিত্বের তৃতীয় অংশ জ্ঞানেন্দ্রিয়। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসা বাহ্যজ্ঞানের এই পঞ্চ দ্বারভূত শক্তিই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

এইগুলি আমিত্বের বাহ্য শক্তি। আমিত্বের আন্তর অংশের মধ্যে প্রথম মন। মনের কার্য্য ত্রিবিধ—জ্ঞান, ইচ্ছাদি চেষ্টা ও সংস্কার বা

ধারণ। তন্মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কার অংশের অন্য নাম চিত্ত এবং যে অংশ চেষ্টা করে তাহার নাম সঙ্কল্পক মন। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চ প্রকার জ্ঞান আছে। সমস্ত জ্ঞানই ইহার অন্তর্গত। ইহাদের নাম চিত্তবৃত্তি। সঙ্কল্প, ইচ্ছা, কৃতি আদি চেষ্টাই সঙ্কল্পক মনের কার্য্য। কর্ম্মতত্ত্বের জন্য ইহাদের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। তাই পরে ইহাদের বিশেষ বিবরণ করা হইবে। সংস্কার জ্ঞান ও চেষ্টার ধৃতভাব। কোন জ্ঞান বা চেষ্টা হইলে তাহা যে সূক্ষ্মরূপে চিত্তে থাকে এবং হেতু পাইলে পুনরায় উঠে তাহাই সংস্কার। কর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ইহারও উত্তম জ্ঞান চাই।

আমিত্বের দ্বিতীয় আভ্যন্তর অংশ অহংবোধ। আমি করি, জানি এবং আমি এরূপ-ওরূপ ইত্যাকার বোধ সকলের যে 'আমি' তাহাই অহংকার। আমি এক বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। সেই এক অনুভূয়মান আমিত্ববোধ, যাহা আমি এরূপ-ওরূপ আকার ধারণ করিয়া আছে, তাহাই অহংকার। ইহাও সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয়।

অহংকারের কারণভূত যে শুদ্ধ 'আমি' বোধ যাহা 'আমি এরূপ ওরূপ' হয় তাহাই আমিত্বের তৃতীয় আভ্যন্তরিক অংশ বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্ আত্মা। বুদ্ধি অর্থে সাধারণত জ্ঞান। অতএব যাহা মূল জ্ঞান বা আমিত্ব জ্ঞান তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। তাহা মহান্ বা আভিমানিক সঙ্কোচ-রহিত এবং আত্মা বা আমিত্ব। অতএব আমিত্বের অধ্যবসায় বা নিশ্চয় জ্ঞানই মহত্তত্ত্ব বা মহান্ আত্মা। সাধারণ জানা বা বুদ্ধি যে বুদ্ধিতত্ত্ব নহে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

৬। আমিত্বকে বিশ্লেষ করিয়া প্রাগুক্ত যে দ্রব্য সকল পাওয়া গেল তাহারা সব যে অনুভূয়মান তথ্য পদার্থ, অন্ধবিশ্বাস্য বা থিওরী নহে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এই সকলের মিলিত ক্রিয়াই

Krishna chandra college central Library

দেহীর কর্ম্ম। এই সকলকে আরও সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষ করিলে কি কি পদার্থ পাওয়া যায় তাহাও দ্রষ্টব্য। মহান্ আত্মা হইতে পঞ্চপ্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত শক্তির ভিতর ক্রিয়াস্বভাব দেখা যায়। তাহাতে তাহারা নিয়ত এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাইতেছে। আর ক্রিয়া হইলেই তাহা জ্ঞাত হয় বা অনুভূত হয়। চিত্তের জ্ঞান হওয়াও অবস্থান্তরতা অথবা অবস্থান্তরতার অনুভব। সেইরূপ ইচ্ছাদি হইলেও তাহা জ্ঞাত হয়। চক্ষুরাদির ক্রিয়া হইলেও রূপাদি জ্ঞান হয়। হস্তাদির ক্রিয়া হইলেও কর্ম্মানুভূতি হয়। প্রাণের ক্রিয়া হইতেও স্বস্থতা অস্বস্থতা আদি বোধ হয়। অতএব জ্ঞান বা বুদ্ধ হওয়াও উহাদের অন্যতম স্বভাব।

ঐ সমস্ত করণের আরও এক স্বভাব দেখা যায়। জ্ঞান ও চেষ্টা হইলে তাহা একেবারে নষ্ট হয় না (কোন ভাব পদার্থের অভাব হয় না) কিন্তু সূক্ষ্মভাবে ও শক্তিরূপে (ক্রিয়া শক্তিরূপে থাকে) থাকে। তাহাতে জ্ঞান আবরিত ভাবে যায় ও ক্রিয়া জড়ভাবে যায়। সুতরাং এই আবরিত ও জড় হওয়ার স্বভাবও সমস্ত করণের অন্যতম স্বভাব।

অতএব বলিতে হইবে মহৎ হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্যের মূল-স্বভাব—প্রকাশ বা বুদ্ধ হওয়া, ক্রিয়া বা অবস্থান্তর হওয়া এবং আবরিত ও জড় হওয়া বা স্থিতি। সুতরাং যেমন মৃত্তিকা স্বভাবের এক দ্রব্য বা মৃত্তিকা—ঘট, কলস, ইট আদি দ্রব্যের উপাদান সেইরূপ প্রকাশস্বভাব, ক্রিয়াস্বভাব ও স্থিতিস্বভাব দ্রব্য বা সত্ত্বরজস্তম-রূপ প্রকৃতিই মহদাদির উপাদান। ইহার ভিতরও কিছু থিওরী অথবা অন্ধবিশ্বাস নাই। ইহা আমাদের অনুভূতির ন্যায়সঙ্গত বিশ্লেষ মাত্র। এই বিশ্লেষ মৌলিক বিশ্লেষ, সুতরাং ইহা অপেক্ষা আর কিছু জ্ঞাতব্য উপাদানভূত মূল দ্রব্য নাই এবং হইতেও পারে না।

৭। উপরে বলা হইল প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজ ও স্থিতিশীল তম এই তিন দ্রব্য বাহ্য ও আন্তর সমস্ত দ্রব্যের মূল উপাদান এবং উহা ব্যতীত আর কোন মূল উপাদান নাই ও হইতেও পারে না। এ বিষয় উত্তমরূপে নিশ্চয় হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য বাহ্যান্তরের মূল উপাদান বিষয়ে মানব এ পর্য্যন্ত যে দার্শনিক গবেষণা করিয়াছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমত দ্রষ্টব্য একবস্তুবাদ বা monism। Ernst Haeckel ইহার এক জন আধুনিক প্রধান আচার্য্য। ইঁহাদের মতে একটি universal substance বা বিশ্ববস্তু আছে। তাহার দ্বিবিধ অবস্থা (১ম) ম্যাটার ও (২য়) spirit বা মন। ম্যাটার নামক বস্তুর দ্বিবিধ অবস্থা—এক mass বা ponderable বা ভারযুক্ত দ্রব্য (কঠিন, তরল, বায়বীয়) এবং অন্য ঈথার। ইহা imponderable বা ভারহীন দ্রব্য। যদিচ ঈথারের কিছু ভার আছে তাহাও ইঁহাদের স্বীকার করিতে হয়। Mass দ্রব্য অন্তরালযুক্ত অণুসমষ্টি আর ঈথার নিরন্তরাল সর্ব্বব্যাপী দ্রব্য এবং ইহা আণবিক অবয়বহীন ("not made up of separate particles")। এই উভয় substanceএর বা বস্তুর নাম ম্যাটার, সুতরাং ম্যাটার হইল 'extended substance' বা ব্যাপী বস্তু। এই ম্যাটারই জীবিত বস্তু হয়। জীবিত বস্তুর গুণ sensation বা বাহ্যবোধ এবং consciousness বা অন্তর্বোধ। জীবিত বস্তুর আদ্য রূপ প্রোটোপ্লাজম্-ময় কোষ সকল। তাদৃশ জীবিত কোষের বা কোষ-সমষ্টির (organismএর) বিশিষ্টগুণই প্রাণিগণের বাহ্যবোধ বা অন্তর্বোধ। অসীম ম্যাটার সর্ব্বদাই ক্রিয়াযুক্ত। এই ম্যাটার এবং ক্রিয়া বা force বা energy নিত্যবস্তু। প্রাগুক্ত ঐ বিশ্ববস্তুর অন্য ধর্ম্ম যে বোধ এবং অন্তর্বোধ অর্থাৎ ঐ energy বা ক্রিয়াশক্তি তাহাই

Krishna chandra college central Library

thought, soul, consciousness বা spirit। ইঁহাদের মতে "matter or infinitely extended substance and spirit (or energy) or sensitive and thinking substance are the two fundamental attributes or principal properties of the all-embracing divine essence of the world the universal substance (Haeckel's Riddle of the Universe, Chap. I) অর্থাৎ "ম্যাটার বা অসীম ব্যাপী বস্তু এবং স্পিরিট (আত্মা) বা ক্রিয়াশক্তি বা বোধ ও চিন্তাকারী বস্তু, এই দুইটী ভাবই বিশ্বের দিব্য মূলতত্ত্বের বা বিশ্ববস্তুর দুই প্রধান ধর্ম্ম।" ইহাদের একতত্ত্ববাদ এইরূপ। বোধ ও অন্তর্বোধ অর্থাৎ ইঁহাদের spirit মূলত substanceএর গুণ হইলেও উহা যন্ত্রিত কোষে (বা মস্তিষ্কাদিতে) বিকসিত হয় এবং শরীর গেলে ঐ spiritএর নিজত্ব কিছু থাকে না। ঐ soul বিলীন হয়। সুতরাং দৃষ্টজন্ম ব্যতীত প্রাণীদের ব্যক্তিত্বের আর কিছুই থাকে না। অতএব ইঁহাদের কর্ম্মনীতি এই নাস্তিকতা অনুসারেই ব্যবস্থাপিত হয়। ইঁহাদের divine essence বা God অনন্তস্বভাব ছাড়া আর কিছুই নহে।

Substance বা মূল বস্তু সম্বন্ধে ইহাদিগকে এই স্বভাব স্বীকার করিতে হয়; যথা—'I may formulate it in three propositions :—(1) no matter without force and without sensation ; (2) no force without matter and without sensation ; (3) no sensation without matter and without force. These three fundamental attributes are found inseparably mixed throughout the Universe'—Haeckel. অর্থাৎ "হেকেল বলেন 'আমি এ বিষয় নিম্নলিখিত তিনটি

প্রতিজ্ঞায় নিবদ্ধ করিতে পারি; যথা—(১) ক্রিয়া ও বোধ ব্যতীত ম্যাটার নাই, (২) ম্যাটার ও বোধ ব্যতীত ক্রিয়া নাই, (৩) ম্যাটার ও ক্রিয়া ব্যতীত বোধ নাই। বিশ্বে এই তিন মৌলিক গুণসকল অবিশ্লেষ্যভাবে মিশ্রিত।" অন্যত্রও তিনি বলেন "When sensation in the widest sense (as psychoma) is joined to matter and energy as a third attribute of substance * * * * *. In thus uniting sensation with force and matter as an attribute of substance we form a monistic trinity" (Wonders of Life, P. 149) অর্থাৎ "ম্যাটার ও ক্রিয়াশক্তির সহিত বস্তুর তৃতীয় বোধ ধর্ম্মও (সাইকোমা বা প্রকাশ নামক ব্যাপকার্থক যে বোধ) যোজ্য। * * * এইরূপে ক্রিয়া, শক্তি ও ম্যাটারের সহিত বোধগুণকেও আমরা বস্তুর ধর্ম্মরূপে যোগ করিয়া একবস্তুবাদের ত্রিগুণত্ব করিয়া থাকি।" (সাংখ্যের ত্রিগুণবাদের ইহা নিকটে গিয়াছে)।

এইরূপে ইঁহারা ম্যাটার ও ক্রিয়াকে বোধের সহিত এক করিয়া নিজেদের monist বা একবস্তুবাদী বলেন এবং 'মন ও ম্যাটার পৃথক্ বস্তু' এই দ্বিবস্তুবাদ বা dualism হইতে নিজেদের পৃথক্ করেন।

৭। (ক) মন ও ম্যাটার পৃথক্ এই দ্বিবস্তুবাদের একজন প্রধান আধুনিক আচার্য্য Lodge। উক্ত এক বস্তুবাদীদের ভিত্তিতে অনেক অবিসম্বাদিত সত্য থাকিলেও শেষে উঁহাদের অনেক অযুক্ত কথা বলিতে হয় এবং উঁহাদের দর্শনও অসম্যক্। উঁহাদের substance বা মূল বস্তু কি? একবস্তুবাদীদের প্রামাণ্য গুরু Spinoza বলেন 'I understand substance (substantia) to be that which is in itself and is conceived through itself ; I mean that the

Krishna chandra college central Library

দেখা গেল এক অজ্ঞাত নামমাত্র বস্তু * লইয়া এই বাদীরা জগত্তত্ত্ব বুঝাইতে চান্

১ (খ)। ইহা সর্ব্বথা অন্যায্য। আরও একবস্তুবাদীদের অন্যায্য দৃষ্টি এই যে ইঁহারা energy (প্রচলনের শক্তি) এবং বোধরূপ মন এই দুইকে এক বলেন। এনার্জি অর্থে ক্রিয়ার শক্তি, বাহ্য ক্রিয়া অর্থে 'change of position' বা একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন। তাহা কিরূপে জ্ঞানের সহিত এক বা জ্ঞান দ্রব্যের উপাদান তাহা উঁহারা কিছুই বুঝান না (২ প্রঃ নোট দ্রষ্টব্য)। উহা বুঝিবারও বিষয় নহে। উহা কেবল যুক্তিহীন অকল্পনীয় প্রতিজ্ঞামাত্র। অতএব যাঁহারা বলেন দুই প্রকার শক্তি বা বস্তু আছে—(১) মানস বস্তু বা mind-stuff এবং এক বাহ্যবস্তু বা matter (ম্যাটার ক্রিয়াশক্তি-বিশেষ) তাদৃশ দুইবস্তুবাদী dualistদের দৃষ্টি অধিকতর যুক্ত। তদপেক্ষা যুক্ত মনোমাত্রবাদী psychomonist বা subjective idealistদের মত। তাঁহারা সুযুক্তি সহকারে বলেন যে কোন কিছুর জ্ঞান হইলে তাহা

* কারণ ক্রিয়াশক্তিই একমাত্র বস্তু পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া আর ব্যাপি substance নামক বস্তু কোথায় আছে? Relativity Theory অনুসারে দেখিলেও জড়বাদীদের কিছু থাকে না। "If we adopt in mathematics and physics the principle of relativity (and have we any choice?) the obstinate persistent form of the objectivity of the physical world dissolves into thin air and disappears"—Dr. H. W. Carr's Principle of Relativity, P. 161. অর্থাৎ "গণিতবিজ্ঞানে ও জড়বিজ্ঞানে যদি আমরা আপেক্ষিকতাবাদ খাটাই (তাহা খাটান ছাড়া অন্য পথ আছে কি?) তাহা হইলে বাহ্য জগতের নিরেট অনপসার্য্য ভাব (যাহা সাধারণত মনে হয়) যেন হাওয়াতে মিলাইয়া যায় এবং থাকে না।" কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা nature of matter and forceকে অন্যতম world enigma বা বিশ্বসমস্যা বলেন।

আছে বলি। জানা ও থাকা একই কথা। জ্ঞানের হেতু আন্তর দ্রব্য মন ত আছেই (ডেকার্টের সুন্দর সূত্র এ বিষয়ে আছে যথা "cogito ergo sum" অর্থাৎ আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি) আর বাহ্য দ্রব্য জানি বলিয়া আছে বলি। তাহা যেরূপ আছে বলি তাহা এক এক প্রকার জ্ঞান মাত্র। 'এক প্রকার জ্ঞান' ইহা ছাড়া বাহ্য দ্রব্য সম্বন্ধে কি বলিতে পারা যায়? "The atoms are nothing more than ideas" (J. B. Burke's Origin of Life, P. 338) অর্থাৎ অণুসকলকে যেরূপ জানি তাহা মনের ভাব ছাড়া আর কিছুই নহে। Hume বলেন —যে বাহ্য কারণে আমাদের এই মনোভাব হয় তাহা যে কি তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তাহা ঈশ্বরেচ্ছা বা অন্য কিছু হইতে পারে। Berkeley বলেন (ভারতীয় অনেক দার্শনিকও বলেন) "The universe is a system of ideas in the Divine, the all-pervading mind", অর্থাৎ 'বিশ্বজগৎ সর্ব্বব্যাপী ঐশমনের প্রকারবিশেষের কল্পন মাত্র।' Schopenhauerকেও বলিতে হইয়াছে জগৎটা "Divine will". এইরূপে ম্যাটার নামক পদার্থের মূল কি তাহা দার্শনিক যুক্তির দ্বারা অনুসন্ধান করিলে জড়বাদীদের ম্যাটার বিলীন হইয়া যায় সুতরাং তাহাদের দৃষ্টি—দৃষ্ট বিষয়ে অনেক সত্যের উপর স্থাপিত হইলেও—মূলবিষয়ে যুক্তিহীন অন্ধকারময় ও অসম্যক্।

এই সব বিতর্কের সহিত অজ্ঞেয়বাদের তর্কও উত্থাপ্য। তাঁহাদের মতে মূল বস্তু কি তাহা অজ্ঞেয়। এই জ্ঞায়মান জগতের মূল কি তাহা জ্ঞেয়ত্বের বিষয় নহে। কারণ, ম্যাটারের ক্রিয়া হইতে আমাদের জ্ঞান হয়, কিন্তু যাহার ক্রিয়া হইতে রূপাদি জ্ঞান হয় তাহা রূপাদিযুক্ত পদার্থ হইতে পারে না, সুতরাং তাহা অকল্পনীয় বা অজ্ঞেয়। মনের পক্ষেও তাহা বক্তব্য। কিন্তু এক অজ্ঞেয় বস্তু যে আছে তাহা এবং তাহা যে

Krishna chandra college central Library

বাধা দেয় ক্রিয়া করে, স্থিতি করে ইত্যাদি কথা তাঁহাদিগকে বলিতে হয়। H. Spencer বলেন "Thus it turns out that the objective agency, the noumenal power, the absolute force declared as unknowable, is known after all to exist, persist, resist and cause our subjective affections and phenomena yet not to think or to will," অর্থাৎ "এইরূপে দেখা যায় যে এই বস্তুশক্তি বা এক, নানাত্বহীন, ক্রিয়াশক্তিরূপ, বাহ্য কারণ, যাহাকে অজ্ঞেয় বলা হয়, তাহাকে ফলত আমরা 'জানি' যে তাহা আছে, তাহা স্থিত, তাহা বাধা দেয় এবং আমাদের মানস ও বাহ্য কার্য্য উৎপাদন করে, কিন্তু তাহা চিন্তা বা ইচ্ছা করে না।"

৭ (গ)। আধুনিক মত সকল দেখান হইল। প্রাচীন দার্শনিক মতও দেখান যাইতেছে। সাংখ্য ব্যতীত প্রাচীনকালের বিশুদ্ধ দার্শনিক মত—এদেশে ন্যায় ও বৈশেষিক এবং পাশ্চাত্যদেশে গ্রীকদের কোন কোন দর্শন। ন্যায়-বৈশেষিক মত প্রসিদ্ধ এবং এস্থলে উত্থাপন করা অনাবশ্যক। বৈশেষিকদের একপ্রকার পরমাণুবাদ আছে তাহারও বিশেষ কথা বলা অনাবশ্যক যেহেতু বক্ষ্যমাণ পরমাণুবাদের উহা অন্তর্গত। গ্রীকদের মধ্যে ডিমক্রিটাসের (ও তৎপরে এপিকিউরাসের) পরমাণুবাদ প্রসিদ্ধ। তন্মতে (১) পরমাণু ও শূন্য বা অবকাশ এই দুইটী সত্য পদার্থ আর সব অলীক মত মাত্র (২) পরমাণু অসংখ্য ও তাহারা অসংখ্য আকার-বিশিষ্ট (৩) তাহারা অনন্ত শূন্যে কেবল পড়িতেছে বা পতনরূপ গতি-বিশিষ্ট (৪) উহাদের আর এক গুণ সাময়িক গতির হ্রাস বা পার্শ্বগতি (clinamen)। তাহাতে তাহারা পুঞ্জীভূত হইয়া দ্রব্য উৎপাদন করে। (৫) Soul নামক আত্মারও অণু আছে। তাহারা অগ্নির অণুর মত সূক্ষ্ম, চিক্কণ, গোল, সর্ব্বাপেক্ষা গতিশীল, এবং সর্ব্বশরীরে অপ্রতিহতভাবে

প্রবেশ করিতে সমর্থ। এইরূপ পরমাণুর দ্বারা দেবমনুষ্য আদি সমস্ত নির্ম্মিত। ইহা গ্রীকদের প্রাচীন জড়বাদ। বলা বাহুল্য এই সব থিওরী কেবল কল্পনামূলক ও যুক্তির ভিত্তিরহিত (fanciful theory)। যাহা নাই বা শূন্য তাহা বস্তুরূপে কল্পনা করা অসম্ভব। আলোক অন্ধকার বা অন্য ইন্দ্রিয় বিষয় ব্যতীত শুদ্ধ ফাঁক কল্পনা করা সাধ্য নহে, সুতরাং উহা বাঙ্মাত্র বিকল্পজ্ঞান। আর ঐ পরমাণু কিসের দ্বারা নির্ম্মিত? তাহা অবিভাজ্য কেন?—তাহা এই প্রণালীর দর্শনে নির্ণেয় নহে (এখনও যে অণুর বিষয় বৈজ্ঞানিক জগতে স্থানলাভ করিয়াছে তাহাও যে কি তাহা সেই দৃষ্টিতে জ্ঞেয় নহে)।

তবে ডিমক্রিটাস্ যে বলেন—শূন্য হইতে শূন্য হয় বা কিছু না হইতে কিছু হয় না (নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ); যাহা আছে তাহা কখন শূন্য হয় না (নাভাবো বিদ্যতে সতঃ); কিছু নিষ্কারণে হয় না; প্রত্যেক ঘটনা কারণের ধর্ম্মানুসারে ঘটে—এই সব নিয়ম অতি সত্য এবং সাংখ্যের সম্যক্ অনুমত।

প্রাচীন গ্রীসে দুইটি মত লইয়া দুই দার্শনিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত ছিল। তন্মধ্যে হেরাক্লাইটাস্ (Heracleitus) প্রবর্ত্তিত মতে 'হওয়া' বা সত্ত্ব-ক্রিয়া (becoming) বস্তুর (existenceএর) মূল তত্ত্ব। এই বাদের পণ্ডিতেরা বলেন যখন সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল প্রবহমাণ ভাব, তখন সার্ব্বত্রিক 'সত্ত্বক্রিয়া'ই প্রকৃত সত্য। যখন সবই বদলাইয়া যাইতেছে তখন কোন কিছুর সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না। অগত্যা চুপ করিয়া থাকাই ইঁহাদের অভিমত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হেরাক্লাইটাসের শিষ্য ক্রেটাইলাসকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মাত্র অঙ্গুলি নাড়িতেন। *

* জৈনদের স্যাদ্‌বাদ মত অনুসারে দ্রব্যের গুণ অনন্ত সুতরাং সর্ব্বদ্রব্য সম্বন্ধে সব

KRISHNA CHANDRA COLLEGE DIGITAL BOOK CENTRAL LIBRARY

Krishna chandra college central Library

৭ (ঘ)। গ্রীকদের প্রধান দ্বিতীয় দর্শনের গুরু পার্‌মেনাইডিস্ (Parmenides)। তাঁহার মতে সত্তা (being) সর্ব্বভাবের মূল তত্ত্ব। এই দুই বাদের মধ্যে যাহা সত্য তাহা সমন্বয় করিলে সাংখ্যের মধ্যেই আসিয়া পড়ে। বস্তুত 'হওয়া' বা 'সত্ত্বক্রিয়া'ও যেমন মূলতত্ত্ব, 'আছে' বা সত্ত্বও সেইরূপ মূলতত্ত্ব। ক্রিয়া হইলেই জ্ঞান, আর জ্ঞান হয়—'আছে' এমন কিছু বা সত্ত্ব লইয়া। 'হওয়াকে' ও 'যাহা হয়' তাহাকে অর্থাৎ সত্ত্বক্রিয়াকে ও সত্ত্বকে বিযুক্ত করার যো নাই। ইহারা অবিনাভাবী পদার্থ। সুতরাং উভয়েই তুল্যরূপে মূল ভাব। উহাদের সহিত পূর্ব্ব-প্রদর্শিত অবিনাভাবী জড়তা লইলে সত্ত্ব, রজ ও তম রূপ তিন মূল ভাবপদার্থ লব্ধ হইয়া দর্শন সম্যক্ হয়। গ্রীকদের অন্যতম প্রধান দার্শনিক প্লেটো ও এরিস্‌টট্‌ল মন ও ভূত এই (পূর্ব্বকথিত) দুইবস্তুবাদী (dualist)। প্লেটোর পদার্থ বা categoryর মধ্যে প্রধান being, rest and motion বা সত্তা, স্থিতি ও গতি। ইহা সত্ত্ব, তম, ও রজ এই তিনগুণের প্রায় কাছাকাছি।

প্লেটোর দর্শনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি theory of ideas বা পদার্থবিজ্ঞানের প্রাধান্য বাদ। পদের যে অর্থ, তাহার যে বিজ্ঞান বা

বলা যায়। প্রশ্ন করিলে সর্ব্বদ্রব্য সম্বন্ধে 'স্যাৎ' বা হইতে পারে এরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত।

উক্ত গ্রীকমতের ন্যায় অনুসারে কিছু না বলাই সিদ্ধান্ত। জৈনদের মতে সমস্ত বলাই সিদ্ধান্ত। বস্তুত এই দুই মতই একরূপ। কারণ জৈনমতের 'সব বলা' অর্থে প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ কিছু না বলা, আর গ্রীকমতে অসংখ্য প্রকার বক্তব্য হইতে পারে বলিয়া কিছু না বলা।

কিছু না বলা বা সব হইতে পারে বলা দার্শনিক হিসাবে নিরর্থক। এরূপ দৃষ্টিতে জগতত্ত্ব বুঝিতে হইবে যাহাতে মূল পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্ত বক্তব্য থাকে। তাহাই প্রকৃত দর্শন। স্বমত যদি অবচনীয় হয় তবে পরকে জানাইবে কিরূপে?

বহুধর্ম্মের মিলিত মানস জ্ঞান তাহার প্রাধান্যই theory of ideas। যেমন বৃত্তসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। তাহা কতকগুলি ধর্ম্মের একীভূত মানস জ্ঞান। বৃত্ত অঙ্কিত করিতে গেলে কখনই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় না। কিছু না কিছু দোষ থাকিবেই। কিন্তু বৃত্তনামে যে মানস বিজ্ঞান আছে তাহা সম্যক্ বৃত্ত-বিষয়ক বিজ্ঞান। তাই তাহাই সত্য। সাংখ্যের তত্ত্বজ্ঞানও এইরূপ ব্যাপক বিজ্ঞান। প্লেটোর Republic গ্রন্থে একটী সুন্দর উপমা আছে; যথা—কতকগুলি লোক অন্ধকারময় এক গুহায় আজন্ম আবদ্ধ আছে। তাহারা গুহার এক মাত্র দ্বারের দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিয়া আছে। তাহারা এরূপভাবে আবদ্ধ যে গুহার দ্বারের দিকে ফিরিয়া দেখিতে অসমর্থ কেবল দ্বারের সম্মুখস্থ ভিত্তির দিকেই দেখিতে পারে। গুহার বাহিরে এক উজ্জ্বল আলোক আছে। তাহার সম্মুখ দিয়া অনেকে গমনাগমন করিতেছে ও অনেক প্রকার দ্রব্য লইয়া যাইতেছে। এইরূপ হইলে গুহাতে আবদ্ধ ব্যক্তিরা কেবল নিজেদের ও অপরের ছায়ামাত্র গুহার ভিত্তিতে দেখিবে ও তাহাই সত্য মনে করিবে। সেইরূপ আমরাও প্রকৃত দ্রব্য দেখিতে পাই না ছায়ামাত্র দেখি। এই মত অনেক দার্শনিকই অনুমোদন করিবেন এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতেছেন (বিশেষত আপেক্ষিকতাবাদের অভ্যুদয়ে)। জ্ঞান বা সত্য জ্ঞান সম্বন্ধে প্লেটোর মত এইরূপ—তিনি বলেন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে সত্য বলা যায় না কারণ তাহাদেরকে 'ঘটিতেছে' (becoming) বলিতে হইবে 'আছে' বলা যায় না। তবে চিন্তার দ্বারা কি সত্য জ্ঞান হয়? হাঁ বলিলে ফের প্রশ্ন হইবে চিন্তা যে সত্য তাহার প্রমাণ কি? তবে সত্যাবধারণের ভিত্তি (criterion) কি? প্লেটো সিদ্ধান্ত করেন যে আত্মা যখন অমর তখন পূর্ব্বেও ছিল। তখন সত্য সকল অবধারণ

Krishnachandra college central Library

করিয়াছিল। শরীরসম্বন্ধ ঘটাতে তাহা বিস্মৃত হইয়াছে। শিক্ষার দ্বারা তাহা স্মরণ করে। ইহা অবশ্য সদোষ কাল্পনিক মত। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। সত্যজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞান মনের স্বভাব। উহাদের নাম প্রমাণ ও বিপর্য্যয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারাই প্রধানত প্রমাণ হয়। ঐ যে "ঘটিতেছে" বলিলে উহা সত্য কি মিথ্যা। অবশ্যই বলিবে সত্য নচেৎ উহা যুক্তির ভিত্তি হইবে কিরূপে? যেরূপে জানিলে যে উহা সত্য, সেইরূপেই ইন্দ্রিয় বিষয় সত্য বলিয়া জানিয়া থাক। তবে সাংখ্য মতে সব ব্যবহার-বিষয় আপেক্ষিক সত্য। অনাপেক্ষিক সত্য বাহ্যের মূল স্বভাব—প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। ইহাদের অস্তিত্ব যে নাই বা "ইহারা আছে" ইহা যে সত্য নহে তাহা কেহ কখনও বলিতে পারিবে না। পূর্ব্বোক্ত উপমায় যে আলোকের দ্বারা গুহামধ্যস্থ ব্যক্তিরা ছায়া দেখে সাংখ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে সেই আলোক হইবে—দ্রষ্টৃপুরুষ। তবে উহা অনেক গভীর কথা।

এরিস্টট্‌ল যে ঈশ্বরের লক্ষণ দেন তাহাও সাংখীয় দর্শনের অনুরূপ। তিনি বলেন "God is not the creator but a pure self-contemplating Intelligence"; এইরূপ আত্মধ্যায়ী বা সাস্মিত সমাধিস্থ পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ বিশ্বের অধিষ্ঠাতা ইহা সাংখ্যমত। স্রষ্টা ও creator যে একার্থক নহে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দে যে নব প্লেটোবাদ (neo platonism) প্রচলিত হয় (মিসরের আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় ইহার উদ্ভব) তাহা ভারতীয় দার্শনিক মত হইতে গৃহীত। উহার প্রধান আচার্য্য প্লোটিনাস্ ভারতীয় দর্শন শিক্ষার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু ঘটনাক্রমে পারেন নাই বলিয়া কথিত হয়। আলেক্‌জাণ্ডারের সময় হইতে (বা পূর্ব্ব হইতে) ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্য দেশে প্রসারিত হয়। তাহাতে

প্লোটিনাস্ ভারতীয় দর্শনের বিষয় নিশ্চয়ই বিজ্ঞাত ছিলেন। নচেৎ ভারতে শিক্ষার জন্য যাইবার উদ্যম করিবেন কেন? দুর্ভাগ্যের বিষয় প্লোটিনাসের মূল গ্রন্থ সকল এক খৃষ্টান সম্রাটের আদেশে ধ্বংসীকৃত হয়। তবে অনেকে স্বগ্রন্থে তাঁহার লেখা উদ্ধৃত করাতে তাঁহার মত অনেকটা জানা যায়। উপনিষদের মতের মত অনেকটা তাঁহার মত। তাঁহাদের ব্রহ্ম উপনিষদের ব্রহ্মের মত নির্গুণ, অমনা, অনণু, অদীর্ঘ (without attributes, thought and magnitude) ও তিনি মূল কারণ। জীব বা 'nous' ব্রহ্মের অবভাস (emanation)। ধ্যানের দ্বারা জীব শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মত্বে যান বা ব্রহ্মবৎ হন। ধ্যান বা যোগ ও তৎপরে সমাধি (ecstasy) ইঁহাদের প্রধান সাধন। অহিংসা ব্রহ্মচর্য্য আদিও ইঁহারা পালন করিতেন। এইরূপে সাংখ্য যোগীদের ও ইঁহাদের কর্ম্মনীতি সদৃশ। ইঁহাদের পদার্থ এইরূপ—১ম, অদৃশ্য পদার্থ, যথা—(১) আদি পুরুষ বা Supreme being, (২) জীব বা আত্মা, (৩) মন। ২য়—জড়জগৎ। ইঁহাদের nous (এই শব্দের সাধারণ অর্থ বুদ্ধি) যাহা আদিপুরুষের আভাসস্বরূপ তাহা ভারতীয় দর্শনের বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব বা জীবের সদৃশ। মহত্তত্ত্ব যেমন ব্যক্ত পদার্থের মূল কারণ তেমনি nousও সমস্ত গ্রাহ্য ও গ্রহণ পদার্থের মূল কারণ (archetype of all existing things)। ধ্যানের দ্বারা যে অলৌকিক শক্তি হয় এ বিষয়েও তাঁহারা ভারতীয় দর্শনের সহিত একমত। প্রার্থনা মাত্র সম্বল খৃষ্টানদের মতের সহিত ইঁহাদের এই সাধনসাধ্য মত অত্যন্ত বিরুদ্ধ ছিল বলিয়া শেষে খৃষ্টানদের দ্বারা ইহা বিলুপ্ত হয়। ইহা সাংখ্যযোগাদি ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য প্লেটো আদির মিশ্র মত। ইঁহাদের তাই eclecticও বলা হইত।

Plotinus বলিয়াছেন "So let the soul that is not un-

Krishnachandra college central Library

worthy of that Vision (vision of the flight of the One to the One) contemplate the great soul, freed from deceit and every witchery, and collected into calm. Calmed be the body for her in that hour, and the tumult of the flesh ; ay, all that is about her, calm ; calm be the earth, the sea, the air, and let heaven itself be still. Then let her feel how into that silent heaven the Great Soul floweth in."

অর্থাৎ "এক হইতে একে যাওয়া এই পরম জ্ঞানের জন্য যে জীব অযোগ্য নহেন তিনি মায়া (ভিতরে এক বাহিরে এক। 'যেষু ন জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি' শ্রুতি) ত্যাগ করিয়া মহান্ আত্মাকে ধ্যান বা মনন করুন এবং তদ্দ্বারা স্থৈর্য্যলাভ করুন। সেই সময়ে শরীর স্থির হউক, রক্তমাংসের সব উচ্ছ্বাস স্থির হউক ; কিঞ্চ জীবের সমস্তই স্থির হউক। পৃথিবী স্থির হউক ; সমুদ্র, বায়ু এবং দ্যুলোকও স্থির হউক। তখনই জীব অনুভূতি করিতে পারিবে কিরূপে সেই নিঃশব্দ দিব্যলোকে (দিবি ব্রহ্মপুরে হ্যেষঃ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ) সেই মহান্ আত্মা অবভাসিত হন।" ইহা প্রসিদ্ধ ভারতীয় সাধন ও তৎফল। পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু ইহা অঙ্কুরিত হইয়াই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

৭ (ঙ)। বিশ্বের মূল সম্বন্ধে (সাংখ্য ব্যতীত) মানবের যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তা প্রস্থান আছে তাহাদের প্রধানগুলি বিবৃত হইল। অন্য সকল উহাদেরই অন্তর্গত। সাংখ্যের দর্শন অন্যরূপ। তাহাতে ঐ সমস্ত বাদ সমন্বিত হয় এবং তাহা সম্যক্ তলস্পর্শী। তাহা ঐ সমস্ত 'ism', 'logy', প্রভৃতির সম্যক্ উপরিস্থিত।

প্রাগুক্ত একবস্তুবাদী (জড়বাদী monist) হইতে অজ্ঞেয়বাদী

পর্য্যন্ত সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে বাহ্যে ও অন্তরে নিয়ত ক্রিয়া হইতেছে। ক্রিয়া মানে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়া। বাহ্য ক্রিয়া 'change of position' বা একস্থানে অবস্থিত বস্তুর অন্য স্থানে অবস্থান। অন্য কথায় তাহা অবস্থান্তরতা। আন্তর ক্রিয়াও অবস্থান্তরতা। জ্ঞান ইচ্ছা আদি আন্তর ভাবের দেশব্যাপী অবস্থান নাই। তাহারা যে লম্বা, চওড়া ও মোটা নহে বা তাদৃশ আকারযুক্ত রূপে কল্পনীয় নহে তাহা অনুভূত হয়। তাহাদের ক্রিয়া সুতরাং এক কাল হইতে অন্যকালে যাওয়ারূপ অবস্থান্তরতা। অনুভবও হয় বর্ত্তমান ক্ষণে এক জ্ঞান আছে পরক্ষণে অন্য জ্ঞান হইল। এইরূপে জ্ঞানের ভিন্নতা পূর্ব্বপরকালে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। অতএব কাল মাত্র ব্যাপী ক্রিয়া যে মানস স্বভাব ইহা সিদ্ধ হইল। যাহা জ্ঞেয়রূপে জানা যায় তাহাদের সমস্তেরই এই ক্রিয়া-স্বভাব বা ক্রিয়াশীলতা সর্ব্ববাদীদেরই স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের ও জ্ঞেয়ের যে এই ক্রিয়া বা পরিবর্ত্তন তাহা সকলের অনুভূয়মান সিদ্ধ সত্য। উহা থিওরী অথবা বাচিক সামান্য (abstraction) নহে। ক্রিয়ার দ্বারা জ্ঞানযন্ত্র সক্রিয় হইলেই জ্ঞান হয়। শব্দস্পর্শাদির জ্ঞান, ইচ্ছাদির জ্ঞান, সুখদুঃখাদির জ্ঞান সবই ক্রিয়া হইতে হয়, জ্ঞান উদ্ভূত হওয়াও ক্রিয়া এবং জ্ঞান লীন বা আবরিত অবস্থায় যাওয়াও ক্রিয়া। এইরূপে ক্রিয়া ও জ্ঞান অবিনাভাবী। জ্ঞান বা বোধ দুই রকম, এক গ্রাহ্যভাবের বোধ—যেমন শব্দাদি বাহ্যজ্ঞান ; দ্বিতীয় জ্ঞানযন্ত্রের স্বগত বোধ—যেমন সুখাদিবোধ। 'আমি আমাকে জানি' ইহা এইরূপ বোধ। এই উভয় প্রকার বোধই ক্রিয়া-সহভাবী। অতএব বাহ্যান্তর ভাবের আর এক স্বভাব হইল প্রকাশ বা বুদ্ধ হওয়া। ইহাও কাহারও অস্বীকার করার যো নাই। অতএব বাহ্যান্তর সর্ব্ববস্তুর অন্যতম স্বভাব বা মৌলিক ধর্ম্ম বা attribute হইল প্রকাশশীলতা। ইহাও অনুভূয়মান সত্য।

Krishna chandra college central Library

সতের বা যাহা 'আছে' বলিয়া জানি এরূপ পদার্থের অভাব হয় না এবং অসতের বা যাহা নাই বা যাহা জানার অযোগ্য এরূপ পদার্থের ভাবও হয় না। ইহা সমস্ত স্বস্থ-প্রকৃতিক (normal) দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। অতএব ঐ ক্রিয়ার ও প্রকাশের অভাব নাই যদিও তাহাদের অংশভূত একঅবস্থার নাশ হইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে দার্শনিক ভাষায় নাশ শব্দের অর্থ অভাব নহে কিন্তু অলক্ষ্য ভাবে থাকা। বিশ্বে কতখানি ক্রিয়া আছে ? অবশ্যই বলিতে হইবে অমেয় ক্রিয়া আছে। প্রকাশও সুতরাং অমেয়। অতএব সিদ্ধ হইল অমেয় নিত্য প্রকাশ ও ক্রিয়া আছে।

৭ (চ)। প্রকাশ ও ক্রিয়া মেয় বা খণ্ড খণ্ড ভাবে বা স্তোকে স্তোকে বর্ত্তমান দেখা যায়। জ্ঞেয় বস্তুসকল প্রত্যেকে সসীম। যাহাকে অসীম বস্তু বলি তাহারা বৈকল্পিক মাত্র—সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা যাহা কল্পনা করিতে পারি তাহা সব সসীম। যাহাদের পরিমাণের ও সংখ্যার সীমা দেওয়া অযুক্ত তাদৃশ পদার্থদের অমেয়, অসীম, অনন্ত বলি। প্রত্যেক জ্ঞান সসীম। তাই প্রত্যেক জ্ঞেয়ও সসীম। প্রকাশ ও ক্রিয়ার জ্ঞায়মান অবস্থাসকল এইরূপে সসীম দেখা যায় বলিয়া বলিতে হইবে প্রকাশ ও ক্রিয়া অসীম হইলেও তাহা খণ্ড খণ্ডরূপে ব্যবস্থিত আছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ একতান জ্ঞান বা ক্রিয়া নাই *। আছে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ক্রিয়ার (সুতরাং জ্ঞানের) প্রবাহ মাত্র। ক্রিয়া ভাঙ্গে কেন ? অবশ্য তাহার (ভাঙ্গার) কিছু কারণ আছে। সেই কারণ কি হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে ক্রিয়ার বিরুদ্ধ কোন পদার্থ আছে যাহা ক্রিয়াকে ভাঙ্গে। ক্রিয়ার বিরুদ্ধ

* Physicistsদেরও চরম সিদ্ধান্ত—'Energy acts in Quanta' অর্থাৎ ক্রিয়া শক্তি স্তোকে স্তোকে ক্রিয়া করে। বিদ্যুৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতি সবই স্তোকে স্তোকে ক্রিয়া।

পদার্থের নাম জড়তা। জড়তা দ্বিবিধ—ক্রিয়ার জড়তা বা মান্দ্য এবং জ্ঞানের জড়তা বা আবরণ অতএব বলিতে হইবে ক্রিয়ার (সুতরাং জ্ঞানেরও) পশ্চাতে এক জড়তা স্বভাব বর্ত্তমান আছে তজ্জন্যই ক্রিয়া ও জ্ঞান খণ্ড খণ্ড ভাবে হয়। খণ্ড খণ্ড ভাবে হওয়া অর্থে—বর্ত্তমান ক্রিয়া বা জ্ঞান রুদ্ধ হইয়া পরে আর একটা উঠা। উহা কোথা হইতে উঠে ? উত্তরে বলিতে হইবে জড়ীভূত জ্ঞান ও ক্রিয়া হইতেই পুনশ্চ ব্যক্তজ্ঞান ও ক্রিয়া হয়। কারণ অভাব হইতে ভাব হয় না। এবং ক্রিয়া হইতে যে ক্রিয়া ও প্রকাশ হইতে যে প্রকাশ হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সেইরূপ ব্যক্ত জ্ঞান ও ক্রিয়া যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন জড়ীভূত হইয়া যায়।

এইরূপে সিদ্ধ হয় যে বাহ্য ও আন্তর পদার্থের আর এক মৌলিক স্বভাব জড়তা বা স্থিতিশীলতা। অতএব প্রকাশশীল ভাব বা সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল ভাব বা রজ এবং স্থিতিশীল ভাব বা তম এই তিন ভাব পদার্থ বাহ্য ও আন্তর ভাবের উপাদান বিষয়ে চরম ও মৌলিক বিশ্লেষ। এই বিশ্লেষের পর আর বিশ্লেষ হইতে পারে না। যাহা হইতে পারে না বা কল্পনাও করিতে পারি না তাহার নাম 'নাই'। অতএব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনের উপরে কোন জ্ঞেয় দ্রব্য নাই। যাহা জ্ঞেয় তাহাই ঐ তিনের লক্ষণের দ্বারা আক্রান্ত বা ঐ তিনের সমাহার। ঐ তিন ছাড়া কোন দ্রব্য আবিষ্কার করার বৃথা চেষ্টা করিলেই পাঠক এ বিষয়ের সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

মনে কর একটি জ্ঞান। তাহা কি ? বোধ বা জ্ঞানস্বভাব দ্রব্যের তাহা এক খণ্ড অবস্থা বলিতে হইবে। ক্রিয়ার দ্বারা তাহা উদ্ভূত হইয়া পুনশ্চ ক্রিয়ার দ্বারা তাহা সংস্কারভাবে গেল। (পাত্র হইতে এক চামচ বালি তুলিয়া সেই বালির পাত্রে তাহা ফের ঢালিলে যেমন হয় ইহাও সেইরূপ)। ইহাতে কি পাওয়া গেল ? জড়তাকে অভিভব

Krishna chandra college central Library

করিয়া ক্রিয়া বোধ বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করত উঠাইল ও পরক্ষণে তাহাকে আবরিত ভাবে লইয়া গেল। ইহাই একটী 'জ্ঞান' হওয়ার তত্ত্ব বা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির এক খেলা মাত্র। সেইরূপ ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ আদিও প্রকাশ ক্রিয়া ও স্থিতির এক এক প্রকার বিকাশমাত্র। জ্ঞানেচ্ছাদি মনোভাবের উপাদানবিষয়ে তদতিরিক্ত আর কিছু বলার, সুতরাং বুঝার নাই।

বাহ্য বিষয় সম্বন্ধেও ঐ কথা। বাহ্য দ্রব্য আমরা শব্দাদি পঞ্চগুণের দ্বারা জানি। তাহারা বৈষয়িক (physical বা শব্দতাপরূপ ক্রিয়া) বা রাসায়নিক (অগ্নিজ্বলা আদি chemical) বা সাধারণ (mechanical) ক্রিয়া মাত্র। সেই ক্রিয়া হইতে ইন্দ্রিয়গত জড়তা উদ্রিক্ত হইয়া শব্দাদি জ্ঞান হয়। তাহা ছাড়া বাহ্য দ্রব্যের যে ভারবত্তা ও জড়তা গুণ আছে তাহাও ক্রিয়া-বিশেষ। ভারবত্তা পৃথিবীর বা অন্য আকর্ষকের দিকে গতিরূপ ক্রিয়া, জড়তা বা inertia উদ্রেচক ক্রিয়ার বিরুদ্ধ ক্রিয়া মাত্র বা ক্রিয়ার বোধ। অপ্রবেশ্যতা বা impenetrability দ্রব্যের স্বগত ক্রিয়াবর্ত্ত মাত্র।

অতএব বলিতে হইবে আপেক্ষিক জড়ীভাবে স্থিত ক্রিয়া বা inertia (জড়ত্ব) এবং শব্দাদি ব্যক্ত ক্রিয়া ম্যাটারের প্রকৃত রূপ। ইহাতে জড়তা, ক্রিয়া ও জ্ঞাত হওয়া বা প্রকাশ এই তিন স্বভাব ম্যাটারেও বা বাহ্য দ্রব্যেও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই সুতরাং আর জ্ঞাতব্য হইতেও পারে না।

৭ (ছ)। প্রাগুক্ত একবস্তুবাদীরা যে বলেন বোধ ক্রিয়া, ও ম্যাটার অবিনাভাবী (৭ প্রকরণে উদ্ধৃত বচন দ্রষ্টব্য) তাহা খুব সত্য কথা এবং সাংখ্যের অনুগত ও অনুমত কথা। কিন্তু ম্যাটার বা substance কি? তাহা বিশ্লেষ করিলে কেবল আপেক্ষিক জড়ীভূত

ক্রিয়ামাত্র এবং বোধ পাওয়া যায়। তদপেক্ষা অধিক আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। অজ্ঞেয়বাদীদেরকেও exist, persist, resist, act ইত্যাদি জ্ঞাতগুণ বলিতে হয়। তাহার পর যাহা unknowable বা অজ্ঞেয় কল্পনা করা হয় তাহা বস্তুত নাই। কারণ যাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বা যাহা কখন জ্ঞেয় হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা=নাই। তদ্বিষয়ে বলার কিছু নাই। এই রূপে জানা গেল প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির অতিরিক্ত কিছু নাই সুতরাং তদাতিরিক্ত কিছু জানারও নাই। তদ্ব্যতীত কিছু জ্ঞেয় আছে বলিলেই বলা হইবে যে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির এক অবস্থা বিশেষ আছে।

অতএব সিদ্ধ হইল সত্ত্ব, রজ ও তম ছাড়া আন্তর ও বাহ্যভাবের অন্য কোন উপাদান নাই ও হইতেও পারে না।

৭ (জ)। আধুনিক ও প্রাচীন দার্শনিক মত সকল দেখান হইল, অতঃপর আধুনিক (বিংশ শতাব্দের) বিজ্ঞানের মত দেখান হইতেছে। দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি প্রত্যক্ষবিষয়ক যথার্থ অভিজ্ঞা। তাদৃশ অভিজ্ঞা হইতে অনুমান প্রমাণের দ্বারা মূল পর্য্যন্ত তথ্যের আবিষ্করণই দর্শনের প্রতিপাদ্য। অতএব দর্শনের ভিত্তির জন্য প্রথমে সম্যক্ প্রত্যক্ষবিষয়ের বিজ্ঞান চাই। Sir J. Jeans বলেন "The question at issue is ultimately one for philosophic discussion, but before the philosophers have a right to speak science ought to be asked to tell all she can as to the ascertained facts and provisional hypotheses." অর্থাৎ "(মৌলিক তথ্য-বিষয়ক) প্রশ্নের শেষ মীমাংসা দার্শনিকদের হাতে। কিন্তু দার্শনিকেরা কিছু বলার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা যে সব তথ্য ও উপপত্তি নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা দার্শনিকদের জানা উচিত।"

Krishna chandra college central Library

কথা খুবই ঠিক। প্রাচীন দার্শনিকেরাও অবশ্য প্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি করিয়া দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু বলা যাইতে পারে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞা এবং অধুনা কালের সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সহায়ে আবিষ্কৃত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞা এই দুইয়ের মধ্যে শেষটী অনেক উন্নত।

উন্নত সন্দেহ নাই, কিন্তু মৌলিক তথ্যজ্ঞানের পক্ষে উহা অত্যাবশ্যকীয় নহে। কল্পনা ও কাল্পনিক থিওরী ছাড়িয়া শুদ্ধ প্রত্যক্ষ বিষয় ভিত্তি করিলে সত্যের ভিত্তিতেই দর্শনপ্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে। শুদ্ধ চন্দ্র দেখিয়া যথাবৎ গ্রহণ ও ভাষণ করিয়া চলিলে, চন্দ্র সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম কথা (যথা চন্দ্র পর্ব্বতময় ইত্যাদি) না জানিলে, এবং চন্দ্র দেবতার রৌপ্যময় প্রাসাদের ছাত হইতে শুভ্র-জ্যোতি হয় (বৌদ্ধমত) ইত্যাদি কাল্পনিক কথা গ্রহণ না করিলে—যথাদৃষ্ট চন্দ্রপ্রত্যক্ষের ভিত্তি সত্যের ভিত্তিই হইবে। সাংখ্য ঐরূপ প্রত্যক্ষ তথ্যের উপর স্থাপিত। আধুনিক প্রত্যক্ষ সুসূক্ষ্ম হইলেও সাংখ্যের প্রাচীন ভিত্তি অপেক্ষা তাহা যে উন্নততর দার্শনিক প্রাসাদের উপযোগী, ইহা যে সত্য নহে তাহা ক্রমশ পাঠক দেখিতে পাইবেন। তজ্জন্য প্রথমে জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের সার সঙ্কলিত হইতেছে। যাবতীয় বাহ্য দ্রব্য বা পরিদৃশ্যমান বিশ্বস্থ ম্যাটার-সংজ্ঞক দ্রব্যসকল ন্যূনাধিক নব্বই সংখ্যক এলিমেণ্ট বা মূলদ্রব্যের একে বা একাধিকে নির্ম্মিত। ম্যাটার কি তাহার সদুত্তর নাই। 'যাহা অবকাশ ব্যাপিয়া থাকে তাহাই ম্যাটার' ইহা ছাড়া উত্তর নাই। Soddy বলেন "But to ask the question 'What is matter' is to assume that there exists something more fundamental than matter, out of which it is in some way made up. There may be, but if so it is not yet completely known."

অর্থাৎ "ম্যাটার কি" এরূপ প্রশ্ন করিলে, ধরিয়া লওয়া হয় যে ম্যাটার অপেক্ষা মৌলিক কিছু দ্রব্য আছে যাহার দ্বারা ম্যাটার নির্ম্মিত। কিন্তু তাহা যদি থাকে তবে তদ্বিষয়ে কিছু জানা নাই।" Soddy আরও বলেন ম্যাটার অর্থে আমরা উক্ত প্রায় নব্বই সংখ্যক এলিমেণ্ট্‌কেই বুঝি। তাহা হইলে ম্যাটার শব্দ একটা 'convenient abstraction' বা এলিমেণ্ট্‌দের সাধারণ নাম মাত্র। পৃথিবীর সাধারণ তাপে কঠিন, তরল বা বায়বীয় অবস্থায় অবস্থিত স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু, অক্সিজেন আদি বায়ু, গন্ধকাদি উপধাতু প্রভৃতি যে সব দ্রব্যকে আমরা তাপাদির দ্বারা অন্য এলিমেণ্টে পরিবর্ত্তিত করিতে পারি না তাহারাই এলিমেণ্ট্ নামক রাসায়নিক ভূত। তবে র‍্যাডিয়মাদি কোন কোন এলিমেণ্ট্ স্বয়ং অন্য এলিমেণ্টে পরিবর্ত্তিত হয় যেমন র‍্যাডিয়ম হিলিয়মে ও সীসায় স্বয়ং পরিবর্ত্তিত হয়।

এলিমেণ্ট্ নামক ভূত সকল কি? ইহার দুই প্রকার উত্তর হয় (১) দার্শনিক, (২) বৈজ্ঞানিক। দার্শনিক উত্তরে বলিতে হয়—রূপরসাদি পঞ্চগুণের বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন দ্রব্যসকল এলিমেণ্ট্। আর বৈজ্ঞানিক উত্তরে বলা হয়—"it has been tacitly assumed that all matter is made up of various combinations of the same unknown 'Primary stuff' or 'Protyle'" অর্থাৎ "স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে সমস্ত ম্যাটারই এক অজ্ঞাত 'মূলদ্রব্য' বা 'প্রোটাইলের' দ্বারা নির্ম্মিত।" তবেই হইল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ম্যাটার কোন অজ্ঞাত দ্রব্য। তবে স্বর্ণরৌপ্যাদি এলিমেণ্টকে বিজ্ঞান বিশ্লেষ করিয়া তাহাদের পরমাণু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। যে সব সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া (experiment) এবং ততোধিক যে সব সূক্ষ্ম ও জটীল যুক্তির দ্বারা ঐ পরমাণু সিদ্ধ হয় এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। সিদ্ধান্ত এইরূপ :—সমস্ত

Krishna chandra college central Library

এলিমেণ্ট্ ইলেক্ট্রন ও প্রোটন নামক অণু অংশের দ্বারা নির্ম্মিত। ইলেক্ট্রন একটি নেগেটিভ্ বিদ্যুতের বিন্দু। প্রোটন পজিটিভ্ বিদ্যুতের অণু বা তৎসমষ্টি। প্রোটনের ও ইলেক্ট্রন নামক ঐ পরমাণুর দ্বারা রাসায়নিক ভূতের অণু বা এটম্ নির্ম্মিত। (বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এটম্ শব্দের অর্থ এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বের অর্থ ছিল এটম্= দ্রব্যের অবিভাজ্য অংশ)। ইলেক্ট্রন পরমাণু অতি ক্ষুদ্র। উহা একটী হাইড্রোজেন অণুর (moleculeএর) প্রায় ২০০০ ভাগের এক ভাগ ওজনের। (একটি হাইড্রোজেনের অণু যে কত ক্ষুদ্র তাহা ধারণা করিতে হইলে নিম্নলিখিত অঙ্ক দেখিয়া বুঝিতে হবে। Andrade বলেন "The smallest atom, the hydrogen atom, having a diameter of about half a hundred-millionth of an inch" অর্থাৎ "একটী হাইড্রোজেনাণু এক ইঞ্চির বিশকোটি ভাগের এক ভাগ আকারের।" এলিমেণ্টের অণুতে এক হইতে অনেক সংখ্যক ইলেক্ট্রন থাকে (হাইড্রোজেনের অণুতে একটীমাত্র ইলেক্ট্রন থাকে)। প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া ইলেক্ট্রন সকল ঘুরিতেছে। তাহাই অণুদের স্বরূপ। ইলেক্ট্রনের কম বেশী সংখ্যায় অণুর বা এলিমেণ্টের ভেদ হয়। ইলেক্ট্রনের তুলনায় প্রোটন অনেক বৃহৎ। এক বা অধিক পজিটিভ্ বিদ্যুতের অণুর বা পজিটিভ্ ইলেক্ট্রনের দ্বারা ম্যাটারের অণুর কেন্দ্র বা প্রোটন নির্ম্মিত হয়। অধিক অণুনির্ম্মিত কেন্দ্র হইলে ঐ প্রোটন সকলের মধ্যেও ইলেক্ট্রন থাকে। তাহাতে পরস্পরে আকৃষ্ট হইয়া (সমান জাতীয় বিদ্যুৎবিন্দু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে ও অসমান জাতীয় আকর্ষণ করে) কেন্দ্র নির্ম্মিত হয়। প্রোটনময় কেন্দ্রের আকার ও গুরুতা ইলেক্ট্রন অপেক্ষা অনেক অধিক। সূর্য্য ও গ্রহ সকলের আকার, গুরুতা ও দূরতার সহিত প্রোটন কেন্দ্র ও ঘূর্ণ্যমান ইলেক্ট্রনের

সুন্দর তুলনা হয়। এক একটী অণু যেন ইলেক্ট্রন গ্রহযুক্ত ও প্রোটন সূর্য্যযুক্ত এক একটি সৌর জগৎ। তবে গ্রহদের গতি অপেক্ষা ইলেক্ট্রনদের গতি অনেক বেশী। উহাদের গতি আলোকের কাছাকাছি যেতে পারে। এ বিষয়ে Millikan বলেন "that an atom like a solar system is an exceedingly loose structure." অর্থাৎ "একটী এটম্ সৌরজগতের ন্যায় অতি ফাঁকযুক্ত গঠনের দ্রব্য।"

ফলে এই ইলেক্ট্রন সকল নেগেটিভ্ তড়িতের অণু বা নেগেটিভ্ electron। তাহারা ম্যাটার ছাড়াও থাকিতে পারে। উহারা একরূপই হয়। পজিটিভ্ তড়িতের ইলেক্ট্রন (যদ্দ্বারা প্রোটন নির্ম্মিত) ম্যাটারের সহিত যুক্তভাবেই পাওয়া যায়, পৃথক্ নহে। * ম্যাটারের অণু (প্রোটন ও ইলেক্ট্রনযুক্ত), তড়িতের অণু ও আলোকাদি বিকীরণের অণু (photon আদি) এই তিন প্রকারের অণু স্বীকৃত হয়।

ম্যাটার ছাড়া এনার্জ্জি বা ক্রিয়াশক্তিও আছে। ক্রিয়াশক্তি দ্বিবিধ —শক্তিরূপ (potential energy) এবং ক্রিয়ারূপ (Kinetic energy)। ক্রিয়ার লক্ষণ—প্রচলন বা স্থান পরিবর্ত্তন। ক্রিয়া ব্যক্ত হইবার আগের অবস্থার নাম শক্তিরূপ অবস্থা এবং ব্যক্ত হইলে তাহা ক্রিয়ারূপ অবস্থা। এনার্জ্জি অনেক প্রকারে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—সাধারণ ক্রিয়াশক্তি, রাসায়নিক ক্রিয়াশক্তি (Chemical energy), বিদ্যুতের এনার্জ্জি, বিকীরণ বা radiant energy (তাপ, আলোক প্রভৃতি বিকীরণ [radiation] বা রশ্মি সকল শেষোক্ত বিভাগে পড়ে)। লজ্ এনার্জ্জির এইরূপ লক্ষণ করেন—"Energy

* কেহ কেহ Negative বিদ্যুতের অণুকেই Electron নাম দেন। Millikan, Positive Electron ও Negative Electron এই দুইয়েরই নাম Electron ব্যবহার করিয়াছেন।

Krishna chandra college central Library

is that property of a body which enables it to do work" অর্থাৎ "বস্তুর যে গুণের দ্বারা সে ক্রিয়া করিতে পারে তাহাই এনার্জি।"

এনার্জ্জির ক্রিয়া হইলে সেই ক্রিয়া একতানে হয় না কিন্তু ভেঙ্গে ভেঙ্গে বা স্তোকে স্তোকে (by quanta) সমস্ত ক্রিয়াই হয়। ইহা বিংশশতাব্দের বৈজ্ঞানিকদের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। এই স্তোক সকলের (তড়িৎ ও নানা প্রকার আলোক, এক্স রশ্মি আদি যে সব বিকীরণ ক্রিয়া আছে তাহাদের প্রত্যেক প্রকারের ক্রিয়ার স্তোক ভিন্ন ভিন্ন) পরিমাণও গণিতের * দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্তোকে স্তোকে হয় বলিয়া সমস্ত ক্রিয়াই তরঙ্গস্বরূপে হয়।

ম্যাটার ও এনার্জ্জি এই উভয়েরই নাশ বা উৎপাদ নাই। এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় উহারা নিরন্তর যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে অবস্থান্তরতা বা আকার প্রকারের ভেদ হইতেছে মাত্র নাশোৎপাদ হইতেছে না। মোটে যতখানি ততখানিই আছে। ইহাই প্রসিদ্ধ conservation of matter and energy বাদ এবং সাংখ্যের সৎকার্য্য-বাদের ছায়া।

ইহা ছাড়া inertia বা জড়তা বা গুরুতা পদার্থও বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম তথ্য পদার্থ। যাহা ক্রিয়াকে বাধা দেয়, রোধ করে বা হইতে দেয় না তাহাই ইনার্শিয়া বা জড়তা। বিকীরণ ক্রিয়া হইতে সাধারণ ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়াই এই জড়তার দ্বারা নিয়মিত। "The true fundamental attribute of matter, its inertia, or its disinclination to move when at rest, and its disinclination to stop moving after it has been started" (Soddy) অর্থাৎ

* Wave length × Planck's constant = রশ্মির স্তোকের পরিমাণ।

"ম্যাটারের মূল ধর্ম্ম ইনার্শিয়ার লক্ষণ হচ্ছে—যে গুণ থামা-ম্যাটারের প্রচলনকে ও প্রচলিত ম্যাটারের থামাকে বাধা দেয়, তাহা।" ইনার্শিয়া বা মাস্ (mass) না থাকিলে কি হইবে? —"A massless particle, so far as can be seen, if it in any way acquired energy, however infinitesimal, would move at infinite velocity" (Soddy) অর্থাৎ "মাস্‌শূন্য বা জড়তাগুণ শূন্য একটী কণা যদি কোন ক্রমে অত্যল্পমাত্রও গতিশক্তি পায় তবে তাহা অমেয় বেগে (সুতরাং অ-কালক্রমে) ছুটিবে।" পূর্ব্বে ম্যাটারকে (উহার লক্ষণ যাহাই হউক) অধ্বংসনীয় ও অনুৎপন্ন বলিয়া বিজ্ঞানজগতের সিদ্ধান্ত ছিল। বর্ত্তমানে আর তাহা নাই। Lodge বলেন "To my mind the greatest scientific discovery of the present age is the establishment of the Electrical theory of matter and the recognition of matter as one of the forms of energy." অর্থাৎ "আমি মনে করি বর্ত্তমান শতাব্দের বিজ্ঞানজগতের প্রধান ঘটনা ম্যাটারের বিদ্যুন্ময়ত্ববাদের স্থাপন এবং ম্যাটার যে এনার্জ্জিরই রূপান্তর তাহা স্বীকৃত হওয়া।" পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেও ইহা সিদ্ধ হয়, যথা, স্বর্ণাদি সমস্ত এলিমেণ্টের নাম ম্যাটার। এলিমেণ্ট্ সকলের অণু নেগেটিভ্ ইলেক্‌ট্রন ও পজিটিভ্ ইলেক্‌ট্রন নামক দ্বিবিধ বিদ্যুৎ বিন্দুর দ্বারা নির্ম্মিত। বিদ্যুৎকে এনার্জ্জি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? অতএব সিদ্ধান্ত "matter is a form of energy" অর্থাৎ ম্যাটার একরূপ ক্রিয়াশক্তি মাত্র। ইহা সব তথ্য। ইহা ব্যতীত এক hypothetical বা ধরে লওয়া পদার্থ বৈজ্ঞানিকদের লইতে হয়। উহার নাম ঈথার। ঈথার পদার্থ অতি প্রাচীনকাল হইতে আছে ও নানারূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কঠিন, তরল ও বায়বীয় দ্রব্য ব্যতীত কোন পদার্থ দিয়া কিছু বুঝার আবশ্যক

Krishna chandra college central Library

হইলে তাহাকে ঈথার বলা হইত। উনবিংশ শতাব্দে যে শেষ ঈথার দাঁড়াইয়াছিল তাহা আলোকবাহী ঈথার বা luminiferous ether। আলোকরূপ ক্রিয়া তরঙ্গ কিরূপে সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষক্রোশ বাহিত হইতে পারে? শূন্য দিয়া ক্রিয়া বাহিত হওয়া কল্পনা করা যায় না। সুতরাং কোন সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট দ্রব্য চাই যদ্দ্বারা বিশ্বজগৎ পূর্ণ এবং যাহা জলের দ্বারা তরঙ্গ বহনের ন্যায়, আলোকের (বিদ্যুতাদিরও) তরঙ্গ বহন করে। উহা জেলির মত অথচ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক গুণ-বিশিষ্ট এবং সমস্ত দ্রব্যের অন্তর্বাহে পূর্ণ বলিয়া কল্পিত হইত। উনবিংশ শতাব্দের জড়বাদ ও mechanical theory of the universe অর্থাৎ "ম্যাটার ও তাহার প্রচলনেই সমস্ত হইয়াছে" এই বাদের চরম সূক্ষ্ম পদার্থ ঐ ঈথার। অধুনা ঐরূপ জড়বাদে আর বিজ্ঞান জগতের আস্থা নাই। অনেকে ঈথার শব্দ ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাঁহারা উহা রাখিয়াছেন তাঁহারা আর উহা প্রাচীন অর্থে ব্যবহার করেন না। এখন space পদের দ্বারা অনেকে ঈথার পদের বর্ত্তমান অর্থ ভাষণ করেন।

এ বিষয়ে ঈথারবাদী Lodge বলেন "the ether in its various forms of energy dominates modern science, though many prefer to avoid the term 'ether' because of its nineteenth century associations and use the term 'space.' The term used does not much matter". এ বিষয়ে Eddington বলেন "Both parties mean exactly the same thing, and are divided only by words." অর্থাৎ "নানারূপ এনার্জ্জি বা ক্রিয়াশক্তি রূপে 'ঈথার' বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উপর আধিপত্য করিয়া আছে, যদিও ঐ শব্দের উনবিংশ শতাব্দের ভাব ত্যাগ করার জন্য উহা ব্যবহার না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'স্পেস' শব্দ অনেকে ব্যবহার করেন। পদে কিছু

এসে যায় না।" এডিংটন এবিষয়ে বলেন "উভয় পক্ষেরই বক্তব্য এক কেবল শব্দ ব্যবহারেরই ভেদ।"

যেমন অতি উর্দ্ধে উঠিলে মাথা ঘুরিয়া যায় সেইরূপ এখানে আসিয়া অধুনা বিজ্ঞান জগতের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। ঈথার বা space যে কি তাহা কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। Lodge প্রভৃতি অনেকে "empty space" বা 'শূন্য স্থান' কথা ব্যবহার করেন। সেই "empty space"এ electron সকল ছুটিয়া থাকে। ঐ শূন্য স্থান কেবল কথা মাত্র। উহার মানস ধারণা হইতে পারে না। শব্দ-রূপাদি গুণ দিয়াই বাহ্যবস্তুর ধারণা হয়। ঐ ঐ গুণযুক্ত শূন্য ধারণা করিতে গেলে তাহা শূন্য থাকিবে না। আর ঐ ঐ গুণ ছাড়া বাহ্যস্থান ধারণাও করিতে পারিবে না। ওরূপ ধারণার অযোগ্য পদার্থকে ধারণা-যোগ্যরূপে ব্যবহার করা যে অন্যায় তাহাও কেহ কেহ বুঝিয়াছেন। Einstien বলেন "In the first place we entirely shun the vague word 'space', of which we must honestly acknowledge, we cannot form the slightest conception and we replace it by motion relative to a practically rigid body of reference". অর্থাৎ "সর্ব্বপ্রথমে বলি যে আমরা উড়ো কথা 'স্পেস্' বা অবকাশ সম্যক্‌রূপ বর্জ্জন করি। সত্য বলিতে গেলে বলিতে হবে আমরা উহার বিন্দুমাত্রও ধারণা করিতে পারি না। উহার পরিবর্ত্তে আমরা এই বাক্য ব্যবহার করি, যথা—কার্য্যত কোন এক স্থির, তুলনা করার যোগ্য দ্রব্যের অপেক্ষায় অন্যদ্রব্যের গতি, (এইরূপ বাক্যার্থকেই অবকাশের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করি)।" অর্থাৎ দৈশিক গতিই ইঁহার স্পেস্। ইহা অতি সমীচীন কথা। ফলে পূর্ব্বের চরম সূক্ষ্ম জড় ঈথার কল্পনা করিয়া বিশ্বমূল বুঝিতে যাওয়া যে অসঙ্গত তাহা বিজ্ঞান বুঝিয়াছে

Krishnachandra college central Library

কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যে কোন্ পদার্থ গ্রাহ্য তাহা এখনও বিজ্ঞান স্থির করিতে পারে নাই। ইলেক্‌ট্রন, সাব-ইলেক্‌ট্রন প্রভৃতি যতই বাহ্যের সূক্ষ্ম বিশ্লেষ কর না, কখনও ওদিক্ দিয়া বিশ্বের মূলে যাইতে পারিবে না। Lodge বলেন "The further question will then arise what was the origin of the electric units? We cannot answer. When we come to ultimate origins science is dumb. We are confronted with the problem of existence, and if there be any solution of that, it is to philosophy and religion we must look and not to science."

অর্থাৎ "(ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটনরূপ বিদ্যুতের অণু পর্য্যন্ত উঠিয়া) পরে প্রশ্ন হবে—বিদ্যুৎ অণুর কারণ কি? উহার আমরা উত্তর দিতে পারি না। মূল পদার্থের উৎপত্তি বিষয়ে বিজ্ঞান মূক। ওখানে আমরা মৌলিক সত্তার সম্মুখে উপস্থিত। উহার যদি কিছু উত্তর থাকে তবে দর্শনে ও ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহা অন্বেষ্য, বিজ্ঞানে নহে।" কথা ঠিক। সাংখ্যদর্শন উহার কিরূপ সুসঙ্গত উত্তর দেন তাহা অতঃপর দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রের দ্বারা সূক্ষ্ম বাহ্য দ্রব্য আবিষ্কার করিয়া সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার উপর স্থাপিত যুক্তিসকল যে দার্শনিক উৎকর্ষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাহা নহে। আবশ্যকীয় অন্তর্বাহ্যের প্রত্যক্ষ সত্যের অভিজ্ঞা হইলেই তাহা সম্যক্ দর্শনের ভিত্তি হয়। সুসূক্ষ্ম যন্ত্রাদির ও যুক্তির দ্বারা বিজ্ঞান কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে? Sir J. Jeans বলেন "But when science comes to closer grips with nature, and passes to the study of small scale phenomena, matter and radiation are found equally to resolve into waves. If we want to understand

the fundamental nature of things, it is to these small scale phenomena that we must turn our attention. Here the ultimate nature of things lies hidden, and what we are finding is waves. In this way we are beginning to suspect that we live in a universe of waves and nothing but waves". The Mysterious Universe, p. 44. অর্থাৎ "বিজ্ঞান যখন প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে এবং ইলেক্‌ট্রন আদি ক্ষুদ্র ধর্ম্মে উপনীত হয়, তখন ম্যাটার এবং radiation বা বিকীরণ বা রশ্মি এই দুইই তরঙ্গমাত্রে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। যদি আমরা দ্রব্যের মূলতত্ত্ব বুঝিতে চাই তবে ঐ সব আণবিক ধর্ম্মেই আমাদেরকে অবহিত হইতে হইবে। তাহাতেই দ্রব্যের চরম তত্ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু তাহা করিয়া আমরা কি পাই? পাই কেবল তরঙ্গ। এইরূপে আমরা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে আমরা কেবল তরঙ্গের জগতেই বাস করি—অন্য কিছুর নহে।" এইরূপে জড়বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই নিরেট, অনপসার্য্য বাহ্যজগৎও ক্রমশ অপসারিত হইতেছে।

ম্যাটারের অন্যতম গুণ কঠিনতা কি? Andrade বলেন "The hardness of solids is due to the difficulty of forcing atoms closer together." অর্থাৎ "দ্রব্যের কাঠিন্যের কারণ বা স্বরূপ তাহার অণুসকলকে নিকটস্থ করার জন্য বল প্রয়োগ করা মাত্র (বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের জন্য)।" (এই লক্ষণ এক পক্ষের। কঠিন দ্রব্যকে ভেদ করিতে হইলে যে শক্তি ব্যয় হয় তাহা তাহার অণু সকলের বৈদ্যুতিক আকর্ষণকে খণ্ডিত করা মাত্র। অতএব সম্পূর্ণ লক্ষণ হইবে —যাহার আণবিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বাধিত করার জন্য শক্তিবিশেষ

Krishna chandra college central Library

ব্যয় করিতে হয় তাহাই কঠিন দ্রব্য।) এইরূপে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ম্যাটার ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন নামক অণুতে, তাহারা আবার তরঙ্গ-রূপ এনার্জি ও ইনার্শিয়ায় অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ও জড়তায় বিশ্লিষ্ট হয়।

এখন নিজেদের কথা অনুসারে বৈজ্ঞানিককে বাহ্যদ্রব্যের মূল সম্বন্ধে কি বলিতে হইবে? বলিতে হইবে বাহিরে কেবল এনার্জি ও ইনার্শিয়া পাই। তরঙ্গ মানে একবার ধাক্কা একবার অধাক্কা। যদি ইনার্শিয়া বা জড়তা না থাকিত তবে ক্রিয়া কথার অর্থই বোধগম্য হইত না। ক্রিয়া মানেই অক্রিয়া হইতে ক্রিয়া। অক্রিয়া মানে জড়তা বা ইনার্শিয়া। অতএব 'ক্রিয়া ও থামা' এই দ্বিরূপ তরঙ্গ কেবল এনার্জি ও ইনার্শিয়া মাত্র হইল। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে ক্রিয়া ও জড়তা যে আছে তাহা কেন বল? উত্তর—জানি বলিয়া বলি আছে কারণ জানা ও থাকা একই কথা। না জানিলে 'আছে' বলি না, আর আছে বলিলে 'জানিয়াছি' তাই বলি 'আছে'। বাহ্য দ্রব্য কিরূপে প্রত্যক্ষ জানি? শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণের দ্বারাই জানি। সুতরাং ঐ পাঁচ বস্তু যে আছে তাহা স্বভাবতই স্বীকার করিতে হইবে। ক্রিয়া হইলেই কাহার ক্রিয়া তাহাও স্বভাবত আসিয়া পড়িবে। সুতরাং চিন্তা করিতেই হইবে যে শব্দাদি ধর্ম্মের বা তদ্বৎ সত্ত্বেরই (দ্রব্যেরই) ক্রিয়া। এরূপ চিন্তা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ফলে শব্দাদি ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই বলি ক্রিয়া ও জড়তা আছে। শব্দাদি গুণ কি? উহারাও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া। ক্রিয়াতরঙ্গের দ্বারা অভিহত জ্ঞানশক্তির পরিণামই শব্দাদি জ্ঞান। বাহ্যবস্তূপরাগে যে ইন্দ্রিয়শক্তিতে প্রকাশভাব হয় তাহাকেই শব্দাদি জ্ঞান বলি।

অতএব পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া ও জড়তা বা energy ও inertia ছাড়া বস্তুর এই প্রকাশ বা sentience নামক স্বাভাবিক গুণও স্বীকার্য্য

হইবে। এই প্রকাশ, ক্রিয়া ও জড়তা বা স্থিতি নামক বস্তু কোথা হইতে আসে? জড়বিজ্ঞান যে কারণে এনার্জি ও ইনার্শিয়াকে বা ক্রিয়া ও স্থিতিকে fundamental attribute বা মৌলিক বস্তু বলে ঠিক সেই কারণে সাংখ্যেরা ঐ প্রকাশাদি তিনকেই মৌলিক অর্থাৎ নিষ্কারণ স্বভাব বলেন। প্রকাশশীল বা প্রকাশস্বভাব বস্তু সত্ত্ব, ক্রিয়া-শীল বস্তু রজ ও স্থিতিশীল বস্তুর নাম তম।

বৈজ্ঞানিকদের ম্যাটার কি? Sir J. Jeans বলেন "Matter being nothing but congealed radiation travelling at less than its normal speed. * * * Bottled-up waves, which we call matter and unbottled waves which we call radiation". অর্থাৎ "ম্যাটার এরূপ জমা বিকীরণশক্তি যাহা (আলোকাদি রশ্মি অপেক্ষা) অল্প গতিযুক্ত। যাহা বাঁধা ক্রিয়া তরঙ্গ তাহাকে ম্যাটার বলি আর মুক্ত তরঙ্গকে রশ্মি বলি।" অতএব ম্যাটার জড়তার দ্বারা অভিভূত ক্রিয়ামাত্র। আর অপেক্ষাকৃত অল্প জড়তাযুক্ত ক্রিয়াই রশ্মি। অতএব বাহ্য পদার্থসকল বিশ্লেষ করিলে ক্রিয়া ও তৎসহভাবী জড়তা বা রজ ও তম মাত্র পাওয়া যায়। তাহার সহিত সহভাবী প্রকাশ বা সত্ত্বও পাইবে নচেৎ ক্রিয়া ও জড়তা জান কিরূপে? কাহার ক্রিয়া এই প্রশ্নের একমাত্র ন্যায্য উত্তর—জড়তার ক্রিয়া অথবা সত্ত্বের (beingএর বা জ্ঞাতভাবের) ক্রিয়া। সেই জড়তা কাহার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হবে জ্ঞানের ও ক্রিয়ার জড়তা। প্রকাশ কাহার —জড়তার ও ক্রিয়ারই প্রকাশ। ইহা ছাড়া আর প্রকৃত উত্তর নাই। তাই সত্ত্ব, রজ ও তমকে অবিনাভাবী বলা হয়। "অন্যোহন্য মিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ।" অর্থাৎ গুণত্রয় পরস্পর সহায় এবং সর্ব্ব বস্তুতেই লভ্য।

Krishnachandra college central Library

এখন পাঠক বলুন দেখি সমস্ত বাহ্য দ্রব্য প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত, ইহা অপেক্ষা ন্যায্য, তলস্পর্শী উত্তর কেহ দিতে পারিয়াছেন কি না? শুধু যে কেহ দিতে পারেন নাই তাহা নহে কাহারও তদপেক্ষা উত্তম সম্পূর্ণ উত্তর দিবার সম্ভাবনাও নাই। ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষাও সূক্ষ্ম যত দ্রব্য আবিষ্কার করিতে করিতে যাও না কেন সর্ব্বদাই সম্মুখে অন্ধকার থাকিবে কেবল ঐ তিন দ্রব্যই স্পষ্ট থাকিবে।

কেহ কেহ মনে করেন "energy is the great unknown entity." অর্থাৎ "ক্রিয়াশক্তি এক মহান্ অজ্ঞাত সত্তা।" অতএব ক্রিয়াস্বভাব বলিলে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় স্বভাবের কথাই বলা হইল। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। ক্রিয়া অর্থে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাওয়া। এক পরিচ্ছিন্ন ক্রিয়া হইতে অন্য ক্রিয়া হয় দেখা যায় কিন্তু 'বিশ্ব ক্রিয়া কেন হয়' এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। তাই উহাকে নিত্য স্বভাব বলিতে হইবে। ঐ ক্রিয়া-স্বভাব আছে যখন বলিতেছ তখন উহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে (জ্ঞাত না হইলে 'আছে' বল কেমন করিয়া?)। তথাপি যদি ক্রিয়াকে অজ্ঞাত পদার্থ বল তবে বল দেখি তাহার কোন অংশ অজ্ঞাত? নিশ্চয়ই ইহার উত্তর পাবে না। 'এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাওয়া' এই লক্ষণে লক্ষিত ক্রিয়া পদার্থ কোনও অংশেই অজ্ঞাত নহে। উহাকে অজ্ঞাত মনে করা বুদ্ধির বিপর্য্যয় মাত্র। জলাতঙ্ক রোগে এক বাটী জল দেখিয়া রোগী যেমন মনে করে উহাতে কি ভয়ানক পদার্থ আছে, ইহাও সেইরূপ। জড়তা এবং প্রকাশও সেই কারণে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় নহে। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি নিত্যস্বভাব বলিয়া 'উহারা আছে' এই বাক্য এবং উহাদের জ্ঞান অনাপেক্ষিক সত্য জ্ঞান বা absolute truth।

জড়বিজ্ঞান বাহ্য দ্রব্য প্রত্যক্ষ করিয়া যুক্তির দ্বারা ম্যাটারের অণু

স্থির করিতে চলিয়াছে, সাংখ্যদর্শনও সেইরূপ প্রথমে এলিমেণ্টের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই এই গুণ বা এই এই গুণযুক্ত পদার্থকে প্রত্যক্ষ সত্য বিজ্ঞানের প্রথম সোপান করিয়া যুক্তির দ্বারা সূক্ষ্মতর সত্য আবিষ্কার করিয়াছে।

শব্দাদি গুণ যাহা আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানি তাহার কারণ কি? সূক্ষ্ম শব্দাদিই স্থূল শব্দাদির কারণ বলিতে হইবে। শব্দাদিরা ক্রিয়া, সুতরাং তাহারা ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে। ক্রিয়া সবই সভঙ্গ—একতান নহে। কারণ ক্রিয়ার পশ্চাতে জড়তা থাকে। সাংখ্যেরা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির পরস্পর অভিভাব্য-অভিভাবকতা স্বভাবও আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার জন্যই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বা action ও reaction হয়। তাই ক্রিয়া একতান নহে কিন্তু সভঙ্গ। ক্রিয়া সভঙ্গ হইলে স্থূলক্রিয়া ক্ষুদ্রক্রিয়ার সমষ্টি। সেই অতি ক্ষুদ্র শব্দাদি ক্রিয়া যাহা ক্ষণমাত্রব্যাপী সুতরাং যাহা হইতে ক্ষণমাত্রস্থায়ী জ্ঞানাণু উদ্ভূত হয় তাহাই সাংখ্যের তন্মাত্র নামক শব্দাদি জ্ঞানের পরমাণু। তন্মাত্রের লক্ষণ অবিশেষত্ব বা শব্দাদির যে ষড়্‌জ-ঋষভ-নীলরক্তাদি বিশেষ আছে তাহা তন্মাত্রে যাইয়া অবিশেষ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকদেরও এইরূপ কথা বলিতে হইবে। তাহাদের light quantum বা photon রূপের অণু, সুতরাং রূপ-তন্মাত্রের প্রায় অনুরূপ পদার্থ। এক শব্দ যদি অবহিত হইয়া শোন তাহাতে কিরূপ জ্ঞান হইবে? কতকটা ব্যাপী বা বিস্তারযুক্ত জ্ঞান হইবে কিন্তু শব্দের কালিক ধারার জ্ঞানই প্রধানত হইতে থাকিবে। আরও অবহিত হইলে দৈশিক অবয়ব যাইয়া কেবল কালিকধারাক্রমে জ্ঞান হইতে থাকিবে। রূপাদিকেও ঐরূপ সূক্ষ্ম অণু-ক্রমে জানিতে থাকিলে তাহাদেরও ঐরূপ কালিকধারাবাহী জ্ঞান হইবে। কারণ ক্ষণাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্মজ্ঞানে ক্রিয়ারই প্রাবল্য থাকিবে বিস্তারের জ্ঞান থাকিবে

Krishnagar chandra college central Library

না। অর্থাৎ তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, স্থৌল্য এই তিন পরিমাণ বা dimension থাকিবে না কেবল কালিক পরিমাণ বা fourth dimension থাকিবে। বৈজ্ঞানিকদের fourth dimension সাক্ষাৎ অব্যবহার্য্য পদার্থ ও অঙ্কসমাবেশ মাত্র; যোগীদের সেরূপ নহে। উহা তাঁহাদের উপলব্ধির দ্রব্য (চিত্তেন্দ্রিয়ের স্থৈর্য্যের দ্বারা)। স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাংখ্যে তন্মাত্র শব্দে যে ভাব পদার্থ বুঝায় বৈজ্ঞানিকদের ইলেক্‌ট্রনরূপ এটম্ ঠিক তাহা নহে। শব্দরূপাদি যখন বাহ্যের প্রত্যক্ষ সত্য জ্ঞান, শব্দাদির অণুও তখন ঐ ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চরম সূক্ষ্ম অবস্থা বা শেষ। সুতরাং এটমের মত তাহা অপ্রতিষ্ঠ পদার্থ নহে। ইলেক্‌ট্রনের sub-electron আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং তাহার জ্ঞাতব্যতার প্রতিষ্ঠা নাই। তন্মাত্র পরমাণু সেরূপ নহে। উহা বাহ্যরূপে জ্ঞাতব্যতার শেষ সীমা। 'তাহার পর কি' বাহ্য সম্বন্ধীয় এই তর্কের ও অন্বেষণের উহা চরম প্রতিষ্ঠা। কারণ বাহ্যে যে পাঁচ প্রকার জ্ঞেয় আছে তাহার চরমসূক্ষ্ম জ্ঞানাবস্থায় গেলে আর বাহ্য জ্ঞান থাকিবে না। অতএব তন্মাত্রের কারণ বাহ্যরূপে উপলভ্য নহে। তবে উহা কি? বাহ্য ও আন্তর দুই প্রকার দ্রব্য আছে। উহা বাহ্য না হইলে আন্তর দ্রব্য। এ বিষয় অন্যত্র সম্যক্ দেখান হইয়াছে ('সাংখ্যতত্ত্বালোক', 'কাল ও দিক্' প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য)। বৈজ্ঞানিকদেরও অনেকে ইহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আপেক্ষিকতাবাদ, যাহা এখন বিজ্ঞানজগতে খুবই প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত এই যে বাহ্যের মূল দ্রব্যকে ম্যাটার বলা যায় না এবং বাহ্যবস্তু কি তদ্বিষয়ে কোন সত্য ভাষণ করা যায় না কেবল কতকগুলি অঙ্ক সমাবেশ (যাহার মানস কল্প্য বস্তু নাই, এরূপ) করিয়াই উহা প্রকাশ্য। L. Bolton বলেন "But there exists in nature

an impalpable entity which is not matter but which plays a part at least as real and prominent is a necessary implication of the theory". অর্থাৎ "বিশ্বে এরূপ এক মৌলিক অস্পর্শ সত্তা আছে যাহা ম্যাটার নহে, কিন্তু যাহা ম্যাটারের মত প্রকৃত ও প্রধান ক্রিয়া করে"—এই সিদ্ধান্ত আপেক্ষিকতাবাদের (theory of Relativityর) ভিত্তিস্বরূপ। J. B. Burke বলেন "Hence one form of thought—our own mind—runs parallel to and is concomitant with another form of thought—perhaps more permanent, though we cannot say, which we call matter, electricity or ether". অর্থাৎ "অতএব বলিতে হবে যে এক রকমের মনঃকার্য্য (আমাদের নিজের মনের কার্য্য) আর এক রকমের মনঃকার্য্যের সহিত সমান ও সহক্রিয়ভাবে চলিতেছে। এই শেষেরটীকে আমরা ম্যাটার, বিদ্যুৎ বা ঈথার বলি, এবং ইহা হয় ত অধিকতর স্থায়ী, যদিও তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।" অতএব বাহ্য জগতের মূল যে অপর এক মন (প্রজাপতির ভূতাদি অভিমান)—এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত বিজ্ঞানজগতেও স্বীকৃত হইতেছে। জড়বিজ্ঞান বাহ্য-দ্রব্য লইয়াই ব্যাপৃত। তাহার বর্ত্তমান চরম সিদ্ধান্ত যে সাংখ্যের অনুগামী হইতেছে তাহা দেখান হইল। মনোবিজ্ঞানের চরম সত্যের বিষয় পর প্রকরণে বিবৃত হইতেছে।

৭ (ঝ)। বিশ্বের দৃশ্য মূল সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকেরা ও বৈজ্ঞানিকেরা কতদূর উঠিয়াছেন তাহা দেখান হইল। বিশ্বের আর এক মূল যে দ্রষ্টৃরূপ হেতু আছে—যাহার বিষয় অব্যবহিত পরেই বলা হইবে—তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা কিছুই জানেন না। তাঁহাদের Spirit, Soul প্রভৃতি পদার্থ সাংখ্যের দ্রষ্টৃ পুরুষ নহে। Spirit ও

Krishna chandra college central Library

Soul পদার্থ ঠিক দার্শনিক পদার্থ নহে। উহার লক্ষণ যে ঠিক কি তাহাও কেহ বলেন না। যেন প্রসিদ্ধ পদার্থের মত উহা ধরিয়া লওয়া হয় ও স্বেচ্ছানুসারে নানা রকমে উহা ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ বিতর্ক করিতে করিতে সাংখ্যীয় পুরুষের কিছু নিকটে গিয়াছেন বটে কিন্তু প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত দ্রষ্টৃ পুরুষের ধারণার অনেক দূরে আছেন।

লাইপ্‌নিট্‌জ্‌ (Leibnitz) যে monad নামক অণু-আমিত্বের কথা বলেন তাহার কতক অংশ প্রকৃত পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা অনুভব করি 'আমি' এক, অবিভাজ্য, অশেষপ্রকার জ্ঞানযুক্ত *, অশেষ-প্রকার ক্রিয়ার আধার। এইরূপ এক একটি আমিত্বই monad অণু। ইহারা অসংখ্য দেখা যায় বলিয়া অসংখ্য। জড় বা matter পদের অনুপাতি যে বিজ্ঞান (conception) হয়, ইহা কাজে কাজেই তাদৃশ পদার্থ নহে। এই বাদের যতটুকু বলা হইল তাহা বেশ অনুভূয়মান সত্য পদার্থ। অজ্ঞেয় অথচ জ্ঞেয়কৃত কাল্পনিক ম্যাটার নামক পদানুপাতিবিজ্ঞানের (concept এর) ন্যায়, তাহার অবয়বভূত অণু বিভাজ্য হইলেও তাহাকে অবিভাজ্য কল্পনা করার ন্যায়, অকল্পনীয় শূন্য কল্পনা করার ন্যায়, এই আমিত্ব-অণু (বা monad) বাদে ন্যায়বিগর্হিত, স্বোক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতে হয় না। এই বাদে ঈশ্বর সর্ব্বপ্রধান (Supreme) মন্যাড্‌। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। মানুষ, পশু ও ভূত (elements of matter) সকল অপেক্ষাকৃত ক্রমশ মলিন জ্ঞান (idea)-যুক্ত মন্যাড্‌।

এই বাদের সহিত ভারতীয় সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের অনেক-দূর পর্য্যন্ত ঐক্য আছে। সাংখ্যবেদান্তের প্রত্যক্ জীব ও বৌদ্ধের

* I am a monad, an active centre, an agent, the whole universe is mirrored into that centre, focussed there and my activity consists in perceiving.

পঞ্চস্কন্ধযুক্ত সত্ত্ব ঐরূপ মন্যাড্‌। আর সাংখ্যের সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা হিরণ্যগর্ভ, বেদান্তের সমষ্টিজীব হিরণ্যগর্ভ, বৌদ্ধের সর্ব্বজ্ঞসত্ত্ব (আদি-বুদ্ধ আদি) ঐরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানযুক্ত মন্যাড্‌। নিজের আমিত্বরূপ মন্যাড্‌কে জানিলে বিশ্বের জ্ঞান হয় (But this is typical of the universe and reveals its nature and origin) অর্থাৎ "একটী মন্যাড্‌ বিশ্বের অনুরূপ এবং বিশ্বের স্বভাব ও উৎপত্তির তত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়।" এবিষয়ে ভারতীয় দর্শন একমত।

ইহার পর এই মন্যাড্‌কে বিশ্লেষ করিয়া সাংখ্য দেখান ইহার কোন্ অংশ অবিভাজ্য এক এবং কোন্ অংশ বিভাজ্য, * কোন্ অংশ অনুৎপন্ন ও কোন্ অংশ উৎপন্ন, কোন্ অংশ নির্বিকার ও কোন্ অংশ বিকারী। তন্মধ্যে উৎপন্ন বিকারশীল অংশের মূল কারণ যে নিত্য, বিকারস্বভাব ত্রিগুণ, তাহা দেখান হইয়াছে। পরপ্রকরণে নির্বিকার দ্রষ্টার বিষয় বিবৃত হইতেছে।

প্রাগুক্ত (২ প্রকরণে) দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থমতে যে যে ঈশ্বরবাদের থিওরী আছে তাহাতে সর্ব্বজ্ঞমনোযুক্ত ঈশ্বর স্বীকৃত হন। মনের উপাদান ঐ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিনস্বভাবযুক্ত দ্রব্য অতএব ঐ ঐ মতও সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তের অনুগত হইল।

৮। শুদ্ধ উক্ত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিস্বভাব উপাদান দ্রব্য দিয়া যে আমি নির্ম্মিত উহাই যে আমিত্বের সব তাহাও বলা যায় না। কারণ

* F. W. H. Myers বলেন "Each man is at once profoundly unitary and almost infinitely composite." অর্থাৎ "প্রত্যেক মনুষ্য গভীর-ভাবে এক এবং সেই সঙ্গে প্রায় অসংখ্য বস্তুর সমষ্টিভূত।" ইহা খুব যথার্থ অভিজ্ঞা। আমাদের এই একত্বের মূল কি? কোন অখণ্ড এক বস্তুই তাহার মূল হইবে। চিদ্রূপ সেই অখণ্ড এক বস্তুই সাংখ্যের দ্রষ্টা পুরুষ। অগ্রে দ্রষ্টব্য।

Krishnachandra college central Library

প্রকাশ অর্থে বুদ্ধ হওয়া, সুতরাং তাহা অচেতন বা দৃশ্য, এক ভাব হইতে আর এক ভাবে যাওয়া এইরূপ স্বভাব বা ক্রিয়াও অচেতন এবং উহাদের স্থিতিস্বভাবও অচেতন। শুদ্ধ অচেতন দ্রব্যের দ্বারা সচেতন আমিত্ব নির্ম্মিত এইরূপ চিন্তা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। অনুভবও হয় 'আমি জ্ঞাতা'। অতএব এই অনুভূতিকে বিশ্লেষ করিয়া ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত করিলে বলিতে হইবে ঐ অচেতন উপাদান ছাড়া আমিত্বের এক চেতন হেতুও আছে (সব দ্রব্যের উপাদান ও নিমিত্ত দুই রকম কারণই হয়)। আমিত্বের সচেতনতা ঐ চেতন হেতুযোগে হইবে। অতএব ঐ চেতন হেতুকে পূর্ণ চেতন বা স্বতঃসিদ্ধ চেতন বলিতে হইবে অর্থাৎ তাহা আমিত্বের মত অন্য চেতন যোগে চেতন বস্তু নহে। স্বতঃসিদ্ধ চেতনের নাম দ্রষ্টা বা চিৎ বা চৈতন্য। ন্যায়ানুসারে লক্ষণ করিতে হইলে চৈতন্যকে অচেতন দৃশ্যধর্ম্মশূন্য দ্রব্য অর্থাৎ নির্বিকারদ্রষ্টা বলিয়া লক্ষিত করিতে হইবে।

শঙ্কা হইতে পারে দ্রষ্টা ও দৃশ্য যখন সম্পূর্ণ বিপরীত—দ্রষ্টা যখন নির্বিকার, স্বয়ংপ্রকাশ, চিদ্রূপ, দৃশ্যধর্ম্মহীন ; তখন তাহার যোগে বিকারী অচেতন, দৃশ্য ত্রিগুণ কিরূপে সচেতন বা চেতনাবৎ হইবে *। দ্রষ্টা ও দৃশ্য কিরূপ পদার্থ তাহা উত্তমরূপে বুঝিলে এই শঙ্কা নিরসিত হইবে এবং ইহার অবকাশ থাকিবে না। প্রথমত দেখিতে হইবে ঐ উভয় পদার্থকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, চেতন (স্বয়ংপ্রকাশ) ও অচেতন, চৈতন্য ও জড় এই যে সব নাম দেওয়া হইয়াছে তাহার অর্থ কি ও কেন দেওয়া হইয়াছে। দ্রষ্টা=

* এইরূপ প্রশ্ন প্রকৃত প্রস্তাবে উদাহরণহীন। আলোক ও অন্ধকার (একমাত্র উদাহরণ) বিপরীত পদার্থ কিন্তু সর্ব্বদাই তাহারা কোন স্থানে মিলিত। সুতরাং বিপরীত পদার্থের মিলিত থাকাই স্বভাব। তাহা না থাকিলেই হেতু দিতে হবে, থাকিলে নহে।

বিজ্ঞাতা, দৃশ্য=বিজ্ঞেয় ; চেতন=স্বতঃবোধ, অচেতন=বোধ্য ; চৈতন্য=চেতা, জড়=চেতয়িতব্য। অতএব এই নাম সকল পরস্পর সাপেক্ষ অর্থাৎ দ্রষ্টা বলিলেই দৃশ্য থাকিবে, স্বতঃবোধ থাকিলে পরতোবোধ্য থাকিবে, চেতা থাকিলে চেতয়িতব্য থাকিবে। এইরূপ সাপেক্ষ নাম দিবার বা অভিকল্পনা করার কারণ কি ? উত্তরে বলিতে হইবে অনুভব করি বলিয়া। আমরা অনুভব করি যে 'আমি জ্ঞাতা'। আবার ইহাও অনুভব করি যে আমার সব জ্ঞাতা নহে, কতক জ্ঞেয়। 'আমি' এই বোধে যেমন জ্ঞাতৃত্ব থাকে সেইরূপ শরীরাদি জড়ভাবের অভিমানও থাকে। অতএব আমিত্ব চেতন ও অচেতনের মিশ্রণ ইহা অনুভূয়মান সত্য, তাহার শুদ্ধ 'জ্ঞাতা' অংশ চেতন দ্রষ্টা, অন্য অংশ অচেতন বা চেতয়িতব্য দৃশ্য। আরও অনুভব করি ঐ দুই ভাব পৃথক্ হইলেও উহারা মিলিয়া থাকাতে আমিত্বের অচেতন অংশ চেতনবৎ হইতেছে। 'আমি শরীরবান্' ইত্যাদি ভাব ইহার উদাহরণ। এই সকল তথ্যের উদাহরণ দেখিয়াই বলি দৃশ্যের নিশ্চয়ই প্রকাশ নামক অন্যতম স্বভাব থাকিবে। প্রকাশ অর্থে বোধ। সমস্ত বোধই কোন বোদ্ধার দ্বারা প্রকাশিত। বোধের অন্য উদাহরণ নাই বলিয়া অন্য বোধও নাই। কোন হাইপথেসিস্ বা ধরিয়া লওয়া হেতু দিয়া বুঝাইবার জন্য বলি না যে চেতন সম্পূর্ণ পৃথক্ অচেতনকে চেতনাবৎ করে (যাহাতে অনভিজ্ঞ লোকের শঙ্কা আসে) কিন্তু অনুভব করি বলিয়াই উহা বলি (আমিত্বের উদাহরণে)। যেমন সরবৎ খাইয়া বলি ইহাতে চিনি ও জল আছে, তেমনি আমিত্বের মধ্যে অবিভাজ্য একত্ব ও বহুত্ব, নির্বিকারত্ব ও বিকারত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব দেখিয়া বলি তাহাতে অখণ্ড্য এক, নির্বিকার, জ্ঞাতা ও বিভাজ্য, বিকারী ও জ্ঞেয় দ্রব্য আছে। আর ঐ দুইদ্রব্য মিলিয়া আছে বলিয়া বলি উহারা মিলিবার দ্রব্য। মেলনও যে কিরূপ

Krishnachandra college central Library

তাহা অনুভব করিয়া বলি—এক প্রকাশক ও অন্য প্রকাশ্য, এক স্বপ্রকাশ ও অন্য প্রকাশ্য হইবার যোগ্য প্রকাশ বা এক বিজ্ঞাতা ও অন্য বিজ্ঞান।

সংযোগজাত পদার্থমাত্রেরই কারণ থাকে। দ্রষ্টা চিৎ ও দৃশ্য ত্রিগুণ এই দুইটি চরম বিশ্লেষ বা ultimate psychological analysis (metaphysical essence নহে) বলিয়া কারণহীন পদার্থ। যাহাদের কারণ নাই তাহারা নিত্যকাল স্ব স্ব ভাবে বর্ত্তমান বলিতে হইবে।

৯। অতএব জানা গেল অনাদি বর্ত্তমান নির্বিকার দ্রষ্টা ও বিকারী গুণত্রয়রূপ দৃশ্যের যোগে আমিত্ব নির্ম্মিত। এখন প্রশ্ন হয়—কতকাল হইতে আমিত্ব নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তরে বলিতে হইবে অনাদিকাল হইতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যোগ ('আমি জ্ঞাতা' এরূপ জ্ঞান) আছে। কারণ অযুক্ত অনাদি দ্রষ্টার ও দৃশ্যের অকস্মাৎ যুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমিত্ব নামক জ্ঞান অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।* উপাদানের বিকার-স্বভাব হেতু সমস্ত জ্ঞানই বিকারী বা ভেঙ্গে ভেঙ্গে হয়। অতএব আমিত্বজ্ঞানও বিকারী অর্থাৎ 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ জ্ঞান 'আমি জ্ঞাতা' 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ ভাঙ্গা ও উঠার প্রবাহস্বরূপ। তজ্জন্য এইরূপ

---

* জার্ম্মাণ দার্শনিক Schelling বলেন "There is in every man a feeling that he has been what he is from all eternity". ইহা খুবই সত্য অভিজ্ঞা।

জড়বাদী Haeckel বলেন বস্তু বা substance যেমন নিত্য তেমনি বস্তু হইতে যাহা যাহা হইতে পারে তাহারাও নিত্য অর্থাৎ কার্য্য বস্তুর জাতি নিত্য (ব্যক্তি নহে)। ইহাও ঐ একই প্রকার যুক্তি। আমিত্বের প্রতিক্ষণে এক ব্যক্তি যাহা হইতেছে তাহা নিত্য নহে, কিন্তু তাহার প্রবাহ অনাদি। ব্যক্তি সকলের মধ্যে উপাদান কারণ পূর্বে ও পরে থাকে সেইরূপ আমিমাত্র-বোধ-রূপ (মানসভাবের) উপাদান পূর্বাপর থাকিবে। আমিত্বমাত্রও বিশ্লিষ্ট হইয়া গেলে তাহার উপাদান ত্রিগুণ থাকিবে।

অনাদি পদার্থকে প্রবাহরূপে অনাদি বলা হয়। আমিত্ব অনাদি হইলে আমিত্বের কর্ম্মও অনাদি। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে কর্ম্ম অনাদি।

আরও জানিতে হইবে মূল উপাদান প্রধানের যে ক্রিয়া-স্বভাব তাহা দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হওয়াই কর্ম্মের পরম মূল। স্বপ্রকাশ দ্রষ্টার স্বপ্রকাশ স্বভাব ও দৃশ্যের প্রকাশযোগ্যতা স্বভাব মিলিয়া একটি জ্ঞান নামক প্রকাশ হয়। তাহা হইবামাত্রই দৃশ্যের অন্যতম স্বভাব যে ক্রিয়া তাহা তাহাকে (জ্ঞানকে) ভাঙ্গিয়া আবরণের দিকে লইয়া যায়। সেইরূপ, ক্রিয়াস্বভাব আবরণ-স্বভাবকেও ভাঙ্গিয়া প্রকাশের দিকে লইয়া যায়। ইহাই মৌলিক কর্ম্ম। ইচ্ছাদিরা জ্ঞানেরই অনুগামী ও শুদ্ধজ্ঞানের তুলনায় প্রবল ক্রিয়ার জ্ঞান মাত্র। সুতরাং মূল জ্ঞানগত ক্রিয়া হইতে অন্য সব কর্ম্ম হয়।

১০। এক্ষণে বিচার্য্য কি লইয়া কর্ম্ম হয়। ক্রিয়া হইলেই তাহা কোন বিষয় লইয়া হয়। অতএব কর্ম্মেরও বিষয় চাই। ইহার উত্তর সহজবোধ্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণযুক্ত পদার্থ লইয়া যে কর্ম্ম হয় তাহা সকলেরই বোধগম্য আছে। শব্দাদি গুণক দ্রব্য লইয়া প্রাণশক্তি শরীরগঠনাদিরূপ কর্ম্ম করে; কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি শরীরকে, শরীরস্থ দ্রব্যকে ও শরীরবাহ্য দ্রব্যকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চালিত করে; জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি উহাদেরকে জানিতে থাকে, অন্তঃকরণ শক্তি উপরে থাকিয়া ঐ তিনপ্রকার শক্তিকেই নিযুক্ত করে।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে বিষয় সাধারণ স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার। শব্দাদি বিষয় যে অতি সূক্ষ্ম হইতে পারে তাহা দার্শনিক (ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও) স্বীকার্য্য হয়। অতএব সেই সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া করণ শক্তি সকল সূক্ষ্মদেহ বা খশরীর ধারণ করে, স্থূল শরীর নিরপেক্ষ চালনাদি কার্য্য করে এবং সুসূক্ষ্ম বিষয় জ্ঞাত হয়।

Krishna chandra college central Library

এইরূপে দেখা গেল যে কর্ম্ম কি, কর্ম্ম কাহার, কি লইয়া কর্ম্ম ও কর্ম্মের মূল কি। এক্ষণে বিচার্য্য কর্ম্মের নিবৃত্তি হয় কি না। শঙ্কা হইবে যদি ক্রিয়াই আমিত্বের মূল উপাদানের স্বভাব তবে কর্ম্মের নিবৃত্তি হইবে কিরূপে? উত্তরে বক্তব্য—শুদ্ধ ক্রিয়া মূল উপাদানের স্বভাব নহে। প্রকাশ ও স্থিতিও তাহার স্বভাব। প্রকাশ ও স্থিতি বা আবরণ পরস্পর বিরুদ্ধ। ক্রিয়া অর্থে এ স্থলে (দেহীর কর্ম্মে) হয় প্রকাশ নয় স্থিতিকে বাড়ান অথবা কমান। প্রকাশ ও স্থিতি যদি সমান বল হয় তবে ক্রিয়া লক্ষ্য হইবে না। সুতরাং প্রকাশ ও স্থিতিকে তুল্যবল করিতে পারিলে ক্রিয়া অলক্ষ্য হইবে। ইহার নাম গুণসাম্য। গুণ-সাম্য করার উপায়ের নাম যোগ (সাংখ্যতত্ত্বালোক দ্রষ্টব্য)। অতএব যোগের দ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। "বিনিষ্পন্ন সমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মচয়োঽচিরাৎ।"

১১। কর্ম্ম যে করণশক্তির চেষ্টা তাহা বলা হইয়াছে এবং করণ সকলেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। অধুনা কর্ম্মতত্ত্ব বুঝার জন্য করণ সকলের যথাবশ্যক বিশেষ বিবরণ এবং জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ বক্তব্য। প্রথমত প্রাণের বিষয় জ্ঞাতব্য। শরীরধারণের জন্য প্রথম কর্ম্ম আহারকে সমনয়ন করা বা শরীরের উপাদানরূপে পরিণামিত করা। দ্বিতীয় কর্ম্ম নিরোজঃ বা প্রাণহীন মল সকলকে সর্ব্ব শরীর হইতে পৃথক্ করা। তৃতীয় কর্ম্ম সমনয়নীকৃত দ্রব্যকে (রস ও রক্তকে) ও পৃথক্কৃত মলকে চালিত করিয়া যথাস্থানে লওয়া। এই সমস্ত কর্ম্মের জন্য বোধের আবশ্যক। কারণ বোধহীন শরীরাংশ মৃত হয়, কোন কার্য্য করে না। অতএব সমনয়ন, অপনয়ন ও চালন যন্ত্র সকলের মধ্যস্থ বোধযন্ত্রও প্রাণধারণের চতুর্থ মূল কারণ। সেই বোধ দ্বিবিধ—এক ধাতুগত বোধ ও অন্য বাহ্যোদ্ভব

বোধ (ক্ষুধা, পিপাসা, ও শ্বাসেচ্ছার বোধ—যাহাদের দ্বারা আহার আদি ঘটে)। এই পঞ্চ শক্তি যথাক্রমে সমান, অপান, ব্যান, উদান ও প্রাণ। বুঝিয়া দেখিলে দেখিবে ইহা ছাড়া আর প্রাণশক্তি নাই। আধুনিক প্রাণবিদ্যা এই শক্তি সকলের অনেক অবান্তরবিশেষ ও তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা চিকিৎসকদের জন্যই আবশ্যক। * দার্শনিকদের ঐ কয়টি শক্তি সম্যক্ লক্ষণে লক্ষিত করিয়া বুঝিলে কার্য্যসিদ্ধ হইবে। এই প্রাণশক্তি সকলের নিয়ত কার্য্য হইতেছে। কোন প্রধান অংশের চেষ্টা রুদ্ধ বা বিকৃত হইলে সর্ব্ব শরীর মৃত হয়। অতএব প্রাণশক্তির চেষ্টা বা কর্ম্ম শরীরধারণের এক হেতু। এইরূপে শরীরধারণরূপ প্রাণের কর্ম্মের এক ফল জাতি বা দেহ। প্রাণক্রিয়া সহজ হইলে স্বাস্থ্যসুখ হয়, বিকৃত হইলে পীড়ারূপ দুঃখ হয়। ইহারা ঐ কর্ম্মের ভোগ নামক ফল। সেইরূপ শরীরসাপেক্ষ ঐ কর্ম্ম যতকাল স্বসামর্থ্যানুসারে চলিতে পারে ততকাল শরীর থাকে। ইহার নাম আয়ুফল।

---

* To the conception of the body as an assemblage of molecular thrills—some started by an agent outside the body, by light, heat, sound, touch or the like; others begun within the body, spontaneously as it were, without external cause, thrills which travelling to and fro, mingling with and commuting each other, either end in muscular movements or die within the body—to this conception we must add a chemical one, that of the dead food continually being changed and raised into the living substance and of the living substance continually breaking down into the waste matters of the body, by processes of oxidation and thus supplying the energy needed both for the unseen molecular thrills and the visible muscular movements. (ইহার অর্থ প্রাণতত্ত্বে দ্রষ্টব্য)।

Encyclopaedia Britannica, 10th. Ed., Vol. 19, p. 9.

Krishna chandra college central Library

অপর করণ শক্তির মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ স্বেচ্ছাচালন যন্ত্র। প্রাণকে অন্তর্গত করিয়া হস্তাদি শক্তি স্ব স্ব যন্ত্র গঠন করিয়া কার্য্য করে। প্রাণ যেমন উহাদের সহায় উহারাও সেইরূপ প্রাণকে সহায়তা করে। কারণ সমস্ত করণ শক্তির উপরে এক নিয়ন্তা আছে যাহার নিয়ন্ত্রণে সকলে একযোগে সমঞ্জসভাবে কার্য্য করে। বাক্, পাণি আদি কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তিগণের কর্ম্মে প্রাণধারণের সহায়তা হয়, দেহীদের হস্তপদাদিরূপ দেহের অঙ্গ (জাতি) হয়, উক্ত স্বাস্থ্যাদি ছাড়া অন্য সুখ দুঃখ ভোগ হয় এবং প্রাণধারণকালেরও হ্রাসবৃদ্ধি হয়।

কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের কর্ম্মেরও ঐরূপ ফল। বহিঃস্থিত শব্দাদি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়মধ্যে আগমন করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সক্রিয় করিলেই শব্দাদি জ্ঞান হয়। কর্ণাদি শক্তির দ্বারা শরীরের কর্ণাদি ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হয় বা জাতি হয়। আর শব্দাদি জ্ঞানের দ্বারা যে সুখ দুঃখ ভোগ ও আয়ুরক্ষা হয় তাহা প্রসিদ্ধ বিষয়।

অন্তঃকরণ শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা মস্তিষ্কাদি শরীরাংশ (জাতি) নির্ম্মিত হয়, আর প্রধান যে মানস সুখ ও দুঃখ (ভোগ) তাহা সঙ্ঘটিত হয় এবং আয়ুষ্কালও নিয়মিত হয়। এইরূপে দৃষ্ট কর্ম্মের দ্বারা জাতি, আয়ু ও ভোগ যে নিষ্পন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষত দেখা যায়।

১২। কর্ম্মতত্ত্বের প্রধান বিষয়—পূর্ব্বে আচরিত কোন কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে পরে এই তিন প্রকার ফল হয়। সংস্কারের দ্বারাই উহা হয়। শরীরেন্দ্রিয়ের যে কোন কর্ম্মই হউক না কেন তাহার স্ফুট বা অস্ফুট অনুভব হয়। অনুভব হইলে তাহার একরূপ ছাপ করণ-শক্তিতে ধরা থাকে। তাহাই সংস্কার। কোন জ্ঞান হইলে পরে তাহার স্মরণ হয় দেখা যায়। সংস্কারের জ্ঞানই স্মরণ জ্ঞান। তেমনি কোন চেষ্টা করিলে (চেষ্টা সব বোধমূলক) সেই চেষ্টা পরে সহজেই

করা যায় বা স্বতঃই হইয়া যায়। ইহাও সংস্কার হইতে হয়। কারণ শক্তি না থাকিলে চেষ্টা হইবে কিরূপে ? অতএব স্মরণ জ্ঞানের বিষয় ও চেষ্টার শক্তিরূপ অবস্থাই সংস্কার। অনুভব ঘটিলে অন্তঃকরণে যে পুনঃ সেই অনুভব হইবার সুপথ হয় তাদৃশ বিশেষত্বের নামই সংস্কার (ছাপ কথাটা বাহ্য দ্রব্যের উপমায় বলা হয়। অন্তঃকরণ কালব্যাপী দ্রব্য তাহার ছাপ যে বাহ্য দ্রব্যের ছাপের মত নহে তাহা মনে রাখিতে হইবে)। অনুভব যত প্রবল (তীব্রতায় বা পুনঃ পুনঃ ঘটাতে) হইবে সংস্কারও তত প্রবল হইবে। ইহাও দৃষ্ট বিষয়। উপযুক্ত কারণে সংস্কারের স্মৃতি উঠিলেই সংস্কার অভিব্যক্ত হয়। অভিব্যক্ত হইলেই শরীরেন্দ্রিয়মনে ক্রিয়া হয়। সেই ক্রিয়া হইলেই শারীর ও মানস সুখ-দুঃখাদি ঘটিবে (কিরূপ কর্ম্মসংস্কারে কিরূপ ফল হয় তাহা গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ বিবৃত হইবে)। এইরূপেই পূর্ব্ব কর্ম্ম হইতে পরে ফল হয়। এই ভবিষ্য কর্ম্মফলের কার্য্যকারণঘটিত নিয়ম সকল বিবৃত করাই কর্ম্মতত্ত্বের বিষয়।

সাংখ্যমতে চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার এই দ্বিবিধ ধর্ম্মযুক্ত দ্রব্য। প্রত্যয় ধর্ম্ম—জ্ঞান ও চেষ্টা যাহা পরিদৃষ্ট বা জ্ঞাতভাবে হয়। সংস্কার—যাহা অজ্ঞাত বা অপরিদৃষ্ট ভাবে থাকে, কিন্তু তাহার অস্ফুট জ্ঞান থাকে। ক্রোধকালে ক্রোধ একটী প্রত্যয়, কিন্তু তখন রাগভয়াদির সংস্কার বা সংস্কাররূপে স্থিত রাগভয়াদি যে নাই ইহা কেহ মনে করে না। সুতরাং তাহাদের অস্ফুট জ্ঞান থাকে। প্রত্যয়ই যখন সংস্কাররূপে পরিণত হয় তখন সংস্কার অস্ফুট প্রত্যয়। সেইরূপ সংস্কার স্ফুট হইলে স্মৃতিরূপ প্রত্যয় হয়। আধুনিক psycho-analystরা এ বিষয় অনেকটা বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বলেন আমাদের ego (অহং) ও super ego (শুদ্ধতর অহং) আছে। আর আমাদের মনের এক অংশ conscious

Krishna chandra college central Library

বা জ্ঞাত, এক অংশ preconscious বা সহজে জ্ঞাত হয়, এরূপ, আর এক অংশ unconscious বা অজ্ঞাত। ইহার প্রথমটী প্রত্যয় ও অপর দুইটী সংস্কার। Freud এই বিদ্যার আধুনিক আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার মতে "First there is ordinary consciousness, comprising all the thoughts we are aware of at a given moment. Then there is what is called preconscious * * * . All preconscious thoughts can become conscious, either through an effort of will in recollection or through their being stimulated by an associated idea. * * Finally there is the true unconscious, consisting of thoughts which are quite incapable of becoming conscious unless a special manipulative activity is brought about by an analytic procedure." অর্থাৎ "প্রথমত আমাদের সাধারণ বিজ্ঞান—যাহা কোন এক ক্ষণে জ্ঞায়মান সমস্ত জ্ঞাত ভাবের সমষ্টি। দ্বিতীয়ত উপসর্জ্জন বা গৌণ বিজ্ঞান। এইরূপ চিন্তা সকল যথাযোগ্য নিমিত্ত পাইলে উদ্বুদ্ধ হয়। স্মরণ চেষ্টার দ্বারা বা উপলক্ষণের দ্বারাই উদ্রিক্ত হইয়া ইহারা উঠে। তৃতীয়ত—প্রকৃত অজ্ঞাত চিত্তাংশ। যে সকল চিন্তা বিশেষ উদ্বোধক প্রচেষ্টা ব্যতীত উঠে না তাহারাই এই চিত্তাংশ।"

পাঠক বুঝিবেন যে প্রথমটি সাংখ্যের প্রত্যয় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি সংস্কার। প্রবল (নূতন অথবা প্রবল অনুভূতিজাত) সংস্কার দ্বিতীয় ও অপ্রবল সংস্কার তৃতীয়। দার্শনিক সিদ্ধান্তে মন যখন অনাদি তখন এই unconscious চিত্তাংশ বা সংস্কার "infinitely composite" বা অসংখ্য সংস্কারের সমষ্টি। অনেক প্রকার অসাধারণ চিত্তাবস্থায়, যথা—হিষ্টিরিয়া, automatic writing, multiple personality বা

বহুব্যক্তিত্ব (যাহা 'ভর' করিলে হয়) প্রভৃতি এই সব সংস্কারের কতক লইয়া এক আত্মভাব গঠন করিয়া কার্য্য করে। ঐরূপ অবস্থায় কোন অলৌকিক জ্ঞানাদি হইলে তাহা দিব্য জ্ঞানাদি শক্তির সংস্কার হইতে হয়।

১৩। যদি ইহজীবনই একমাত্র জীবন হইত তবে কর্ম্মতত্ত্বের বিশেষ আবশ্যক হইত না (একেবারেই যে হইত না তাহা নহে)। কিন্তু ইহজীবনই যে একমাত্র জীবন ইহা দার্শনিক যুক্তির নিকট বিন্দুমাত্রও স্থানলাভ করিতে পারে না। নিতান্ত মূঢ়ধী ব্যক্তিরাই অন্য জীবন নাই এরূপ অকল্পনীয় বিষয়ের আবিল কল্পনা মাত্র করিয়া থাকে। এই বিষয় অন্যত্র (সরল সাংখ্যযোগে) বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে; এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। জন্মান্তর (যাহাকে পাশ্চাত্যেরা metempsychosis বা transmigration of souls বলেন) কোনরূপ mythও নহে বা অন্ধবিশ্বাসও নহে। উহা সুদৃঢ় দার্শনিক যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত তথ্যমাত্র। * 'আত্মা' সম্বন্ধে ইহা ছাড়া যে সব মত আছে, তাহা যে অন্ধবিশ্বাসমূলক তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। জন্মান্তর বিষয়ে এইগুলি প্রধান যুক্তি :—

(১) যাহা আছে তাহা বরাবর কোন না কোন অবস্থায় আছে। 'আমি আছি' বলিয়া সকলের অবাধিত বোধ হয়; অতএব আমি বরাবরই কোন এক ভাবে আছি। জড়বাদীরা বলিবেন উহা সত্য বটে কিন্তু 'আমি' ম্যাটারের বা ভূতের অথবা বিশ্ববস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত; অতএব 'আমি' ম্যাটাররূপে বা বিশ্ববস্তুরূপে ছিলাম ও পরে সেইরূপে

* এ বিষয়ে Hume বলেন "metempsychosis" বা জন্মান্তরবাদ "is the only antimaterialistic system which philosophy could harken to". Huxley বলেন "There is nothing in the analogy of nature against it and very much to support it". Schopenhauerও এইরূপ বলেন।

Krishna chandra college central Library

থাকিব। আমি যে ম্যাটারের দ্বারা নির্ম্মিত তাহার কোনও প্রমাণ আছে? জড়বাদীরা তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন না, কেবল উহা dogmaরূপে লইয়া অন্ধবিশ্বাস করেন। বস্তুত ম্যাটার যে কি তাহাই যখন অজ্ঞেয় তখন ম্যাটারের দ্বারা আত্মভাব সমস্ত নির্ম্মিত এই মত নিতান্ত ন্যায়বিগর্হিত।

(২) প্রাচীনকালের লোকায়তরা বলিতেন জড়ের গুণ চৈতন্য, এখনকার জড়বাদীরাও (monist প্রভৃতিরা) বলেন universal substance বা বিশ্ববস্তুর এক গুণ sensation বা বোধ। বোধ মানে কি? সকলকেই বলিতে হইবে শব্দস্পর্শাদির বা সুখদুঃখাদির অনুভবই বোধ। বাহ্যবোধ কোন উদ্রেক পাইলেই হয়। উদ্রেক (শব্দাদি ক্রিয়া) স্তোকে স্তোকে হয়; সুতরাং বোধও খণ্ড খণ্ড রূপে হয়। বোধের স্বরূপ কি?—'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' 'আমি এই শব্দ জানিলাম' ইত্যাদি এক একটি অনুভব। এই সব অনুভবের 'আমি' নামক এক কেন্দ্র থাকে। তাহাও আমরা অনুভব করিয়া জানি। ঐ কেন্দ্র বা প্রতিসংবেদী বা প্রতিফলক (reflector) হইতে সমস্ত প্রাণীর প্রতিফলিত ক্রিয়া (reflex action) সংঘটিত হয়। যেমন মানুষের পিঠে লাঠি পড়িলে মানুষ কাঁদে, পলায়; কুকুরাদি ইতর প্রাণীর পিঠেও লাঠি পড়িলে তাহারা মানুষের মত আচরণ করে। স্থাবর প্রাণী উদ্ভিদেরও ঐ প্রতিফলিত ক্রিয়া হয়। আলানের দিকে লতার গমন (প্রথমে আলানের বোধ, পরে গমনরূপ প্রতিফলিত ক্রিয়া) উহার উদাহরণ। * ফলে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা এবং আধুনিক

* অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ইহা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা দেখাইতেছেন। ক্রিয়া ও প্রতিফলিতক্রিয়া বা reflex action এবং বোধ ও প্রতিবোধ এই দুই ভাব সমস্ত জৈব কার্য্যের তুল্য লক্ষণ।

বৈজ্ঞানিকেরা সকলেই বলেন যে মানুষ হইতে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর প্রাণধারণ প্রক্রিয়ার মৌলিক পার্থক্য নাই (পাশ্চাত্যদের মত ৪র্থ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। প্রাণধারণের জন্য বোধ আবশ্যক; অতএব সর্ব্ববিধ প্রাণীর বোধ আছে।

'আমার বোধ আছে' ও 'তাহা কিরূপ' তাহা আমি নিজেই অনুভব করিয়া জানি। অন্য ব্যক্তির যে বোধ আছে তাহা আমি অনুমানের দ্বারা জানি। অনুমান করি সাদৃশ্য দেখিয়া। ইহাতে সমস্ত মনুষ্য-জাতির যে আমার মত আমিত্ববোধ আছে তাহা জানি। প্রকৃত দার্শনিকেরা সর্ব্বপ্রাণীর মৌলিক সাদৃশ্য দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণীরই আমিত্ববোধ স্বীকার করেন। বস্তুত ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। পাশ্চাত্যদের অনেকের পক্ষে ইহা (ইতর প্রাণীদের আমিত্ব স্বীকার) এক দুরুত্তার্য্য বিষয়। যদিচ নিরপেক্ষ কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন (যুক্তিযুক্ত বলিয়া)। কিন্তু উত্তমরূপে বিচার করিলে ভারতীয় মত ছাড়া যে গত্যন্তর নাই তাহা স্পষ্ট হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞান হইলেই যে ভাব হয় তাহা ভাষায় 'আমি জান্‌ছি' এইরূপ বাক্যের দ্বারা ভাষাবিৎ মনুষ্যেরা প্রকাশ করে। উহা ছাড়া অন্যরূপ বোধ যে আছে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না, সুতরাং তাহা নাই (যদি বল আছে, তবে দেখাও তাহা কিরূপ, যদি বল কোনরূপে থাকিতে পারে তবে দেখাও তোমার বোধ ছাড়া কিরূপ বোধ হইতে পারে)। 'সোণার পাথর বাটী'র ন্যায় উহা অলীক অকল্পনীয় বিষয়; সুতরাং দার্শনিক বিচারে উথাপ্যই নহে।

তোমার দুঃখ ঘটিলে 'আমি দুঃখী' বোধ হয়, আর এক কুকুরের দুঃখ ঘটিলে তাহার উহা হয় না এরূপ বলার কিছুই হেতু নাই। যদি বল কুকুর ভাষা জানে না তাই উহার ওরূপ জ্ঞান না হইতে পারে। তাহাতে বক্তব্য শিশু ও এড়মূকগণও (কালা ও বোবারাও) ভাষা

Krishna chandra college central Library

জানে না; তাহাদের দুঃখবোধ কি তোমা অপেক্ষা অন্যরূপ? 'আমি জানি' এই বাক্যের যাহা অর্থ বুঝ তাহা ছাড়া অন্যরূপ যে বোধ হইতে পারে ইহা অন্তত কল্পনাও যদি করিতে পার তবে বলিতে পার যে উহা ছাড়া অন্যরূপ বোধ হইতে পারে। নচেৎ 'সসীম অনন্ত থাকিতে পারে' এইরূপ কথার ন্যায় 'অন্যরূপ বোধ আছে' এই কথা অলীক।

অবশ্য ভাষাবিৎ ব্যক্তির কোন বোধের সহিত ভাষানুপাতি বিজ্ঞান (conceptual thought) সম্প্রযুক্ত থাকে, কিন্তু মূল বোধ সর্ব্বপ্রাণীরই এক ইহা চিন্তাকরা ও স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

(৩) অতএব, 'জড়ে চৈতন্য আছে' বা 'বিশ্ববস্তুর (substanceএর) মধ্যে sensation বা বোধধর্ম্ম আছে' এইরূপ কথা বলিলেই বলিতে হইবে সেই চৈতন্য বা বোধ 'আমি জান্‌ছি' এইরূপ বোধ। * 'আমি জান্‌ছি' এই জানা সংহত্যকারী বা অনেক যন্ত্রের মিলিত ক্রিয়া। শরীর মন আদিরা যে বহু অঙ্গের মিলিত এক যন্ত্র বা organ তাহা সর্ব্বমতেই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বোধ বা sensation বলিলেই বলিতে হইবে উহা সংহত্যকারী এক যন্ত্রের কার্য্য বা organised beingএর কার্য্য। অতএব বোধ বিশ্ববস্তুর ধর্ম্ম' (অর্থাৎ জড়বাদীদের universal substanceএর এক ধর্ম্ম sensation) এইরূপ কথা বলিলে প্রকৃতপক্ষে বলা হইবে—বিশ্ববস্তু=সংহত্যকারী বোদ্ধা-ব্যক্তিদের (যাহারা 'জানে' এরূপের) সমষ্টি মাত্র। অতএব। জড়বাদীরা যে বলেন 'আমি পূর্ব্বে ম্যাটার ছিলাম পরে ম্যাটার হইয়া থাকিব' একথা বোধ্য হইতে হইলে ইহার অর্থ

* Sensation গ্রহণ; গ্রাহ্য নহে। জড়বাদীরা sensation বা বোধকে শব্দাদি ধর্ম্মের ন্যায় যে গ্রাহ্যধর্ম্ম মনে করেন তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি। গ্রহণ শক্তির ও গ্রাহ্যমূলের সংযোগে যে জ্ঞান হয় তাহাই শব্দাদি ও কঠিন, তরল, ব্যাপী আদি গ্রাহ্যজ্ঞান। বোধ বুঝিতে হইলে 'আমি জান্‌ছি' এইরূপ বাক্যের দ্বারাই বোধ্য।

কি হইবে? ম্যাটার যাহাদের মতে অজ্ঞেয় তাহাদের মতে ঐ কথার অর্থ হইবে 'আমি অজ্ঞেয় ছিলাম ও পরে অজ্ঞেয় থাকিব'। ইহা বিচারের পূর্ব্বেরই শঙ্কা, সিদ্ধান্ত নহে। আর বিশ্ববস্তুবাদী—যাহাদের মতে বিশ্ববস্তুর ধর্ম্ম ম্যাটার, ক্রিয়া ও বোধ—তাহাদেরকে বলিতে হইবে "আমি পূর্ব্বে বিশ্ববস্তু ছিলাম পরেও বিশ্ববস্তুতে মিশিয়া যাইব।" কিন্তু বিশ্ববস্তুর এক ধর্ম্ম বোধ এবং বোধ মানে 'আমি জান্‌ছি' এইরূপ 'জ্ঞানের ব্যক্তিত্ব'। সুতরাং তন্মতে অগত্যা বলিতে হইবে 'আমি পূর্ব্বে বিশ্ববস্তুর অংশভূত এক বোদ্ধা ব্যক্তি ছিলাম পরেও এক বোদ্ধা ব্যক্তি হইব' অর্থাৎ আমি নামক বোধব্যক্তি (organised being একক্ষণে আমিত্বের সহিত যে বোধ থাকে), যাহা সর্ব্বপ্রাণীতেই বোদ্ধরূপে লভ্য, তাহা অনাদিকাল হইতে আছে ও থাকিবে। এই জন্যই ভারতীয় দার্শনিকেরা জীবকে অনাদি বলেন।

(৪) নদীর বালি যেমন ঘর্ষণাদি কারণে প্রত্যেকে বিভিন্ন আকার-বিশিষ্ট হয়, ও তাহাদের আকার প্রতি মুহূর্ত্তে ঐ ঐ কারণে বদলাইয়া যাইতেছে, সেইরূপ ঐ বোধব্যক্তিদের বা দেহীদের আকার প্রকার প্রতি মুহূর্ত্তেই কর্ম্মরূপ কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে ও প্রত্যেকে বিভিন্ন। বোধব্যক্তিসকল দেহরূপ যন্ত্রের দ্বারা বোধচেষ্টাদি করে দেখা যায় কিন্তু দেহযন্ত্র কিয়ৎকালমাত্র-স্থায়ী, সুতরাং অনাদি বিদ্যমান দেহী অসংখ্য দেহ ধারণ করিবে।

(৫) দেহধারণের প্রক্রিয়া দেখিলেও ইহা স্পষ্টই নিশ্চিত হয় যে দেহের নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন ও পোষণ এক উপরিস্থিত শক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। প্রাণী ক্ষুদ্র দেহবীজ লইয়া নিজের দেহ প্রথমে গঠন করে পরে বর্দ্ধন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পোষণ করিতে থাকে। * (১ম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

* Sir Oliver Lodge এ বিষয়ে সুন্দর কথা বলেন। তিনি বলেন:—"There

Krishna chandra college central Library

পাশ্চাত্যদের সূক্ষ্ম প্রাণবিদ্যা পর্য্যালোচনা করিলে এক উপরিস্থিত শক্তির উদ্রেকে যে শরীর নির্ম্মিত হইতেছে তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য হয়। একজন প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ শরীর নির্ম্মাণ বিষয়ে বলেন "On physiological grounds it is reasonable to postulate that some force acts from above." অর্থাৎ "শরীর নির্ম্মাণ বিষয়ে শরীরের ক্রিয়াতত্ত্ব অনুসারে দেখিলে বলিতে হইবে যে কোন এক শক্তি উপর হইতে ক্রিয়া করিয়া শরীর নির্ম্মাণ করে। 'Life is directive force upon matter' অর্থাৎ "প্রাণ ম্যাটারের উপর নিয়ন্ত্রণ শক্তি"—জড়বাদীদের এই কথা বুঝিতে হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে দেহধারণের পূর্ব্বে এক নিয়ন্ত্রণশক্তি থাকে, যাহার নিয়ন্ত্রণে দেহ নির্ম্মিত হয়। ১ম পরিশিষ্ট ৫ প্রকরণে "In spite of the fact" ইত্যাদি উদ্ধৃত বচন দ্রষ্টব্য।

বস্তুতপক্ষে প্রাণবিদ্যা (১ম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) অনুসারে দেখিলে দেখা যায় দেহের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা একটি ক্ষুদ্র কোষ (impregnated ovum) তাহা স্বগত শক্তির দ্বারা দুই হয়, দুইটী পুনঃ দুই ভাগ হইয়া চারিটি হয়, এইরূপে কোষ সকল বিভক্ত হইয়া সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়। বর্দ্ধিত কোষসকল যেরূপ শরীর হইবে তদনুসারে মূল হইতেই এক উপরিস্থ শক্তির দ্বারা সজ্জিত হইতে থাকে। প্রাণীর শরীর হইবে এরূপ কোষও আছে এবং স্বয়ং-প্রাণী স্বাধীন কোষসকলও আছে। স্বয়ং-প্রাণী

---

was an individual organising power which put the matter together and here was our machine made of matter, a beautiful machine wonderfully designed and constructed unconsciously by us ; but that was not the individual, the soul of the thing any more than the canvas and pigments are the soul of the picture." ইহা ভারতীয় মতের অবিকল অনুরূপ মত।

কোষসকলও বিভক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু তাহারা ওরূপ সজ্জীভূত হয় না। বহুকে একযন্ত্রে যন্ত্রিত করার জন্য উপরিস্থ এক নিয়ামক শক্তি চাই। সেই শক্তি কিরূপ তাহা তাহার কার্য্য দেখিয়াই বুঝা যায়। অর্থাৎ যেরূপ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়, যেরূপ মস্তিষ্ক, যেরূপ হৃদয় ফুস্‌ফুস্ আদি যন্ত্রগণ নির্ম্মিত হয়, সেই শক্তি তাহার অনুরূপ। সেই শক্তিতে ঐ সব যন্ত্রনির্ম্মাণের শক্তি সমাহৃতভাবে অনভিব্যক্ত অবস্থায় আছে, ক্রমশঃ তাহা যন্ত্রচালকরূপে যন্ত্র নির্ম্মাণ করত অভিব্যক্ত হয়। এক বটকণিকা হইতে এক বৃহৎ বটগাছ হইল। কাহাকে না বলিতে হইবে যে সেই বটকণিকায় পূর্ণ বটবৃক্ষজননের শক্তি অনভিব্যক্ত ভাবে নিহিত ছিল। তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি ঐ শক্তিতে নিহিত থাকে ; তদনুসারে তাহার মস্তিষ্কাদি হয় ও সেই মস্তিষ্কাদি লইয়া ঐ শক্তি নিজের অনুরূপ কার্য্য করে। দেহধারণের হেতুস্বরূপ এই পূর্ব্ববর্ত্তী শক্তির স্বরূপ কি হইতে পারে ? শক্তি ক্রিয়ার পূর্ব্বাবস্থা বা যাহা হইতে ক্রিয়া হয় তাহাই শক্তি অতএব ঐ শক্তি মানস ক্রিয়ার শক্তি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিরই ক্রিয়াশক্তি। সুতরাং উহাই জীব বা দেহী। এইরূপে দেহধারণ বিষয়ে বিচার প্রয়োগ করিলে তাহার হেতুভূত পূর্ব্বস্থিত এরূপ দেহী সিদ্ধ হয় যাহাতে তন্নির্মিত দেহের আকার প্রকার জ্ঞান চেষ্টা আদি সমস্তের বীজ বা সংস্কার নিহিত থাকে। সুশ্রুত বলেন 'ক্ষেত্রজ্ঞাঃ শাশ্বতাশ্চেতনাবন্তো লোহিত রেতসোঃ সন্নিপাতেঽভিজায়ন্তে' অর্থাৎ শাশ্বত চেতনাবান্ বোদ্ধা প্রাণীরা পিতৃমাতৃ-বীজের সন্নিপাতে বা মিলনে অভিজাত হয়।

১৪। এই জন্মান্তরবাদ ভারতবর্ষের সর্ব্বসম্প্রদায় গ্রহণ করেন। প্রাচীন মিশর ও গ্রীসেও ইহা গৃহীত হইয়াছিল। এমন কি খৃষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দে খৃষ্টানেরাও অনেকে এই মতাবলম্বী ছিলেন। Neo-Platonistরাও ইহা মানিতেন। কিন্তু ভারতেই ইহা সম্যক্ দার্শনিক

Krishna chandra college central Library

ভিত্তিতে স্থাপিত হয় এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচরণের ইহা মজ্জা-স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মান্তরবাদের দার্শনিক তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ কেহ কেহ মনে করেন ইহাতে দুইটি সাংঘাতিক আপত্তি (fatal objections) আছে। * তাহা যথা :—(১) স্মৃতির উপরেই আমিত্বের বা ব্যক্তিত্বের একত্ব নির্ভর করে ; কিন্তু যখন আমরা পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারি না তখন 'সেই আমিই যে এই আমি' তাহা কি করিয়া বলি।

(২) Soul নামক 'আত্মা' যাহাই হউক না কেন তাহার ধর্ম্মসকল শারীর ধর্ম্মের দ্বারাই বিশেষণীয়। একটা কুকুরের 'সোল' যদি একটা মানুষ শরীরে আসে (এরূপ অসম্ভবকে সম্ভব কল্পনাও যদি কর) তবে ঐ 'সোল' এত পরিবর্ত্তিত হইবে যে তাহা আর কুকুরের 'সোল'ই থাকিবে না।

যাঁহারা পূর্ব্বলিখিত বিষয় সম্যক্ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই আপত্তি নিঃসার বোধ হইবে। প্রথমত soul নামক আত্মা এবং ভারতীয় দর্শনের 'সংসরণশীল জীব' অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থ। 'জীব' একটা metaphysical essence নহে ; কিন্তু psychological and physiological entity অর্থাৎ অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও

* "There are two fatal objections to it. The first is that personal identity depends on memory, and we do not remember our previous incarnations. The second is that the soul, whatever it may be, is influenced throughout all its qualities by the qualities of the body : modern psychology discredits the idea that the soul is a metaphysical essence which can pass indifferently from one body to another. If (to suppose the impossible) the soul of a dog were to pass into a man's body, it would be so changed as to be no longer the same soul ; and so, in a less degree, of change from one human body to another."

—Encyclopaedia Britannica, 11th Ed., Vol. 18, p. 260.

প্রাণ নামক শক্তিযুক্ত 'আমি'। বিস্মৃতির কারণ থাকিলে বিস্মৃতি হয়। যখন দেখা যায় শৈশবের কথা বিস্মৃত হওয়া যায় বা প্রবল রোগবিশেষে লোকের পূর্ব্বকথার বিস্মৃতি ঘটে তখন এক নূতন শরীর ধারণে যে বিস্মৃতি ঘটিবে ইহা খুবই ন্যায়সঙ্গত। তথাপি কোন কোন লোকের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি যে প্রকাশিত হয় তাহা সর্ব্বদেশের লোকের মধ্যেই খ্যাত আছে। আমাদেরও অনেক ঐরূপ স্মৃতির বিষয় গোচরে আসিয়াছে। ৩য় পরিশিষ্টে (১০ প্রঃ) Lodgeএর উক্তি দ্রষ্টব্য। রোগজনিত বিস্মৃতি হয় বলিয়া বা শৈশবের কার্য্যের স্মৃতি থাকে না বলিয়া কি বলিতে হইবে যে তখন এক soul ছিল আর পরে অন্য এক soul হইয়াছে ? কোন কোন লোকের এরূপ আত্মবিস্মৃতি ঘটে যে তাহারা নিজের নামধাম ভুলিয়া যায় ও নিজের নাম অন্য মনে করে এবং ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সেই নামেই জীবন যাপন করে (পরে হয়ত হঠাৎ পূর্ব্ব-কথা স্মরণ হয়)। এরূপ মস্তিষ্কবিকৃতি মধ্যে মধ্যে কাহারও কাহারও ঘটিয়া থাকে তাহা চিকিৎসা-জগতে প্রসিদ্ধ আছে। তাহাতে বলিতে হইবে কি যে ঐরূপ ব্যক্তির soul বদলাইয়া যায়। ঐ সব ক্ষেত্রে বিশেষ স্মৃতি না থাকিয়া সামান্য স্মৃতি থাকে কেবল বদলায় বিশেষ কোন কোন জ্ঞান। তাহার সশক্তি আমিত্বস্মৃতি ঠিক থাকে কিন্তু আমিত্বের নাম আদির বিস্মৃতি ঘটে অতএব বিস্মৃতি ঘটিলেই যে soul পৃথক্ হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায্য নহে। *

* এ বিষয়ে মেরী রেনোল্ডসের বিষয় উদাহৃত হইতে পারে। Prof. W. James কৃত Principles of Psychology, Vol. 1, pp. 381-84 সবিশেষ দ্রষ্টব্য। আমেরিকার পেন্‌সিল্‌ভানিয়ায় ঐ মেরী এক স্থূলবুদ্ধি বিমর্ষধাতুর স্ত্রীলোক ছিল। এক রাত্রে সে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া ১৮।২০ ঘণ্টা পরে উঠে। তখন সে বা তাহার মন ঠিক নূতন ভূমিষ্ঠ শিশুর মত হয়। সে পূর্ব্বের কিছুই জানিতে বা স্মরণ করিতে পারিত না

Krishna chandra college central Library

আর পাশ্চাত্যেরা soul মানে যাহা বুঝেন, তাহাতে কুকুরের 'সোল' ও মানুষের 'সোল' পৃথক্ বস্তু হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে জীব মানে যে পদার্থ তাহার শক্তির বিকাশভেদ আছে বটে কিন্তু মৌলিক ভেদ নাই। কুকুর নামক দেহীও অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এই সব শক্তিমান্ সত্ত্ব, মানুষও তাহাই। কেবল ঐ ঐ শক্তি-সকলের বিকাশের তারতম্য মাত্রই ভেদ। কুকুরের দর্শনশক্তি ও মানুষের দর্শনশক্তির আকারাদিগত ভেদমাত্র আছে, মৌলিক ভেদ নাই। জীবত্বের লক্ষণ জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি এই তিন শক্তিমান্ সত্ত্ব। মানুষ হইতে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত সবেই ঐ কার্য্য দেখা যায়। ভেদ আকারের ও

কেবল কয়েকটা কথা, যাহার মানে বুঝিত না, উচ্চারণ করিতে পারিত। তাহাকে পুনশ্চ ভাষা শিখাইতে হইল। লেখা-পড়াও সে শীঘ্র ৩।৪ সপ্তাহে শিখিয়া লইল। এ অবস্থায় সে খুব সানন্দ, নির্ভয়, রহস্যপ্রিয় (অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির) হইল। সমস্ত দিন অশ্বপৃষ্ঠে বনে বনে ঘুরিত, ভালুককে 'কাল শূকর' বলিত, কিছুকেই ভয় করিত না। এইরূপে পাঁচ সপ্তাহ চলিয়া ফের একদিন সে গভীর নিদ্রাভিভূত হওত পূর্ব্বেকার অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন তাহার ঐ সানন্দভাব আদি সব অন্তর্হিত হইল এবং সে ঐ দ্বিতীয় অবস্থার সমস্ত জ্ঞান হারাইল। কয়েক সপ্তাহ পরে সে পুনরায় ঐরূপ নিদ্রার পর দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইল। প্রথম বা আদ্য অবস্থার সব কথা ভুলিয়া দ্বিতীয় অবস্থায় যাহা শিখিয়াছিল তাহা সব স্মরণ হইল। এইরূপ কয়েকবার হইয়া সে এই দ্বিতীয় অবস্থাতেই শেষে পাকা হইয়া দাঁড়াইল।

এখন এ বিষয়ে কি বলিতে হবে? বলিতে হবে কি মেরীর 'সোল' বদলাইয়া গেল? প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার আমিত্বজ্ঞান, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সব একই ছিল। তাহাই কর্ম্মবাদীদের দেহী। জন্মান্তরে তাহা একই থাকে। মেরীর যাহা ও যেরূপ ভাব বদ্‌লাইয়াছিল কর্ম্মবাদে তাহাই বদ্‌লায়। কতকগুলি ব্যক্ত সংস্কার লইয়া মেরীর প্রথম জীবন। কারণবিশেষে তাহা অভিভূত হইয়া তন্মধ্যস্থ অন্য কতকগুলি সংস্কার লইয়া তাহার আত্মভাব দ্বিতীয় অবস্থায় কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাই কর্ম্মবাদের কার্য্যকারণঘটিত ব্যাখ্যা।

তারতম্যের। যেমন একই ধাতু দ্রাবিত করিয়া নানাবিধ ছাঁচে ঢালিলে নানা আকারের ও নানা ওজনের হয়, কিন্তু সেই ধাতু একই থাকে, এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ। কুকুরের দর্শনশক্তিও মানুষের চক্ষুর ছাঁচে (বাসনায়) প্রবেশ করিলে মানুষচক্ষু হইবে (গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ দ্রষ্টব্য)। ছাঁচের দ্বারা যেমন ধাতুর পরিবর্ত্তন হয় না শরীরের দ্বারাও সেইরূপ জীবত্বের পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব উক্ত আপত্তিকারীর যুক্তি নিঃসার এবং প্রকৃত বিষয়ের অজ্ঞতা হইতে সম্ভূত।

১৫। পাশ্চাত্যদের মধ্যে অনেকে অধুনা জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা পশু হইতে মনুষ্যরূপে অভিব্যক্ত হওয়া (evolution) বুঝেন, কিন্তু মনুষ্যের পশু হওয়া (involution) বুঝিতে অনিচ্ছু। তাঁহাদের দোষও নাই। কারণ এই বিষয়ের উত্তম প্রকরণ গ্রন্থ (যাহাতে উহার তত্ত্ব বিবৃত আছে, এরূপ) প্রচলিত নাই। পশু ও মনুষ্যে ভেদ কেবল শক্তিবিকাশের তারতম্য মাত্র (৪র্থ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। যেমন পশুর মন-জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির বিকাশ হইয়া মনুষ্যদেহ ধারণ সম্ভব, তেমনি মনুষ্যের ঐ ঐ শক্তির বিকাশের অভিভবে বা পাশব শক্তির বিকাশে পশুদেহ ধারণ সম্ভব হয়। গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। জীব অনাদিকাল হইতে আছে, সুতরাং অসংখ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অসংখ্য অর্থে যত প্রকার দেহ হইতে পারে তত প্রকারের অসংখ্য দেহ। অতএব সেই সব দেহের সংস্কার (যাহার নাম বাসনা) প্রত্যেক জীবেই আছে। কীটে মনুষ্যদেহের বাসনা আছে; মনুষ্যেও কীটদেহের বাসনা আছে। সেই বাসনাই ছাঁচস্বরূপ। উপযুক্ত কারণে তাহা অভিব্যক্ত হইলে করণশক্তিসকল সেই আকারবান্ হয়। পশুও ঐরূপে মানুষ এবং মানুষও ঐরূপে পশু হইতে পারে।

যদি জীবের আদি থাকিত তবে ঐরূপ বিকাশের বা বিকাশবাদের

Krishna chandra college central Library

কিছু ভিত্তি থাকিত। অনাদি জীব যদি অনাদিকাল হইতে অভিব্যক্ত হইতে হইতে আসিত তবে সর্ব্বপ্রাণীই এতদিন অভিব্যক্তির শেষে যাইত। আর যখন অনাদিকাল হইতে অভিব্যক্ত হইতে হইতেও অনেক জীব এখনও অভিব্যক্তির শেষে যাইতে পারে নাই অত্যন্ত নিম্নস্তরেই আছে তখন কখনও অভিব্যক্তির শেষে যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। অভিব্যক্তির দিকেই কেন সব জীব যাইবে, অনভিব্যক্তির দিকেই বা কেন যাইবে না তাহারও কোন হেতু নাই। অতএব অনাদিকাল হইতে যখন জীব আছে তখন যথাযোগ্য কর্ম্মরূপ হেতুতে কখন অভিব্যক্তির ও কখন বা অনভিব্যক্তির দিকে চলিয়াছে ইহাই ন্যায়সঙ্গত দর্শন।

যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন ও অভিব্যক্তিবাদের সহিত মিলাইবার চেষ্টা করেন তাঁহাদেরই কথা উপরে বলা হইল নচেৎ প্রকৃত যে অভিব্যক্তিবাদ বা evolution theory যাহা এখন বিজ্ঞানজগতে প্রচলিত তাহার সহিত ঐ অভিব্যক্তিবাদের সম্বন্ধ নাই। 'ইভোলিউশন' কথাটী অনেক অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া শেষে ডারউইন কথিত অর্থে এখন দাঁড়াইয়াছে। C. Lyell নামক প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ বৃষ্টি-তুষারাদি কারণে যে পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন হয় তাহাকেই evolution বলিয়াছেন। Jean Lamarck নামক প্রাণিতত্ত্ববিৎ বাহ্যকারণে প্রাণীদের শরীরে যে পরিবর্ত্তন হয় দেখাইয়াছেন সেই বাদকে "transformism" বলা হইত। উহাই ডারউইনের evolution বাদে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে জন্মান্তরঘটিত বিকাশের সম্বন্ধ নাই। কেবল দৃষ্ট শরীর বংশপরম্পরাক্রমে বাহ্যকারণে পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা মাত্র দেখান হইয়াছে। ইহা কর্ম্মবাদের বিরুদ্ধ নহে। কর্ম্মবাদও ঐ কথা বলে। অধিক যাহা ঐ বাদের বিশেষত্ব তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১৬। কেমন করিয়া প্রাণীর দেহ প্রথমে উৎপন্ন হইল এই বিষয়ে অনেক থিওরী আছে। পৃথিবী প্রথমে অত্যুত্তপ্ত ছিল; সুতরাং বর্ত্তমানের ন্যায় প্রাণীর বাসের অনুপযোগী ছিল। শীতল হইলে প্রাণী আবির্ভূত হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। কিন্তু কেমন করিয়া প্রথমে প্রাণীদেহ হইল তাহার কিছুই ইতিবৃত্ত নাই। একমতে ঈশ্বরের বা প্রজাপতির ইচ্ছা হইতে প্রাণীদেহ হইয়াছে। আবার স্বতঃই বা অনুকূল নিমিত্ত পাইয়া প্রাণীরা দেহধারণ করিতে পারিয়াছে ইহাও প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আধুনিক বিজ্ঞানে এ বিষয়ে অনেক থিওরী চলিতেছে কিন্তু কিছুই স্থির হয় নাই। তবে অনেকে মনে করেন প্রথমে এককৌষিক প্রাণী অথবা Radiobe monera আদি এককৌষিক জীবেরও পূর্ব্ব অবস্থার জীব কোন এক অজ্ঞাত কারণে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়াছে পরে বাহ্য নিমিত্তবশে ক্রমবিকাশক্রমে উচ্চপ্রাণীর দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু এবিষয় প্রমাণিত সত্য নহে, বিতর্ক বা speculation মাত্র। এককৌষিক প্রাণীদেহও বহুকৌষিকের ন্যায় সুযন্ত্রিত দেখা যায়। যদি তাহা স্বতঃই উৎপন্ন হইতে পারে তবে বহুকৌষিক প্রাণীর দেহও স্বতঃ হইবে না কেন—এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক ঐ মতে আস্থা স্থাপন করেন না। এককৌষিক দেহ যেরূপেই হউক পরে উহা হইতে অভিব্যক্ত বা evolve হইয়া যে উচ্চপ্রাণিদেহ বংশপরম্পরা-ক্রমে হইয়াছে ডারউইনের এই অভিব্যক্তিবাদ (theory of descent) পাশ্চাত্যবিদ্যায় খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। শীতোষ্ণ, জলবায়ু, খাদ্যের অভাব বা প্রাচুর্য্য বা ভিন্নতা, আত্মরক্ষা প্রভৃতি বাহ্য পারি-পার্শ্বিক (environment) কারণে প্রাণীদেরকে যে নূতন কর্ম্ম করিতে হয় তাহাতে তাহাদের শরীরও পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহাদের বংশও সেইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারের হয়, এইরূপে বহুকালে মনুষ্যশরীর

Krishna chandra college central Library

পর্য্যন্ত হইয়াছে—ইহাই এই বাদের সার। * যুক্তিস্বরূপ এই বাদীরা প্রাণীদের ক্রমিক পরিবর্ত্তন দেখান। প্রত্নপ্রাণীবিদ্যা (Palaeontology) হইতে ইঁহারা দেখান যে পৃথিবীর এক অবস্থায় যে প্রাণীরা ছিল, পর অবস্থায় তাহারা পরিবর্ত্তিত আকারের হইয়াছিল। যেমন এক ভূস্তরে পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত ঘোড়া পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী (বহুলক্ষ বৎসরের পর) কালের স্তরে যে প্রস্তরীভূত অশ্বপঞ্জর পাওয়া যায় তাহাতে অঙ্গুলি সকল অবিকাশের দিকে পরিবর্ত্তিত দেখা যায়; পরে আধুনিক অশ্বের অঙ্গুলিহীন পদের বিকাশ হইয়াছে। এইরূপ যুক্তির দ্বারা ইঁহারা ঐ বাদ স্থাপিত করার চেষ্টা করেন এবং য়ুরোপে ইহারই প্রাবল্য।

আমেরিকায় কিন্তু এই বাদের বিরুদ্ধ এক প্রবল সম্প্রদায় হইয়াছে। তাঁহারা বলেন ভূতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় এমনও দেখা যায় যে বহু বহু লক্ষ বৎসর ব্যাপী নানা ভূস্তরে একই প্রকার প্রাণী দেখা গিয়াছে; যেমন টেরোড্যাক্‌টাইল (Pterodactyle) বা পক্ষাঙ্গুলিপ্রাণিবিশেষ। আরও তাঁহারা সুযুক্তি সহকারে বলেন যে, বাহ্যকারণে (প্রাগুক্ত) প্রাণীদের দেহ পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অতি অল্পমাত্র এবং বংশ-পরম্পরায় যে তাহা সব চলিতে থাকিবে তাহার স্থিরতা নাই ["If such 'acquired characters' are transmissible (a doubtful point)"]. Prof. A. S. Pearse বলেন :—"The pattern of evolution is set by environment, but there is little or no evidence that changing environment causes adaptive variations of such a degree that new species are produced. Animals adapt themselves to environments

* Race বা Species বা অনুজাতি যে এইরূপে হইতে পারে তাহা বলা সঙ্গত বটে, কিন্তু মূল জাতি বা phylum ও genus যে এইরূপে হইয়াছে তাহার প্রমাণ নাই।

by changing their system of activities, but such responses are apparently limited in extent to the inherent possibilities of variations already within the system. Animals have great powers of adaption to environment, but are not fundamentally changed by it". অর্থাৎ :—পারিপার্শ্বিক বাহ্য নিমিত্তবশে প্রাণীরা কিছু বদলায় বটে, কিন্তু তাহাতে এক নূতন জাতি উৎপন্ন হয় না। কোন এক প্রাণিজাতির মধ্যে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে বটে কিন্তু তাহার দ্বারা তাহাদের মৌলিক পরিবর্ত্তন (যেমন গাধা হইতে ঘোড়া হওয়া) হয় না।

আর এই অভিব্যক্তিবাদের (theory of descentএর) প্রধান প্রমাণ যে 'অল্পে অল্পে ক্রমিকপরিবর্ত্তন' তাহারও উদাহরণ পাওয়া যায় না। মানুষ বা ঘোড়া ক্রমশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতি হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান জাতিতে উপনীত হইতে হইলে যত ক্রম (link) থাকা উচিত তাহার কিছুই পাওয়া যায় না বলিলে হয়। Dr. A. T. Schofield বলেন :—"We fear we must at last part with our friend 'the missing link'. Leading scientists of the day deny the existence of our friend anywhere. For man to have descended from the ape would require millions of years and a hundred links and of such there is no record nor any trace". এই সব কারণে mutation theory or হঠাৎ অজ্ঞাতকারণে জাত্যন্তরের আবির্ভাব এই বাদ প্রচলিত হইতেছে। বানর হইতে নিয়াণ্ডারথল মনুষ্য, পরে প্রায় লক্ষ বৎসরের পর ক্রোমাগ্‌নো * মনুষ্য

* জার্ম্মাণীর Neanderthal নামক স্থানে প্রথমে এবং অন্য দুই স্থানে পরে ইহাদের অস্থিপঞ্জর আবিষ্কৃত হয়। Cromagnon নামক স্থানের নিকটস্থ এক গুহায়

Krishna chandra college central Library

পরে বর্ত্তমান ইউরোপের মনুষ্য এই সকলের মধ্যে যে বিশাল ফাঁক আছে তাহা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। Prof. H. H. Sheldon বলেন "In the past anthropologists tried to trace the path from monkey to Neanderthal man, from Neanderthal man to Cromagnon and to the present modern man. * * * There is a vast gulf between the monkey living in the tree tops with no evidence of family life, and Neanderthal man who made his house in a cave, understood the use of fires, made many useful implements and who according to some evidence, performed ceremonial death rites. There is vast difference between Neanderthal man who rambled through the forest with his curved spine holding him permanently in the stooped position his knees always slightly bent and his brain beneath his heavy receding skull and modern man. * * * In the case of the mutation theory we are forced to look upon man as a sudden creation in at least one sense of the word". অর্থাৎ প্রোফেসার সেলডন্ বলেন "পূর্ব্বে মানবতত্ত্ববিদেরা বানর হইতে নিয়ান্ডরথল্ মনুষ্য, তাহা হইতে ক্রোমাগ্নো মনুষ্য এবং তাহা হইতে বর্ত্তমান মনুষ্য, এইরূপ শৃঙ্খল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। * * বৃক্ষশাখাবাসী, পারিবারিক জীবনহীন বানর এবং নিয়ান্ডরথল্ মনুষ্য—যে গুহায় বাস করিত, অগ্নির ব্যবহার জানিত, অনেক কাজের যন্ত্র নির্ম্মাণ

(এবং অন্য স্থানেও) ক্রোমাগ্‌নোদের পঞ্জর পাওয়া যায়। ইহারা প্রস্তরের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারের সময়ের লোক।

করিত এবং যে মৃতোদ্দেশে কিছু শ্রাদ্ধকার্য্যও করিত এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়—এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য আছে। আবার ঐ নিয়ান্ডরথল মনুষ্য—যে কুঁজো হইয়া বনে বিচরণ করিত, যাহার হাঁটু কিছু বাঁকা থাকিত, যাহার মস্তিষ্ক নিরেট ঢালু খুলির ভিতর থাকিত—তাহার সহিত বর্ত্তমান মনুষ্যের বিশাল পার্থক্য আছে। * * মিউটেশন থিওরী বা 'হঠাৎ আবির্ভাববাদে' আমাদের বলিতে হয় যে মনুষ্য হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে (অন্তত পূর্ব্বস্থিত প্রাণিজাতির সাহায্যে)। Theory of descent অনুসারে primateদের (মানব ও বানরদের) মধ্যে প্রথমে নিম্ন বানর পরে Anthropoid apes বা উচ্চ বানর ও পরে মনুষ্য এইরূপ অভিব্যক্তি সঙ্গত হইবে। কিন্তু অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাহার সমর্থক নহে। Carl Landsteiner রক্তের সূক্ষ্ম গবেষণা (serology) করিয়া বলেন "These findings confirm the opinion that anthropoid apes do not rank in the geneological tree between lower monkeys and man." অর্থাৎ "এই আবিষ্কার হইতে ইহা জানা যায় যে বংশপরম্পরা ধরিলে মনুষ্য ও নিম্ন বানরের মধ্যস্থলে উচ্চ মানবসদৃশ বানরেরা স্থান পায় না।"

অস্মদীয় কর্ম্মতত্ত্বের সহিত Theory of descentএর বিশেষ সম্বন্ধ নাই এবং বিরোধও নাই। এই অভিব্যক্তিবাদ একরূপ দেহের বংশ পরম্পরাক্রমে অন্যরূপে পরিবর্ত্তনের কথামাত্র বলে। কর্ম্মতত্ত্বের তাহা অবান্তর কথা। যে শক্তির দ্বারা দেহধারণ হয় ও হইতে পারে এবং তৎসহ সুখদুঃখাদি ভোগ হয় তাহাই কর্ম্মতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়। একটা প্রাণিদেহ যে বাহ্য কারণে বা দৃষ্টকর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা কর্ম্মবাদের অনভিমত নহে। বৃকপালিত মনুষ্য-শিশুর পরিবর্ত্তন এবিষয়ে উদাহরণ। দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মের দ্বারা অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

Krishna chandra college central Library

কিন্তু ঐরূপেই যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিজাতি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ নাই ও তাহা সম্ভবও নহে।

এ বিষয় উদাহরণহীন থিওরী মাত্র। কারণ নূতন প্রাণিজাতির প্রাদুর্ভাবের উদাহরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অশ্বতরাদি hybrid বা মিশ্রজাতি প্রায়ই বন্ধ্যা হয়। ক্বচিৎ তাহারা অবন্ধ্যা হয় বটে কিন্তু তাহাদের সন্তান মাতার বা পিতার জাতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। "In very rare cases where the hybrids are capable of reproduction they exhibit an unstable heredity and their offspring tend to revert to the father or mother species." Mac Bride's Zoology. সুতরাং এদিকে নবজাতির উৎপত্তির উদাহরণ পাওয়া যায় না। Haeckelএর প্রসিদ্ধ নিয়ম বা fundamental law of Biogenesis এই যে "The individual in its development recapitulates the history of the race." অর্থাৎ "প্রত্যেক প্রাণী ভ্রূণাবস্থা হইতে পূর্ণপ্রাণিরূপে বর্দ্ধিত হওয়ার কালে তাহার জাতির উৎপত্তির পূর্ব্বাপর ইতিহাস খ্যাপিত করে।" ইহাকে Recapitulatary Theory বলে। ইহাকে কেহ কেহ ঐ অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণরূপে ব্যবহার করেন। কিন্তু এই থিওরী বৈজ্ঞানিকজগতে পূর্ব্বে প্রতিপত্তিলাভ করিলেও অধুনা হতাদৃত হইয়াছে। কারণ উহার ব্যত্যয় অনেকস্থলে দেখা যায়।

এ বিষয়ে mutation বাদ বা হঠাৎ উৎপত্তিবাদ অধিকতর যুক্ত। কর্ম্মতত্ত্ব অনুসারে অনাদিকাল হইতে অসংখ্য প্রকারের জীবনামক সচেতন শক্তি আছে তাহারা উপযুক্ত উপাদান পাইলেই দেহ ধারণ করিতে পারে। ইহা কর্ম্মবাদের মত; সুতরাং কর্ম্মবাদ mutation বাদেরও বিরোধী নহে।

১৭। অতঃপর সংক্ষেপে কর্ম্মতত্ত্বের বিবৃত সিদ্ধান্তসকল উক্ত হইতেছে :—

(ক) নিত্য দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য ত্রিগুণ প্রাণীর মৌলিক নিমিত্ত ও উপাদান। প্রাণী অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এই শক্তি সকলের সমষ্টি। তাহাদের ক্রিয়াই কর্ম্ম।

(খ) দ্রষ্টা ও দৃশ্য ত্রিগুণ নিত্য হওয়াতে তাহাদের সংযোগভূত দেহী জীব অনাদিকাল হইতে আছে। সুতরাং কর্ম্ম অনাদি।

(গ) কর্ম্ম করিলেই তাহার সংস্কার হয়। সেই সংস্কার হইতে অথবা তৎসহায়ে পুনশ্চ কর্ম্ম হয়; এইরূপে কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

(ঘ) কর্ম্ম করিতে হইলে দেহ বা করণ শক্তির অধিষ্ঠান চাই। দেহ কিয়ৎকাল স্থায়ী, সুতরাং অনাদি জীব অসংখ্যদেহ ধারণ করিয়াছে। দেহ সকলের জাতি অসংখ্য প্রকার; অতএব জীব অনাদিকাল হইতে দেহ ধারণ করিয়া আসিলে অসংখ্য প্রকারের দেহ ধারণ করিয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক জীবে অসংখ্য প্রকারের দেহধারণ সংস্কার বা জাতি-বাসনা আছে। যথাযোগ্য কারণে তাহা অভিব্যক্ত হইলে জীবের করণ-শক্তিসকল সেই আকারের হইতে পারে। অতএব দেহী সর্ব্ববিধ জন্মই গ্রহণ করিতে পারে যদি তদুপযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা কোন জাতি-বাসনা উদ্রিক্ত হয়।

(ঙ) কর্ম্ম সকল দুই প্রকার :—(১) পূর্ব্বসংস্কার বশে যাহা করা যায়। ইহাকে ভোগভূত কর্ম্ম বলে। (২) সংস্কারের বিরুদ্ধে (তদ্বিরুদ্ধ সংস্কারের সাহায্যে) যাহা করা যায়। ইহাকে পুরুষকার বলে। ধর্ম্মশাস্ত্রের বৈধ ও নিষিদ্ধকর্ম্মসকল পুরুষকার।

(চ) করণচেষ্টা সকল অবাধ বা অনুকূল ভাবে হইলে তাহাতে

Krishna chandra college central Library

সুখবেদনা হয়, আর বাধিত ভাবে হইলে তাহাতে দুঃখবেদনা হয়। সুখ ইষ্ট বলিয়া ও দুঃখ অনিষ্ট বলিয়া দেহী সুখের জন্য ও দুঃখনিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম করে। পূর্ব্বসংস্কারবশে যে সুখদুঃখ লাভ হয় তাহার অন্যথা অর্থাৎ সুখের বর্দ্ধন ও দুঃখের হ্রাস করিতে হইলে পুরুষকার চাই। সংযমমূলক সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই তাদৃশ পুরুষকার।

(ছ) মনুষ্য এতৎসম্বন্ধে যে সব আলোচনা করিয়াছে তাহার বিবরণ দিয়া কর্ম্মবাদ এবং তত্ত্বদর্শন যে সর্ব্বপেক্ষা যুক্ত তাহা দর্শিত হইয়াছে। ইহা যে metaphysical speculation মাত্র নহে তাহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাংখ্যীয় তত্ত্বদর্শন specualtion বা বিতর্ক মাত্র নহে (যদ্দ্বারা বুদ্ধির কিছু ধার বাড়ে এরূপ নহে), কিন্তু সম্যক্ কার্য্যকর বিজ্ঞান। ইহার দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তির আচরণ বিষয়ে প্রাণী নিঃসংশয় হইয়া তদাচরণে সোৎসাহে চলিয়া প্রতিপদে ফললাভ করিতে থাকে।

কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য বিশেষ কথা গ্রন্থমধ্যে দ্রষ্টব্য। উপসংহারে বক্তব্য যে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি কর্ম্মবাদীদের যে শাস্ত্র সাধারণ লোকের জন্য রচিত, তাহাতে যেরূপ কর্ম্মফলের উদাহরণ আছে তাহা অনেকস্থলে দর্শনসম্মত নহে। তদ্দ্বারা কর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে যাওয়া উচিত নহে। যথা—বুদ্ধের পায়ে একটা কাঁটা ফোটাতে তিনি বলিলেন "ইতঃ একনবতিকল্পে শক্ত্যা মে পুরুষঃ হতঃ। তেন কর্ম্ম-বিপাকেন পাদে বিদ্ধোঽস্মি ভিক্ষবঃ॥" অর্থাৎ এখন হইতে ৯১ কল্প পূর্ব্বে আমার বর্শার দ্বারা এক মনুষ্য হত হইয়াছিল সেই কর্ম্মের ফলে হে ভিক্ষুগণ, আমি পায়ে বিদ্ধ হইলাম। অন্য উদাহরণ যথা—কতক-গুলি বালক এক গোধাকে তাহার গর্ত্তের মুখবন্ধ করিয়া আবদ্ধ করিয়া-ছিল তজ্জন্য পরজন্মে তাহারা ভিক্ষু হইলেও সকলে এক গুহায় রুদ্ধ

হইয়াছিল। এক ভিক্ষু এক বাড়ীতে নিবন্ধভোজন (প্রত্যহ বাঁধা নিয়মে আহার) পাইত, অন্য এক ভিক্ষু আসিলে তাহাকে ঐ কথা না জানাইয়া ও অভুক্ত রাখিয়া নিজে ভোজন করাতে, পরজন্মে প্রথম ভিক্ষু কোনদিনই ঐ কর্ম্মের ফলে পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। "যে বিপ্রকে অভিবাদন করিলে আশীর্ব্বাদ না করেন তিনি শ্মশানে কাক-শকুনি-নিষেবিত বৃক্ষ হন" (মনু)। এক পশুবলি দিলে সহস্র সহস্র জন্মে তাহার ফলে হন্তার মস্তকচ্ছেদ হইবে ইত্যাদি ফল কর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়ম হইতে হইবার নহে। উহা অর্থবাদমাত্র জানিতে হইবে। আর বৌদ্ধেরা যে মনে করেন মনুষ্যের কর্ম্ম হইতে চন্দ্রসূর্য্য উদ্ভূত হইয়াছে তাহাও ভিত্তিহীন কল্পনা। তবে তাহাদের সূত্রগ্রন্থে যে আছে—যাহারা নিজের অর্থ দান করে না তাহারা অর্থ পায় না, যাহারা বলিয়া কহিয়া পরকে দিয়া বা পরের অর্থ লইয়া পরোপকার করে তাহারা তৎফলে পরজন্মে অর্থ পায় না কেবল লোকের প্রিয় হয় ইত্যাকার কথা স্বাভাবিক কর্ম্মের নিয়মে সিদ্ধ হইতে পারে।

স্বর্গ, নরকের বিবরণও ঐরূপ অনেকাংশে কাল্পনিক। অসিপত্রবন, নারকপক্ষী (যাহারা পাপীর মাংস ঠোক্‌রাইয়া খায়) যাহা সব বৌদ্ধেরা কর্ম্মসমুত্থ মনে করেন ও আর্যেরা যমনির্ম্মিত মনে করেন তাহাও কাল্পনিক। জৈনেরা বলেন দেবতাদের পতনের সময় তাঁহারা বুঝিতে পারেন ও তজ্জন্য এইরূপ বিলাপ করেন—"হা মন্দার, পারিজাত, হরিচন্দন, হা রত্নকুট্টিম, হা অপ্‌সরোগণ তোমরা সব কাহার ভোগে যাইবে! আমাকে আবার মানুষীর গর্ভে যাইতে হইবে" ইত্যাদি। এইসব অবশ্য কাল্পনিক। মরিবার পর ধর্ম্মরাজের নিকট বিচার হইয়া শাস্তি পাওয়া রূপ প্রবাদ বোধ হয় পাশ্চাত্যদেশ হইতে আসিয়াছে। দার্শনিক কর্ম্মবাদে স্বাভাবিক

Krishna chandra college central Library

ব·স
৫২৯

নিয়মে মৃত্যুর পর সংস্কারবশে দিব্য বা নারক জন্ম হয় (কর্ম্মাশয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

এই কর্ম্মতত্ত্ব প্রধানত নিম্নস্থ যোগসূত্র এবং তাহার ব্যাসভাষ্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ। অতএব পাঠক ঐগুলি পাঠ করিলে ইহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। সূত্র সকল যথা—ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্ম বেদনীয়ঃ ২।১২ ; সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ২।১৩ ; তেহ্লাদ পরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাৎ ২।১৪ ; জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ৪।২ ; নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ৪।৩ ; তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্ ৪।৬ ; কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিন স্ত্রিবিধমিতরেষাম্ ৪।৭ ; ততস্তদ্ বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্ব্বাসনা-নাম্ ৪।৮ ; জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়ো-রেকরূপত্বাৎ ৪।৯ ; তাসামনাদিত্বং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ৪।১০ ; হেতুফলা-শ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ ৪।১১ ইত্যাদি।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন "দেশকালনিমিত্তানবধারণাদ্ ইয়ং কর্ম্মগতি র্বিচিত্রা দুর্বিজ্ঞানা চ" (২।১৩) ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

KRISHNA CHANDRA COLLEGE
FOUNDED BY MAHARANI PADMA SUNDARI DEVI IN 1897.
HETAMPUR, BIRBHUM

কর্ম্মতত্ত্ব

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্ম্মণা তৎসিদ্ধেঃ।

সাংখ্যসূত্রম্।

ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।

শান্তিশতকম্।

প্রথম অধ্যায়। লক্ষণ।

সূ ১। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এই সকল করণ-শক্তির যে নিয়ত ক্রিয়া হইতেছে যাহা হইতে ইহাদের অবস্থান্তরতা হয় তাহার নাম কর্ম্ম।

বিবরণ—প্রাণীর কর্ম্ম দ্বিবিধ। প্রথম, কেবল মানসিক কর্ম্ম যথা—ইচ্ছা, কল্পনা ইত্যাদি ; এবং দ্বিতীয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত মনের মিলিত কর্ম্ম যথা বাহেন্দ্রিয়ের চালনাদি। শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত মনের ক্রিয়াও মিলিত থাকে ; আর মনের ক্রিয়ার সহিত মনের অধিষ্ঠান স্নায়বিকযন্ত্রের ক্রিয়াও মিলিত থাকে।

টীকা *—অপ্রাণীর ক্রিয়া ও জৈব কর্ম্মের ভেদ উপক্রমণিকায় তৃতীয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য। প্রাণীর একস্বরূপ দেহরূপ অধিষ্ঠানে সর্ব্বজাতীয়

---

* গ্রন্থকারের দ্বারা অন্যান্যস্থানে কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা এই টীকার অনেক স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকগণ উপক্রমণিকায় এবং পরিশিষ্টে বিবৃত সাংখ্যীয় মনস্তত্ত্ব (psychology) ও ইন্দ্রিয়তত্ত্ব (organology and morphology) প্রথমে আয়ত্ত করিলে কর্ম্মতত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারিবেন।

Krishna chandra college central Library

করণ ও তন্মধ্যস্থ প্রত্যেক করণ পরস্পর সহায় হইয়া মিলিতরূপে যে ক্রিয়া করে তাহাই জৈব কর্ম্ম। প্রাণ সর্ব্বকরণের অধিষ্ঠানভূত দেহ নির্ম্মাণ করে এবং অন্যান্য করণেরা প্রাণের সহায়তা করে। এইরূপে পরস্পরের সহায়তাকারী বলিয়া কর্ম্মচক্র নিয়ত চলিতেছে ও অকর্ম্মের হেতু না পাইলে নিয়ত চলিবে। অর্থাৎ উহা self-contained cycle বা চক্রাকারে নিজেই নিজের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া কাজ করিতে পারে বলিয়া অমেয় কাল চলিয়াছে ও চলিতে পারে। * অর্থাৎ করণশক্তি সকল স্থূল বা সূক্ষ্ম ভৌতিক উপাদেয় দ্রব্য লইয়া দেহধারণ ও কর্ম্ম করিতে পারে এবং ঐ উপাদেয় (যাহা লইয়া দেহ হয়) একেবারে অভাব হওয়ার যখন সম্ভাবনা নাই তখন স্থূলই হউক বা সূক্ষ্মই হউক একরূপ না একরূপ শরীর ধারণ করিবে, যতদিন না করণের কর্ম্ম শান্ত করা যায়।

বিবরণে উক্ত অন্তঃকরণের দুইপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে তাহার শরীরাঙ্গ-নিরপেক্ষ চেষ্টাসকলই প্রধান। কারণ মনের উচ্চ এবং সূক্ষ্মবিষয়ক চিন্তাসকল অনেকটা শরীর-নিরপেক্ষ হইয়াই হয়। শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত অন্তঃকরণের ক্রিয়াও মিলিত থাকে। 'আমি অমুকস্থানে যাইব', 'আমি ইহা করিব' এইরূপ চিন্তা করা মানসিক কর্ম্ম। পরে ঐ চিন্তার ফলে ঐ স্থানে যাওয়া বা ঐ কার্য্য করারূপ যে ক্রিয়া হয় তাহা শরীরাঙ্গ ও মনের মিলিত কর্ম্ম। কেবল হস্তপদাদি চালনমাত্রই যে কর্ম্ম এইরূপ ভ্রান্তধারণা অনেকের দেখা যায়। কিন্তু মানসিক কর্ম্ম যে প্রধান কর্ম্ম তাহা উত্তমরূপে বুঝা উচিত। সমাধি সাধনাদি—যাহাতে

* স্থূলদেহ ধারণের পর সূক্ষ্মদেহ, পরে পুনঃ স্থূলদেহ এইরূপে অমেয় প্রবাহ চলিতেছে। জড়বাদের দৃষ্টিতে দেখিলে দেহের সন্ততিক্রমে অমেয় কাল হইতে প্রবাহ চলিতেছে। তাহাতেও শক্তি অক্ষুণ্ণ।

মানবের মোক্ষ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, তাহা প্রধানত মানসিক কর্ম্ম। বুদ্ধ-দেবও বলিয়াছেন "মনঃ পূর্ব্বঙ্গমাধর্ম্মাঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মসকল (ভাল মন্দ কর্ম্ম) প্রধানত মনের দ্বারাই আচরিত হয়।

প্রাণীর উক্ত দুই প্রকার কর্ম্মের ফলে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইপ্রকার শরীরধারণ হয় তাহা পরে (৩৩ সূত্রের ব্যাখ্যায়) আলোচিত হইবে। সূত্রোক্ত নিয়ত ক্রিয়া হওয়ার অর্থ—অন্তঃকরণাদি চারিপ্রকার করণশক্তির মধ্যে কোন না কোন একটীর অথবা অনেকের ক্রিয়া সর্ব্বদা চলিতে থাকা। শঙ্কা হইতে পারে যে সুষুপ্ত অবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কিরূপে চলে। তদুত্তরে বক্তব্য যে নিদ্রাকালে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় জড়ীভূত হয়। জড়তা অর্থে বোধের ও ক্রিয়ার অল্পতা—অভাব নহে, ইহা উপক্রমণিকায় দেখান হইয়াছে। এই অস্ফুট ক্রিয়া থাকে বলিয়াই ক্রমে জড়তা কাটিয়া পুনরায় জাগ্রৎ অবস্থা আসে।

সূ ২। দেহীর স্বাধীনতার দিক্ হইতে কর্ম্ম দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে; (১ম) পুরুষকার অর্থাৎ দেহী যে চেষ্টা স্বতন্ত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক অথবা কোন করণবৃত্তির প্ররোচনায় করে। (২য়) আরব্ধ কর্ম্ম বা ভোগভূত কর্ম্ম অর্থাৎ যে ক্রিয়া অবিদিতভাবে হয় অথবা প্রাণী যে চেষ্টা কোন প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া করে।

বিবরণ—যাহা করিলেও করিতে পারি, না করিলেও না করিতে পারি তাহা পুরুষকার এবং যে চেষ্টা স্বরসবাহী অথবা করিতেই হইবে তাহা ভোগ। মানবের অনেক মানসিক চেষ্টা পুরুষকার এবং পশুদের অনেক চেষ্টা আরব্ধ-কর্ম্ম বা ভোগ। যেমন আলোক ও অন্ধকারের সন্ধিস্থল নির্বিশেষে মিলিত সেইরূপ পুরুষকার এবং স্বারসিক কর্ম্মের মধ্যের ব্যবধানও অনির্ণেয়; তবে উভয়পার্শ্ব বিভিন্ন বটে।

ভোগভূতকর্ম্মও কর্ম্ম এবং তাহার ফলেও দেহধারণাদি হয়, কিন্তু

Krishna chandra college central Library

পুরুষকারকেই মুখ্য কর্ম্ম বলা হয়, কারণ তাহার দ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বতঃ পরিণামপ্রবাহকে ভিন্ন পথে চালান যায়। বর্ত্তমান সংস্কারের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা করা যায় তাহাই পুরুষকার।

টীকা—সূত্রোক্ত কোন করণবৃত্তির প্ররোচনায় করা অর্থে ভিতরে কিছু দমনের চেষ্টা করিয়া শেষে দমন করিতে না পারিয়া তবে করা। কখন কখন এরূপ হয় যে কোন এক প্রবৃত্তি মনের মধ্যে বার বার উঠিয়া আমাদিগকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে চাহে। প্রথমে উহা দমনের চেষ্টা করিয়া পরে (দমন করিতে না পারিয়া) যদি আমরা তদনুসারে কাজ করি তবে সেই কর্ম্ম এই লক্ষণের মধ্যে পড়ে। যেমন একজনের কোন অসুখ হওয়াতে সে আহারের প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে বার বার আহারের ইচ্ছা উঠিতেছে। পরে সে ঐ প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া প্রবল জিহ্বারূপ করণের প্ররোচনায় যদি কুপথ্য করিয়া ফেলে তবে তাহা এই জাতীয় কর্ম্মের উদাহরণ। ইহাতে কতক সংস্কারের বিরুদ্ধে চেষ্টা থাকে বলিয়া ইহা পুরুষকার।

ইহা ব্যতীত প্রাণীদের এমন কতকগুলি কর্ম্ম আছে যাহাতে তাহাদের কোন স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। তাহাই ভোগভূত কর্ম্ম। উহা তাহারা স্বতঃই করে অথবা কোন প্রবল করণবৃত্তির সম্পূর্ণ অধীন হইয়া করে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি স্বতঃক্রিয়ার উদাহরণ। এই সকল কর্ম্মে স্বাধীন ইচ্ছা না থাকিলেও ইহা প্রাণীদের নিজেরই কর্ম্ম। ইচ্ছাশক্তি ঐদিকে (প্রাণায়ামাদির দ্বারা) বর্দ্ধিত করিলে যে কেহ কেহ হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া রোধ করিতে পারেন তাহা হইতে ইহা বুঝা যায়। এই শ্রেণীর আরও কতকগুলি কর্ম্ম আছে যাহা স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ব্বক না হইলেও হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়ার ন্যায় সম্পূর্ণ অবিদিত

ভাবে হয় না। পশুদের আহারাদি কর্ম্ম ইহার উদাহরণ। কারণ, আহারাদির ইচ্ছা মনে উঠিলে তাহারা তদনুসারে আহারান্বেষণ আদি কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না। মনুষ্যের শ্বাসপ্রশ্বাস, শিশুদের হাত পা নাড়া এই জাতীয় কর্ম্মের উদাহরণ।

সাধারণতঃ জীবের কর্ম্মসমূহে পুরুষকার ও ভোগরূপ দুইপ্রকার কর্ম্মই দেখা যায়। পশুদের অনেক কর্ম্মই আরব্ধ বা ভোগভূত কর্ম্ম। সেইজন্য এই সকল জীবকে ভোগশরীরী জীব বলা হয় এবং মানবের কর্ম্মের মধ্যে অন্য জীবের তুলনায় পুরুষকার অধিক বলিয়া মনুষ্যকে কর্ম্ম-শরীরী জীব বলা হয়। আবার মানবজাতির মধ্যে পুরুষকারের তারতম্যানুসারে উন্নতির অশেষপ্রকার ভেদ দেখা যায়। যাঁহারা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি সকল দমন করিয়া ধর্ম্মসাধন করেন তাঁহাদের উহা প্রবল পুরুষকারপূর্ব্বক করিতে হয়। তবে পুরুষকারপূর্ব্বক যেরূপ উন্নতি হয় সেইরূপ অবনতিও হইতে পারে। ইন্দ্রিয়সকল প্রবৃত্তিবশে স্বভাবত যেদিকে চলিতে চাহে সেদিকে না যাইয়া স্বাধীনইচ্ছাপূর্ব্বক (ভাল বা মন্দ) অন্যদিকে যাওয়াই পুরুষকারের লক্ষণ। অনেক মানসিক চেষ্টায় আমরা ঐরূপ ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে মনকে চালিত করি বলিয়া মানসিক কর্ম্মে পুরুষকার অধিক। কিন্তু পশুআদির কর্ম্মে স্বাধীন চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। যেমন সকাল হইলে পাখীদের বাসা ছাড়িয়া বাহির হইতেই হইবে। ইহাতে উহাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে ঐ কর্ম্ম তাহার ইচ্ছার অনধীন নহে। তবে পশুদের মধ্যে যে সকল জীব অপেক্ষাকৃত উন্নত (যথা কুকুর, বানরাদি) তাহাদেরও কিছু কিছু পুরুষকার দেখা যায়। কুকুরেরা প্রভুর জন্য যে অনেক প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে তাহা ইহার উদাহরণ।

একই প্রকার কর্ম্ম একজনের পক্ষে প্রথমে পুরুষকার ও পরে ভোগ

Krishna chandra college central Library

হইতে পারে। কারণ কোন কর্ম্ম প্রথমে স্বাধীনইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে হইলেও পরে অভ্যাসবশে যখন উহা অল্পায়াসেই হইতে থাকে তখন আর ঐ কর্ম্মে স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না *; সেইজন্য তখন উহাকে ভোগভূত কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এই কারণে একই প্রকার কর্ম্ম একজনের পক্ষে ভোগ এবং অন্যের পক্ষে পুরুষকার হইতে পারে। ভোগভূত কর্ম্ম এক সমতলভূমিতে সরল রেখায় চলার ন্যায়। সেই সমতলভূমি ত্যাগ করিয়া উচ্চে উঠা বা নিম্নে যাওয়ারূপ ক্রিয়াকে পুরুষকারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ভোগভূত বা আরব্ধ কর্ম্ম এবং পুরুষকার এই দ্বিবিধ কর্ম্মই নূতন কর্ম্ম। পুরাতন বা প্রাক্তন কর্ম্ম অর্থে পূর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার ইহা বিবেচ্য।

সূ ৩। গুণত্রয় পরিণামশীল বলিয়া তাহাদের কার্য্য যে ভূত ও করণ তাহারা সমস্তই নিয়ত পরিণত হইয়া যাইতেছে। ঐ করণ-পরিণাম জীবের স্বেচ্ছাধীন অথবা ইচ্ছার অনধীন এই দুইপ্রকার হইতে পারে।

বিবরণ—গুণত্রয়ের পরিণামশীল স্বভাবই জাগতিক ক্রিয়ার মূল কারণ। সুতরাং জৈব কর্ম্মেরও উহা মৌলিক কারণ। ত্রিগুণের এই পরিণাম স্বাভাবিক বলিয়া তাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত করণসকলের পরিণামও স্বাভাবিক। করণসকল গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেষ সংযোগ মাত্র। ঐ পরিণাম স্বাভাবিক হইলেও উহা দেহীর দ্বারা স্বাত্মীকৃত হওয়াতে উহা দেহীরই কর্ম্ম হয়। যেমন নদীর স্রোতোবেগ স্বাভাবিক হইলেও তৎসহায়ে সন্তরণকারীর বিশেষপথে গমন তাহার নিজের কর্ম্ম উহাও সেইরূপ।

* Prof. E. W. Mac Bride বলেন "Automatic action is derived from a voluntary action oftentimes repeated." অর্থাৎ কোন কর্ম্ম ইচ্ছাপূর্ব্বক বার বার করিলে তাহা শেষে স্বারসিক কর্ম্মে পরিণত হয়।

টীকা—জগতের সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণের দ্বারা নির্ম্মিত এবং ক্রিয়াশীলতা বা অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তি যে ত্রিগুণের স্বভাব তাহা উপক্রমণিকায় আলোচিত হইয়াছে। "সাংখ্যপক্ষে পুনর্বস্তু ত্রিগুণং চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি যোগভাষ্য" ৪।১৫ দ্রষ্টব্য। অন্তঃকরণাদি সকলেই ত্রিগুণের দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও তাহারা প্রত্যেকে ত্রিগুণের এক এক বিশেষপ্রকার সংযোগ হইতে জাত বলিয়া অন্য হইতে বিশিষ্ট বা পৃথক্। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের তুলনায় প্রকাশ বা সত্ত্বগুণের আধিক্য এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তুলনায় ক্রিয়া বা রজোগুণ অধিক। প্রাণের কার্য্যে উক্ত দুই প্রকার ইন্দ্রিয় অপেক্ষা আবরণ বা জ্ঞান ও ইচ্ছার অনধীনত্ব অধিক। আবার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রকাশাদির ভেদবশতঃ কর্ণচক্ষুরাদির ভেদ হইয়াছে। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণেও তদ্রূপ। সেইরূপ দেবতাদের করণ সকল মনুষ্যের অপেক্ষা প্রকাশাধিক বলিয়া তাহা হইতে ভিন্ন। এইরূপে গুণত্রয়ের সংযুক্তভাগের তারতম্য অনুসারে করণসকলের অসংখ্যপ্রকার ভেদ হইয়াছে।

সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন গুণ পঞ্চভূত ও অন্তঃকরণাদির উপাদান বলিয়া উহারাও সর্ব্বদা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিণত হইয়া যাইতেছে। এই পরিণামের ফলে করণসকলের কোনস্থলে সত্ত্বের আধিক্য, কোনস্থলে রজোগুণের এবং কোথাও বা তমোগুণের আধিক্য হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ অন্তঃকরণের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ পরিণামপ্রবাহ বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রথম অবস্থায় প্রকাশ অধিক এবং ক্রিয়া ও জড়তা অপেক্ষাকৃত কম, সেইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় যথাক্রমে ক্রিয়া ও জড়তা অধিক। এইরূপে উক্ত তিন প্রকার পরিণাম গুণত্রয়ের সংযুক্তভাগের পরিবর্ত্তন হইতে হইয়া থাকে।

এই পরিণামপ্রবাহ স্বাভাবিক হইলেও উহাকে জীব স্বীয় অভিমানের

Krishna chandra college central Library

দ্বারা নিজস্ব করিয়া কোন বিশেষভাবে (দেহাদিরূপে) ধারণ ও চালন করে। জল মৃত্তিকাদির যে পরিণাম হইতেছে তাহা বৃক্ষের শরীরে গিয়া একরূপে ও মনুষ্যের শরীরে গিয়া অন্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। উহাদের ঐ পরিণাম রোধ করা যায় না বটে তবে উহাকে আমরা নিজস্ব করিয়া দেহাদিরূপে পরিবর্ত্তিত করি বলিয়া উহা আমাদের কর্ম্ম।

সূ ৪। করণের পরিণামসকলের মধ্যে অস্বাধীন স্বারসিক পরিণামই ভোগ বা অদৃষ্টফলা চেষ্টা বা পূর্ব্বাধীন আরব্ধ কর্ম্ম।

বিবরণ—ঐ পরিণাম ইচ্ছার অনধীন বলিয়া ভোগ। দেহধারণের বশে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক অবশ্যকার্য্য চেষ্টাসকল করিতে হয়, তাহাও ভোগভূত আরব্ধকর্ম্মের উদাহরণ। ভোগভূত ঐ কর্ম্মসকল (হৃৎপিণ্ডাদির ক্রিয়া) জাতি বা দেহ নামক আরব্ধকর্ম্মফলের অন্তর্গত সুতরাং তাহারা কর্ম্মের ফলভোগবিশেষ।

ভোগ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (১ম) অস্বাধীন চেষ্টাসমূহ অর্থাৎ পূর্ব্বসংস্কারের সম্যগ্ অধীন যে চেষ্টা তাহাই এই ভোগরূপ কর্ম্ম। (২য়) পূর্ব্ব সংস্কারবশে যে সুখ ও দুঃখভোগ হয় তাহাও ভোগ নামে কথিত হয়।

টীকা—অন্তঃকরণের যে একবৃত্তির পর আর এক বৃত্তি উঠারূপ পরিণাম বরাবর চলিতে থাকে তাহা রোধ করার স্বাধীনতা সাধারণ জীবের নাই বলিয়া উহা ভোগ। সেইরূপ জীবের শৈশব হইতে যৌবন এবং যৌবন হইতে বার্দ্ধক্যরূপ পরিণাম যাহা তাহার কর্ম্মজনিত তাহাও ভোগ। যে সকল কার্য্য আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলেও না করিয়া থাকিতে পারি না তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবশ্যকার্য্য। মনে কর কেহ কোন দ্রব্য ভোজনের লোভের সম্পূর্ণ অধীন। সে সেই দ্রব্য আহারের জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়া থাকে। ঐ সকল চেষ্টা, যথা—ঐ

দ্রব্যের অনুসন্ধান, আহরণ ইত্যাদি সে ইচ্ছাপূর্ব্বক করিলেও তাহা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। দেহধারণের জন্য প্রাণীদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও আহারাদি কার্য্যও এই জাতীয় কর্ম্মের উদাহরণ। কারণ, উহারাও ঐরূপ অবশভাবে কৃত হইয়া থাকে।

কর্ম্মের যে জাতি বা দেহ আদি তিন প্রকার ফল হয় তাহা উপক্রমণিকায় (১১প্রঃ দ্রষ্টব্য) ও পরে বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মনুষ্য, পশু আদি দেহধারণই জাতিরূপ কর্ম্মফল। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, আহার্য্য পরিপাক করা, নিশ্বাসপ্রশ্বাস ইত্যাদি কর্ম্ম লইয়াই সাধারণত জীবের দেহধারণ হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুতরাং অদৃষ্টজন্মের সংস্কারবশেই উহারা কৃত হয় বলিয়া সুখাদি ভোগের ন্যায় উহারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ। ঐ কারণেই উহাদেরকে পূর্ব্বাধীন বা অদৃষ্টফলা চেষ্টা বলা হইয়াছে। উহারা যে শুদ্ধ ভোগ নহে কিন্তু ভোগস্বরূপ নূতন কর্ম্ম তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

সূ ৫। পুরুষকারের দ্বারা করণসকলের সাহজিক পরিণাম দ্রুত, নিয়মিত অথবা ভিন্নপথে চালিত হয়।

বিবরণ—প্রবল সংস্কারবশে করণসকলের যে স্বাভাবিক পরিণাম হইতে থাকে পুরুষকার উহার অনুকূল দিকে প্রযুক্ত হইলে ঐ পরিণাম দ্রুত হয় এবং বিপরীত দিকে প্রযুক্ত হইলে উহা অন্যরূপ অর্থাৎ ক্ষীণতা-প্রাপ্ত অথবা রুদ্ধ হয়। পরে নূতন পুরুষকার আদির দ্বারা করণের অন্যরূপ পরিণাম হইতে থাকে।

টীকা—পুরুষকারের দ্বারা করণপরিণাম দ্রুত হওয়ার উদাহরণ যথা—কেহ যদি বাল্যকাল হইতেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জরাকারী কর্ম্ম (যেমন অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা আদি "চিন্তা জরো মনুষ্যাণাং") করিতে থাকে তাহা হইলে করণসকলের পরিণাম দ্রুত

Krishna chandra college central Library

হইয়া অকালবার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। সেইরূপ কেহ যদি বাল্যকাল হইতেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাস্থ্যের নিয়মসকল মানিয়া চলে তাহা হইলে পুরুষকারের দ্বারা তাহার করণপরিণাম নিয়মিত হয়। সেইজন্য বিলম্বে বার্দ্ধক্য আসে। দুর্ব্বল ও রুগ্ন ব্যক্তি যে ব্যায়ামাদির দ্বারা বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান্ হয় তাহা পুরুষকারের দ্বারা করণপরিণাম ভিন্নপথে চালিত হওয়ার উদাহরণ।

অন্তঃকরণপ্রধান কর্ম্মের ঐরূপ পুরুষকারের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হওয়ার উদাহরণ যথা—একজনের প্রবল ক্রোধসংস্কার আছে। তদ্বশে তাহার শরীর মন আদি মধ্যে মধ্যে ক্রিয়া করে। সে উহার কুফল বুঝিয়া উহাকে দমন করার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার ক্রোধজ ক্রিয়াসকল নিয়মিত হইতে লাগিল। পরে সে আরও বুঝিয়া ও উৎসাহিত হইয়া প্রবল পুরুষকারের সহিত ক্রোধদমনের চেষ্টা করিলে তাহার অন্তঃকরণাদির অক্রোধরূপ পরিণাম দ্রুত সিদ্ধ হইবে এবং ক্রোধের মার্গ ত্যাগ করিয়া অক্রোধের মার্গ লইবে অর্থাৎ তাহার মনে পর পর অক্রোধ বৃত্তি উঠিতে থাকিবে। অন্য উদাহরণ যথা—একজনের সহজাত চৌর্য্যসংস্কার আছে ও তদ্বশে সে কার্য্য করে। পরে বুঝিয়া সে তাহা হইতে বিরত হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পুরুষকারের দ্বারা ভিন্নপথে (সাধুপথে) কর্ম্মপ্রবাহ চালিত করিল। ইহা করণপরিণাম ভিন্নপথে চালিত হওয়ার উদাহরণ।

সূ ৬। ফলের কালানুসারে কর্ম্ম দ্বিবিধ—দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যে কর্ম্ম বর্ত্তমান জন্মে কৃত ও যাহার ফল বর্ত্তমান জন্মেই আরূঢ় হয় তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয়, এবং কর্ম্ম যে জন্মে কৃত তাহার ফল যদি অন্য বা ভবিষ্যৎ জন্মে আরূঢ় হয় তবে তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্ম।

বিবরণ—এই দুই বিভাগ তাত্ত্বিক বিভাগ নহে।

টীকা—যে কর্ম্ম তীব্রভাবে বা প্রবল উৎসাহের সহিত ক্ষমা, দান অথবা হিংসা, দ্বেষ আদি পূর্ব্বক কৃত হয় তাহার ফল তজ্জন্মেই ভোগ হয়। এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে—"অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যাপাপৈরিহৈব ফলমশ্নুতে" অর্থাৎ উৎকট পুণ্য বা পাপ করিলে ইহজন্মেই তাহার ফলভোগ হয়। যে সকল কর্ম্ম তীব্রভাবে আচরিত হয় নাই, তাহাদের ফলভোগ অন্য কোন জন্মে হইতে পারে। কর্ম্মের এই যে দুই প্রকার বিভাগ করা হইয়াছে ইহাদের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নাই। শীঘ্র বা বিলম্বে ফলভোগ মাত্র কালানুসারে বিভাগ বলিয়া ইহা তাত্ত্বিক বিভাগ নহে। "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ" (২।১২) এই যোগসূত্র দ্রষ্টব্য।

সূ ৭। প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত এই তিন প্রকারেও কর্ম্ম বিভক্ত হয়। যাহার ফলভোগ আরব্ধ হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ, যাহা বর্ত্তমান জন্মে কৃত হইতেছে তাহা ক্রিয়মাণ এবং যাহার ফল বর্ত্তমানে আরব্ধ হয় নাই তাহা সঞ্চিত।

বিবরণ—দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয় পূর্ব্বোক্ত এই দুই বিভাগের মধ্যে ইহারাও অন্তর্গত।

টীকা—লোকে যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভাল বা মন্দ কর্ম্ম করে তাহাকে প্রারব্ধ বলে না, কারণ, তাহা পুরুষকার। যে পূর্ব্বকর্ম্মের জাতি, আয়ু ও সুখদুঃখভোগরূপ ফল ব্যক্ত হইতেছে তাহাই প্রারব্ধ বা প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ বা ফলবৎ কর্ম্ম। কেহ কেহ মনে করেন প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ হইয়া গেলে আর নূতন করিয়া ফলভোগের কিছু থাকে না; কর্ম্ম-ফলভোগ সেইখানেই শেষ হয়। নূতনকর্ম্মবিরত জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব হইলেও সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। কারণ

Krishna chandra college central Library

জাতি, আয়ু ইত্যাদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ হইলেও উহা ভোগ করিতে গেলে যে দেহাদির ক্রিয়া হয় তাহা নূতন কর্ম্ম ; এবং তাহার সহিত আরও অনেক নূতন কর্ম্ম অবশ্যম্ভাবী। উহা ভোগ বা পুরুষকার দুইই হইতে পারে। সুতরাং আরব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের সহিত পুরুষকার ও ভোগভূত নূতন কর্ম্ম হইতে থাকে। তাহাদেরও ভবিষ্যতে ফল হয়। পূর্ব্ব কর্ম্ম উহার ফলভোগের পর আর ফলপ্রসূ না হইলেও ঐ নূতন কর্ম্ম নূতন ফল দেয়।

এবিষয়ের উদাহরণ যথা—মনে কর কেহ স্বীয় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে একশত বৎসর আয়ুর্লাভ করিল। ঐ আয়ু ভোগকালে তাহার হৃৎ-পিণ্ডাদি শরীরযন্ত্রসকল নূতন করিয়া কর্ম্ম করিবে। অতএব তাহার একশত বৎসর আয়ু ভোগ হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অফলপ্রসূ হইলেও সে ঐ নূতন কর্ম্মের ফলে নূতন করিয়া আয়ুর্লাভ করিবে।

যোগীরা যাঁহারা মানস ও শারীর কর্ম্ম আয়ত্ত করিয়া অভীষ্টকাল যাবৎ সমাহিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের প্রারব্ধ আদি সমস্ত কর্ম্ম নষ্ট হয়। কারণ তখন তাঁহাদের জ্ঞানের স্মৃতি চিত্তে সদাকাল উদিত রাখিবার সামর্থ্য হয় বলিয়া কোন অজ্ঞান বৃত্তি উঠিতে পারে না। তখন তাঁহারা যে কর্ম্মকে হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করেন তাহার ত্যাগ সদাকালের জন্য হয়। এবিষয়ে উদাহরণ যথা—ঐরূপ অবস্থায় কোন যোগীর পূর্ব্বসংস্কারবশে 'আমি অমুক দ্রব্য দেখিব' এইরূপ প্রত্যয় উঠিলে তিনি তাহা চিত্তস্থৈর্য্যের বিঘ্নকর জানিয়া যদি মনে করেন যে আমি আর ঐ বৃত্তি চিত্তে উঠিতে দিব না তাহা হইলে তখন তাঁহার মনে ঐ বিরাগভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। তাহার ফলে ঐ বৃত্তি আর মনে উঠিবে না, সুতরাং উহাকে আশ্রয় করিয়া যে কর্ম্ম আদি হইত তাহাও আর হইবে না। এইরূপে তাঁহার সমস্ত প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত কর্ম্ম

ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকিবে। এইজন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।"

সূ ৮। সুখদুঃখরূপ ফলানুসারে কর্ম্ম চতুর্ধা বিভক্ত। সুখফল কর্ম্ম শুক্ল, দুঃখফল কর্ম্ম কৃষ্ণ, মিশ্রফল কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ এবং অশুক্লাকৃষ্ণকর্ম্ম সুখদুঃখশূন্য শান্তিফল।

টীকা—অহিংসা, সত্যাদি যে সকল কর্ম্মের ফল অধিক সুখ তাহারা শুক্লকর্ম্ম। উহার বিপরীত হিংসাদি কর্ম্ম যাহার ফল অধিক দুঃখ তাহারা কৃষ্ণ কর্ম্ম। দানাদি কর্ম্ম পাপপুণ্য-মিশ্রিত ; কারণ দান করিতে হইলে পূর্ব্বে অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করা বা সঞ্চয় করারূপ পরিগ্রহ করিতেই হইবে। সেইজন্য দানাদির ফল সুখ ও দুঃখমিশ্রিত এবং উহারা মিশ্রকর্ম্ম। মুমুক্ষু যোগীরা চিত্তশান্তির উদ্দেশ্যে যোগাঙ্গাভ্যাস ও পরবৈরাগ্যাদি যে সকল কর্ম্মের দ্বারা সুখদুঃখের অতীত শান্তিরূপ অবস্থা লাভ করেন সেইসকল কর্ম্মকে অশুক্লাকৃষ্ণ বলা যায়। শুক্লাদি চারি প্রকার কর্ম্মের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। এই বিষয়ে যোগসূত্র যথা—"কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিন স্ত্রিবিধমিতরেষাম্" (৪।৬)।

সূ ৯। কোন কর্ম্মের ফল দৃষ্টজন্মে ভোগ হয় এবং কোন কর্ম্মের ফল পরে ভোগ হয়। যাহার ফল পরে ভোগ হইবে তাহা সংস্কাররূপে থাকিয়া পরে ব্যক্ত হয়। সেইজন্য কর্ম্ম-সংস্কারকেও বহুস্থলে কর্ম্ম বলা হয়।

বিবরণ—কার্য্য ও কারণকে এক করিয়া কর্ম্মের সংস্কারকে এইস্থলে কর্ম্ম বলা হয়। সংস্কারের বিষয় পরে দ্রষ্টব্য।

———

Krishna chandra college central Library

দ্বিতীয় অধ্যায়। কর্ম্মসংস্কার।

সূ ১০। জ্ঞান ও চেষ্টারূপ ক্রিয়া হইলে তাহার অনুভূতি হয়, সেই অনুভূতি হইতে সঞ্জাত চিত্তগত যে "ছাপ" বা বিশেষত্বের জন্য তাহা পুনরায় স্বতঃ অথবা সহজে হয়, তাহার নাম সংস্কার। কোন জ্ঞান বা চেষ্টা হইলে তাহার সবিশেষ যে অন্তর্ব্বোধ হয় তাহা 'অনুভূতি'। করণ-গত ঘটনার বোধ বা করণগতবোধ অনুভূতির লক্ষণ।

বিবরণ—প্রত্যেক কর্ম্মের ছাপ অন্তঃকরণের ধারিণীশক্তির দ্বারা অপরিদৃষ্টভাবে বা অলক্ষ্যভাবে ধরা থাকে। যেমন শব্দাদি ক্রিয়া সূক্ষ্ম হইয়া অলক্ষ্য হয় সেইরূপ কোন অনুভূতি হইলে তাহা সূক্ষ্ম বা অপরিদৃষ্টভাবে থাকে, কারণ "নাঽভাবো বিদ্যতে সতঃ"। এইরূপ সূক্ষ্মক্রিয়ারূপে থাকার নামই সংস্কার। সংস্কার সূক্ষ্মক্রিয়া বলিয়া তাহার স্ফুট অনুভব হয় না। অন্তঃকরণের জ্ঞান, ইচ্ছাদি ক্রিয়ার ন্যায় শরীরের হস্তপদচালনাদি সমস্ত ক্রিয়ারই অনুভূতি হয় ও তাহাতে সংস্কার হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের সংস্কার ও ক্রিয়ার সংস্কার এই দুই প্রকার সংস্কারই হইয়া থাকে। জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রাধান্য দেখিয়া সংস্কারের ঐরূপ বিভাগ করা হইয়া থাকে বটে তবে ঐ দুইই পরস্পর মিলিত থাকে বলিয়া প্রায়ই মিলিত সংস্কার হয়। যেমন ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করিলে তাহার সংস্কার হয়, তেমনি কোনও অপরিদৃষ্ট চেষ্টা হইলে (যেমন প্রাণের কার্য্যের) তাহার অনুভব হইতে এবং সুখদুঃখের অনুভব হইতেও সংস্কার হয়। অনুভূত বিষয়মাত্রেরই সংস্কার হয় বলিয়া স্মৃতিরূপ অনুভবেরও সংস্কার হইয়া থাকে।

টীকা—প্রত্যেক ক্রিয়ার যে সংস্কার হয় তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। মনে কর একটী বৃক্ষ দেখিলে। পরে চক্ষু বুজিয়া

সেই বৃক্ষ চিন্তা করিতে লাগিলে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে বৃক্ষ দেখিবার পর অন্তরে সেই বৃক্ষের অনুরূপভাব ধৃত হইয়া থাকে। তাহাকে বিষয় করিয়াই চিন্তা হইতে থাকে, কারণ নির্ব্বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না। সব জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানশক্তি ও বিষয় এই দুই থাকা আবশ্যক।

ক্রিয়ার সংস্কারের উদাহরণ যথা—বালকেরা যখন প্রথম লিখিতে শিখে তখন হস্তকে লেখারূপ বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ চালনা করে ও তাহাতে তাহার লিখিবার সংস্কার হইতে থাকে। তাহার ফলে হস্তের ঐ ক্রিয়া সহজে হয়। এইরূপ শরীরধারণাদি প্রাণের কার্য্যেরও সংস্কার হয়। তাহাও ক্রিয়াসংস্কারের উদাহরণ।

ক্রিয়ার সাহায্যেই ক্রিয়া সহজে হইতে পারে। সংস্কার সকল অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম জ্ঞানজনক ও চেষ্টাজনক ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়াই তাহাদের সহায়তায় মনের অনুরূপ ক্রিয়া পুনরায় সহজে হয়। ক্রিয়া বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে বলিয়া সংস্কারও বিপরীত সংস্কারের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়। যথা ক্রোধের সংস্কার অক্রোধের সংস্কারের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে ঠিক বিরুদ্ধ সংস্কার না হইলে তদ্দ্বারা নাশ হয় না; যেমন ক্রোধের সংস্কার দানের সংস্কারের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয় না। বালকে যখন প্রথমে লিখিতে বা পড়িতে শিখে তখন ২৪ঘণ্টার মধ্যে সে হয়ত ২।৩ ঘণ্টা মাত্র ঐ কার্য্য করে। কিন্তু দিবসের অবশিষ্ট সময় সে এরূপ কার্য্য করে না যাহাতে ঠিক উহার বিপরীত সংস্কার সঞ্চিত হয়। সেই কারণে তাহার ঐ লেখাপড়ার সংস্কার সঞ্চিত হইয়া ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঐ একই কারণে যাঁহারা প্রতিদিন দিবসের কতক অংশ ধর্ম্মসাধনে ব্যাপৃত থাকেন তাঁহারা যদি অবশিষ্ট সময়ে উহা অভিভূত হইতে পারে এরূপ বিরুদ্ধকার্য্য না করেন তবে তাঁহাদের ঐ ধর্ম্মসংস্কার ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ঐরূপ ক্ষেত্রে এই শঙ্কা

Krishna chandra college central Library

ব্যর্থ যে অল্প সময় ধর্ম্মাচরণ করা হইতেছে এবং অবশিষ্ট সময় অন্যকাজে কাটিতেছে বলিয়া ঐ ধর্ম্মকর্ম্মের কোন ফল হইবে না। এবিষয়ে যোগ-ভাষ্যে (১।৫) উক্ত হইয়াছে যে ক্লিষ্ট বা অবিদ্যাদি অজ্ঞানমূলক নানা বৃত্তির মধ্যে উৎপন্ন হইলেও অন্ধকার গৃহে গবাক্ষাগত আলোকের ন্যায় অক্লিষ্টা বা জ্ঞানমূলক বৃত্তি পৃথক্‌রূপে থাকে এবং অক্লিষ্ট বৃত্তি হইতে সংস্কার এবং তাহা হইতে পুনরায় তদনুরূপ বৃত্তি—এইরূপে ক্রমশঃ অক্লিষ্টবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া পরে ক্লেশপ্রবাহ রুদ্ধ করিতে পারে।

জীব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত নানারূপ সংস্কার লইয়া জন্মায় বলিয়া তাহাদের মধ্যে জন্মকাল হইতেই নানারূপ ভেদ দেখা যায়। কাহারও বাল্যকাল হইতেই চৌর্য্যের সংস্কার কাহারও বা ধর্ম্মের সংস্কার সহজেই ফুটিয়া বাহির হয় দেখা যায়। প্রথম হইতেই ঐরূপ ভেদ পূর্ব্বজন্মের সংস্কারের ফলেই হইয়া থাকে।

সংস্কারসকল কালব্যাপীরূপে পর পর ক্ষণে মনে সঞ্চিত থাকিলেও যখন তাহাদের স্মৃতি উঠে তখন এক প্রকারের অনেক সংস্কার যেন এক হইয়া উঠে। বিভিন্ন সময়ের সঞ্চিত বহু ক্রোধের সংস্কারসকল উপযুক্ত কারণ পাইলে একত্রে এক প্রবল ক্রোধসংস্কাররূপে উঠিতে পারে। সংস্কার সঞ্চয়ের পর বহুকাল গত হইলেও স্মৃতি উঠিতে পুনরায় ততকাল লাগে না কিন্তু অনন্তরের ন্যায় বা ক্ষণমাত্রেই উঠে। স্মৃতি উঠাইবার চেষ্টা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতে হইতে পারে কিন্তু তাহা ক্ষণমাত্রেই ঘটে। তন্মধ্যে ব্যবধানভূত যে অন্যসংস্কার আছে তাহাতে স্মরণের ব্যবধান হয় না। স্মৃতি উঠিবার সময় সদৃশসংস্কারসকল মিলিত হইয়া উঠে, তাহাতেই সংস্কার প্রবল বা অপ্রবল হইয়া প্রকাশিত হয়। "জাতি দেশকাল ব্যবহিতানামপি আনন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ" (৪।৯) এই যোগসূত্র দ্রষ্টব্য।

সূ ১১। সমস্ত অনুভূত বিষয়ই সংস্কাররূপে থাকে বলিয়া পরে তাহাদের স্মরণ হয়। বিস্মৃতির কারণ ঘটিলে কোন কোন স্থলে স্মরণ হয় না।

বিবরণ—সংস্কারের বুদ্ধ বা জ্ঞাতভাবই স্মৃতি। সংস্কার থাকিলেই স্মৃতি উঠিয়া থাকে তবে বিস্মৃতির কারণ ঘটিলে যে স্মৃতি উঠে না তাহা ঐ নিয়মের অপবাদ। বিস্মৃতির কারণ যথা—(১) অনুভবের অতীব্রতা, (২) দীর্ঘ কাল, (৩) অবস্থান্তর পরিণাম, (৪) বোধের বা জাননশক্তির অনির্ম্মলতা, (৫) উপলক্ষণের অভাব।

বিস্মৃতির কারণ না থাকিলে অর্থাৎ তীব্র অনুভব, স্বল্পকাল, সদৃশ-চিত্তাবস্থা, সমাধিনির্ম্মলবোধ এবং উপলক্ষণ এই সকলের এক বা বহু কারণ বিদ্যমান থাকিলে সমস্ত অন্তর্নিহিত বিষয়ের স্মরণ হইতে পারে। সংস্কারাধান যখন চিত্তের স্বভাব তখন সমস্ত অনুভবেরই সংস্কার হয় এবং কারণ পাইলে (যেমন মরণকালে) স্মৃতিরূপে উঠিতে পারে (২৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

টীকা—কোন বিষয় তীব্ররূপে অনুভূত না হইলে তাহার পুনঃস্মরণ যে সহজে হয় না ইহা সহজেই বুঝা যায়। সেইরূপ দীর্ঘকালের ব্যবধান ঘটিলে মধ্যে অনেক সংস্কার জমিয়া যায় বলিয়া কোন কোন ঘটনার বা অবস্থার পরে স্মরণ হয় না। যথা শৈশবের অনেক অনুভূত বিষয় বার্দ্ধক্যে মনে আসে না। বিস্মৃতির আর এক কারণ চিত্তের অথবা শরীরের এবং চিত্তের উভয়েরই অবস্থান্তর পরিণাম। স্বপ্নাবস্থায় চিত্তের একরূপ কার্য্য হইতে থাকে যাহা জাগ্রত অবস্থায় অনেকসময়ে চেষ্টা করিয়াও ঠিক স্মরণ হয় না। কিন্তু পরে পুনরায় স্বপ্নে উহার স্মৃতি উঠিয়া ঐসকল বিষয় লইয়া পুনরায় মনঃকার্য্য চলিতে থাকে—এইরূপ কখনও কখনও ঘটিতে

Krishna chandra college central Library

দেখা যায়। চিত্তের সদৃশ অবস্থাপ্রাপ্তি উহার কারণ। উৎস্বপ্ন (বা Somnambulistic) অবস্থায় লোকে যে কাজ করে পরে ঐরূপ অবস্থায় অনেক সময় ঠিক সেইরূপ কাজ করিয়া থাকে। ইহা সদৃশ চিত্তাবস্থায় স্মৃতি উঠার উদাহরণ। হঠাৎ বহুপূর্ব্বের কোন ঘটনা স্মরণ হওয়াও এইরূপ সদৃশ চিত্তাবস্থা হইতে হয়। কারণ উপলক্ষণাদি না থাকিলে কেন হঠাৎ স্মৃতি উঠিবে ?

বর্ত্তমান জন্মে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ঘটনার স্মরণ হয় না ইহাতে অনেকেই পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে সংশয় করেন। কিন্তু তদুত্তরে বক্তব্য যে, যে কারণে শৈশব অবস্থার নানাবিধ ঘটনা বার্দ্ধক্যে অনেকাংশে বিস্মৃত হওয়া যায় এবং জীবনের অন্যান্য অনেক ঘটনাও পরে মনে থাকে না, সেই একই কারণ এইস্থলে প্রবলভাবে বর্ত্তমান বলিয়া (অর্থাৎ নূতন মস্তিষ্কাদি গঠিত হওয়াতে ও তাহাতে পূর্ব্ব মস্তিষ্কের ক্রিয়াপ্রণালী সহজ হয় না বলিয়া) পূর্ব্বজন্মের বিশেষ ঘটনা সকলের প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃতি ঘটে। অন্তঃকরণের ও তৎসহ শরীরেরও প্রবল অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তি এই প্রকার বিস্মৃতির প্রধান হেতু। দুইজন্মের মধ্যে যে দীর্ঘ কালের ব্যবধান ঘটে তাহাও ঐ বিস্মৃতির অন্য এক হেতু হইতে পারে। দুই মানবজন্মের মধ্যে অন্তঃকরণের অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তি মানব ও পশু জন্মের তুলনায় খুব বেশী হয় না বলিয়া পূর্ব্বজন্মের অনেক সংস্কার ঐ স্থলে পরজন্মে সহজেই ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাহাতেই পূর্ব্বজন্মে লোকে যে সকল কাজ অধিক করিয়াছে পরে সদৃশ জন্মে সেই জাতীয় কাজ সহজেই করিতে পারে। কোন কোন স্থলে বিশেষ কথাও স্মরণ করিতে পারে।

উপলক্ষণের দ্বারাও অনেকস্থলে বিস্মৃত ঘটনার স্মৃতি উঠিয়া থাকে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে উপলক্ষণের দ্বারা পূর্ব্বজন্মের বিশেষ ঘটনার স্মৃতি উঠিয়াছে ইহা অনেকেই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এবিষয়ে তৃতীয় পরিশিষ্টের দশম প্রকরণে Sir Oliver Lodgeএর উক্তি দ্রষ্টব্য।

সমাধির দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য হইলে বুদ্ধির বা জ্ঞানশক্তির চরম উৎকর্ষ হয়। তাহাতে চিত্তের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মক্রিয়ারও জ্ঞান হইতে পারে। সুতরাং চিত্তে যত কিছু সংস্কার আছে সকলেরই ঐ অবস্থায় উপলব্ধি হইতে পারে। ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।

সূ ১২। জীব অনাদি বলিয়া সংস্কারও অনাদি। সংস্কার দ্বিবিধ—স্মৃতিফল এবং জাতি, আয়ু ও ভোগ-ফল বা ত্রিবিপাক।

বিবরণ—যে সংস্কার কেবল পরে নিজের অনুরূপ স্মৃতি উৎপাদন করে তাহা স্মৃতিফল, আর যাহা অভিসংস্কৃত করণশক্তিস্বরূপ হইয়া থাকে ও পরে চেষ্টারূপে পরিণত হইয়া করণবর্গের প্রকৃতির অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করে তাহাই ত্রিবিপাক।

স্মৃতিফল সংস্কারের নাম **বাসনা**। জাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলের অনুভব হইতে উহা হয়। ত্রিবিপাক সংস্কারের নাম **কর্ম্মাশয়**। পুরুষকার ও ভোগভূত কর্ম্ম এই উভয়ই ত্রিবিপাক।

টীকা—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অনাদি সংযোগহেতু জীব অনাদি। ইহা উপক্রমণিকায় নবম প্রকরণে দেখান হইয়াছে। অনাদিকাল হইতে জীব অসংখ্য জন্মপরম্পরা গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। ঐ সকল জন্মের অনুভবজাত সংস্কার সকলও অনাদি। সেই অনাদি সংস্কারসকলের মধ্যে কতকগুলি কোন এক বিশেষ জন্মে অভিব্যক্ত হইয়া কিরূপে ফলপ্রসূ হয় তাহার সবিশেষ বিবরণ বাসনা ও কর্ম্মাশয়ের ব্যাখ্যায় পরে বিবৃত হইবে।

———

Krishna chandra college central Library

তৃতীয় অধ্যায়। বাসনা বা আশয়।

সূ ১৩। কর্ম্মফল ভোগের যে সংস্কার হয়—যাহা হইতে তাহার স্মৃতি-মাত্র উঠে তাদৃশ সংস্কারের নাম বাসনা অর্থাৎ বাসনা কেবল স্মৃতিফলা। সেই স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া নূতন কর্ম্মফলের অভিব্যক্তি ও নূতন কর্ম্ম হয়।

বিবরণ—বাসনা হইতে কেবল সুখদুঃখাদি পূর্ব্বানুভবের স্মরণ হয়। যেমন সুখভোগ হইতে সুখবাসনা। তাহা হইতে নূতন কোন সুখরূপ ফল হয় না, কেবল সেই পূর্ব্বসুখের স্মরণমাত্র হয়। সেই সুখস্মৃতি হইতে রাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান হয়। আর সেই সুখময় চিত্ত প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া নূতন সুখরূপ কর্ম্মফলও অভিব্যক্ত হয়। অতএব বাসনা কেবল স্মৃতিফলা তাহা জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ত্রিফল নহে।

টীকা—অনুকূল বেদনা বা অনুভব হইতে সুখ এবং প্রতিকূল বেদনা বা অনুভব হইতে দুঃখ হয়। যে কাজ করিতে অপেক্ষাকৃত অল্প বাধা পাওয়া যায় তাহাই অনুকূল বা সুখকর এবং উহার বিপরীত চেষ্টা দুঃখকর। যে কাজ আমরা অনেকবার করি তাহার সংস্কারবশে পরে সেই কাজ অপেক্ষাকৃত অল্পচেষ্টায় করিতে পারি। সেই কাজের স্মৃতি উঠিয়া আমাদের প্রবৃত্তিকে সহজে সেইদিকে চলিতে দেয়। তাহাতেই সুখবোধ হয়। সুখবোধ হইলে তাহাতে রাগ বা আসক্তি হয় এবং তাহার ফলে পরে সেইদিকে প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টাবিশেষের দ্বারা নূতন সুখবেদনা হয়। এইরূপে বাসনারূপ পূর্ব্বসংস্কার পরে সুখ-ভোগের হেতু হয়। সেইরূপ দুঃখবোধেরও বাসনারূপ সংস্কার মনে থাকে। তাহাতে কোন কাজ অধিক আয়াসের সহিত বা বেশী বাধা অতিক্রম করিয়া করিতে যে দুঃখবোধ হইয়াছে তাহার স্মৃতি মনে উঠে। তাহার ফলে মন সেদিকে চেষ্টা করিতে চাহে না বা দুঃখবোধ করে।

সুখ বা দুঃখবোধের স্মৃতি উঠিয়া তাহা হইতে যদি কাহারও নূতন করিয়া সুখ বা দুঃখ অনুভব হয় তবে বুঝিতে হইবে যে উহাতে কেবল স্মৃতি উঠা ব্যতীত আরও কিছু নূতন কর্ম্ম হইল, যাহার ফলে ঐরূপ নূতন সুখ বা দুঃখভোগ হইল। বাসনা হইতে কেবল পূর্ব্বের স্মৃতিমাত্র উঠিল, অন্য যাহা হইল তাহা নূতন কর্ম্ম।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের সুখদুঃখাদি যে কোন প্রকার কর্ম্মফলভোগ পূর্ব্বস্মৃতির সাহায্য ব্যতীত হয় না। ঐরূপ পূর্ব্বস্মৃতি না থাকিলে কোন কর্ম্মের দিকেই আমাদের রাগ বা দ্বেষরূপ কোন প্রবৃত্তিই জন্মিত না।

সুখভোগ নানা প্রকারের হইয়া থাকে বলিয়া সুখবাসনাও নানা প্রকারের আছে। ভাল শব্দ শুনিয়া একপ্রকার সুখ হয়, সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া অন্য একপ্রকার সুখবোধ হয়, সেইরূপ সুস্বাদ ও সুগন্ধ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সুখ হইয়া থাকে। আবার উহাদের মধ্যেও নানা অবান্তর ভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে কোন একপ্রকার সুখবাসনা ভিন্নপ্রকার সুখবোধের হেতু হইতে পারে না, স্বানুগুণ সুখেরই হেতু হইতে পারে। দুঃখ সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

সুখদুঃখবাসনার ন্যায় দৈবনারকাদি জাতির এবং সেই সেই শরীর-ধারণের যে কাল বা আয়ু, তাহার বোধেরও বাসনা মনে সঞ্চিত থাকে। এবিষয় পরে দ্রষ্টব্য।

সূ ১৪। বাসনা মূলতঃ ত্রিবিধ—ভোগবাসনা, জাতিবাসনা ও আয়ুর্ব্বাসনা। অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্রিবিধ বলিয়া তাহার অনুভূতির সংস্কারও ত্রিবিধ।

সূ ১৫। ভোগবাসনা দ্বিবিধ—সুখবাসনা ও দুঃখবাসনা।

বিবরণ—সুখ বা দুঃখ-শূন্য একপ্রকার বেদনা বা অনুভব আছে

Krishna chandra college central Library

তাহা ইষ্ট হইলে সুখের অন্তর্গত এবং অনিষ্ট হইলে দুঃখের অন্তর্গত। যেমন স্বাস্থ্য ও মোহ। সাধারণ সুস্থ অবস্থায় স্ফুট সুখদুঃখবোধ হয় না কিন্তু তাহা ইষ্ট। মোহে সুখদুঃখবোধ না হইলেও তাহা অনিষ্ট।

সূ ১৬। জাতিবাসনা স্থূলতঃ পঞ্চবিধ ঃ—দৈব, নারক, মানব, তৈর্য্যক ও ঔদ্ভিদ। ঐ সকল দেহধারণ হইলে সেই দেহের সমস্ত করণপ্রকৃতিগত সকলপ্রকার বিশেষের যে অনুভব হয় তাহার সংস্কারই জাতিবাসনা।

টীকা—জাতিবাসনা স্থূলতঃ পঞ্চবিধ হইলেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে নানাপ্রকারের ভিন্নরূপ দেহধারণ হইয়াছে সেই সকলেরও পৃথক্ বাসনা আছে। যথা—উদ্ভিদ্‌রূপ জাতিবাসনার মধ্যে শৈবাল হইতে বনস্পতি পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দেহধারণের বাসনা আছে। মনুষ্য, দেবতাদির মধ্যেও ঐরূপ। সাধারণত একজন্মে একপ্রকার জাতি-বাসনাই উদ্বুদ্ধ হয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল কারণবশতঃ এক জন্মেই ভিন্নপ্রকার জাতিবাসনা অভিব্যক্ত হইতে পারে এরূপ কথাও প্রাচীনশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

সূ ১৭। আয়ুর্ব্বাসনা আকল্প হইতে ক্ষণমাত্র দেহস্থিতিকালের অনুভূতিজাত অসংখ্যপ্রকার।

বিবরণ—যতকাল কোন দেহ থাকে তাহার নাম আয়ু। দেহ থাকা অর্থে কর্ম্মাশয়ের কর্ম্মও চলিতে থাকা। তাহা নানাপ্রকার কারণে অল্পাধিক কাল থাকে। সেই সমস্তের অনুভূতিজাত সংস্কারই আয়ুর্ব্বাসনা। অতএব দেহীর সর্ব্বপ্রকার আয়ুর্লাভের সংস্কার আছে।

সূ ১৮। মন অনাদি বলিয়া বাসনাসকল অনাদি। তাহারা সেই কারণে অসংখ্য। সুতরাং মানব, পশু আদি সর্ব্বপ্রকার জন্মের বাসনা সদাই সর্ব্বপ্রাণীতে বিদ্যমান আছে।

বিবরণ—অমেয় কালের অসংখ্য দেহাদির অনুভব হইতে জাত অসংখ্য বাসনা বর্ত্তমান আছে। তাহাতে তাহারা সম্পিণ্ডিতবৎ আছে মনে হয়, কিন্তু প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক ব্যক্তির বাসনা সব পৃথক্ আছে। অর্থাৎ মনুষ্যজাতির বাসনা অসংখ্য মানবদেহের এবং গো আদি জাতির বাসনা অসংখ্য গবাদি দেহের অনুভবজাত বাসনার সমষ্টিমাত্র। যখন সমস্ত সংস্কারই অভিব্যক্ত হইতে পারে তখন তাহাদের পৃথক্ সত্তা আছে বলিতে হইবে।

টীকা—অনাদিকাল হইতে যে জন্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যে যে জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ কর্ম্ম-বিপাক অনুভূত হইয়াছে তজ্জনিত সংস্কারস্বরূপ বাসনাও সুতরাং অনাদি এবং অসংখ্য। অনাদিবাসনা-যুক্ত চিত্তকে যোগভাষ্যকার নানাগ্রন্থিযুক্ত মৎস্যজালের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অন্তঃকরণে নিহিত এই অশেষপ্রকার বাসনার অন্য এক সুন্দর দৃষ্টান্ত একটী গ্রন্থ। মনে কর উহাতে সহস্র পৃষ্ঠা আছে। কিন্তু যখন উহা বন্ধ থাকে তখন সমস্ত একত্র পিণ্ডীভূত হইয়া নিরেট দ্রব্য থাকে। আবার যখন উহা কোন স্থানে খোলা যায় তখন বিচিত্র লেখা-যুক্ত পৃষ্ঠদ্বয় প্রকাশিত হয়। এই স্থলে খোলা ক্রিয়া নিমিত্ত। অসংখ্য বাসনাও ঐরূপ পিণ্ডীভূত (কিন্তু পৃথক্‌ভাবে) আছে ও তাহারা কোন একটী উপযোগী কর্ম্মাশয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। ইহা নূতন অভিব্যক্তি নহে কিন্তু পূর্ব্বাভিব্যক্তির পুনরভিব্যক্তি। যদি কেহ মানবজীবনে পশুর ন্যায় কর্ম্ম অত্যধিক করে (অবশ্য পশুশরীরের সমস্তকার্য্য মানবশরীরের দ্বারা হইবার নহে, তবে প্রধান প্রধান পাশবিক কর্ম্ম মানব করিতে পারে) তাহা হইলে সেই কর্ম্মের দ্বারা উক্ত অসংখ্যপ্রকার বাসনার মধ্যে কোনও এক পশুবাসনা (যাহা তাহার আচরিত কর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তাহা) অভিব্যক্ত হয়। তখন সেই বাসনাকে আশ্রয় করিয়া

Krishna chandra college central Library

পশুজন্ম গ্রহণ ও তদনুরূপ কর্ম্মফল ভোগ হয়, নচেৎ মানবশরীরধারণের সংস্কার হইতে কদাপি পশুশরীর হওয়া সম্ভব নহে। পশুবাসনা থাকাতেই উহা সম্ভব হয়।

বহুপূর্ব্বে অনুভূত সংস্কারের স্মৃতি অব্যবহিতের ন্যায় উঠে বলিয়া, অর্থাৎ তাহা যতকাল পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল পুনরায় উঠিতে ততকাল লাগে না বলিয়া, বাসনাসকল উপযুক্ত নিমিত্তবশত ক্ষণমাত্রেই উঠিয়া থাকে। এ বিষয়ে "জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতি-সংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ" (৪।৯) এই যোগসূত্র ও তাহার ভাষ্য দ্রষ্টব্য। যোগভাষ্যকার নিম্নস্থ উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝাইয়াছেন। বিড়ালজন্মের বাসনা, মধ্যে অন্যান্য নানারূপ জন্ম এবং দেশ ও কালের দ্বারা ব্যবহিত হইলেও যখন তাহা উপযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা অভিব্যক্ত হইবে তখন মধ্যের ঐসকল নানারূপ সংস্কারের স্মৃতি না উঠিয়া উহা অব্যবহিতের ন্যায় উঠিবে। সেইরূপ শত পশুজন্ম ব্যবধান থাকিলেও পুনশ্চ মানুষবাসনা অব্যবহিতের ন্যায় উদিত হয় (অবশ্য উপযুক্ত কর্ম্মাশয় থাকা চাই)।

সকলপ্রকার জাতিবাসনা * যেমন আমাদের সকলের মনে আছে সেইরূপ প্রত্যেক জাতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ প্রকার সুখদুঃখ এবং আয়ুর্ভোগের বাসনাও সঞ্চিত আছে। প্রাণী স্বীয় কর্ম্মবশে কোন এক

---

* তবে সমাধিসিদ্ধ অবস্থার বাসনা সাধারণ জীবের অন্তঃকরণে থাকিতে পারে না। সমাধি কাহারও পূর্ব্বজন্মে অনুভূত হয় নাই কারণ সমাধিসিদ্ধ হইলে আর জন্মগ্রহণই হয় না। শাস্ত্রে আছে "বিনিষ্পন্নসমাধিস্তু মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নিদগ্ধকর্ম্মচয়োঽচিরাৎ।" অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধ হইলে সেই জন্মেই মুক্তি হইয়া থাকে। অতএব যোগজসিদ্ধচিত্ত পূর্ব্ব কোনও বাসনার ফলে হয় না। তাহা অনাশয় অর্থাৎ বাসনাজাতও নহে এবং বাসনার সংগ্রাহকও নহে। "তত্র ধ্যানজ-মনাশয়ম্" (৪।৬) এই যোগসূত্র দ্রষ্টব্য।

দেহ বা জাতি গ্রহণ করিয়া তাহাতে যে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে তাহা সেই জাতির উপযোগী সুখ বা দুঃখবাসনার দ্বারা আকারিত হইয়াই হয়। যেমন কুকুরের চাটিয়া সুখ হয়। কিন্তু মনুষ্যের অন্যরূপে হয়। যদি কেহ কর্ম্মের ফলে কুকুরজন্ম গ্রহণ করে এবং মানুষজীবনের কোন পুণ্য কর্ম্মফলে যদি কুকুরজীবনে তাহার সুখ হয় তবে সে তাহা কুকুর-প্রণালীতেই ভোগ করিবে।

কর্ম্মাশয় আমাদের জন্মগ্রহণের মুখ্য হেতু হইলেও বাসনা উহার গৌণহেতু। এই বাসনার আশ্রয় সাধিকার বা গুণ-প্রবৃত্তিযুক্ত চিত্ত। বিবেক খ্যাতির দ্বারা অধিকার সমাপ্ত হইলে বা নিবৃত্তির অভিমুখ হইলে সেই চিত্তে বিবেকপ্রত্যয়মাত্র থাকে, সুতরাং অজ্ঞানবাসনা থাকিতে পারে না। অর্থাৎ যখন কেবল 'পুরুষ চিদ্রূপ' এইরূপ পুরুষাকার প্রত্যয় হয় তখন 'আমি মনুষ্য', 'আমি গো' এইরূপ স্মৃতি উঠা অসম্ভব বলিয়া ঐসব বাসনা বিনষ্ট হয়। কারণ তাহারা আর সেই সকল অজ্ঞানমূলক স্মৃতিকে জন্মাইতে পারে না। সমাপ্তাধিকার চিত্তে এইরূপে সকল বাসনা বিনষ্ট হইলে জন্মপরম্পরাও রুদ্ধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়। কর্ম্মাশয়।

সূ ১৯। কর্ম্মশক্তি করণসকলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কোন জন্মে আচরিত কর্ম্ম হইতে যে সংস্কার হয়, সেই সংস্কারযুক্ত কর্ম্মশক্তি বা করণশক্তিই প্রধানত পরজন্মের কর্ম্মাশয়।

বিবরণ—কর্ম্মাশয় ও বাসনার ভেদ উত্তমরূপে বিবেচ্য। শুদ্ধ কর্ম্মশক্তিই কর্ম্মাশয় নহে। উহা স্বাভাবিক আছে। প্রত্যেক জন্মে

Krishna chandra college central Library

আচরিত নূতন কর্ম্মসংস্কারের দ্বারা অভিসংস্কৃত করণশক্তিই কর্ম্মাশয়। মনের কার্য্য, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ও দেহধারণের কার্য্য এই সমস্ত কর্ম্ম হইতে দুইপ্রকার অনুভব হয়। প্রথম, কর্ম্মজনিত শরীরাদির অভ্যন্তরস্থ ক্রিয়ার অনুভব ও দ্বিতীয়, তজ্জনিত সুখদুঃখের অনুভব। প্রথম প্রকারের অনুভবজাত সংস্কার কর্ম্মাশয় ও দ্বিতীয় প্রকারের অনুভবজাত সংস্কার বাসনা।

টীকা—করণসকলের কার্য্য হইলে তাহা হইতে যে সংস্কার হয়, যাহা ঐ করণশক্তিসমূহে থাকে এবং যাহা হইতে ঐ সকল কর্ম্ম পুনরায় হইতে থাকে, তাদৃশ সংস্কারযুক্ত কর্ম্মশক্তিই কর্ম্মাশয়।

কোন এক জন্মে পূর্ব্বানুরূপ বা নূতন কিছু কর্ম্ম করিলে তদ্দ্বারা যে কর্ম্মসংস্কার হয়, তাহা হইতে পরে তদনুরূপ কর্ম্ম হইতে থাকে। যেমন এক মানবশরীর। উহার সমস্ত যন্ত্রের কর্ম্ম হইতে শরীরধারণ হয়। কোন এক মানবজন্মে নূতন যে সমস্ত কর্ম্ম করা হয় তাহাদের সংস্কারে করণশক্তিসকল সংস্কৃত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা পরে সেই সংস্কারানুরূপ কর্ম্ম হইতে থাকে তবে প্রত্যেক জন্মেই কিছু নূতন কর্ম্মসংস্কার সঞ্চিত হয় বলিয়া পূর্ব্ব হইতে কিছু ভিন্ন শরীরধারণ হয়। শরীরধারণের হেতুভূত সংস্কার কর্ম্মাশয়রূপে থাকে।

কর্ম্মশক্তি, কর্ম্মাশয় ও বাসনা এই তিনের পরস্পর সম্বন্ধ ও প্রভেদ নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে। জল যেন কর্ম্মশক্তি, উহা ঘট, কলস আদিতে রাখিলে যে তদাকার প্রাপ্ত হয় সেই ঘটাকার কলসাকার জলই কর্ম্মাশয়। আর ঘট, কলস আদি—যাহার দ্বারা জল আকারিত হয়, তাহা বাসনা। বাসনা যেন ছাঁচের মত, কর্ম্মাশয় সেই ছাঁচে আকারিত দ্রবধাতুর মত, আর কর্ম্মশক্তি যেন ঐ দ্রবধাতু। বাসনা যেন পথ ও কর্ম্মাশয় তাহাতে যানস্বরূপ। বাসনার দ্বারা শরীরযন্ত্রের আকার-

প্রকার সংঘটিত হয় এবং কর্ম্মাশয়রূপ শক্তীভূত সংস্কার হইতে সেই আকার অনুসারে যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন, পোষণ ও তাহাদের কার্য্য হইয়া থাকে।

সূ ২০। কর্ম্মাশয়ের দ্বারা বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়; তখন সেই উদ্বুদ্ধ বাসনাকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মাশয় ফলবান্ হয়।

বিবরণ—কর্ম্মাশয় অনুরূপ বাসনাকেই অভিব্যক্ত করে অর্থাৎ কর্ম্মাশয়রূপ উপলক্ষণের দ্বারা অনুরূপ বাসনার স্মৃতি উঠিয়া থাকে। সেই বাসনাই করণসকলের প্রকৃতিস্বরূপ হয়। সেই প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মাশয়জনিত জন্ম, আয়ু ও যথাযোগ্য সুখদুঃখভোগ হয়।

টীকা—সর্ব্বপ্রকার জাতি আদির বাসনা সর্ব্বপ্রাণীতেই আছে ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই কারণে উপযুক্ত বাসনা উদ্বুদ্ধ হইলে সকলের পক্ষেই সর্ব্বপ্রকার দেহধারণ সম্ভব। একজাতি হইতে অন্য এক জাতিতে জন্মগ্রহণ নিম্নপ্রকারে হইয়া থাকে। মানবজীবনে যদি কেহ ধর্ম্মাচরণ আদি পুণ্যকার্য্য অধিক করে তবে তাহার ফলে মৃত্যুর পরে উপযুক্ত দৈবলোকে গতি হয়। কারণ সেই লোকের উপযোগী কর্ম্মের দিকে তাহার কর্ম্মশক্তির প্রবণতা হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব পুণ্যকর্ম্মের সংস্কারে তাহা সেইপ্রকার কর্ম্মেরই সামর্থ্যযুক্ত হয়। এই দৈবকর্ম্মপ্রবণতারূপ উপলক্ষণের দ্বারা দৈব বাসনা উদ্বুদ্ধ হয় এবং তখন তাহাকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মশক্তি উপযুক্ত দৈবদেহেন্দ্রিয়াদি গঠন করে।

মনুষ্য, গো আদি এক এক জাতীয় দেহের বাসনা অসংখ্য হইলেও তাহারা সব যেন একরূপে সম্পিণ্ডিত হইয়া থাকে। মানবজন্ম অসংখ্যবার হইয়াছে তাহার প্রত্যেকেই কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন মানবদেহ ধারণ হইয়াছে। তাহারা সব মিলিয়া এক হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঐ বাসনাসকলের যোগ-বিয়োগে অসংখ্যভেদে অভিব্যক্তি হইতে পারে। তাহা

Krishna chandra college central Library

লইয়া কর্ম্মাশয় স্বানুরূপ নূতন দেহাদি করে। নূতন দেহাদি পূর্ব্বের কোন দেহাদির সম্পূর্ণ তুল্য হয় না কারণ নূতন কর্ম্মাশয়ের সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বতুল্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

সূ ২১। কর্ম্মাশয় ত্রিবিধ—জাতিহেতু, আয়ুর্হেতু ও ভোগহেতু। জাতিহেতু কর্ম্মাশয় দেহধারণের যাবতীয় ক্রিয়ার শক্তীভূত সংস্কার। আয়ুর্হেতু কর্ম্মাশয় দেহের স্থিতির সামর্থ্যরূপ উপযুক্ত সংস্কার। ভোগ-হেতু কর্ম্মাশয় দেহেন্দ্রিয়ের যে সকল ক্রিয়া হইতে অনুকূল বা প্রতিকূল বেদনা ঘটে তাহার শক্তীভূত সংস্কার।

বিবরণ—জাতিহেতু কর্ম্মাশয় দেহের উপাদানসকল লইয়া দেহগঠন করে। আয়ুর্হেতু কর্ম্মাশয় সেই দেহের স্থিতির কাল নিয়মিত করে ও ভোগহেতু কর্ম্মাশয় হইতে কর্ম্মশক্তিতে বা তাহার অধিষ্ঠানরূপ শরীরে এরূপ ক্রিয়া ঘটে যাহাতে সুখ বা দুঃখ অনুভব হয়।

টীকা—জাতি, আয়ু ও ভোগের বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে।

সূ ২২। কর্ম্মাশয় একভবিক অর্থাৎ প্রধানত একজন্মে সঞ্চিত সংস্কার। অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে প্রধানত পরজন্মের কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয়।

বিবরণ—যে সংস্কার প্রবল তাহাই সর্ব্বপ্রথমে ফলবান্ হইবে। অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কারই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অপেক্ষা প্রবল সুতরাং তাহাই ফলবান্ হইয়া পরজন্ম নিষ্পন্ন করিবে।

কর্ম্মাশয়ের একভবিকত্ব অর্থাৎ একই জন্মে সঞ্চিত হওয়া মুখ্য নিয়ম। উহার দুইটী প্রধান অপবাদ আছে যথা, (১) পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কিছু কিছু সংস্কার কর্ম্মাশয়ের অন্তর্ভূত হয় এবং (২) যে জন্মে কর্ম্মাশয় সঞ্চিত হয় সেই জন্মের কোন কোন অপ্রবল সংস্কার পরজন্মের কর্ম্মাশয়ে প্রবেশ করে না বা অভিভূত হইয়া থাকিয়া যায়। কর্ম্মাশয় প্রধানত একভবিক কিন্তু বাসনা অনেকভবপূর্ব্বিকা।

টীকা—কোন একটী জন্মের আচরিত কর্ম্মের সংস্কারসমূহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মীয় সংস্কার অপেক্ষা স্ফুটতাহেতু প্রধানত প্রায়ই তৎপরবর্ত্তী জন্মের বীজস্বরূপ হয়। সংস্কারের ঐরূপ স্ফুটতা বা প্রাবল্যের কারণ—অন্যান্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তুলনায় উহাদের মধ্যে কালের ব্যবধান অল্প থাকা এবং অন্য নানারূপ সংস্কার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া ঐ সকল সংস্কারকে নাশ বা অভিভব করিবার অবকাশ অধিক না পাওয়া।

কর্ম্মাশয় একভবিক ইহা স্থূল নিয়ম; কারণ, কোন একজন্মে তৎপূর্ব্ব-জন্মের সমস্ত কর্ম্ম প্রায়ই সম্পূর্ণরূপে বিপাকপ্রাপ্ত হয় না, কিছু কিছু সঞ্চিত থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে সকল কর্ম্ম ঐরূপে সঞ্চিত থাকিয়া যায় অর্থাৎ বিপাকপ্রাপ্ত অথবা বিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত না হয়, তাহারা কিছু কিছু সমানজাতীয় কর্ম্মসংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া কর্ম্মাশয়ের অন্তর্ভূত হয়। যাহারা শৈশবে মৃত হয় তাহাদের পূর্ণ-বয়সোচিত কর্ম্মের সংস্কার কর্ম্মাশয়রূপে থাকিয়া যায়। সুতরাং তাহা পরজন্মের বীজভূত কর্ম্মাশয় হয়। ইহা একভবিকত্ব নিয়মের অপবাদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যখন অতিশয় প্রবল বা প্রধান কোন কর্ম্মাশয় বিপাকপ্রাপ্ত হয়, তখন কোন কোন অপ্রধান কর্ম্মাশয় অভিভূত হইয়া থাকে। কারণ সংস্কারের তীব্রতা অনুসারে তাহার শীঘ্র বা বিলম্বে ফল হয়। ঐরূপে অভিভূত কর্ম্মাশয় তখন ফলপ্রসূ না হইলেও ভবিষ্যতে নিজের অনুরূপ অন্য কর্ম্মসংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া প্রাবল্যলাভ করিলে অথবা অন্য কোন সংস্কারের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে ফলীভূত হইয়া থাকে। ইহাও একভবিকত্ব নিয়মের এক অপবাদ। এ বিষয় পরসূত্রে আলোচিত হইয়াছে।

সূ ২৩। কর্ম্মাশয় প্রধান ও অপ্রধান এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

Krishna chandra college central Library

যে বলবান্ কর্ম্ম প্রথমে ও প্রকৃষ্টরূপে ফলীভূত হয় তাহা প্রধান এবং যে কর্ম্মাশয় স্বীয় অনুরূপ এক প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহকারীরূপে ফলীভূত হয় তাহা অপ্রধান।

বিবরণ—কর্ম্মাশয় পুণ্য, অপুণ্য ও মিশ্রজাতীয় বহুসংখ্যক সংস্কারের সমষ্টি। সেই বহুসংখ্যক কর্ম্মের মধ্যে কতকগুলি প্রধান ও কতকগুলি অপ্রধান বা সহকারী। পুনঃ পুনঃ কৃত কর্ম্ম হইতে বা তীব্ররূপে অনুভূত ভাব হইতেই প্রধান কর্ম্মাশয় হয়, অন্যথা অপ্রধান কর্ম্মাশয় হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম বলিলে সাধারণতঃ কর্ম্মাশয় বুঝায়।

টীকা—যে কর্ম্ম তীব্র কাম, ক্রোধ, ক্ষমা, দয়া আদি পূর্ব্বক আচরিত বা পুনঃ পুনঃ আচরিত হয় তাহার সংস্কারই প্রধান কর্ম্মাশয়। তাহা ফলীভূত হইবার জন্য উন্মুখ থাকে, আর তদ্বিপরীত কর্ম্মাশয়, যাহার ফল স্বাধীনভাবে হয় না কিন্তু প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া হয় বা বিলম্বে হয়, তাহা অপ্রধান।

যে কর্ম্মাশয় সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হয় তাহাকে নিয়তবিপাক আর যাহা ঐরূপ হয় না তাহাকে অনিয়তবিপাক বলা হয়। প্রধান কর্ম্মাশয় সাধারণতঃ নিয়তবিপাক এবং অপ্রধান কর্ম্মাশয় অনিয়ত-বিপাক হইয়া থাকে। কারণ অপ্রধান কর্ম্মাশয়ের তিনপ্রকার গতি হইতে পারে। প্রথম, বিরুদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা অবিপক্ক কর্ম্মের নাশ। দ্বিতীয়, প্রধান কর্ম্মাশয়ের সহিত বিপাকপ্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রবল ফলের দ্বারা ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হওয়া। যেমন তীব্রভাবে আচরিত কোন পুণ্যকর্ম্মের ফলে প্রবল সুখভোগ ঘটিলে তখন অপ্রবল অপুণ্যের সংস্কার উদিত হইয়া ক্ষীণভাবে দুঃখপ্রদ হইতে পারে। তৃতীয়, নিয়তবিপাক প্রধান কর্ম্মাশয়ের দ্বারা অভিভূত হইয়া অপ্রধান কর্ম্মাশয় দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকিতে পারে। এবিষয়ে উদাহরণ যথা—একব্যক্তি বাল্যকালে

কিছু ধর্ম্মাচরণ করিল পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয়লোভে অনেক পশূচিত পাপকর্ম্ম করিল। মরণকালে নিয়তবিপাক সেই পাপকর্ম্মরাশি হইতে তদনুযায়ী কর্ম্মাশয় হইল। তৎফলে যে পাশবজন্ম হইল তাহাতে সেই অপ্রধান ধর্ম্মকর্ম্মের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল না। আর তাহার সেই ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে যাহা কেবল মানবজন্মেই ভোগ্য তাহা সঞ্চিত থাকিয়া পরে সে মানব হইলে তাহাতে প্রকাশ পাইবে, এবং সে ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে তখন তাহা তাহার সহায় হইতে পারে। এই উদাহরণের ধর্ম্ম ও পাপ কর্ম্ম অবিরুদ্ধ বুঝিতে হইবে। বিরুদ্ধ হইলে অবশ্য পাপের দ্বারা সেই পুণ্য নাশ হইয়া যাইত। অপ্রধান কর্ম্মের ঐরূপে অভিভূত হইয়া থাকা একভবিকত্ব নিয়মের এক অপবাদ। *

সূ ২৪। কর্ম্মাশয় মৃত্যুর সময় প্রাদুর্ভূত হয়। মরণের ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই জন্মে আচরিত কর্ম্মের সংস্কারসকল চিত্তে যেন যুগপৎ ক্ষণমাত্রে উদিত হয়। তখন প্রধান ও অপ্রধান সংস্কারসকল যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কোন কোন অনুরূপ সংস্কার আসিয়া যোগ দেয় এবং তজ্জন্মের কোন কোন বিসদৃশ সংস্কার অভিভূত হইয়া যায়। বহুসংস্কার যুগপৎ এককালে উদিত

---

* প্রধান নিয়মের নামই উৎসর্গ। কর্ম্মাশয়ের একভবিকত্ব তাদৃশ নিয়ম। প্রায় সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ তাহা অনেকস্থলে প্রয়োগ করা গেলেও সর্ব্বস্থলে প্রয়োগ করা যায় না। উহাকে ঐ নিয়মের অপবাদ বলে। এইজন্য বলা হয় উৎসর্গ সাপবাদ (Every rule has exceptions)। উৎসর্গ বা প্রধান নিয়ম একই হয় কিন্তু তাহার অপবাদ অনেক হইতে পারে ; তাহাতে কোন দোষ নাই। তবে অপবাদ অপেক্ষা নিয়ম বেশীস্থলে খাটা আবশ্যক নচেৎ নিয়ম করা চলে না। অপবাদের দ্বারা নিয়ম অপ্রমাণিত হয় না বরং উহার দ্বারাই উৎসর্গ যে প্রধান নিয়ম তাহা জানা যায় (Exceptions prove the rule)।

Krishna chandra college central Library

হওয়াতে তাহা যেন পিণ্ডীভূত বা সংমূর্চ্ছিত হইয়া যায়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারসমষ্টি বা কর্ম্মাশয় মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে উদিত হইয়া মরণ সাধন পূর্ব্বক অনুরূপ এক শরীর উৎপাদন করে। ইহা একটী জন্ম। এইরূপে কর্ম্মাশয় জন্মের কারণ হয়।

বিবরণ—মরণকালে কেন আজীবনের সংস্কার উঠে তাহার কারণ কথিত হইতেছে। ঐসময়ে শরীর হইতে জৈবশক্তি বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে (যেন বন্ধনসূত্র ছিঁড়িয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ হয়। তৃতীয় পরিশিষ্টে ৪র্থ প্রকরণে Dr. Wiltseএর অনুভূতি দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তখন জ্ঞান-বৃত্তি বহির্বিষয় হইতে উঠিয়া অন্তরে যায়। শেষে উহা মনঃস্থান মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া তাহা হইতেও বিচ্ছিন্ন হয়। জীবনকালে জ্ঞানবৃত্তি দেহাভিমানের দ্বারা নিয়মিত থাকে কিন্তু মরণের সময় দেহাভিমানের দ্বারা অসংকীর্ণ হওয়াতে জ্ঞানশক্তি অতীব প্রসন্ন হয়। সেইজন্য তখন তাহা যে বিষয়ে পুঞ্জীভূত হয় তাহার সম্যক্ জ্ঞান হয়। তখন মন নিজেতেই পুঞ্জীভূত হওয়াতে তাহার নিজের সম্যক্ জ্ঞান হয়। আর তখন বাহ্য নূতন কিছু জ্ঞেয় থাকে না বলিয়া তখনকার মনের নিজের জ্ঞান হওয়া অর্থে তাহার অন্তর্নিহিত সংস্কার সকলের জ্ঞান বা পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ। মনের অধিষ্ঠান মস্তিষ্কেই সংস্কার সকল থাকে। মন তখন মস্তিষ্করূপ যে অধিষ্ঠান ছাড়িতেছে তাহাতে সেই জীবনের সংস্কার সকল খুব প্রকটভাবে থাকে। কারণ সেই জীবনের সংস্কার সকল লইয়া কার্য্য করার যন্ত্র সেই মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক হইতে মন ছিন্ন হওয়ার সময় মস্তিষ্কে প্রবল উদ্রেক হইবে। তাহাতে সেই মস্তিষ্কের দ্বারা যে সব সংস্কার সঞ্চিত হইয়াছে তাহারা সেই অন্তর্মুখ মনে সবিশেষ ভাবে উদিত হইবে বা তাহাদের জ্ঞান হইবে। মরণকালে আজীবনের ঘটনা স্মরণের ইহাই প্রধান কারণ।

মরণকালে কিরূপ হয় তদ্বিষয়ে যোগভাষ্যকার বলেন "তস্মাদ্ জন্ম-প্রায়ণান্তরে কৃত পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়প্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জ্জন-ভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্তঃ একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি" (২।১৩)। অর্থাৎ "জন্মমরণের মধ্যে কৃতপুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ের রাশি যাহা বিচিত্র বা বহুবিধ কর্ম্মসংস্কারে নানাত্বযুক্ত, প্রবল ও অপ্রবলভাবে স্থিত, তাহা মরণব্যাপারের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া একপ্রযত্নে মিলিয়া মরণসাধনপূর্ব্বক সংমূর্চ্ছিত বা সম্পিণ্ডিত হইয়া এক জন্ম অর্থাৎ পরের জন্ম নির্ব্বর্ত্তিত করে।"

টীকা—মরণকালে যাহা হয় তদ্বিষয়ে যোগভাষ্যকার যাহা বলিয়াছেন তাহার কয়েকটী ঘটনাপ্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। Night side of Nature গ্রন্থে Mrs. Crowe বলিয়াছেন "Every one will have heard that persons who have been drowned and recovered have had in what would have been their last moments, * * * a strange vision of the past, in which their whole life seemed to float before them in review; and I have heard of the same phenomenon taking place in moments of impending death in other forms. Now, as it is not during the struggle for life, but immediately before insensibility ensues, that this vision occurs, it must be the act of a moment, and this renders comprehensible to us what is said by the Seeress of Prevorst, and other somnambules of the highest order, namely, the instant the soul is freed from the body it sees its whole earthly career in a single sign; it knows that it is

Krishna chandra college central Library

good or evil, and pronounces its own sentence". (Ch. X.) অর্থাৎ "সকলেই শুনিয়াছেন যে জলে ডুবিয়া মরার সময় লোকের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা একেবারে অনুভব-গোচর হয়। অন্যরূপে মৃত্যু হইলেও যে আজীবনের স্মরণ হয় তাহাও শুনা যায়। ইহা একমুহূর্ত্তেই ঘটে কারণ জীবন ও মৃত্যুর যুদ্ধকালে উহা ঘটে না কিন্তু জ্ঞানশূন্য হওয়ার ঠিক আগেই উহা হয় (অর্থাৎ খাবি খাওয়া আদি থেমে গেলেই উহা ঘটে)। প্রিভোষ্টের সিয়ারেস্ আদি উচ্চদরের দিব্যদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তিরা যাহা বলিয়াছেন তাহা ইহার দ্বারা বোধগম্য হয়। তাঁহারা বলেন যে যে মুহূর্ত্তে 'সোল' বা জীব শরীর হইতে পৃথক্ হয়, সেই মুহূর্ত্তে সে তাহার সমস্ত জীবনের কর্ম্ম একমাত্র নিদর্শনগতরূপে একই মুহূর্ত্তে দেখে (ইহাই একপ্রযত্নে মিলিয়া ও সংমূর্চ্ছিত হইয়া উঠা)। আর উহা ভাল কি মন্দ অর্থাৎ দিব্য কি নারক তাহা স্বতই বুঝে এবং নিজের গতি নিজেই করে (অর্থাৎ কাহারও বিচারে শাস্তি বা পুরস্কার পায় না। কর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়মেই উহা হয়)।" ঐ পুস্তকে (Ch. VI) এ বিষয়ে এই বিবরণও আছে—Johann Schwerzeger নামে এক ব্যক্তি রোগে মৃতবৎ হইয়া যায়, কিন্তু পরে পুনর্জ্জীবিত হইয়া বলে যে সে তাহার সমস্ত জীবনের ঘটনা—যে সকল পাপ করিয়াছে এবং যাহা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহা সমস্তই—দেখিতে পাইয়াছিল। উহারা সব, ঠিক্ ঘটিবার সময়ের মত, সুস্পষ্ট ছিল।

DeQuincy তাঁহার Confessions of an English Opium Eater গ্রন্থে বলিয়াছেন "I was once told by a near relative of mine, that having in her childhood fallen into a river, and being on the very verge of death * * * she saw in a moment her whole life, clothed in its forgotten

incidents, arranged before her as in a mirror, not successively, but simultaneously; and she had a faculty developed as suddenly for comprehending the whole and every part. * * * Of this, at least, I feel assured, that there is no such thing as ultimate forgetting; traces once impressed upon the memory are indestructible; a thousand accidents may and will interpose a veil between our present consciousness and the secret inscriptions on the mind. Accidents of the same sort will also rend away this veil. But alike whether veiled or unveiled, the inscription remains for ever." অর্থাৎ "আমাকে আমার এক নিকট আত্মীয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি বাল্যকালে এক নদীতে পড়িয়া যান এবং একেবারে মৃতবৎ হন (পরে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন)। তখন তিনি এক মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত জীবন—বিস্মৃত ঘটনাসহ—দর্পণে দেখার ন্যায় দেখিতে পান। উহা পর পর না দেখিয়া যেন যুগপৎ দেখিতে পান এবং সমগ্রকে ও তাহার প্রত্যেক অংশকে ('বিচিত্র, প্রধান, অপ্রধান ভাবে সজ্জিত') একই কালে দেখার শক্তি সেই সময়ে তাঁহার উদ্ভূত হয়। * * * অন্তত ইহা আমি নিশ্চয় জানিয়াছি যে সম্যক্ বিস্মৃতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই। স্মৃতিশক্তিতে একবার কোন ছাপ পড়িলে তাহার ধ্বংস নাই। ঐ অপরিদৃষ্ট ছাপ সকলের ও পরিদৃষ্ট জ্ঞানের মধ্যে সহস্র সহস্র ঘটনা একটা পর্দাস্বরূপমাত্র হইতে পারে। সেইরূপ আবার অন্য কোন ঘটনা সেই পর্দাকে সরাইয়া দিতে পারে (অর্থাৎ স্মৃতি আনিতে পারে)। কিন্তু ঐরূপ আবৃত হউক বা অনাবৃত হউক ঐ ছাপসকল চিরকাল থাকে।"

Krishna chandra college central Library

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের British Medical Journalএ দেখা যায় যে Admiral Beaufort প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি দুই তিন মিনিটের জন্য জলে ডুবিয়া মৃতবৎ হইলে উত্তোলিত হন; ঐ দুই তিন মিনিটের অল্পাংশের মধ্যেই তাহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা যেন যুগপৎ জ্ঞানগোচর হয়।

কর্ম্মতত্ত্বে অজ্ঞ খৃষ্টান দর্শকগণের উক্তির দ্বারা প্রাচীন আর্যবাক্যের এরূপ সম্যক্ পোষণ পাঠকের দ্রষ্টব্য। সকলের মনে রাখা উচিত তাঁহারা যাহা করিতেছেন তাহা মরণকালে যথাযথ উদিত হইবে এবং যদি পাশব কর্ম্মের বাহুল্য সেই কর্ম্মাশয়ে থাকে তবে পশুপ্রকৃতির আপূরণ হইয়া তিনি পরে পশু হইবেন। যদি দেবপ্রকৃতির উপযোগী কর্ম্মের বাহুল্য থাকে তবে দৈবজন্ম পাইবেন। অতএব গীতার "যং যং বাপি" ইত্যাদি উপদেশ স্মরণ করিয়া "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" থাকিতে চেষ্টা করা উচিত, যেন মৃত্যুকালে কোন পরমভাব প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়।

পঞ্চম অধ্যায়। কর্ম্মফল।

সূ ২৫। কর্ম্মাশয় বা কর্ম্মের সংস্কাররূপ শক্তি যদি অলক্ষ্যাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আরব্ধ হয় তজ্জন্য শরীরগ্রহণ করিলে, সেই শরীরের যে বৈশিষ্ট্য হয় এবং শরীরাদিতে যাহা ঘটে তাহাকে কর্ম্মের ফল বলা যায়।

বিবরণ—সংস্কারের মধ্যে স্মৃতিফলা বাসনা কেবল স্বসদৃশ স্মরণবোধ উৎপাদন করে আর ত্রিবিপাক কর্ম্মের সংস্কার ব্যক্তাবস্থায় আসিলে সেই কর্ম্মের যেরূপ প্রকৃতি তদনুরূপ জাতি, আয়ু ও ভোগ উৎপাদন করে। স্মৃতিফল ও ত্রিবিপাক এই উভয়বিধ কর্ম্মসংস্কারের মধ্যে যাহা দৃষ্টজন্মেই আরব্ধ হয় তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয় আর যাহা ভবিষ্যৎ জন্মে

আরূঢ় হইবে তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। অত্যধিক ঘষিলে চর্ম্মে কড়া হয় বা ঘর্ষণ কর্ম্মের দ্বারা চর্ম্মের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। এতাদৃশ কর্ম্ম বা তাহার ফল দৃষ্টজন্মবেদনীয়, আর বর্ত্তমান আরব্ধ কর্ম্মের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যাহা ইহজন্মে আরূঢ় হয় না, তাহা অদৃষ্টজন্ম-বেদনীয়।

বোধ পরিণত হইয়া বোধান্তর হয়, ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে ইন্দ্রিয় হয় ও সর্ব্বকরণগত প্রাণশক্তি হইতে উহাদের অধিষ্ঠানভূত দেহের ধারণ হয়। কর্ম্মের দ্বারা সেই উদ্ভূয়মান বোধ, ইন্দ্রিয় ও শরীর বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয় মাত্র। তাহাই কর্ম্মফল। মূলতঃ কিন্তু উহারা কর্ম্মের দ্বারা সৃষ্ট হয় না। যেমন একখণ্ড মেঘ বায়ুর দ্বারা মূলতঃ সৃষ্ট হয় না কিন্তু তাহার আকার বায়ুর দ্বারা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হয়, কর্ম্মরূপ বায়ুর দ্বারা সেইরূপ জনিষ্যমাণ (যাহা হইবে) দেহেন্দ্রিয়াদির পরিবর্ত্তন হয় মাত্র।

টীকা—শরীরের বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ এইরূপ—একব্যক্তি অস্বাস্থ্যকর কর্ম্ম করিল। তাহার সংস্কার হইতে পরজন্মের শরীরের ফুস্‌ফুস্ দুর্ব্বল হইল। এই দুর্ব্বলতা ঐ শরীরের পূর্ব্বশরীর হইতে বৈশিষ্ট্য। ঐ বিশেষত্ব হইতে তাহার যক্ষ্মারোগ হইল ও তজ্জনিত অনেক পীড়াভোগ ঘটিল। এইরূপে কর্ম্ম হইতে দেহেন্দ্রিয়াদি ঘটে না কিন্তু দেহেন্দ্রিয়ের বিশেষত্ব ঘটে ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখ এবং আয়ুও ঘটে। এক কর্ম্ম হইতে অনেক জন্ম হয় না, অনেক কর্ম্ম হইতে যুগপৎ অনেক জন্ম হয় না, এক কর্ম্ম হইতেও এক জন্ম হয় না, কিন্তু অনেক কর্ম্ম হইতে এক জন্ম হয় (২।১৩ যোগভাষ্য দ্রষ্টব্য)। কারণ প্রত্যেক জন্মে অনেক কর্ম্মফল ভোগ হয় দেখা যায় সুতরাং তাহা অনেক কর্ম্মের ফল।

সূ ২৬। কর্ম্মের ফল বা সংস্কারের ব্যক্ততাজনিত ঘটনা তিন

Krishna chandra college central Library

প্রকার—জাতি, আয়ু ও ভোগ। সংস্কার হইতে করণসকলের যে যে বিশেষপ্রকার বিকাশ হয়, এবং সেই বিকাশের সময় সংস্কারের দ্বারা আকৃতির ও প্রকৃতির যে ভেদ হইয়া দেহলাভ হয় সেই দেহই জাতিফল; সংস্কারের বলানুসারে বা অন্য কারণে যতকাল জাতি ও ভোগ আরূঢ় থাকে, তাহার নাম আয়ু; আর সংস্কারের প্রকৃতি অনুসারে যে সুখ বা দুঃখ বা মোহরূপ বোধ হয়, তাহার নাম ভোগ।

বিবরণ—দেহ, আয়ু ও ভোগ স্বগতহেতু হইতে ঘটে, প্রবল বাহ্যহেতু হইতে ঘটে, এবং স্বগতহেতুর দ্বারা ঘটিত বাহ্যহেতু হইতেও ঘটে। ঔপপাদিক দেহ বা প্রাথমিক প্রাণিদেহ স্বগতহেতু হইতেই প্রধানত ঘটে, অবশ্য বাহ্য উপাদানও চাই। প্রজাপতির ইচ্ছায় দেহ ঘটিলে তাহা প্রবল বাহ্যকারণ হইতে ঘটে। কল্পনাদিজনিত সুখদুঃখ স্বগত-হেতু হইতে ঘটে। ভূমিকম্পাদিজনিত দুঃখাদি প্রবল বাহ্যহেতু হইতে ঘটে। আয়ুরও ঐ তিনপ্রকার কারণে হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। বাসনা অবশ্য সমস্তেই থাকে।

টীকা—কর্ম্মের যে জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ তিনপ্রকার ফল হইয়া থাকে তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে খাটে। কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মের আর জাতিরূপ ফল হয় না বলিয়া তাহার কেবল আয়ু ও ভোগ এই দুইপ্রকার ফল হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে কর্ম্ম ত্রিবিপাক না হইয়া দ্বিবিপাক। সাধারণত দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মের আর নূতন জাতিরূপ ফল হয় না বটে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বন্যজন্তুর দ্বারা অপহৃত ও প্রতিপালিত মনুষ্যশিশুর যে অনেকাংশে পশুত্বে পরিণাম দেখা যায় (যথা পশুশাবকের ন্যায় দুধখাওয়া, চলাফেরা ইত্যাদি) তাহা কতকটা জাতির পরিবর্ত্তনের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়। জাতি বা শরীর।

সূ ২৭। শরীরধারণরূপ কর্ম্মের সংস্কারবলে (বা জাতিহেতু কর্ম্মাশয়ের দ্বারা) যে পুনঃ শরীরধারণ হয় তাহার নাম কর্ম্মের জাতিফল বা দেহধারণরূপ ফল।

বিবরণ—স্বীয় অধিষ্ঠাননির্ম্মাণশক্তির বলে কর্ম্মসংস্কারযুক্ত প্রাণশক্তির দ্বারা যে শরীরধারণ ঘটে তাহাই জাতি। জাতি বা দেহ প্রধানত শরীরধারণরূপ ভোগভূত অবিদিত কর্ম্মের সংস্কার হইতেই হয়। সেই কর্ম্মের সংস্কারসকল যদি বর্ত্তমান জাতির সমগুণক হয়, তবে নিজের অনুরূপ বা পূর্ব্বানুরূপ দেহ উৎপন্ন হয়। আর পুরুষকার বা পারিপার্শ্বিক ঘটনায় যদি সেই কর্ম্ম অন্যরূপ হয়, তবে তৎসংস্কারে অন্যরূপ দেহ হয়।

করণশক্তিসকল সক্রিয় থাকিলেই তাহাদের অধিষ্ঠানভূত শরীর থাকে। যেমন হস্তের কার্য্য করিলে তাহা সতেজ থাকে নচেৎ শুষ্ক হইয়া যায়। মস্তিষ্কাদি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। আবার করণশক্তিসকল কার্য্য করিলে যদ্দ্বারা কার্য্য করিবে সেই অধিষ্ঠানও চাই নচেৎ করণশক্তি ব্যক্ত থাকিতে পারে না। সাংখ্যকারিকায় (৪১ সংখ্যক) আছে—"চিত্র যেমন পটাদি আশ্রয় ব্যতীত, ছায়া যেমন স্থাণু (খুঁটা) আদি ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেইরূপ লিঙ্গ বা করণশক্তিসকল বিশেষ বিনা বা স্থূল অথবা সূক্ষ্ম কোনরূপ অধিষ্ঠান বিনা থাকিতে পারে না।" কেন থাকিতে পারে না তাহা উত্তমরূপে বুঝা উচিত। প্রথম পরিশিষ্টে দেখান হইয়াছে শরীরধারণ কিরূপে হয়। প্রাণশক্তি এক ক্ষুদ্র বীজ লইয়া ক্রমশ শরীরগঠন করে। দেহোপাদানকে লইয়া গঠন করাই সুতরাং প্রাণশক্তির স্বভাব। তাহার ক্রিয়া অর্থে ক্ষুদ্রতম ভ্রূণ হইতে

Krishna chandra college central Library

পূর্ণশরীর যাহাতে গঠিত বর্দ্ধিত ও পোষিত হয় তাহা করা। সেই স্বভাববশে স্থূল বা সূক্ষ্ম উপাদান (দ্বিতীয় পরিশিষ্টে সূক্ষ্ম বিষয়ের বা উপাদানের কথা দ্রষ্টব্য) যাহা পাইবে তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া দেহ গঠন করে। স্থূলশরীরের নির্ম্মাণব্যাপার দেখিয়া এই স্বভাব প্রমাণিত হয়। স্থূলশরীর হইতে বিয়োগের অব্যবহিত পরেই যে জ্যোতিঃপিণ্ডবৎ ও পরে পূর্ণ আকারের দেহ হয় (চতুর্থ পরিশিষ্টে Dr. Wiltse, Rev. Bertrand আদির অনুভূতি দ্রষ্টব্য) তাহা সূক্ষ্ম উপাদান লইয়া ঔপপাদিক ক্রমে শরীরগঠন। ফলে সংস্কারযুক্ত প্রাণশক্তি বা জাতিহেতু কর্ম্মাশয় যতকাল দেহোপাদান পাইবে ততকাল শরীরগঠন করিতে থাকিবে। সেইজন্য লিঙ্গ কখনও নিরাশ্রয় থাকে না। শ্রুতি ইহা তৃণজলায়ুকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝান। যেমন জলৌকা একটা তৃণ ধরিয়া পূর্ব্বতৃণ ছাড়ে সেইরূপ জীব এক দেহ ছাড়ার সঙ্গেই অন্য স্থূল বা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে।

টীকা—সমস্ত করণশক্তির নাম লিঙ্গ। "সপ্তদশৈকং লিঙ্গং" অর্থাৎ লিঙ্গ আঠারটী। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, মন, অহংকার ও বুদ্ধিতত্ত্ব—পঞ্চতন্মাত্রের দ্বারা সংগৃহীত (অর্থাৎ পঞ্চ সূক্ষ্মভূত লইয়া বিকসিত) এই আঠারটীর নাম লিঙ্গ। সাংখ্যমতে পঞ্চপ্রাণশক্তি ঐ করণশক্তিসকলের অন্তর্গত বলিয়া আর পৃথক্ গণিত হয় না। কিন্তু তন্মাত্রসংগৃহীত বলাতে উহাও উক্ত হয়। আধুনিক বেদান্তীরা পঞ্চতন্মাত্রের পরিবর্ত্তে পঞ্চপ্রাণ গণনা করেন। ফলে একই কথা। স্থূল দেহত্যাগের পরমুহূর্ত্তেই লিঙ্গ এক সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে ও তাহা লইয়া মানসিক সুখদুঃখ ভোগ করে। কারণ স্থূলদেহ ধারণ করার জন্য যেরূপ অভিভূত অবস্থা আবশ্যক (৩৫ সূত্রের বিবরণ দ্রষ্টব্য) প্রবল অসুষুপ্তির সংস্কারের জন্য তাহা তৎক্ষণাৎ ঘটিবার কারণ নাই।

সূ ২৮। দেহ অসংখ্যপ্রকারের হইতে পারে এবং সর্ব্বজাতীয় দেহ অনাদিকাল হইতে আছে।

বিবরণ—লিঙ্গ বা করণশক্তিসকল অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান বলিয়া তাহাদের অধিষ্ঠানভূত নানাপ্রকারের দেহসকলও অনাদিকাল হইতে ঘটিতেছে। এই পৃথিবীতে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জন্তু ও উদ্ভিদ অগণ্যপ্রকারের দেখা যায়। তাহাদের এক এক প্রকারের করণবিকাশ। করণ বিকাশের ভেদ অসংখ্যপ্রকারের হইতে পারে বলিয়া দেহও অসংখ্যপ্রকারের হইতে পারে। পৃথিবীর ন্যায় অসংখ্য প্রাণিনিবাসের উপযোগী লোকসকল থাকিতে পারে। তাহাদের সকলেই জীবনধারণের প্রথা ভিন্ন ভিন্নরূপ হইবে। তজ্জন্য দেহও ভিন্ন ভিন্নরূপ হইবে এইরূপেও জাতি অসংখ্যপ্রকারের।

দেহের ভিন্নতার মূলকারণ গুণসংযোগের ভিন্নতা। সমস্ত করণই মূলত গুণত্রয়নির্ম্মিত। গুণসংযোগ অসংখ্যপ্রকারের হইতে পারে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসপ্রকৃতির বিকাশের তারতম্য অসংখ্যপ্রকারের হইতে পারে। তাহাই দেহের (এবং সমস্ত দ্রব্যের) অসংখ্য ভেদের মূল কারণ।

টীকা—মনুষ্যচক্ষু, গোচক্ষু, বিড়ালচক্ষু ইত্যাদি অসংখ্যপ্রকারের চক্ষু আছে। তাহাদের প্রকাশগুণ, ক্রিয়াগুণ ও স্থিতিগুণ (অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়ার সংস্কার) ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। সেই ভেদ যে কত রকম হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। জল, চিনি ও লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া সংযুক্তভাগের কমবেশী অনুসারে অসংখ্যপ্রকার পানীয় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সেইরূপ প্রকাশাদি গুণের সংযোগভেদে অসংখ্যপ্রকার চক্ষুরাদি করণশক্তি হইতে পারে। তাহা যে হইয়া আছে তাহাও দেখা যায়।

সূ ২৯। জাতি স্থূলত দ্বিবিধ; ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক। উদ্ভিদ হইতে মানব পর্য্যন্ত জাতিগণ ইহলৌকিক। দৈব ও নারক শরীর পারলৌকিক জাতি।

Krishna chandra college central Library

বিবরণ—ইহলৌকিক জাতি দ্বিবিধ। স্থাবর ও জঙ্গম বা উদ্ভিদ ও জন্তু। মনুষ্য, পশু আদিরা জন্তু। ত্রিগুণবৃত্তির বিকাশ ধরিলে মানবের করণশক্তিসকলে সাত্ত্বিকতার সমধিক বিকাশ দেখা যায়। উদ্ভিদে সেইরূপ তামসিকতার সমধিক বিকাশ। পশুজাতিতে প্রায় মানবসদৃশ উন্নত অবস্থার সাত্ত্বিকতা হইতে উদ্ভিদসদৃশ অবনত অবস্থার তামসিকতা পর্য্যন্ত করণবিকাশের তারতম্য দেখা যায়। দৈব ও নারকশরীরের বিষয় চতুর্থ পরিশিষ্টে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

টীকা—উদ্ভিদ সম্বন্ধে মনু বলেন—"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্ম-হেতুনা। অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥" অর্থাৎ ইহারা (উদ্ভিদেরা) কর্ম্মপ্রভব তমোগুণের বৃত্তিসকলের দ্বারা বেষ্টিত, অন্তঃসংজ্ঞা, সুখদুঃখযুক্ত হইয়া থাকে।

সূ ৩০। অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহাদের বিকাশের ভেদানুসারে দেহভেদ হয়। তন্মধ্যে উদ্ভিদজাতিতে প্রাণ-শক্তির প্রাবল্য। পশ্বাদি জাতিতে কোন কোন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও নিম্ন বা তামসকোটির জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমধিক বিকাশ। মানুষজাতিতে অন্তঃকরণ এবং ঐ ত্রিবিধ বাহ্যকরণ প্রায় তুল্যবিকসিত অর্থাৎ তুল্যবল। পারলৌকিক জাতিতে অন্তঃকরণের সমধিক প্রাবল্য। দৈব জাতিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়েরও প্রকৃষ্টরূপে বিকাশ আছে।

বিবরণ—উদ্ভিদের প্রাণশক্তি এরূপ প্রবল যে তাহারা অনেক অজৈব দ্রব্যকে জৈবশরীরে পরিণামিত করিতে পারে ও প্রভূত সন্ততি জনন করিতে পারে। পশ্বাদিতে তামসদিকের জ্ঞানেন্দ্রিয় (ঘ্রাণ ও জিহ্বা) এবং গমনেন্দ্রিয়, জননেন্দ্রিয় আদি মানুষের তুলনায় অত্যধিক বিকসিত। মানুষজাতিতে চতুর্বিধ করণশক্তি তুল্যবিকসিত কারণ তাহারা তুল্যবল। কোনজাতীয় করণশক্তি অধিক প্রবল হইলে দেহী তদ্বশে কর্ম্ম করে।

মানবে সেরূপ কোনটার অতিবিকাশ ও কোনটার অবিকাশ নাই। স্বপ্ন যেমন মনঃপ্রধান, প্রেতদেহীরাও সেইরূপ মনঃপ্রধান; অতএব তাহাদেরও একপ্রকার করণশক্তি (অন্তঃকরণ) সমধিক প্রবল।

সূ ৩১। করণশক্তিসকল কর্ম্মাশয়ের দ্বারা যেরূপ প্রকৃতির হয় তাহা (কর্ম্মশক্তি) বিকসিত হইয়া সেই প্রকৃতির অনুরূপ দেহধারণ করে। এইরূপে কর্ম্ম জাত্যন্তরগ্রহণের হেতু।

বিবরণ—বাসনাসকলই করণপ্রকৃতি। যেমন চক্ষুশক্তি,—মানুষের যেরূপ চক্ষু হয় তাহা মানুষ প্রকৃতির চক্ষু। উহা পূর্ব্বানুভূত মানুষ দেহ-ধারণের বাসনা হইতে হয়। উহারও অসংখ্য অবান্তর ভেদ আছে। তাহারা সবই মানুষপ্রকৃতির চক্ষু। প্রতিজন্মের চাক্ষুষ ক্রিয়া হইতে চক্ষুর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয় ও হইবার সংস্কার হয়। তাহাতে চক্ষুশক্তির প্রকৃতি কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। পরজন্মে সেই কর্ম্মাশয়ের দ্বারা তাদৃশ পরিবর্ত্তিত চক্ষু হয়। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সেই জাতিরই অন্তর্গত থাকে। মানুষচক্ষুর এরূপ ক্রিয়া হইতে পারে না, যদ্দ্বারা গোচক্ষু হইতে পারে। তবে মানুষ গোজন্ম লইলে তাহার গোচক্ষু কিরূপে হইবে? গোচক্ষুর বাসনা তাহার ভিতর আছে বলিয়া অন্য প্রবল নিমিত্তে যখন সেই গোদেহবাসনা উদিত হয় তখন গো-প্রকৃতির চক্ষুশক্তির বাসনার দ্বারা সেই মানুষের চক্ষুশক্তি আকারিত হইয়া গোচক্ষু ঘটায়। অনাদিকাল হইতে অসংখ্য জন্ম লওয়াতে সকল দেহপ্রকৃতির বাসনা বা ছাপ সকল প্রাণীতে আছে। কর্ম্মরূপ নিমিত্তবশে তাহার কোনটার স্মরণ বা উত্থান হইয়া করণশক্তিসকল সেই বাসনার অনুরূপ দেহধারণ করে।

মানুষচক্ষুর যে অসংখ্য অবান্তর ভিন্নতা হয় তাহার সমস্তই বাসনার দ্বারা হয় না বা হইতে পারে না। তাহা কর্ম্মের দ্বারা গঠিত নূতন

Krishna chandra college central Library

আকারমাত্র। কারণ সমস্ত দ্রব্যেরই সমস্তরূপ হইবার সামর্থ্য আছে। উহাকে ধর্ম্মপরিণাম বলে। সর্ব্বদ্রব্যেরই নিয়ত কতকগুলি ধর্ম্ম উদিত হয় এবং অসংখ্য অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম অনুদিত থাকে। সেই স্বভাবেই প্রত্যেক করণের বিকাশ পূর্ব্বের সম্যক্ অনুরূপ হয় না। কারণ নূতন কারণে নূতন বিকাশের কিছু না কিছু ভেদ হইবেই হইবে। এইরূপ ভেদ বাসনার দ্বারা হয় না। উহা নূতন ভেদ। ইহার উদাহরণ এক প্রস্তর। তাহাতে অসংখ্য প্রকার মূর্ত্তি হওয়ার ধর্ম্ম নিহিত আছে। বাহুল্যাংশ কর্ত্তন করারূপ নিমিত্তের দ্বারা তাহার যে কোনটা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রত্যেক করণব্যক্তির যে নূতন ভিন্নতা তাহা বাহুল্যাংশ কর্ত্তনজনিত ভিন্নতার মত নূতন অভিব্যক্তি। অর্থাৎ মানুষ পরে মানুষ-জন্ম গ্রহণ করিলে ঐ জন্ম পূর্ব্বাভিব্যক্তিঘটিত (পূর্ব্বমনুষ্যজন্মবাসনারূপ) ব্যাপার হইলেও তাহার করণের যে কিছু নূতন বা ভিন্নরূপে বিকাশ হয় তাহা নূতন অভিব্যক্তি।

গো, অশ্ব, মানুষ আদি প্রাণিজাতির করণপ্রকৃতির বাসনা পূর্ব্বানুভূত ও পূর্ব্বসঞ্চিত হইয়া প্রত্যেক প্রাণীতে সম্পিণ্ডিতভাবে আছে। অনুরূপ কর্ম্মাশয়ের দ্বারা তাহার কোনটা উত্থিত হইলে করণশক্তি তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট বা আপূরিত হইয়া সেইজাতীয় দেহেন্দ্রিয় নিষ্পন্ন করে। অবশ্য যে নূতন ব্যক্তি হইবে তাহা পূর্ব্বানুভূত কোন ব্যক্তির সর্ব্বতোভাবে অনুরূপ হইবে না কিন্তু সজাতীয় হইবে। কারণ সর্ব্বতোভাবে অনুগুণ কোন দুই দ্রব্য নাই এবং হইতেও পারে না। অর্থাৎ গোবাসনার দ্বারা মানুষ গরু হইলে ঠিক্ পূর্ব্বানুভূত কোন গরুর মত হইবে না, কিন্তু কিছু না কিছু ভিন্ন গরু হইবে। কেবল গোজাতীয় হইবে ইহাই মাত্র নিয়ম।

টীকা—জাতি ও ব্যক্তি এই শব্দদ্বয়ের অর্থ বুঝা উচিত। জাতি

(জন্ + ক্তি) অর্থে যাহা জন্মায় বা দেহ। তাহাতে দেহসকলের শ্রেণীকেও জাতি বলা হয়। যেমন গোজাতি, অশ্বজাতি ইত্যাদি। অন্য দ্রব্যের শ্রেণীও সেইরূপ জাতি। যেমন চক্ষুজাতি, হীরকজাতি ইত্যাদি। যাহাদের লইয়া জাতি তাহাদের প্রত্যেকের নাম ব্যক্তি, যেমন মনুষ্যজাতির মধ্যে রাম, শ্যাম আদি; চক্ষুজাতির মধ্যে প্রত্যেক চক্ষু ইত্যাদি। করণজাতি অর্থে চক্ষু, শ্রোত্র, মন আদি এক এক শ্রেণীর করণশক্তি। করণব্যক্তি অর্থে প্রত্যেক প্রাণীর এক একটী করণ। জাতি=phylum species, genus, order ইত্যাদি; ব্যক্তি= individual. Phylum=মূলজাতি, genus=জাতি, species= অন্তর্জাতি, order=প্রত্যন্তরজাতি, race=অন্ত্যজাতি ইত্যাকার অনুবাদ হইতে পারে।

সূ ৩২। যদি কোন এক কর্ম্মাশয়ের আধারভূত করণশক্তিসকল পূর্ব্বজাতীয় দেহের সহিত একপ্রকৃতির হয় তবে দেহী পুনশ্চ সেই জাতিতে জন্মগ্রহণ করে।

বিবরণ—মানুষ যদি মানুষের মত কার্য্য অধিক করে তবে মানুষজাতিতে জন্মগ্রহণ করে। যদি পশুর মত কর্ম্ম অধিক করে তবে পশুবাসনা উদিত হইয়া করণশক্তিসকল পাশব আকারে আকারিত হইয়া পশুদেহধারণ করে। কথায় বলে "আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্য-মেতৎ পশুভির্নরাণাং। জ্ঞানমেতেষাং অধিকঃ বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" আহার নিদ্রাদি লইয়াই যাহারা কাল কাটায় তাহারা পশুতুল্য। জ্ঞান (বা conceptual thought) অর্থাৎ ভাষাজনিত বিজ্ঞানের দ্বারাই পশু হইতে মানুষের ভেদ করা হয়। মানুষের যত উচ্চভাব তাহা সব ঐরূপ বিজ্ঞানমূলক। ঐরূপ মানুষোচিত ভাব ও চর্চ্চা লইয়া যাহারা থাকে ও কর্ম্ম করে তাহারা

Krishna chandra college central Library

পুনশ্চ মানুষ দেহ গ্রহণ করে। ঐ জ্ঞান পুনশ্চ দ্বিবিধ—অর্থবিষয়ক ও ধর্ম্মবিষয়ক। ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানে মানুষের সুখশান্তি অধিকতর বর্দ্ধিত হয় (পরে দ্রষ্টব্য)। আর যাহারা আহারনিদ্রাদি লইয়াই কাল কাটায়, কেবল খাইবার ও তাদৃশ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, শরীরধর্ম্মের উপরের বিষয় চিন্তা করে না, তাহারাই পশুদেহ ধারণ করে। আহারাদির সংস্কার প্রবল হওয়াতে দেহধারণ-কালে বৃহৎ চুয়ালযুক্ত বেবুন বানর, গরু, অশ্ব, আদি কোন উপযোগী আহারমাত্রপরায়ণ দেহের বাসনা উঠিয়া করণশক্তিসকল সেই আকারে আকারিত হইয়া সেই দেহগ্রহণ ঘটাইবে। উপনিষৎ বলেন "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" অর্থাৎ মনুষ্যের যেরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান তদনুসারে কোন দেহী মনুষ্য, পশু আদি দেহধারণ করে, কেহ বা স্থাণু বা উদ্ভিদ-দেহও ধারণ করে।

সূ ৩৩। স্থূল দেহত্যাগের পরই জীব এক সূক্ষ্ম উপভোগদেহ ধারণ করে। এই উপভোগ দেহ প্রধানত দৈব ও নারকভেদে দ্বিবিধ। কর্ম্মাশয়ে যদি সাত্ত্বিক বা সৌমনস্যজনক সংস্কারের প্রাবল্য থাকে তবে দেহী যে সুখময় সূক্ষ্ম ভোগদেহ ধারণ করে তাহা দিব্য, আর যদি দৌর্ম্মনস্যজনক রাজস ও তামস সংস্কারের প্রাবল্য থাকে তবে যে কষ্টময় ভোগদেহধারণ করে তাহা নারক।

বিবরণ—স্থূলদেহত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহধারণ করার কারণ মনঃকর্ম্মের দ্বৈবিধ্য। মন শরীরাঙ্গ-নিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্ম করে এবং শরীরসহও কর্ম্ম করে। চিন্তা করা শরীরাঙ্গনিরপেক্ষ কর্ম্মের উদাহরণ। বাহ্যেন্দ্রিয় চালন করিয়া যে কর্ম্ম হয় তাহা শরীরসাপেক্ষ কর্ম্ম। 'আমি যাইব' এরূপ মনে করা শরীরাঙ্গনিরপেক্ষ কর্ম্ম আর যাওয়া শরীরসাপেক্ষ কর্ম্ম। স্বপ্ন মানসকর্ম্মের প্রাবল্যের উদাহরণ। জাগ্রৎকালে শারীরকর্ম্মের

সহিত মনঃকর্ম্মও আপন পথে চলিতে থাকে। স্বপ্নে স্বেচ্ছ শারীরক্রিয়া না থাকিলেও পৃথক্ মানসক্রিয়া থাকে। এইরূপে মনের পৃথক্ কার্য্যদ্বয় বুঝা যায়। সেই স্বভাব হইতেই স্থূলদেহত্যাগের পর মন স্বপ্নবৎ মনঃ-প্রধান প্রেতদেহগ্রহণ করে।

সূক্ষ্ম পঞ্চভূত লইয়া প্রাণশক্তি সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে। শ্রুতিও বলেন "স হি স্বপ্নো ভূত্বা ইমং লোকমতিক্রামতি" বৃ। প্রেতদেহ স্বপ্নবৎ অবস্থা কিন্তু ঠিক্ স্বপ্নের মত অন্তর্বিষয়মাত্রের ব্যবহারকারী নহে। তখন মন বহির্বিষয়ও ব্যবহার করে তবে তন্মধ্যে অন্তর্বিষয়েরই প্রাধান্য (তৃতীয় পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

টীকা—প্রেতদেহগ্রহণ কিরূপে হয় তাহা তৃতীয় পরিশিষ্টে সবিশেষ দ্রষ্টব্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (৪।৪।৪) বলেন—"যেমন স্বর্ণকার কতকটা সুবর্ণ লইয়া অন্য এক নবতর, সুন্দরতর সুবর্ণময় দ্রব্য প্রস্তুত করে, সেইরূপ এই দেহী আত্মা এই শরীরকে (ত্যাগের দ্বারা) নিহত করিয়া অবিদ্যাশ্রয় করত অন্য এক নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করেন, যথা—পিত্র্য, গান্ধর্ব, দৈব, প্রাজাপত্য বা ব্রাহ্ম অথবা অন্য কোন দেহীর শরীর।" অপুণ্য কর্ম্ম করিলে কষ্টময় দেহ হয়। "অনন্দা নাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধো জনাঃ॥" বৃহদারণ্যক আরও বলেন (৪।৩।৯)—"সেই পুরুষের দুইটী স্থান ইহলোক ও পরলোক। তৃতীয় সন্ধ্যনামক স্বপ্নস্থান। সেই সন্ধ্যস্থানে থাকিয়া ইহলোক ও পরলোক এই উভয়স্থানকেই দেখেন, অর্থাৎ প্রেতাবস্থা স্বপ্নবৎ মনঃপ্রধান হইলেও ইহলোকেরও জ্ঞান থাকে।" স্বপ্নে জীব মনে করে আমি দেহ লইয়া কার্য্য করিতেছি কিন্তু সেই দেহ কল্পনায় থাকে বাহিরে কেহ দেখিতে পায় না। প্রেতদেহ অন্যে দেখিতে পায়, ইহাও স্বপ্ন হইতে তাহার ভেদ। যেমন জাগ্রতের

Krishna chandra college central Library

পর ঘুম, তেমনি স্থূলদেহত্যাগের পর সূক্ষ্মদেহ। মনু সূক্ষ্মশরীরকে 'খশরীর' বলেন যথা "ধর্ম্মপ্রধানং পুরুষং তপসা হতকিল্বিষম্। পরলোকং নয়ন্ত্যাশু ভাস্বন্তং খশরীরিণম্॥" অর্থাৎ "ধর্ম্মপ্রধান, তপস্যার দ্বারা হতপাপ, পুরুষকে তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম জ্যোতির্ম্ময় খশরীর (আকাশশরীর বা সূক্ষ্মশরীর) করিয়া পরলোকে লইয়া যায়।"

সূ ৩৪। দেহসকল ঔপপাদিক ও সাধারণভেদে দ্বিবিধ। ঔপপাদিক দেহ পঞ্চভূতরূপ উপাদান লইয়া প্রাণশক্তিবলে উৎপন্ন হয়। আর প্রাণী দুইজনক বা একজনকের শরীরাংশ লইয়া সাধারণদেহ নির্ম্মাণ করে। মৃত্যুর পর যে সূক্ষ্মশরীরধারণ হয়, তাহা ঔপপাদিক দেহের উদাহরণ।

বিবরণ—পিতৃদেহের অংশে 'বীজজীব' (পরসূত্র দ্রষ্টব্য) অধিষ্ঠান করিয়া স্বসংস্কারানুরূপ সাধারণ দেহ নির্ম্মাণ করে। সাধারণত জঙ্গম-প্রাণীরা পিতৃদেহ হইতে ক্ষুদ্র এক বীজ প্রাপ্ত হয় আর স্থাবরপ্রাণীরা তাদৃশ ক্ষুদ্র বীজও পায় এবং বৃহত্তর শরীরাংশও পাইয়া দেহধারণ করে। বীজ হইতে ও শাখা হইতে উদ্ভিদের প্রজনন এবিষয়ের উদাহরণ। উদ্ভিদের ন্যায় জঙ্গমপ্রাণীদের কোন কোন জাতি পিতৃদেহের বৃহদংশ লইয়া স্বদেহ নির্ম্মাণ করে; যেমন অন্ত্রস্থ ফিতাকৃমি, পুরুভুজ (Hydra) প্রভৃতি।

টীকা—মনে হইতে পারে শাখা রোপিত হইয়া যে সব বৃক্ষ হয় তাহাদের জীব কে? ক্ষুদ্রাংশ লইয়া শরীরগঠনে যেমন পৃথক্ এক জীবের কার্য্য দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ। যেমন ক্ষুদ্র পিতৃবীজে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণী তাহাতে অধিষ্ঠান করে বৃহৎবীজরূপ শাখাতেও সেইরূপ অন্য এক জীব অধিষ্ঠান করে। যদি শাখার ভিতর প্ররোহের কারণভূত প্রচুর রস থাকে ও সহজে শুষ্ক না হয়, তবে সেইরূপ শাখাই বীজস্বরূপ হয়; যেমন সজিনা, জিওল আদির শাখা। তাহা না হইলে হয় না।

সূ ৩৫। সূক্ষ্মদেহের আয়ুক্ষয়ে দেহী পুনশ্চ স্থূলদেহ গ্রহণ করে। সূক্ষ্মদেহের আয়ু অসুষুপ্তি আর তাহার মৃত্যু বা পতন সুষুপ্তি বা স্বপ্নহীন নিদ্রা।

বিবরণ—মনঃপ্রধান অবস্থায় সঙ্কল্পন থাকিলেই দেহী জীবিত থাকিবে। সঙ্কল্পন না থাকিলে (স্বপ্নহীন নিদ্রার ন্যায় জড়ীভূত হইলে) তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঙ্কুচিত হইয়া সূক্ষ্ম পিণ্ডীভাব ধারণ করিবে। সেইরূপ হইয়াই দেহী স্থূললোকে আসিয়া স্থূলদেহধারণ করে। এই সূক্ষ্ম পিণ্ডীভূত অবস্থার নাম 'বীজজীব'। বীজে যেমন বৃক্ষজননশক্তি সম্পিণ্ডিতভাবে থাকে উহাতেও সেইরূপ দেহনির্ম্মাণশক্তি থাকে। ভ্রূণের প্রথমাবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গজননের মূল যে করণশক্তিসকল তাহারা তখন সঙ্কুচিত থাকে। তজ্জন্য ঐ বীজজীবের তাহা যথাযোগ্য প্রাথমিক শরীর হয়। পরে ক্রমশ বিকাশ হইতে হইতে শরীরকে পূর্ণবিকসিত করে (প্রথম পরিশিষ্টে সবিশেষ দ্রষ্টব্য)।

সূক্ষ্মশরীরের আয়ু স্থূলশরীরের আয়ু অপেক্ষা অনেক অধিক হইতে পারে (পঞ্চম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)। অসুষুপ্তিসংস্কার ও সুষুপ্তিসংস্কার পৃথক্ থাকে ও পৃথক্ উঠে। অসুষুপ্তি অবস্থা সুষুপ্তি অপেক্ষা অধিক প্রবল ও মৃত্যুরূপ ঘটনার দ্বারা প্রায়ই অগ্রে উঠে। অসুষুপ্তিসংস্কারে সঙ্কল্পন হয় ও সূক্ষ্মদেহ তদ্দ্বারা জীবিত থাকে। পরে জাগ্রতের পর নিদ্রার ন্যায় স্বাভাবিক নিয়মে সুষুপ্তির সংস্কার উঠিলে প্রেতের পতন বা মৃত্যু হয়। প্রেতদের সুষুপ্তি নাই বলিয়া উহাদের এক নাম অস্বপ্ন। শীঘ্র জন্মগ্রহণের ইচ্ছাদি হেতু থাকিলে শীঘ্র জন্মগ্রহণ হইতে পারে যেমন নিদ্রা আনয়নের ইচ্ছা থাকিলে অসময়ে নিদ্রা আনয়ন করা যায় (পঞ্চম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

টীকা—খশরীরীরা ভোগক্ষয়ে স্থূলদেহধারণের উপযোগী পিণ্ডীভূত

Krishna chandra college central Library

কর্ম্মসংস্কারসহ অতি সূক্ষ্ম রুদ্ধকরণ বীজজীবরূপে ইহলোকে (বা উপযুক্ত লোকে) পতিত হয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে তখন জীব শস্যাদির বীজকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু "অভোগেনৈব" থাকে * অর্থাৎ শস্যবীজ তাহাদের দেহ হয় না কিন্তু আধারমাত্র হয়। তথায় অতিথিরূপে থাকিয়া পরে উহা আকৃষ্ট হইয়া পিতৃশরীরে যায়। পক্ষী যেমন গাছে আশ্রয় লয় এবং তাহা ত্যাগ করে শস্যও বীজজীবের সেইরূপ আশ্রয়। শস্য আহারে বীজজীব কাহারও শরীরে যায় না আকৃষ্ট হইয়াই যায়।

যে গ্রহের ও যে গ্রহস্থ যে দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সংস্কার প্রবল তাহার দ্বারা জীব অজ্ঞাতসারে সেইদিকেই আকৃষ্ট হইয়া যায়। অন্তঃকরণের দিক্ হইতে দূর ও নিকট নাই। সংস্কারের সাদৃশ্যই সেইস্থলে নৈকট্য এবং বৈসদৃশ্য দূরত্ব। বীজজীব আশ্রয় পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। আশ্রয় সকলের মধ্যে যাহা স্বসংস্কারের অধিক সদৃশ সেইখানেই আশ্রয় লয়। চেষ্টা দুইরকম জ্ঞাতসারে চেষ্টা আর ঘুম ভাঙ্গার ন্যায় অজ্ঞাতসারে চেষ্টা। বীজজীবের আকর্ষণ অর্থে ঐরূপ আকর্ষণ (অপরিদৃষ্ট চেষ্টা) বুঝিতে হইবে।

কোনও বিরুদ্ধ বেগসংস্কারযুক্ত দ্রব্য যেমন মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যায় তেমনি সংস্কারের বিরুদ্ধতা থাকিলে জীব সেই বিরুদ্ধ সংস্কারযুক্ত জনকের দিকে আকৃষ্ট না হইয়া সদৃশ সংস্কারযুক্তের দিকে যায়। সংস্কার অপরিদৃষ্ট ক্রিয়া সেইজন্য ঐরূপস্থলে অপরিদৃষ্টভাবেই পার্থক্যের বোধ হইয়া থাকে। সাধারণ জীবেরা প্রায়ই পৃথিবীতে অথবা যে গ্রহের জীব সেই

* কৌষীতকি শ্রুতি বলেন "সোঽবাগ্‌গত স্থাবরান্ প্রবিশত্যভোগেনৈব ব্রজন্ স্থূল-শরীরমেতি স্থূলাৎ শরীরাৎ ভোগান্ অনুভুঙ্‌ক্তে" অর্থাৎ জীব নিম্নে আসিয়া শস্যাদিতে থাকে, তথায় অন্যাধিষ্ঠিত শস্যদেহের ভোগ না ভোগ করিয়া স্থূল শরীর পায় (পিতামাতা হইতে), সেই স্থূল শরীরে যাইয়া ভোগ করে।

গ্রহে আসা যাওয়া করিয়া থাকে। কেহ কেহ সৌরজগতের অন্যত্রও যাইতে পারে—অন্য কেহ ব্রহ্মাণ্ডময় যাইতে পারেন। ব্যাপী ধ্যান-যুক্তেরাই ঐরূপ হন নচেৎ সংকীর্ণ সংস্কারযুক্ত জীবেরা সংকীর্ণ গতি পায়।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যাহার শরীরে গেলে জন্মগ্রহণের সুযোগ ঘটিবে না সংস্কারের সাদৃশ্য থাকিলে বীজজীব তাহার অন্তঃকরণের দ্বারা আকৃষ্ট হইবে কি না। তদুত্তরে বক্তব্য যে—বীজজীব জন্মগ্রহণের জন্যই আকৃষ্ট হইয়া যায়, সেজন্য যেখানে জন্মগ্রহণের সুযোগ নাই সেখানে ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয় লোকের দ্বারা আকৃষ্ট হইবে। যেমন সৌরজগতের বাহিরের কোন বস্তুকে সৌরজগৎ আকর্ষণ করে—ঐরূপস্থলে আকর্ষক প্রধানত সূর্য্য কিন্তু অন্যগ্রহের নিকটস্থ হইলে তাহাতেই ঐ বস্তু আকৃষ্ট হইয়া পতিত হয় তদ্রূপ বীজজীব প্রধান আকর্ষকের দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও কারণবিশেষে ঘনিষ্ঠসম্পর্কিত অন্যের নিকট গিয়াও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। যথা ক ও খ দুই ভাই। ক অবিবাহিত ও ধনী এবং খ বিবাহিত ও গরীব। খ-র ছেলে ক-র বিষয় পাইল। বলিতে হইবে যে খ-র ছেলের ও ক-র ঐশ্বর্য্যসংস্কারের সাদৃশ্য ও আকর্ষণ আছে কিন্তু খ-র ঘরেই সুযোগ ঘটাতে জন্মগ্রহণ হইল।

সূ ৩৬। উদ্ভিদ, তির্য্যক্ ও পারলৌকিক জাতি উপভোগশরীরী জাতি। মানবজাতি কর্ম্মশরীরী জাতি।

বিবরণ—উপভোগশরীরী জাতিসকলে অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এই শ্রেণী চতুষ্টয়ের কোন এক বা দুই শ্রেণী অতিবিকসিত থাকে এবং অপর শ্রেণী অবিকসিত থাকে। অথবা উক্ত শ্রেণীস্থ পঞ্চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কতকগুলি অতিবিকসিত থাকে এবং অবশিষ্টগুলি অবিকসিত থাকে।

এই সূত্রের এক অপবাদ আছে। পারলৌকিক জাতির মধ্যে

Krishna chandra college central Library

সমাধিসিদ্ধ উচ্চশ্রেণীর দেবগণ যাঁহাদের সমাধিবল থাকাতে পুনরায় স্থূলশরীরগ্রহণ সম্ভবপর হয় না, তাঁহারা অবশিষ্ট চিত্তপরিকর্ম্ম শেষ করিয়া বিমুক্ত হন বলিয়া তাঁহাদের শুদ্ধ উপভোগশরীরী না বলিয়া ভোগ ও কর্ম্ম উভয়শরীরী বলা সঙ্গত।

টীকা—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস শ্রেণীর বাহ্যেন্দ্রিয়ের মধ্যে দৈব-জাতিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতিবিকাশ যথা সাংখ্যসূত্র "ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালাঃ"। পশুজাতিতে প্রায়ই নিম্ন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং উদ্ভিদে প্রাণশক্তির অতি-বিকাশ দেখা যায়। এইহেতু ঐ তিনজাতি উপভোগশরীরী। মানবেরা কর্ম্মশরীরী। কারণ তাহাদের সর্ব্বজাতীয় শক্তি তুল্যবল। পরসূত্র দ্রষ্টব্য।

সূ ৩৭। কোন শ্রেণীর কতকগুলি ইন্দ্রিয় যদি অন্যান্য অপেক্ষা অতি প্রবল হয় তবে জীবের করণচেষ্টা সেই প্রবলকরণের সম্পূর্ণ অধীনভাবে নিষ্পন্ন হয়। ঐরূপ করণবিকাশের অসামঞ্জস্যই জাতির উপভোগ-শরীরত্বের কারণ।

বিবরণ—প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন চেষ্টা ভোগভূত কর্ম্মমাত্র হইবে (২য় সূত্র দ্রষ্টব্য)। সুতরাং তাদৃশ অসমঞ্জস করণবিকাশযুক্ত শরীর উপভোগশরীর হইবে। অন্তঃকরণপ্রধান দেব ও নরকলোকবাসীরা ঐরূপ উপভোগশরীরী।

টীকা—দেবগণ অন্তঃকরণপ্রধান। শাস্ত্রে আছে ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের কার্য্য সিদ্ধ হয়। শ্রুতিতেও আছে "যত্রানুকামং চরণং ত্রিণাকে ত্রিদিবে দিবঃ।" অর্থাৎ তাঁহারা যদি মনে করেন শতক্রোশ দূরে যাইব অমনি তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর তথায় উপস্থিত হইবে (যেহেতু তাঁহাদের অন্তঃকরণ, সুতরাং ইচ্ছা, অতি প্রবল)। কিন্তু মানবের সেরূপ হয় না। তাহাদের ইচ্ছামাত্রেই গমন সিদ্ধ হয় না, কারণ তাহাদের গমনশক্তি

ইচ্ছার মত তুল্যবিকসিত বলিয়া ইচ্ছার তত অধীন নহে, দেবতাদের গমনশক্তি তাঁহাদের প্রবলবিকসিত ইচ্ছার যত অধীন। সুতরাং মানব মনোরথের পরও সেই কার্য্য করা উচিত কি অনুচিত তাহা বিচার করিয়া প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু দেবগণের (দেব অর্থে স্বর্গত মানুষ) ইচ্ছামাত্রেই কার্য্যসিদ্ধ হয় বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার ক্ষমতা থাকে না। তাই তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে ভোগভূত কর্ম্ম হইবে স্বাধীন কর্ম্ম হইবে না। সেইহেতু তাঁহারা উপ-ভোগশরীরী। তির্য্যক্ জাতিদের কাহারও গমনশক্তি অতিবিকসিত, কাহারও জননশক্তি অতিবিকসিত (যেমন পুত্তিকাদির রাজ্ঞী) তজ্জন্য ঐ প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া তাহাদের কার্য্য হয়। সুতরাং তাহারা উপভোগশরীরী। দেবগণের ন্যায় নারকগণও অন্তঃকরণপ্রধান এবং তাহারা প্রবল দুঃখে ক্লিষ্ট থাকে। তাহারা রুদ্ধেন্দ্রিয় এবং মনের আগুনেই পুড়িতে থাকে বলিয়া কোন স্বাধীন কর্ম্ম করিতে পারে না সেজন্য নারকশরীরকেও ভোগশরীর বলা হয়।

উপভোগশরীরী জীবেরা তাহাদের স্বাধীন কর্ম্মের দ্বারা অত্যল্প পরিমাণে নিজেদের উন্নতি বা অবনতি করিতে পারে এমন কি পারে না বলিলেও হয়। তাহারা কেবল অস্বাধীন আরব্ধশক্তির দ্বারা চেষ্টা বা ক্রিয়াফল ভোগ করিয়া যায় এবং স্বাভাবিক পরিণামক্রমে আত্মগত উৎকর্ষাভিমুখ বা অবকর্ষাভিমুখ বিকাশের যথাযোগ্য নিমিত্তজনিত উদ্রেকে তাহাদের উন্নতি বা অবনতি হয়। মানবেরা কর্ম্মশরীরী। তাহারা স্বেচ্ছার দ্বারা কর্ম্ম করিয়া নিজেদেরকে অনেক উন্নত বা অবনত করিতে পারে। তজ্জন্য মানবজাতি অতি পরিণামপ্রবণ। পশুরা মানবসহবাসে কখনও মানবত্ব পায় না; কিন্তু মানবশিশুর পশুসহবাসে পশুত্বপ্রাপ্তি অবিরল ঘটনা নহে। মানবজাতিতে, উপভোগশরীরী জীবের তুলনায়,

Krishna chandra college central Library

জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ তুল্যরূপে বিকসিত। মহাভারত বলেন "রাজসৈস্তামসৈঃ সত্ত্বৈর্যুক্তো মানুষ্যমাপ্নুয়াৎ।" অর্থাৎ রাজস, তামস ও সাত্ত্বিকভাবযুক্ত হইয়া (কোন একটীর আধিক্য না হইয়া) মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যে তিনজাতীয় করণশক্তি তুল্যবল বলিয়া তাহাদের স্বাধীন কর্ম্মে অধিকার। অতএব "প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্ম্ম-লক্ষণাঃ।" (মহাভারত)

সূ ৩৮। সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বশ্রেণীস্থ সকল করণের বিকাশের তুল্যতা বা সামঞ্জস্যহেতু মানবশরীর কর্ম্মশরীর। মানবের করণসকলের বিকাশের সামঞ্জস্য পারলৌকিক ও তির্য্যক্‌জাতীয় প্রাণীর করণবিকাশের সহিত তুলনায় জানা যায়।

বিবরণ—এ বিষয় পূর্ব্ব সূত্রের বিবরণে ও টীকায় বিশদ করা হইয়াছে মনুষ্য পুরুষকারের দ্বারা আহার, নিদ্রা, প্রাণ প্রভৃতি সমস্ত জয় করিতে পারে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিরাহারে প্রাণত্যাগ করিতেও পারে। ভোগ-শরীরীদের পূর্ব্বকর্ম্ম পরকর্ম্মকে অল্পই ভিন্নরূপে আকারিত করিতে পারে। কর্ম্মশরীরীদের তাহা প্রকৃষ্টরূপে আকারিত করিতে পারে এমন কি নিরাকারিতও করিতে পারে। তির্য্যক্, উদ্ভিদাদির ঐরূপ ক্ষমতা নাই কারণ উহারা প্রবলভাবে বিকসিত কোন কোন করণশক্তির বশীভূত। মনুষ্য সেরূপ নহে। অবশ্য মনুষ্যের মধ্যে যাহারা প্রবৃত্তির দাস তাহাদের পুরুষকার কম। কিন্তু তাহাদেরও পুরুষকার করিবার সামর্থ্যের বীজ আছে বলিতে হইবে কারণ কোন কোন মনুষ্য উহা করিতে পারে। আর মনুষ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারে বা ইচ্ছা করিলে মনকে সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারে। স্বপ্নবৎ মনঃপ্রধান প্রেতজাতিরা তাহা পারে না। তাহাদের মধ্যে কেহ হয়ত যাহা সঙ্কল্প করিতেছে তাহার আংশিক বা পূর্ণপ্রাপ্তি ঘটিয়া সুখী (অর্থাৎ সুখের সম্যক্ বশ) হইয়া

চিত্তসংযমে অসমর্থ। আবার কেহ বা ইচ্ছার ব্যাঘাতে দুঃখী (মনে অদমনীয় পূর্ব্বস্মৃতির ভীষণ প্রবাহে অবশ) হইয়া মনঃসংযমে অসমর্থ। মানুষের মন ঐরূপ নহে।

টীকা—নিরয়দুঃখ কিরূপ তাহা যদি কেহ অনুভব করিতে চান তবে এইরূপ করিবেন। ঘুম আসার সময় যখন শরীরেন্দ্রিয় জড় ও রুদ্ধ হইয়া আসিবে তখন মনে করিতে হইবে আমি মৃত হইলে চিরকালের জন্য এইলোক ছাড়িয়া যাইব। ঠিক এইরকম আর কখনও দেখিতে পাইব না। তখন বাহ্যরুদ্ধত্বহেতু নিজের আশ্রয় নাই বোধ হইবে, ভীষণ অরমণীয় একাকীত্ব বোধ হইবে ও তাহাতে প্রগাঢ় বিষাদ আসিবে। উহার নিরয়দুঃখের আস্বাদ। কুকর্ম্ম অনুসারে অল্পাধিককাল উহার ভোগ হইতে পারে।

স্বর্গসুখের আভাস পাইতে হইলে অভ্যাসের দ্বারা স্বপ্নেও আত্মস্মৃতি অর্থাৎ 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এই স্মৃতি আনিতে পারিলে তখন পৃথিবী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে যাইতেছি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। তাহাতে সাফল্য অনুসারে অল্পাধিক আনন্দ আসিবে। উচ্চ স্বর্গসুখের আস্বাদ হৃদয়ে ধ্যানের দ্বারা আনন্দলাভ করিলে বুঝা যাইবে।

মেস্‌মারাইজ করিয়া পিছন দিক্ হইতে এরূপ পাস্ দিতে হয় (দুই পাশে নীচে হইতে উপরের দিকে) যেন আবিষ্ট ব্যক্তিকে উচ্চে চন্দ্রাদি-লোকে তুলিয়া দিতেছি। তাহাতে আবিষ্টব্যক্তির স্বর্গীয় আনন্দ হয়। আর শরীরে ফিরিয়া আসিতে চাহে না এমন কি ফিরাইয়া আনিলে গালি দেয়। ইহা অবশ্য অবিষ্টব্যক্তিই অনুভব করে।

Krishna chandra college central Library

সপ্তম অধ্যায়। আয়ু।

সূ ৩৯। ভোগসহ দেহরূপ কর্ম্মফলের অবস্থিতিকালের নাম আয়ু। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহেরই আয়ু কর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হয়।

বিবরণ—ফলের কাল যদি আয়ু হইল তবে উক্ত ফলদ্বয়ের উল্লেখে আয়ুও উক্ত হইবে; অতএব তাহা স্বতন্ত্র ফলরূপে গণনা করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তর এই যে—জাতি ও ভোগের অবস্থিতির সময়ের হেতুভূত উপযুক্ত শারীরিক উপাদান জন্মের সঙ্গেই উদ্ভূত হইবার অবশ্য কারণ থাকিবে। যেমন কর্ম্মবিশেষে মানবজাতি ও তদনুযায়ী সুখদুঃখভোগ প্রাপ্ত হওয়া গেল কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল থাকিবার হেতুভূত স্বল্পজীবী বা চিরজীবী শরীর যে সংস্কারবিশেষ হইতে হয় তাহাই আয়ু। এখানে স্থূলশরীরের আয়ুর কথা বলা হইতেছে। সূক্ষ্মশরীরের আয়ুর বিষয় ৩৫ সূত্রে ও পঞ্চম পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মের দ্বারা সংস্কার সঞ্চিত হয় আর সঞ্চিত সংস্কার হইতে কর্ম্মফল হয়। তাহাতে জাতিহেতু কর্ম্মের ফলে জাতি এবং ভোগহেতু কর্ম্মের ফলে ভোগমাত্র হয়। কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ দীর্ঘকাল বা অল্পকাল থাকিবার যাহা কারণ সেই বিশেষ সংস্কারই আয়ুরূপ কর্ম্মফলের হেতু। ইহা জন্মকালেই প্রাদুর্ভূত হয়।

সূ ৪০। জন্মকালে আয়ুর প্রাদুর্ভাব সাধারণ উৎসর্গ বা নিয়ম। কিন্তু দৃষ্টজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দ্বারা আয়ুর পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সেইরূপ জাতির এবং ভোগেরও ভেদ হইতে পারে।

বিবরণ—প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম করিলে দৃষ্টজন্মবেদনীয় আয়ুর্বৃদ্ধিরূপ ফল হয়। সেইরূপ আয়ুক্ষয়কর কর্ম্মের ফলও ইহজীবনে দেখা যায়। চিররুগ্ন ব্যক্তিরা দুঃখে পড়িয়া অনেক আয়ুষ্কর কর্ম্ম করে। তাহা ইহজীবনে

ফলীভূত হইতে না পারিলে পরজীবনে ফলীভূত হয়। স্বাস্থ্যবিষয়ে বুদ্ধি-মোহ অনেক স্থলে চিররুগ্নতার কারণ।

সূ ৪১। কর্ম্মের বিপাক প্রবল হইলে তাহা প্রাণীকে বিপাকের সাধক ঘটনার দিকে লইয়া যায় কিন্তু বাহ্যঘটনা প্রবল হইলে তাহা আমাদের অপ্রবল কর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিপক্ক করায় (বৌদ্ধদের অপরাপরীয় কর্ম্ম অনেকটা এইরূপ)। এই নিয়ম আয়ুক্ষয় বিষয়ে অনেক স্থলে প্রযোজ্য হয়।

বিবরণ—অনেক প্রাণীর একই সময়ে একইরূপে মৃত্যু দেখিয়া শঙ্কা হয় যে কিরূপে অত প্রাণীর একই প্রকার ঘটনায় একই কালে আয়ুক্ষয় ঘটিল। যেমন ভূমিকম্পে হঠাৎ বিশহাজার বা জাহাজডুবিতে দুইহাজার মরিল। পৃথিবীর পৃষ্ঠ বহুবার বিধ্বস্ত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বহুপ্রাণী একই কালে মৃত হইয়াছে। পরন্তু প্রলয়কালে সবপ্রাণী মৃত হয়। ইহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বুঝা আবশ্যক। আমরা সকলে ব্রহ্মাণ্ডবাসী সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মেরও অধীন। আমাদের কর্ম্মও সুতরাং কতকপরিমাণে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মে নিয়মিত। যেমন প্রজা নিজের সম্পত্তিতে স্বাধীন হইলেও রাজ্যের নাশে নষ্টসম্পদ্ হয়, সেইরূপ। আর আমাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার পীড়াভোগকে ও সর্ব্বপ্রকার মৃত্যুকে ঘটাইবার কারণ সর্ব্বদা অপ্রবলভাবে বর্ত্তমান আছে। বিশেষত শরীরাদিতে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ আদি রহিয়াছে তাহাতে সর্ব্ববিধ দুঃখ ঘটিবার কারণ সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে। যেমন পুত্র নিজের কর্ম্মের ফলে নষ্টায়ু হইয়া মরে; কিন্তু তাহাতে রাগজনিত কর্ম্মসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া মাতাপিতার দুঃখভোগ ঘটায়। এতাদৃশ স্থলে প্রবল বাহ্যঘটনায় অপ্রবল কর্ম্মকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার ফল ঘটায়। ঐরূপ ক্ষেত্রেও সুখদুঃখভোগ স্বকর্ম্মের ফলেই হয়

Krishna chandra college central Library

কেবল সেই কর্ম্ম অপ্রবল বলিয়া তাহা স্বত উদ্বুদ্ধ হয় না প্রবল বাহ্য ঘটনার দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয়। মৃত্যুর হেতু কোন বাহ্যঘটনা (যেমন ভূমিকম্পাদি) যদি প্রবল না হয় তবেই কর্ম্মের নিয়তবিপাকে (২৩ সূত্রের টীকা দ্রষ্টব্য) মৃত্যু ঘটায় আর বাহ্য ঘটনা প্রবল হইলে সেই হেতুর দ্বারা অনুরূপ কর্ম্ম ব্যক্ত হইয়া বিপক্ক হয়। বাহ্য ঘটনা আমাদের কর্ম্মের দ্বারা হয় না কারণ কর্ম্মের বিপাক শরীরাদির উপরই ঘটে বাহ্যদ্রব্যের উপর নহে। বাহ্য ঘটনা প্রবল হইলে তাহা আমাদের মধ্যস্থ অপ্রবল কর্ম্মকেও উদ্বুদ্ধ করে। আর অত্যন্ত প্রবল কর্ম্ম থাকিলে তাহা প্রাণীকেই নিজের বিপাকের অনুকূল বাহ্যঘটনার দিকে লইয়া যায় বা স্বতই বিপক্ক হইয়া আয়ুক্ষয়াদি ঘটায়।

পুরুষকার বা জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় হয়। ব্রহ্মাণ্ডের অধীনতাও সেইরূপ তাহার দ্বারা অতিক্রম করা যায়। সমাধির দ্বারা চিত্ত নিরোধ করিলে ব্রহ্মাণ্ডের অতীত হওয়া যায় সুতরাং তখন ব্রহ্মাণ্ডের অধীনতা থাকে না। তখন "মায়ামেতাং তরন্তি তে"।

টীকা—মৃত্যু শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা উহা হয় না। মৃত্যু অসংখ্যপ্রকারে হইতে পারে। তন্মধ্যে কোন্ প্রকারে মৃত্যু ঘটিবে তাহারই হেতু প্রবল বাহ্যঘটনা অথবা স্বকর্ম্ম। মৃত্যুহেতু প্রবল কর্ম্ম থাকিলে তদ্দ্বারা মৃত্যু ঘটিতে পারে। প্রবল বাহ্যকারণেও সেইরূপ উহা ঘটিতে পারে। শরীর ক্ষীণ হইয়া গেলে সামান্য কারণেও উহা ঘটিতে পারে। ক্ষীণ হওয়া অবশ্য কর্ম্মের দ্বারা হইবে।

অষ্টম অধ্যায়। ভোগফল।

সূ ৪২। সুখ ও দুঃখবোধ কর্ম্মসংস্কারের ভোগফল। যাহা অভিমত বিষয়ের অনুকূল, সেইরূপ ঘটনায় সুখবোধ হয়। যাহা তাদৃশ বিষয়ের প্রতিকূল, তাহা হইতে দুঃখ বোধ হয়।

বিবরণ—অভিমত বিষয় দ্বিবিধ; অনির্ণেয় ও নির্ণেয়। অনির্ণেয় বিষয়, যেমন মাতার নিকট পুত্র কি কি বিশেষ গুণে মাতার অভিমত তাহা অনির্ণেয়। নির্ণেয় বিষয় যথা ক্ষুধার্ত্তের নিকট অন্ন ক্ষুধাশান্তিরূপ বিশেষ ও নির্ণীত গুণের জন্য অভিমত।

মোহ বা স্ফুট সুখদুঃখহীন বেদনাও ভোগফল। তাহা ইষ্ট হইলে সুখের ও অনিষ্ট হইলে দুঃখের অন্তর্গত ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুখ দুঃখ দ্বিবিধ—মানস ও শারীর। মানস সুখের নাম সৌমনস্য ও দুঃখের নাম দৌর্ম্মনস্য। শারীর সুখ—স্বাস্থ্য-স্বাচ্ছন্দ্য এবং দুঃখ—পীড়া। মনের ও শরীরের অভিমত ও অনভিমত ঘটনা হইতে উহারা হয়। মনের অভিমত = প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি যাহা অভীষ্ট তাহা ঘটা। শরীরের অভিমত = শরীরের যেরূপভাবে থাকা অর্থাৎ শরীরযন্ত্রের যেরূপ ক্রিয়া সহজ তাহাই তাহার স্বাচ্ছন্দ্য। সুখকর ক্রিয়া অবাধ, কারণ তাহাতে অতিক্রিয়া নাই। তাই সুখের দিকে প্রবৃত্তি হয়। দুঃখকর ক্রিয়ায় বাধা অধিক, তাই তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না। বৈরাগ্যের দ্বারা সমস্ত অবাধ হয় তাই "বৈরাগ্যং পরমং সুখম্।"

টীকা—অনির্ণেয় অভিমত বিষয় = যে বিষয়ে স্বতই (বিচারাদির দ্বারা দোষগুণ বিবেচনার অপেক্ষা না করিয়া) প্রবৃত্তি হয় তাদৃশ বিষয়। যেমন তপোবনে ভরতকে দেখিয়া দুষ্মন্তের হইয়াছিল।

সূ ৪৩। সুখই জীবের ইষ্ট। অতএব ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের

Krishna chandra college central Library

অপ্রাপ্তি সুখের হেতু। সেইরূপ ইষ্টের অপ্রাপ্তি ও অনিষ্টের প্রাপ্তি দুঃখের হেতু। প্রাপ্তি অর্থে সংযোগ। ইষ্টের ও অনিষ্টের প্রাপ্তি দুই প্রকার। প্রথম, সাংসিদ্ধিক ও দ্বিতীয়, আভিব্যক্তিক। যাহা জন্মকাল হইতে অভিব্যক্ত থাকে তাহা সাংসিদ্ধিক আর যাহা পরে অভিব্যক্ত হয় তাহা আভিব্যক্তিক।

সূ ৪৪। উক্ত দ্বিবিধ ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তি পুনশ্চ দ্বিবিধ; স্বতঃ ও পরতঃ। যাহা নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা ও উদ্যম প্রভৃতির বৈশারদ্য এবং অবৈশারদ্য হইতে হয় তাহা স্বতঃ। যাহা নিজের প্রকৃতিগত ঈশ্বরতা (যে গুণের দ্বারা ইষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে), নির্মৎসরতা, অহিংস্রতা প্রভৃতির দ্বারা অপর ব্যক্তির মৈত্রী, উপচিকীর্ষা প্রভৃতির, অথবা নিজের অনীশ্বরতা, মৎসরতা, হিংস্রতা প্রভৃতির দ্বারা অন্যের দ্বেষ, অপচিকীর্ষা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া সংঘটিত হয়, তাহা পরতঃ।

বিবরণ—কোন কোন লোককে সকলেই ভালবাসে আর কাহাকে কেহই দেখিতে পারে না। এইরূপ প্রিয় ও অপ্রিয় হওয়া পূর্ব্ব জন্মের মৈত্র্যাদি কর্ম্মের ফল।

সূ ৪৫। ইষ্টপ্রাপ্তির প্রধানহেতু উপযুক্ত শক্তি। অতএব শক্তির বৃদ্ধিতে ইষ্টপ্রাপ্তিরও বৃদ্ধি, সুতরাং সুখেরও বৃদ্ধি হয়।

বিবরণ—শক্তি অর্থে সমস্ত করণশক্তি। যথা—অন্তঃকরণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি। শক্তির বৃদ্ধি অর্থে প্রকৃতি ও পরিমাণ উভয়ত উৎকর্ষ। যেমন গৃধ্রের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও মনুষ্যের মত উৎকৃষ্ট নহে।

কর্ম্ম বা করণচেষ্টা পুনঃ পুনঃ হইলে সেই সঞ্চিত সংস্কার শক্তিস্বরূপ হইয়া তাদৃশ চেষ্টাকে কুশলতার সহিত নিষ্পন্ন করে। যেমন পুনঃপুনঃ বর্ণমালার লিখনচেষ্টার সংস্কার সঞ্চিত হইয়া লিখনশক্তি জন্মে। অর্থাৎ

তাহাতে হস্তশক্তি লিখনরূপ অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া পরিণত হয়। কর্ম্মজনিত এই করণশক্তির পরিণাম সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিনপ্রকার। সাত্ত্বিক-পরিণামকারী চেষ্টার নাম সাত্ত্বিক কর্ম্ম, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মও সেই সেইরূপ পরিণামজনক। সাত্ত্বিক শক্তিই ঐশ্বর্য্য নামক গুণ; কারণ উহার দ্বারাই অধিকতর ইষ্ট সিদ্ধি হয়। রাজসিক ও তামসিক শক্তিতে অর্থাৎ শক্তির রাজস ও তামস অংশে ইষ্টসিদ্ধিকে বাধা দেয়। উত্তম জ্ঞানশক্তির দ্বারা ও দৃঢ় অচঞ্চল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কর্ম্মশক্তিকে নিয়োগ করিলেই কর্ম্মসিদ্ধি সম্যক্ হয়। অজ্ঞান ও অধিক চাঞ্চল্যে সেরূপ হয় না।

সূ ৪৬। বাহ্যকরণসকলের নিয়ন্তৃত্বহেতু অন্তঃকরণ বাহ্যকরণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। বাহ্যকরণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা ও কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণ অপেক্ষা শ্রেয়।

বিবরণ—যে জাতিতে যত শ্রেষ্ঠকরণসকলের অধিক বিকাশ, সেই জাতি তত উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট জাতিতে উৎকৃষ্টশক্তির সংযোগ হয় সুতরাং তাহাই জীবের সমধিক উৎকৃষ্ট-সুখকর ও অভীষ্ট। প্রত্যেক জাতিতে করণশক্তিবিকাশের একটী সীমা আছে। সুতরাং সেইসকল শক্তি সুখসাধনে প্রযুক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সুখোৎপাদন করিতে পারে। অতএব যদি সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সুখ ইষ্ট হয় তবে সেই জাতীয় করণশক্তির অত্যধিক চেষ্টাতেও (বা কর্ম্মের দ্বারা) ইষ্টপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই। গুণসকলের অভিভাব্যাভিভাবকত্বস্বভাবহেতু কোন এক গুণীয় কর্ম্মের অত্যধিক আচরণ হইলে সেই গুণের অভিভব হইয়া সাক্ষাৎ ফলপ্রদান করে না, এইজন্য কোন বিষয়ের অধিক অযুক্ত আকাঙ্ক্ষা বা লৌল্য করিলে তাহার প্রাপ্তি ঘটে না। আকাঙ্ক্ষা করা কেবল ইষ্টপ্রাপ্তির কল্পনা করা মাত্র। কল্পনায় ইষ্টপ্রাপ্তির বা সাত্ত্বিকতার

Krishna chandra college central Library

বা ঈশ্বরতার অতিভোগ হইলে বাস্তবিক ইষ্টপ্রাপ্তির সময় উপযোগী সাত্ত্বিকতার অভিভব হইয়া প্রাপ্তি ঘটে না। প্রচলিত প্রবাদ আছে যে অভীষ্ট বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কল্পনা করিতে নাই। সাত্ত্বিকতার লক্ষণ "ইষ্টানিষ্টবিষয়াণাং কৃতানামবিকত্থনা" অর্থাৎ ইষ্টানিষ্টবিষয়ের ও পূর্ব্বকৃতবিষয়ের অতিচিন্তা না করা সাত্ত্বিক কর্ম্মের এক লক্ষণ। তাহার বিপরীত রজ ও তমোগুণের লক্ষণ। অতএব অতিচিন্তা রাজস, ও ইষ্টপ্রাপ্তির ব্যাঘাতকারী।

আমাদের জীবন প্রধানত আকাঙ্ক্ষাবহুল। সেই আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিলে সেই সংযমের দ্বারা শক্তিসঞ্চিত হইয়া আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধি করায় যেমন লাফাইতে হইলে পিছনদিকে সরিয়া বেগসঞ্চয় করিতে হয়, এই নিয়মও তদ্রূপ। তজ্জন্য আমাদের প্রবৃত্তিবহুল জীবনে সংযম (দানাদিও এক প্রকার সংযম) কামনাসিদ্ধিকর বা সুখকর।

সূ ৪৭। সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইতে সুখ হয়। রাজস ও তামস কর্ম্ম হইতে দুঃখ হয়। তামস কর্ম্মের ফল প্রধানত মোহ; তাহা অনিষ্ট বলিয়া তাহা হইতেও দুঃখ হয়।

বিবরণ—প্রকাশ ও সত্তার অনুগত কর্ম্ম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। প্রকাশের অনুগত অর্থে যথার্থ বুদ্ধি ও বিবেচনাপূর্ব্বক এবং সত্তার অনুগত অর্থে ইষ্টপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত, এরূপ কর্ম্মই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। অতএব যে যুক্ত-কল্পনাবতী ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে বা যাহা ফলীভূত হয় তাহা সাত্ত্বিক। সেইরূপ যে বিবেচনা যথার্থ হয় তাহাও সাত্ত্বিক। সমস্ত চেষ্টা সম্বন্ধে এই নিয়ম। যে ইচ্ছা কল্পনাবহুল এবং স্বল্পপ্রাপ্তিকরী তাহা পূর্ব্বোক্তের তুলনায় রাজসিক। যে ইচ্ছা অযুক্তকল্পনাবতী অর্থাৎ যাহাতে যেরূপ পাইবার কল্পনা থাকে কাজে তাহার উল্টা হয় বা যাহা সফল হয় না তাহা তুলনায় তামসিক। বিবেচনাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ।

সত্ত্বগুণ ও সুখ এবং রজ ও তমোগুণ এবং দুঃখ ইহাদের সম্বন্ধ উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। সুখের দিকে আমাদের প্রবৃত্তি হয়। যেদিকে বাধা কম সেই দিকে প্রবর্ত্তনা হয়। কর্ম্মকে বাধা দেয় জড়তা বা তম। অতএব তম বা জাড্য কম থাকিলে সে বিষয়ে সহজে প্রবর্ত্তনা হয়। আরও কর্ম্মকে বাধা দেয় বিপরীত ক্রিয়া। সুতরাং যে অবস্থায় বিপরীত ক্রিয়া বেশী সেই দিকে প্রবর্ত্তনা কষ্টকর বা বহু আয়াসসাধ্য অর্থাৎ ক্রিয়াধিক্যসাধ্য সুতরাং অসুখকর। ক্রিয়াবাহুল্য রজোগুণের লক্ষণ অতএব রাজস অবস্থার কর্ম্মে সুখ নাই। ইহাতে বুঝা গেল যে, যে অবস্থায় ক্রিয়ার বাহুল্য ও জড়তার বাহুল্য সেই অবস্থায় সহজ প্রবর্ত্তনা বা সুখ হয় না। ইহার উদাহরণ অন্য অনেকস্থলে দেওয়া হইয়াছে। ক্রিয়া ও জড়তা কম থাকিলে সে অবস্থায় প্রকাশই অধিক থাকিবে। ইহাই প্রকাশশীলতার বা সত্ত্বের সহিত সুখের সম্বন্ধ। যে অবস্থায় আয়াস কম কিন্তু জড়তাবিরোধী প্রকাশ বা বোধ স্ফুট তাহাই সুখের স্বরূপ। সুখ যে প্রস্ফুটবোধ তাহা সকলেরই অনুভূত বিষয়। বোধ প্রস্ফুট হওয়া অর্থে ক্রিয়া ও জড়তা কম হওয়া; তাই সুখ সত্ত্বপ্রধান বা সাত্ত্বিক, আর দুঃখ ক্রিয়াপ্রধান বা রাজস ও মোহ আবরণ-প্রধান বা তামস। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মে সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের নিম্নলিখিত লক্ষণ আছে। সাত্ত্বিকভাবসকলের লক্ষণ এই—সত্ত্ব বা ধৈর্য্য, আনন্দ, উদ্রেক (ঐশ্বর্য্য ও ইচ্ছার অনভিঘাত), প্রীতি, প্রাকাশ্য (করণের নির্ম্মলতা), সুখ, শুদ্ধিত্ব, আরোগ্য (শারীরিক সত্ত্ব), সন্তোষ, শ্রদ্দধানতা, অকার্পণ্য বা অদৈন্য, অসংরম্ভ (অমন্যু বা অক্রোধ), ক্ষমা, ধৃতি (ধৈর্য্য), অহিংস্রতা, সমতা, সত্য, আনৃণ্য (লোকের নিকট ধার লওয়া বা সহায়তা লওয়ারূপ পারবশ্যে রুচিশূন্যতা), মৃদুতা, হ্রী (পাপে লজ্জা), অচপলতা, শৌচ, সরলতা, সদাচার, অলৌল্য (বিষয়ে লোলুপ্যশূন্যতা),

Krishna chandra college central Library

হৃদয়ে অসম্ভ্রম (সর্ব্বদা আত্মস্থিতত্ব বা self-possession), ইষ্টবিষয়ের বা অনিষ্টবিষয়ের বা বিযুক্ত ও পূর্ব্বকৃতবিষয়ের অবিকল্পনা (অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের অতিচিন্তারাহিত্য), দানের দ্বারা আত্মগ্রহণ (যশো-মানাদির পরবশ না হইয়া আত্মোপমায় যে দান), অস্পৃহত্ব, পরার্থপরতা এবং সর্ব্বভূতে দয়া। ঐ সকল কর্ম্ম বা ভাব যে সুখকর, স্থির ও নির্ম্মল-বুদ্ধির কার্য্য (সত্ত্বের লক্ষণ) তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। রজোগুণের প্রাধান্য যে কর্ম্মে তাহাদের লক্ষণ এই—রূপে, ঐশ্বর্য্যে ও বিগ্রহে (বিবাদে) প্রীতি, অত্যাগিত্ব, অকারুণ্য, সুখদুঃখের উপসেবন (দুঃখসাধ্য কার্য্যের দ্বারা কিছু সুখলাভের উত্তমপ্রিয়তা), পরের অপবাদে রতি, বিবাদের সেবন, অহংকার, পরকে অসৎকার, অতিচিন্তা (worry), বৈরোপসেবন (বৈরভাব পোষণ করিয়া সুখ পাওয়া), পরিতাপ, অভিহরণ (পরস্বহরণে রুচি), হ্রীনাশ (নির্লজ্জতা), অসরলতা, ভেদ (ঐক্য করিতে না পারা), পরুষতা, কাম, ক্রোধ, মদ (প্রমত্ততা), দর্প, দ্বেষ এবং অতিবাদ (অধিক বাক্য বলিতে রতি)। এই সকল কর্ম্ম যে অধিকতর দুঃখকর এবং প্রবৃত্তিবহুল চঞ্চল বুদ্ধির কার্য্য তাহা সুস্পষ্ট। তমঃপ্রধান কর্ম্মের লক্ষণ এই—ভক্ষণাদিতে অভিরোচন (উদরপরায়ণতা), ভোজনে অপর্য্যাপ্তি, পেয়েতে অতৃপ্তি, বিহারে শয়নে ও আসনে সুগন্ধ-প্রিয়তা (ঘ্রাণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে তামস। পশুদের ঘ্রাণ প্রবল। তজ্জন্য গন্ধপ্রিয়তা তামস। তামসপ্রকৃতির মনুষ্যের যেসকল গন্ধ সুপ্রিয় হয়, সাত্ত্বিকপ্রকৃতির তাহা হয় না), দিবানিদ্রায়, অতিবাদে ও প্রমাদে (মত্ত হইয়া বিষয় ব্যাপারে) রতি ; নৃত্য, বাদ্য ও গীতে মূঢ়ভাবে শ্রদ্ধধানতা (অর্থাৎ ঐ সবই যে সার এরূপ বুদ্ধি) এবং ধর্ম্মে বিদ্বেষ। এতাদৃশ কর্ম্ম যে বুদ্ধিমোহজনিত এবং পরিণামে মহা দুঃখকর তাহা বলা বাহুল্য।

টীকা—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস বিবেচনাদির উদাহরণ যথা :—ক, খ ও গ তিনজন বণিক। ক বিবেচনা করিয়া যে দ্রব্য ক্রয় করিল তাহা হইতে পরে প্রভূত লাভ করিল। ক এর সেই বিবেচনা সাত্ত্বিক অর্থাৎ সেই সময়ে পূর্ব্বকর্ম্মের ফলস্বরূপ সাত্ত্বিকতা তাহার চিত্তে উদিত ছিল এবং বিবেচনায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। সত্ত্বগুণ প্রকাশশীল বলিয়া তাহার বিবেচনা যথার্থ হইল। খ যে দ্রব্য ক্রয় করিল তাহাতে সে যেরূপ বিবেচনা করিয়াছিল সেরূপ লাভ না হইয়া স্বল্পপরিমাণে লাভ হইল। অতএব খ এর বিবেচনা সেই সময়ে পূর্ব্বকর্ম্মজ রাজসিকতার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট ছিল বলিতে হইবে। তাহার কল্পনা যত বহুল ছিল ফল তত বহু হইল না। গ যে দ্রব্য বিবেচনা করিয়া ক্রয় করিল এবং তাহাতে যেরূপ লাভ করিবে বিবেচনা করিয়াছিল ফলে ঠিক তাহার বিপরীত হইল। অতএব তাহার সেই সময়কার বিবেচনা তামসিক ছিল বলিতে হইবে। তমোগুণের উদ্রেকে তাহার বিবেচনা নিষ্ফল বা বিপরীত ফলপ্রদ হইল। বিবেচনা সফল ও নিষ্ফল হইবার অবশ্য কারণ থাকিবে। বিবেচনা সত্য হইলে কি কারণে তাহা সত্য হইবে ? অবশ্য বলিতে হইবে তৎকালিক বুদ্ধির নির্ম্মলতার বা সাত্ত্বিকতার জন্য। বুদ্ধির অনির্ম্মলতা চাঞ্চল্য। তজ্জন্য কোন বিবেচনা সম্যক্ সত্য না হইলে বলিতে হইবে ঐ চাঞ্চল্য বা রাজসিকতার জন্যই উহা হইয়াছে। আর জড়তা বা তৎকালিক বুদ্ধিমান্দ্যের জন্য অসত্য হইলে বলিতে হইবে তামসিকতার জন্য উহা হইয়াছে।

সূ ৪৮। ইচ্ছাপূর্ব্বক জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইচ্ছা দুই প্রকারের হয় ; প্রথম, বিবেচনা বা বিচারপূর্ব্বক ও দ্বিতীয়, স্বারসিক নিশ্চয়-পূর্ব্বক। বিদিতমূলক নিশ্চয়ের নাম বিবেচনাপূর্ব্বক ও বিচারপূর্ব্বক

Krishna chandra college central Library

নিশ্চয়, আর যে নিশ্চয় মনে স্বতঃ হয়, যাহার কোন নির্ণীত হেতু বিদিত হওয়া যায় না তাহা স্বারসিক নিশ্চয়।

বিবরণ—পূর্ব্বসূত্রে বিবেচনার ত্রিগুণত্ব যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে স্বারসিক নিশ্চয়েরও সেইরূপ ত্রিগুণত্ব আছে। যে স্বারসিক নিশ্চয় ফলে যথার্থ হয় তাহা সাত্ত্বিক, যাহা কতক পরিমাণে যথার্থ হয় তাহা রাজসিক, যাহা বিপরীত হয় তাহা তামসিক।

টীকা—দূরস্থ আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিলে যে অনেকের দৌর্ম্মনস্য অথবা মৃত্যুজ্ঞান হইতে দেখা যায় তাহা স্বারসিক নিশ্চয়ের উদাহরণ। অনেক ব্যক্তি যে আকস্মিক নিশ্চয়ের ফলে নৌকারোহণাদি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিপদাদি হইতে উত্তীর্ণ হয় দেখা যায় তাহা স্বারসিক নিশ্চয়ের সাত্ত্বিকতার উদাহরণ। নির্বিপদ মনে করিয়াও যে অনেকে বিপদগ্রস্ত হয় তাহা স্বারসিক নিশ্চয়ের তামসিকতার উদাহরণ। যেমন সুচিন্তার মধ্যে হঠাৎ কুচিন্তা আসিতে পারে তেমনি কোন বিষয়ের সাত্ত্বিক বিবেচনাদির পরই রাজস, তামস বিবেচনাদি আসিতে পারে। এক বণিক চাল কিনিয়া লাভ করিলে তাহার সেইক্ষণের বিবেচনা সাত্ত্বিক ছিল বলিতে হইবে। তাই বলিয়া তৎপরের বিবেচনা সাত্ত্বিক না হইতে পারে। তৎপরেই ডাল কিনিয়া ঠকিতে পারে।

সূ ৪৯। সুখ ও দুঃখ ত্রিবিধ; (১) সদ্ব্যবসায়জাত, (২) অনুব্যবসায়জাত ও (৩) রুদ্ধব্যবসায়জাত।

বিবরণ—যে সুখ বা দুঃখ প্রত্যক্ষ ও শারীরানুভবসহগত, তাহা সদ্ব্যবসায়জাত। যাহা অতীতানাগত বিষয়ের চিন্তাসহগত (শঙ্কা, আশাদি-জনিত), তাহা আনুব্যবসায়িক। আর যাহা নিদ্রাদি রুদ্ধাবস্থার অনুগত এবং অস্ফুটভাবে অনুভূত হয় তাহা রুদ্ধব্যবসায়িক; যেমন সাত্ত্বিক নিদ্রাজাত সুখ। সাত্ত্বিক সংস্কারজাত স্বচ্ছন্দতাদিও রুদ্ধব্যবসায়িক সুখ।

সদ্ব্যবসায়িক সুখ যাহা শারীর ও ঐন্দ্রিয়িকবোধ-সহগত, তাহা ঐ ঐ করণের সাত্ত্বিক ক্রিয়া হইতে হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশাধিক অতএব যে শারীরাদি ক্রিয়ার ফল খুব স্ফুট বোধ অথচ যাহা অল্পক্রিয়াসাধ্য ও অল্প-জড়তাসম্পন্ন, তাহাই সাত্ত্বিক শারীরাদিকর্ম্ম হইবে। সুখকর ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উক্তলক্ষণ কর্ম্ম হইতেই আমাদের সমস্ত সুখ হয়। সকলেই জানেন যে সহজক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়া করিতে আমাদের অধিক শক্তিচালনা করিতে না হয় তাহা হইতেই সুখ হয়। যে ব্যাপারে ক্রিয়া অধিক অর্থাৎ যাহাতে জড়তার অত্যধিক অভিভব করিতে হয়, তাদৃশ রাজস (বা জাড্যের ও প্রকাশের অল্পতাযুক্ত) করণকার্য্যের বোধ হইতে দুঃখ হয়। আর যে ক্রিয়াতে জড়তার আধিক্য, প্রকাশ ও ক্রিয়ার অল্পতা, তাদৃশ তামস করণকার্য্যের বোধ হইতে মোহ হয়।

ব্যায়াম করিলে যতক্ষণ সহজত করা যায় ততক্ষণ সুখবোধ হয়, পরে ক্রিয়ার আধিক্যে কষ্টবোধ হইতে থাকে; তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তবে সুখ হয়। আর অত্যধিক ক্রিয়া করিলে যে জড়তার আবির্ভাব হয়, তাহা মোহ।

সূ ৫০। যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তিত হয় সেইরূপ সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের অপর বৃত্তিসকলও প্রতিনিয়ত পর্য্যায়-ক্রমে আসে যায়। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত সাত্ত্বিকতার পরে রাজসিকতা ও তৎপরে তামসিকতা, তৎপরে পুনশ্চ রাজসিকতা ও সাত্ত্বিকতা ইত্যাদি-ক্রমে আবর্ত্তন হইতেছে।

বিবরণ—গুণবৃত্তিসকলের এইরূপ আবর্ত্তনের জন্যই কোন সময়ে চিত্তের প্রসাদাদি, কোন সময়ে বা বিক্ষেপাদি আসে। কথায়ও বলে "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।" সাত্ত্বিক কর্ম্মের বহুল আচরণে

Krishna chandra college central Library

সাত্ত্বিকতার ভোগকাল বাড়াইয়া অধিকতর সুখলাভ হইতে পারে। রাজস ও তামস কর্ম্মেরও তদ্রূপ নিয়ম। শুদ্ধ সদ্ব্যবসায়িক নহে, আনু-ব্যবসায়িক ও রুদ্ধব্যবসায়িক সুখদুঃখেও উপরি উক্ত নিয়ম প্রয়োজ্য। সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধি নিয়মিত চেষ্টার দ্বারা করিতে হয়, একেবারে উহা সাধ্য নহে।

সূ ৫১। দৃষ্টজন্মবেদনীয় ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে সর্ব্বদাই শরীরেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াজনিত সুখদুঃখ হয়। পূর্ব্বার্জিত কর্ম্ম হইতেও তাদৃশ সুখদুঃখ হয়। তবে পূর্ব্বসংস্কার হইতে প্রায়শ গৌণ উপায়ে সুখদুঃখ হয় অর্থাৎ পূর্ব্ব-সংস্কার হইতে ঐশ্বর্য্য (যে শক্তির দ্বারা ইচ্ছার প্রাপ্তি ঘটে) বা অনৈশ্বর্য্য প্রারব্ধ বা উদিত হইয়া তন্মূলক ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে সুখদুঃখ সংঘটিত করায়।

সূ ৫২। কোন ঘটনা হইতে যদি কাহারও সুখদুঃখ অনুভব হয় তবেই তাহাতে কর্ম্মফল ভোগ হইল বলা যায়। কোন ঘটনায় যদি সুখদুঃখ অনুভব না ঘটে তবে তাহাতে কর্ম্মফল ভোগ হয় না।

বিবরণ—মনে কর তোমায় কেহ গালি দিল তাহাতে তুমি যদি নির্বিকার থাক তবে তাহাতে তোমার কর্ম্মফল ভোগ হইল না; গালি-দাতার কুকর্ম্মমাত্র আচরিত হইল। লোকে ঈশ্বরকেও সময় সময় গালি দেয় তাহা ঈশ্বরের কুকর্ম্মের ফল নহে, কিন্তু সেই লোকেরই কুকর্ম্মমাত্র। সুখদুঃখের উপরে উঠিতে পারিলে এইরূপে কর্ম্মক্ষয় বা কর্ম্মফলের ভোগা-ভাব হয়। জাতি ও আয়ুর ফলও ঐরূপে অতিক্রম করা যায়। সমাধির দ্বারা শরীরেন্দ্রিয় সম্যক্ নিশ্চল করিতে পারিলে আর জন্ম হয় না। কারণ সম্যক্ নিশ্চলপ্রাণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপে জন্ম ও আয়ুফলও অতিক্রম করিতে পারা যায়।

নবম অধ্যায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম।

সূ ৫৩। যে সকল কর্ম্মের দ্বারা অভ্যুদয় (ইহ-পরলোকে অধিকতর সুখলাভ) ও নিঃশ্রেয়স বা কৈবল্যমোক্ষ সিদ্ধ হয় তাহাদের নাম ধর্ম্মকর্ম্ম। তাহার বিপরীত কর্ম্মের নাম অধর্ম্মকর্ম্ম।

বিবরণ—যদ্দ্বারা অভ্যুদয় সিদ্ধ হয় তাহার নাম অপরধর্ম্ম এবং যাহার দ্বারা নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হয় তাহার নাম পরম ধর্ম্ম। "অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্।"

সূ ৫৪। ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম আচরিত হইলে তাহাকে প্রবৃত্তিধর্ম্ম বলে, আর চিত্তনিবৃত্তির বা শান্তির উদ্দেশ্যে ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণ করিলে তাহাকে নিবৃত্তিধর্ম্ম বলে। অবিমিশ্র ধর্ম্মকর্ম্ম শুক্ল, আর তদ্বিপরীত অধর্ম্মকর্ম্ম কৃষ্ণ।

বিবরণ—ধৃতি, ক্ষমা, অহিংসা, দয়া, দান আদি ধর্ম্মকর্ম্মসকল যদি মাত্র ইহপরলোকের সুখলাভের উদ্দেশ্যে কৃত হয় তবে তাহা প্রবৃত্তিধর্ম্ম হইবে। আর উহারা পরমার্থের জন্য আচরিত হইলে নিবৃত্তিধর্ম্ম হইবে।

নিবৃত্তিধর্ম্মের মধ্যে যমনিয়মাদি অপরধর্ম্মসকল ইহ-পরলোকে সুখ প্রদান করে। কিন্তু সেই সুখের উদ্দেশ্যমাত্রেই উহারা কৃত না হইয়া শান্তির জন্য কৃত হইলে পরমার্থসিদ্ধির হেতু হয় বা ভিত্তিস্বরূপ হইয়া পরমধর্ম্ম সাধিত করে।

কর্ম্ম = ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। শুক্লকর্ম্ম = অবিমিশ্র ধর্ম্ম; কৃষ্ণকর্ম্ম = অবি-মিশ্র অধর্ম্ম; শুক্লকৃষ্ণকর্ম্ম = ধর্ম্মাধর্ম্মমিশ্রিত কর্ম্ম; আর অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম = কর্ম্মক্ষয়কারী কর্ম্ম। ধর্ম্ম = অপর বা অভ্যুদয়কর + পর বা নিঃশ্রেয়সকর। প্রবৃত্তিধর্ম্ম অর্থে ভোগের উদ্দেশ্যে কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম এবং নিবৃত্তিধর্ম্ম অর্থে অপবর্গের জন্য কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম।

Krishna chandra college central Library

টীকা—পরে সূত্রদ্বয়ে ইহা সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সূ ৫৫। শুক্ল, শুক্লকৃষ্ণ, কৃষ্ণ ও অশুক্লাকৃষ্ণ এই যে চারি প্রকার কর্ম্মের ভেদ আছে তন্মধ্যে যাহা পরাপকারাদি অধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত নহে তাহা শুক্ল বা বিশুদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্ম; যাহা কিছু অধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত তাহা শুক্লকৃষ্ণ বা মিশ্রকর্ম্ম; যাহা অধর্ম্মবহুল তাহা কৃষ্ণকর্ম্ম; আর যাহা পুণ্যপাপক্ষয় করিয়া শান্তি নিষ্পাদন করে তাহা অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম।

বিবরণ—যাহার ফল অধিক দুঃখ তাহা কৃষ্ণকর্ম্ম। যাহার ফল সুখদুঃখমিশ্রিত তাহা শুক্লকৃষ্ণ, যেমন হিংসাসাধ্য যজ্ঞাদি; আর যাহার ফল অধিক পরিমাণে সুখ তাহা শুক্লকর্ম্ম। যাহার ফল সুখদুঃখশূন্য শান্তি, যাহা গুণাধিকারবিরোধী, তাহাই অশুক্লাকৃষ্ণ কর্ম্ম (যোগদর্শন ৪।৭ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

টীকা—পাপীদের কর্ম্ম কৃষ্ণ। সাধারণত লোকেরা যাহা করে তাদৃশ কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ, কারণ তাহারা ভালমন্দ মিশ্রিত কর্ম্ম করে। ভাল ও মন্দকর্ম্ম ব্যতীত গৃহস্থালী চলে না। চাষ করিলে জীবহত্যা হয়, গবাদিকে পীড়ন করা হয়, স্ববিত্তরক্ষার জন্য পরকে দুঃখ দিতে হয় ইত্যাদি বহুপ্রকারে পরপীড়ন না করিলে গার্হস্থ্য চলে না। তৎসহ অন্নদানাদি পুণ্যকর্ম্মও করা যায়। অতএব সাধারণ গৃহস্থলোকদের অধিকাংশ কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণ। যাঁহারা বাহ্যউপকরণনিরপেক্ষ কেবল তপঃধ্যানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম বিশুদ্ধ শুক্ল বা পুণ্যময়, কারণ তাহাতে পরপীড়াদি অবশ্যম্ভাবী নহে।

যোগীরা যেরূপ কর্ম্ম করেন তাহাতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সুতরাং চিত্তস্থ পুণ্য এবং পাপও নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ পুণ্যের ও পাপের সংস্কার ও আচরণ নিবৃত্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ। কার্য্যত তাঁহারা পাপকর্ম্ম ত করেনই না, আর ধ্যানাদি যাহা পুণ্য করেন তাহা ফল-

সন্ন্যাসপূর্ব্বক করেন। অর্থাৎ তাহা পুণ্যফলভোগের আকাঙ্ক্ষায় করেন না, কিন্তু ভোগকেও নিরুদ্ধ করিবার জন্য করেন। সেইজন্য তাহা গুণাধিকারবিরোধী কর্ম্ম। যোগীদের তপঃস্বাধ্যায়াদি কর্ম্ম ক্লেশকে ক্ষীণ করিবার জন্য আর তাঁহাদের বৈরাগ্যাদি কর্ম্ম সুখভোগের জন্য নহে কিন্তু সুখদুঃখত্যাগের জন্য বা চিত্তনিরোধের জন্য। সেইজন্য বিবেকখ্যাতি অধিগত হইলে তৎপূর্ব্বক ও তাহা সম্পূর্ণ করার জন্য যে শারীরাদিকর্ম্ম যোগীরা করেন তাহা বন্ধনহেতু না হওয়াতে এবং চিত্ত-নিবৃত্তির হেতু হওয়াতে তখনকার কর্ম্ম অশুক্লাকৃষ্ণ।

সূ ৫৬। পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা (অবিদ্যা, অস্মিতা [করণে আত্মতা-খ্যাতি], রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ) সমস্ত দুঃখের মূল কারণ (যোগদর্শন ২।৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। অতএব অবিদ্যার বিরোধীকর্ম্ম দুঃখনাশক ধর্ম্মকর্ম্ম হইবে। আর অবিদ্যার পোষক কর্ম্ম অধর্ম্মকর্ম্ম হইবে।

বিবরণ—সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রশংসনীয় ধর্ম্মকর্ম্মসকল বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাহারা সকলেই এই মূল লক্ষণের অন্তর্গত। সর্ব্ব-ধর্ম্মেই এই কয় প্রকার কর্ম্মকে প্রধানত ধর্ম্মকর্ম্ম বলা হয়; যথা (১) ঈশ্বর বা মহাত্মার উপাসনা, (২) পরদুঃখমোচন, (৩) আত্মসংযম, (৪) ক্রোধাদিত্যাগ।

উপাসনার ফল চিত্তস্থৈর্য্য ও সদ্ধর্ম্মোৎপাদন। চিত্তস্থৈর্য্য=চাঞ্চল্য বা রাজসিকতা-নাশক =বিষয়গ্রহণ-বিরোধী= আত্মপ্রকাশ-কারক = অনাত্মাভিমানের সুতরাং অবিদ্যার বিরোধী। সদ্ধর্ম্মোৎপাদন=ঈশ্বর বা মহাত্মাকে সদ্‌গুণের আধারস্বরূপে অনুক্ষণ চিন্তা করাতে চিন্তা-কারীতেও সদ্‌গুণ বা অবিদ্যাবিরোধী গুণ বর্ত্তায়। অতএব উপাসনা ধর্ম্মোৎপাদক কর্ম্ম হইল। পরদুঃখমোচন=অবিদ্যাজনিত আত্মসুখাদ্ধতা-ত্যাগ=(১) দান বা ধনগত মমতাত্যাগ, সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী

Krishna chandra college central Library

(২) সেবা বা শ্রমদান, সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী। দানে ও সেবায় কিরূপে সুখ হয় তাহা ৪৬ সূত্রে দ্রষ্টব্য। আত্মসংযম = বিষয়ব্যবহার-বিরোধী সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী। ক্রোধাদিরা অবিদ্যাঙ্গ সুতরাং তদ্বিরোধী ক্ষমা, অহিংসাদি ধর্ম্মকর্ম্ম হইল।

এইরূপে ঐ সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মেই অবিদ্যার বিরোধিত্বলক্ষণ পাওয়া যায়। ভগবান্ মনু মূল ধর্ম্মকর্ম্ম সকল এইরূপ গণনা করিয়াছেন (৬।৯২) যথা—ধৃতি, ক্ষমা, দম (বাক্, কায় ও মনের দ্বারা হিংসা না করা প্রধান দম), অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ। এই ধর্ম্ম যাঁহাতে আছে তিনি ধার্ম্মিক এবং ঐসকল যিনি নিজেতে আনিবার চেষ্টা করেন তিনি ধর্ম্মচারী। ধার্ম্মিক বর্ত্তমানে সুখী হন, কিন্তু ধর্ম্মচারী সবক্ষেত্রেই বর্ত্তমানে সুখী হন না। ঈশ্বরোপাসনা সাক্ষাৎ ধর্ম্ম নহে, তবে উহা ধর্ম্মসকলকে আত্মস্থ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়; তাই মনু উহা গণনা করেন নাই। অথবা বিদ্যার ভিতর উহা উক্ত হইয়াছে।

যম, নিয়ম, দয়া ও দান এই কয়টীও ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে (গৌড়পাদ আচার্য্যের দ্বারা)। মনুর ধর্ম্মলক্ষণের সহিত ইহারা কার্য্যত সমতুল্য। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান, দয়া ও দান এই বারপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্ম আচরণে যে ইহ-পরলোকে সুখী হওয়া যায় তাহা অতি স্পষ্ট। তাই উহারা ধর্ম্ম এবং উহাদের বিপরীত কর্ম্ম দুঃখকর সুতরাং অধর্ম্ম। তদ্দ্বারা অবিদ্যা পরিপুষ্ট হয়। হিংসা, ক্রোধ, বিষয়চিন্তাদি সমস্ত দুঃখকরকর্ম্মই ঐ লক্ষণাক্রান্ত।

তপঃ, ধ্যান, অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম্ম বাহ্যোপকরণ-নিরপেক্ষ বা যাহাতে পরের অপকার আদির অপেক্ষা নাই তাদৃশ শুক্ল-কর্ম্মের ফল অবিমিশ্র সুখ। আর যজ্ঞাদি যে সমস্ত কর্ম্মে পরের অপকার

অবশ্যম্ভাবী তাহাতে দুঃখফলও মিশ্রিত থাকে সুতরাং তাহারা শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্ম। যজ্ঞাদিতে যে সংযমদানাদি অঙ্গ থাকে তাহা হইতে ধর্ম্ম হয়।

যজ্ঞাদি হইতে যে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট ফল হয় তাহা সেই কর্ম্মের স্বতঃ ফলস্বরূপ। তাহার কোন ফলবিধাতা পুরুষ নাই। পূর্ব্বমীমাংসকগণ মন্ত্রের অতিরিক্ত ইন্দ্রাদি দেবতা স্বীকার করেন না; অতএব মন্ত্রই তাঁহাদের মতে ফলদাতা। মন্ত্র কেবল সঙ্কল্পের ভাষা মাত্র। অতএব সংযত হোতৃমণ্ডলীর দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে যজ্ঞীয় দৃষ্টফলসকল হয়। এক-প্রকার রোগ আছে তাহাকে 'ভূতে পাওয়া' বলে। তাহাতে রোগী নিজেকে এক অন্য (মৃত) ব্যক্তি মনে করে। যাঁহাদের কিছু মেস্‌মেরিক শক্তি আছে তাহারা নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ রোগ আরাম করিতে পারে। তন্মধ্যে এক প্রক্রিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান; প্রত্যেক আহুতি প্রদানে রোগী (দূরে থাকিলেও) হোতার সঙ্কল্পানুযায়ী বেদনা অনুভব করিতে থাকে। লোকে মনে করে মন্ত্রবিশেষের দ্বারা ঐরূপ হয়, কিন্তু আমরা যে কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া বা না করিয়া কেবল সঙ্কল্পের দ্বারা ঐ প্রকার ফল উৎপাদন করিয়াছি। অতএব হোতার সঙ্কল্প ও শক্তিবিশেষই যজ্ঞফলের প্রধান জনক। প্রাচীন তপস্বী ঋষি-গণের দ্বারা ঐরূপে আশ্চর্য্যফল উৎপাদিত হইত। তজ্জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসক জৈমিনির দর্শনে ফলবিধাতা ইন্দ্রাদি দেবতা অস্বীকৃত। এমন কি তাঁহারা যুক্তি দেন যে যজ্ঞীয় ঘটে ইন্দ্র আসিলে তদ্বাহন ঐরাবতের ভারে ঘট চূর্ণ হইয়া যাইত। যজ্ঞাঙ্গভূত সংযমাদির দ্বারা অদৃষ্টফল উৎপন্ন হয়।

শাস্ত্রে সামান্য সামান্য কর্ম্মের অসাধারণ ফলশ্রুতি আছে (যেমন 'ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ')। তাদৃশ ফল কার্য্যকারণঘটিত হইতে পারে না, তজ্জন্য কেহ কেহ ঈশ্বরকে কর্ম্মফলদাতা স্বীকার করেন। কিন্তু ঐরূপ

Krishna chandra college central Library

ফলশ্রুতি অর্থবাদমাত্র বলিয়া বিজ্ঞগণ গ্রহণ করেন, কারণ উহা যথাযথ গ্রহণ করিলে সকল শাস্ত্র ব্যর্থ হয়। যেমন তীর্থবিশেষে স্নান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহা যদি অর্থবাদ বা স্তুতি বলিয়া না ধরা যায়, তবে ঔপনিষদ ধর্ম্ম ব্যর্থ হয়। তজ্জন্য ঐ প্রকার ফলশ্রুতির উদাহরণ লইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় বা কোন তত্ত্ববিচার করা যাইতে পারে না। আর উহার দ্বারা অথবা আখ্যায়িকায় বর্ণিত চরিত্রের দ্বারা কর্ত্তব্য নির্ণয় করার বিধিও শাস্ত্রসম্মত নহে। বিধি ও নিষেধ ধরিয়াই চলিতে হয়। অমুকে অমুক কাজ করিয়াছে বলিয়া করিতে হয় না। কারণ তাহা করিলে সব বিপর্য্যস্ত হয়।

টীকা—অহিংসাসত্যাদি ধর্ম্মের এক নাম সনাতন ধর্ম্ম। কারণ দেশ, কাল, আচার, ব্যবহার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে অন্য অনেক ধর্ম্মকর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইলেও উহারা চিরকালই ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয় ও হইবে। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ সকলের আচরণ যত অধিক তাহাদের ধর্ম্ম তত অধিক উন্নত বলিয়া গণ্য হয়। কোন সম্প্রদায়বিশেষের অন্ধ-বিশ্বাসমূলক আচারব্যবহারাদির উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলে না, কিন্তু যে ধর্ম্ম ও নীতিসকল সুদৃঢ় যুক্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল কালে অধিক শুভফল প্রদান করিয়া থাকে তাহাই সনাতন বা চিরন্তন ধর্ম্ম।

সূ ৫৭। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং তাহাদের সাধক কর্ম্ম-সকল অশুক্লাকৃষ্ণ। তদ্দ্বারা কর্ম্মের নিবৃত্তি বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফল শাশ্বতী শান্তি লাভ হয় বলিয়া তাহার নাম পরমধর্ম্ম।

বিবরণ—শুক্লাদি ত্রিবিধকর্ম্মের সংস্কার করণবর্গের পরিস্পন্দকারক, আর অশুক্লাকৃষ্ণকর্ম্মের সংস্কার চিত্তেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিকারক। মুমুক্ষু যোগি-গণের কর্ম্মই অশুক্লাকৃষ্ণ। যোগ দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত।

সাধারণত চিত্ত ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্তভূমিক (যোগদর্শন ১।২ সূত্র দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যদি প্রতিনিয়ত ('শয্যাসনস্থোঽথ পথিব্রজন্ বা') একবিষয়ের স্মরণ অভ্যাস করা যায়, তবে চিত্তের যে একবিষয়প্রবণতা স্বভাব হয়, তাহাকে একাগ্রভূমিকা বলে। বিক্ষিপ্তাদি ভূমিকাতে অনুমান বা সাক্ষাৎকার করিয়া যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তের বিক্ষেপস্বভাবহেতু সদাকাল স্থায়ী হইতে পারে না। যখন জ্ঞান উদিত থাকে তখন জীব জ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করে, পরে অজ্ঞানীর ন্যায় আচরণ করে, কিন্তু একাগ্রভূমিকায় যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তে সদাকালস্থায়ী হয়; কারণ তখন চিত্তের এরূপ স্বভাব হয় যে, তাহা যাহা ধরিবে তাহাতেই অহরহ অনুক্ষণ থাকিতে পারিবে। এইরূপ ধ্রুবস্মৃতিযুক্ত চিত্তের তত্ত্বজ্ঞানের নাম সম্প্রজ্ঞাত যোগ। তাহাই ক্লেশমূলক-কর্ম্মসংস্কার নাশকারী প্রজ্ঞা বা 'জ্ঞান' ("জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা")। সাংখ্য-কারিকায় আছে "সম্যগ্‌জ্ঞানাধিগমাদ্ধর্ম্মাদীনামকারণপ্রাপ্তৌ। তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমিবদ্ধৃতশরীরঃ॥" (৬৭) অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের অধিগম হইলে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই সপ্তভাবের প্রবৃত্তির আর হেতু থাকে না। অর্থাৎ তখন আর নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম্ম থাকে না। তখন আরব্ধকর্ম্মের সংস্কারবশে যোগী ধৃতশরীর হইয়া থাকেন। যেমন চক্রকে ঘুরাইয়া দিলে তাহা কতকক্ষণ নিজবেগে ঘুরে সেইরূপ যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে তাহারা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হইয়া শেষ হয়।

যখন বিবেকজ্ঞানে চিত্ত আপ্যায়িত বা পূর্ণ থাকে তখন ধর্ম্মাদি প্রবৃত্তির আর অবসর থাকে না; সুতরাং তাহারা নিবৃত্ত হয়। ধর্ম্মাদির সংস্কার হইতে কর্ম্মেচ্ছা হয়, আর তদ্দ্বারা কর্ম্ম বা ইচ্ছামূলক করণচেষ্টা হয়। বিবেকজ্ঞান সদাই চিত্তে থাকিলে আর ইচ্ছা উঠিতে পারে না

Krishna chandra college central Library

সুতরাং ইচ্ছার মূলীভূত সংস্কার নষ্ট হয় এবং ইচ্ছামূলক কর্ম্মও নষ্ট হয়। ইচ্ছামূলক কর্ম্ম না থাকিলে শরীরধারণরূপ স্বতঃকর্ম্মও কমিয়া শরীর নিস্পন্দ হইতে থাকে। এইরূপে সমস্ত দুষ্ট ও অনিষ্ট কর্ম্মসংস্কার সম্প্রজ্ঞাত যোগের দ্বারা নষ্ট হয়। তখন পূর্ব্বেকার আরব্ধকর্ম্ম * হইতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়াছে ঐ শরীর কিছুদিন থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক নূতন কর্ম্ম (আহারাদি) না করিলে শরীর থাকিতে পারে না। যেমন অগ্নিতে নূতন করিয়া কাষ্ঠ না দিলে ক্রমশঃ পূর্ব্ব-কাষ্ঠ পুড়িয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ বিবেকীর শরীরও কিছুকালে নষ্ট হইয়া যায়। সে সময়ে আর সঞ্চিত পূর্ব্বসংস্কার না থাকাতে চিত্তাদির ক্রিয়া হয় না, তবে যোগী পরানুগ্রহের জন্য নির্ম্মাণচিত্তধারণ করিয়া জ্ঞানধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারেন। নির্ম্মাণচিত্ত স্বেচ্ছানুসারে নির্ম্মিত হয়, সুতরাং স্বেচ্ছানুসারে ক্ষণমাত্রেই বিলীন করা যায়; অতএব তাহা বন্ধের কারণ হয় না।

নিরাহারে ও নিষ্কর্ম্মে শরীর অল্প দিন মাত্র জীবিত থাকে। তাহাই চক্রভ্রমির দৃষ্টান্তের সহিত মিলে। আরব্ধ কর্ম্মের ফলের মধ্যে তখন কিয়ৎকাল যাবৎ জাতিরই ভোগ হয় নচেৎ সেই অবস্থায় যোগীকে সুখ-

* আজকালকার কোন কোন 'জ্ঞানী' মনে করে যে 'আমার জ্ঞান হইয়াছে, এখন কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতেছি।' এই মনে করিয়া তাহারা সমস্ত কর্ম্মই করিয়া থাকে। কর্ম্ম অর্থে ইচ্ছামূলক করণচেষ্টা; আরব্ধ কর্ম্ম অর্থে পূর্ব্বকর্ম্মের সংস্কার হইতে কর্ম্মফল ভোগ ও ভোগভূত চেষ্টা। কর্ম্মফল = জন্ম, আয়ু ও সুখদুঃখভোগ। আরব্ধ কর্ম্ম হইতে ঐ তিন ফলেরই মাত্র ভোগ হইতে পারে। নচেৎ দিবারাত্র আহারনিদ্রাদি কর্ম্মে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহারা ব্যাপৃত তাহাদের শুদ্ধ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ হয় না, পরন্তু শতশত ক্রিয়মাণ কর্ম্মও হইতে থাকে। এইরূপে ভ্রান্তব্যক্তি অনেক আছে। ক্রিয়মাণ কর্ম্ম না করিতে পারিয়া থাকিবার সামর্থ্য হইলে এবং না করিলে যে অল্পকাল শরীরধারণ হয় তাহাই প্রারব্ধভোগ।

দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং জাতি, আয়ু ও সুখদুঃখভোগ এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলের মধ্যে কিয়ৎকাল যাবৎ আরব্ধ জাতির ও তাহার আয়ুরই ভোগ হয়।

বিবেকজ্ঞান উদিত হইলেই তৎক্ষণাৎ কৃতকৃত্যতা হয় না। চিত্ত যখন পরবৈরাগ্যের দ্বারা সম্যক্ নিরুদ্ধ বা প্রত্যয়হীন হয়, তখন তাহাকে নিরোধসমাধি বলে। একবার নিরোধ হইলেই যে তাহা সদাকালের জন্য থাকিবে তাহা নহে। নিরোধেরও সংস্কার প্রচিত হইয়া পরে সদাস্থায়ী বা নিরোধভূমিকা বা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। তদ্দ্বারা চিত্ত প্রলীন হইলে তাহাকে কৈবল্যমুক্তি বলা যায়। "তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ।" "হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্।" (৪।২৭-২৮) এই যোগ-সূত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য।

সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধগণ যদি একবার নিরোধের দ্বারা প্রকৃত আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন তবে তাঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত বলা যায়। "যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্। তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবন্মুক্তো ভবত্যসৌ॥" পরে নিরোধভূমিকা আয়ত্ত হইয়া তাঁহাদের বিদেহ কৈবল্য হয়। যখন চিত্তনিরোধ সম্যক্ আয়ত্ত হয়, তখন সঞ্চিত কর্ম্মবাসনার ন্যায় ক্রিয়মাণ কর্ম্মের সংস্কারও আর ফলবান্ হইতে পারে না। ইহাকে ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় বলে। একাগ্রভূমিক ও নিরোধানুভবকারী যোগীদেরই এইরূপ হয় সাধারণ মানবের হয় না।

একাগ্রভূমিক যোগীর কখনও আত্মবিস্মৃতিরূপ অজ্ঞান হয় না, সুতরাং তাঁহারা নিদ্রারূপ মহতী আত্মবিস্মৃতির উপরে থাকেন। স্বপ্নও আত্মবিস্মৃত অবশ চিত্তা। তাহাও তাঁহাদের হয় না। দেহধারণ করিলে কতক সময় শরীরের বিশ্রাম চাই। একাগ্রভূমিক যোগীরা একতান আত্মস্মৃতিরূপ স্বপ্ন (যে বিষয়ের সংস্কার প্রবল তাহারই স্বপ্ন হয়) স্থির রাখিয়া দেহকে বিশ্রাম দেন (বুদ্ধদেব ঐরূপ ভাবে ঘণ্টাখানেক

Krishna chandra college central Library

থাকিতেন বলিয়া কথিত হয়)। ইচ্ছা করিলে বিনিদ্র হইয়া অনেকদিন নিরোধ সমাধিতেও থাকিতে পারেন।

কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে সংসৃতি (জন্মপরম্পরা) ও তাহার নিবৃত্তি হয় তাহা কথিত হইল। যদি কর্ম্মের মূলে অবিদ্যা বা অবিবেক থাকে তবে কর্ম্মচক্র নিয়ত ঘুরিতে থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে সুখদুঃখ হয়, সুখদুঃখ হইতে রাগদ্বেষ হয়, রাগদ্বেষ হইতে পুনঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় ইত্যাদি-ক্রমে ঐ ছয় অরযুক্ত সংসারচক্র ঘুরিতেছে। বিবেক অবিবেকের বিরোধী। বিবেক অর্থে আমিত্ববুদ্ধির (মহত্তত্ত্বের) দ্রষ্টা যে নিষ্ক্রিয় সুতরাং নির্বিকার পদার্থ, তাহার উপলব্ধি করিয়া কর্ম্মকর্ত্তা আমিত্ব হইতে তাহার পৃথক্ত্বের জ্ঞানকে সর্ব্বদা স্মরণারূঢ় রাখা। তাহা সিদ্ধ হইলে যে কর্ম্ম হইতেই পারে না তাহা অধিক বুঝান অনাবশ্যক। কারণ নিজের নিষ্ক্রিয় মূল স্বরূপের উপলব্ধি হৃদয়ে প্রখ্যাত থাকিলে কে কর্ম্ম করিবে? তখন সমস্ত করণই শান্ত হইবে। তাহাই নির্বাণপরমা শান্তির পূর্ব্বাবস্থা। সেই অবস্থা সুতরাং কর্ম্মের বিরোধী। অতএব তাহা লাভ করিতে হইলে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রথমে শ্রুত্যুক্ত শান্ত, দান্ত হইতে হইবে। শান্ত অর্থে বাহ্যকর্ম্মনিবৃত্ত। তাহাও সকলের পক্ষে একেবারেই সাধ্য নহে। ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্রমশ বাহ্যকর্ম্ম ক্ষীণ করিতে হইবে। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই তিনটীর নাম ক্রিয়াযোগ। সাধনের কষ্টসহন তপঃ; জ্ঞানশিক্ষা ও অভ্যাস স্বাধ্যায়; ঈশ্বর স্মরণপূর্ব্বক কর্ম্মের সুখময় ফলের অভিসন্ধি ত্যাগ এবং দুঃখফলে অনুদ্বিগ্ন হইতে অভ্যাস করা ঈশ্বরপ্রণিধান। ইহাদের দ্বারা ক্রমশঃ বাহ্যকর্ম্ম হইতে বিরতি হয় ও চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তস্থৈর্য্যরূপ আধ্যাত্মিক কর্ম্মে সামর্থ্য ও রুচি হয়। (১) তখন সাধক ক্রমশ

(১) টীকা—জনৈক Americanকে এই বিষয় বুঝানতে তিনি উত্তমরূপে বুঝিয়া

বাহ্যকর্ম্মে বিরত হইয়া ধ্যানাদি আধ্যাত্মিক কর্ম্মে নিবিষ্ট হন। পরে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ লাভ করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিরূপ শাশ্বতী শান্তি লাভ করেন। এইরূপে কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। (২)

এই কয়টী সাধারণতম নিয়মের দ্বারা কর্ম্মতত্ত্ব উদ্দিষ্ট হইল। কেবল কর্ম্মের দ্বারা কিরূপে মানবের জীবনের ঘটনাসকল ঘটে, তাহা এই নিয়ম খাটাইয়া সাধারণভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষ জ্ঞানের জন্য যোগজ প্রজ্ঞা আবশ্যক। তাই বলা হয় "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ"।

ইহা সংক্ষেপ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা দ্রষ্টব্য। তিনি বলিয়াছিলেন "First we do attractive work, then comes work which has no personal attraction, and after that we cease to do work. So after all it is only work to get rid of outside work and prepare ourselves for mental work" অর্থাৎ প্রথমে আমরা সানুরাগে কর্ম্ম করি, পরে যাহাতে নিজের অনুরাগ নাই এরূপ কর্ম্ম করি, পরে কর্ম্ম হইতে বিরত হই, অতএব বস্তুত পক্ষে আমরা বাহ্যকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া মানস কর্ম্মের উপযোগী হওয়ার জন্যই কর্ম্ম করি।

(২) টীকা—বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।৫-৬) এবিষয়ে এইরূপ আছে। (সাধারণ) পুরুষকে কামময় বলা হয়। তাহার যেরূপ কামনা থাকে সেইরূপ ক্রতু বা সঙ্কল্প হয়, যেরূপ সঙ্কল্প হয় সেইরূপ কর্ম্ম করে, যেরূপ কর্ম্ম করে সেইরূপ গতি পায় (অভিসম্পদ্যতে)। শ্লোক আছে "লিঙ্গরূপ মন যে বিষয়ে নিষক্ত, কর্ম্মের দ্বারা তন্ময় গতি প্রাপ্ত হয় (কর্ম্মফলে আসক্ত হওত)"। প্রাণী ইহলোকে যে কিছু কর্ম্ম করে, এখান হইতে পরলোকে গমন করিয়া তাহার ফলভোগ শেষ হইলে ইহলোকে কর্ম্মের জন্য আসিয়া থাকে। ইহা কামনাযুক্তদের গতি। যাঁহারা অকাময়মান তাঁহারা অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম হন। তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না। তাঁহারা ব্রহ্মীভূত হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে শ্লোক আছে "দেহীর হৃদয় আশ্রয় করিয়া যে কামনাসকল আছে তাহা হইতে প্রমুক্ত হইলে মর্ত্ত্য মানুষ অমৃত হন এবং এখানেই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

Krishna chandra college central Library

দশম অধ্যায়। নিয়মের প্রয়োগ।

১। প্রাগুক্ত নিয়ম সকলের প্রয়োগের বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য আছে। তাহার কিছু কিছু এই প্রকরণে উক্ত হইতেছে। সাধারণত অনেকে মনে করেন যে 'যেমন কর্ম্ম ঠিক সেইরূপ ফল হয়' অর্থাৎ প্রাণ-নাশ, চুরি আদি করিলে কর্ম্মকর্ত্তার প্রাণনাশ, দ্রব্যচুরি ইত্যাদি ফল ঘটে। তাহা কর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়মের ফল নহে। কাহারও ঘরে চুরি বা ডাকাতি হইলে তাহাতে মনে করিতে হইবে না যে সে পূর্ব্বজন্মে চুরি বা ডাকাতি করিয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কর্ম্মের প্রত্যেকটির আচরণ ও ফল সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা বোধগম্য হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান, দয়া ও দান এই বার প্রকার কর্ম্ম ধর্ম্মকর্ম্ম। উহাদের বিপরীত কর্ম্ম অধর্ম্মকর্ম্ম। তাহারা যথা—হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য্য, অব্রহ্মচর্য্য, পরিগ্রহ, অশুচিতা, অসন্তোষ, অতপস্যা, অস্বাধ্যায়, অনীশ্বর-গুণের ভাবনা, নির্দ্দয়তা ও কার্পণ্য। এখন প্রত্যেকটীর আচরণ ও ফল কি তাহা দেখা যাউক। প্রথমত অহিংসা ও হিংসা। অহিংসা অর্থে কোন প্রাণীকে পীড়া না দেওয়া। পরকে পীড়া না দেওয়া কোন কর্ম্ম নহে কিন্তু কর্ম্ম বিশেষ না করা। ঐরূপ না করার মূলে যে ভাব থাকে তদ্দ্বারাই ফল হয়। অহিংসার মূলে কি থাকে? থাকে অক্রোধ, অলোভ ও অমোহ অর্থাৎ মৈত্রী, সমবেদন, আত্মসংযম প্রভৃতি উন্নতজ্ঞানের কার্য্য। তাহাদের ফলই অহিংসার ফল। মৈত্র্যাদির আচরণে অহিংস-কের ভিতর ঐ ঐ সদ্গুণের সংস্কার হইবে ও তাহাতে পরের মৈত্র্যাদি তাহার প্রতি উদ্বুদ্ধ হইয়া সে শুভফল পাইবে। যে 'পরের' মৈত্রী সমবেদন আদি উদ্বুদ্ধ হইবে সেই 'পর' এরূপ প্রাণী হইবে যাহাদের ঐসব বৃত্তি আছে অর্থাৎ তাহারা মনুষ্য হইবে পশ্বাদির নিকট হইতে সাধারণ অহিংসক মৈত্র্যাদি পাইবে না (তবে সম্যক্ আচরণকারী

যোগীদের অন্যরূপ হইতে পারে)। অর্থাৎ তাহাকে যে বাঘে খাইবে না বা ভীত সর্প কামড়াইবে না এরূপ নহে। ব্যাঘ্রাদি মাংসাশী প্রাণী হিংসাপূর্ব্বক ব্যাপাদন করে না। খাদ্যের জন্য করে। তখন তাহাদের মনে দ্বেষ, ক্রূরতা প্রভৃতি ভাব থাকে না কিন্তু খাদ্যলাভজনিত হর্ষ থাকে। অতএব খাদ্যের জন্য ঐরূপ হনন পশুদের পক্ষে হিংসা নহে। অনেক মনুষ্যের পক্ষেও উহা হিংসা নহে অথবা মৃদু হিংসা মাত্র। *

* অনেকে মনে করেন জীবনধারণ করিলে প্রাণীদের মারা যখন অবশ্যম্ভাবী তখন অহিংসাসাধন কিরূপে সম্ভব হয়? অহিংসাসাধনের মূলতত্ত্ব না বুঝাতেই এই শঙ্কা হয়। যোগভাষ্যকার বলিয়াছেন "নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতীতি।" অতএব দেহ-ধারণ করিলে প্রাণিপীড়া অবশ্যম্ভাবী। তাহা জানিয়া (১) দেহধারণ না হয় এই উদ্দেশ্যে যোগীরা যোগাচরণ করেন; ইহা প্রথম অহিংসাসাধন। (২) যথাশক্তি অনাবশ্যক স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের হিংসা হইতে বিরতি দ্বিতীয় সাধন। (৩) প্রাণীদের মধ্যে যথাশক্তি উচ্চ প্রাণীদের দুঃখদান না করা তৃতীয় অহিংসাসাধন।

ফলত হিংসা বা প্রাণিপীড়ন যে ক্রূরতা জিঘাংসা দ্বেষ আদি দূষিত মনোভাব হইতে হয় তাহা ত্যাগ করিতে থাকাই অহিংসা। কাহারও ক্রূরতাদি দূষিতভাব না থাকিলে যদি তাহার কোন কর্ম্মে তাহার পিতামাতাও নিহত হয় তবে সেই কর্ম্মকে কি ব্যবহারত কি পরমার্থত হিংসা বলা যায় না। হিংসারও তারতম্য আছে। পিতা মাতা বা সন্তানকে হিংসা আর আততায়ীকে বধ করা একরূপ অপকর্ম্ম নহে, কারণ কত অধিক ক্রূরতাদি দুষ্টপ্রবৃত্তি থাকিলে তবে পিতা আদিকে লোকে হিংসা করিতে পারে? হৃদয়ের দূষিত প্রবৃত্তির তারতম্যে হিংসাদি অপকর্ম্মেরও তারতম্য হয়। এইজন্য মানুষমারা ও ঘাসছেঁড়া সমান হিংসা নহে। আবার পরুষ কথা বলিয়া পীড়া দেওয়া এবং প্রাণপাত করাও সমান হিংসা নহে। প্রাণ প্রাণীদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, সুতরাং প্রাণনাশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হিংসা। তন্মধ্যে আবার প্রধান পিতামাতাদির হিংসা, তৎপরে বন্ধুবান্ধবাদির, তৎপরে সাধারণ মনুষ্যের, তৎপরে আততায়ীর, তৎপরে উপকারী পশ্বাদির, তৎপরে অন্য পশ্বাদির, তৎপরে অপকারী পশ্বাদির, তৎপরে সাধারণ বৃক্ষাদির, তৎপরে অপকারী বৃক্ষাদির, তৎপরে ভক্ষ্য বৃক্ষাদির, তৎপরে

Krishna chandra college central Library

ক্রোধ, লোভ ও মোহ পূর্ব্বক হিংসা কৃত হয়। পশুরা ও পশুবৎ মনুষ্যেরা ক্রুদ্ধ হইয়া খাদ্যপ্রাণী মারে না, বিশেষ লোভ বা মোহ (অজ্ঞান) পূর্ব্বকও মারে না, সুতরাং উহাদের হিংসা হয় না। ক্রুদ্ধ হওত সমবেদনাদি ভুলিয়া বিচারিত লোভের বিশেষ বশ হইয়া ও বিশেষ অজ্ঞান বা ভ্রান্তির বশে (পরকে এই এই ক্ষেত্রে পীড়া দিলে দোষ নাই ইত্যাদি ভ্রান্তজ্ঞানে) পীড়া দিলে হিংসা হয়। যোগভাষ্যকার বলেন (২।৩৪) "হিংসক প্রথমে বধ্যের বীর্য্য বিনষ্ট করে (বন্ধনাদি পূর্ব্বক), পরে শস্ত্রাদির আঘাতে দুঃখ দান করে ও পরে প্রাণ হইতে বিযুক্ত করে। তন্মধ্যে বীর্য্যনাশ করাতে হিংসকের চেতনাচেতন উপকরণ সকল ক্ষীণবীর্য্য হয়। দুঃখপ্রদানহেতু হিংসক নরক, তির্য্যক্ প্রেতাদি যোনিতে দুঃখানুভব করে, আর প্রাণবিনাশ করা হেতু হিংসক প্রতিক্ষণ জীবননাশকর (মোহময় রুগ্নাবস্থায়) বর্ত্তমান থাকিয়া, মরণ ইচ্ছা করিয়াও সেই দুঃখবিপাকের নিয়তবিপাক বেদনীয়ত্ব হেতু কোনরূপে জীবিত থাকে মাত্র।" এই উদাহরণ যজ্ঞার্থে পশুবধের বিষয়ে প্রদত্ত হইয়াছে সুতরাং উচ্চশ্রেণীর (কিন্তু মূঢ়) মনুষ্যের পক্ষেই খাটিবে; ব্যাধাদির পক্ষে খাটিবে না। কারণ ব্যাধাদির উহা স্বভাবের মত হওয়াতে ওরূপ ফল হইবে না যদিও তাহারা অতি নিম্নশ্রেণীর মানব বা পশু হইবে। এখানেও প্রাণনাশের

ভক্ষ্য শস্যাদির, তৎপরে অদৃশ্য প্রাণীদের হিংসা ক্রমশ মৃদুতর। এমনকি আততায়ীবধ ও বৃক্ষাদি নাশ সাধারণ লোকের পক্ষে দোষাবহ হিংসা বলিয়া গণ্য হয় না (নাততায়িবধে দোষঃ)। ইহা সাধারণ লোকের কথা। যোগীদের পক্ষে অহিংসাদির সার্ব্বভৌম মহাব্রত আচরণীয়। তাই তাঁহারা অহিংসাদির যতদূর সম্ভব আচরণের চেষ্টা করেন। যোগীরা মৃদুতম অবশ্যম্ভাবী হিংসা করিয়াও অহিংসাধর্ম্মকে প্রবর্দ্ধিত করত শেষে যোগসিদ্ধির দ্বারা দেহধারণ হইতে শাশ্বতকালের জন্য বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রাণীর অহিংসক হন।

ফল যে প্রাণনাশ নহে তাহা বলা হইল। এইজন্য মনু বলিয়াছেন (৫।৫৬)—"ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥" অর্থাৎ মাংসাদি ভক্ষণে দোষ নাই, কারণ উহা প্রাণীদের প্রবৃত্তি কিন্তু উহা হইতে নিবৃত্ত হইলে মহাফল। সাধারণ প্রাণী যাহারা এরূপ মোহাচ্ছন্ন যে পরপীড়া দেওয়া তাহাদের পক্ষে আরও অধিক মোহের কাজ নহে (যেমন জেলের মাছ মারা), পরপীড়া দেওয়া যাহাদের সহজ কাজ, কিন্তু বিশেষ লোভের বা ক্রোধের কাজ নহে, তাহারা ঐরূপ সহজ হিংসা করিলে অধিকতর দূষিত হয় না। যেমন মসীলিপ্ত বস্ত্রে পুন মসী দিলে তাহা অধিক মলিন হয় না সেইরূপ প্রবৃত্তিপঙ্কলিপ্ত মনুষ্যের মাংসাদি ভোজনে বা ক্ষেত্রাদিকর্ষণে আর অধিক কি অপুণ্য হইবে। কিন্তু যাঁহারা অমোহ বা জ্ঞানের দ্বারা ক্রোধ-লোভ জয় করিয়া সমবেদনা আদি ভাবনা করিয়া হিংসা হইতে নিবৃত্ত হন, তাঁহাদের মহাফল হয়। এইরূপে উন্নত মানবের পক্ষে অল্প হিংসাও দুঃখফল দেয় * এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা আরও অহিংসক হইয়া সম্যক্

---

* পাশ্চাত্যদেশে যাঁহারা নিবৃত্তমাংস হন তাঁহাদের এক যুক্তি এই—"** The virtue of gentle humaneness and extended sympathy for all that can suffer should be taught in the higher cycles of the evolutionary spiral. Flesh-eating entailing necessarily an immense volume of pain upon the sentient animal creation should be abstained from by the 'higher classes' in the evolutionary scale". Enc. Brit. 11th. Edition Vol. 27. P. 968 অর্থাৎ "** ক্রমবিকাশের (evolution এর) উচ্চ ক্রমে অনুগ্র সকরুণ মনুষ্যত্ব এবং যাহাদের দুঃখবোধ আছে তাহাদের সকলের প্রতি প্রসৃত সমবেদন শিক্ষা দেওয়া উচিত। মাংসভক্ষণ—যাহাতে চেতন জন্তুদের প্রতি প্রভূত দুঃখ দেওয়া হয়—তাহা ক্রমবিকাশের উচ্চ ক্রমে স্থিত মানবের পক্ষে তাই ত্যাজ্য।" অর্থাৎ অহিংসা উন্নত মনুষ্যত্বের লক্ষণ।

Krishna chandra college central Library

সাধু হন। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর পক্ষে গ্রাম্যধর্ম্ম মহাপাপ; গৃহীর পক্ষে নহে। ফলে জেলে, কসাই আদি যাহারা নিত্য প্রাণী মারে তজ্জন্য যে তাহারা নিহত হইবে এরূপ নিয়ম নহে। হিংসাবুদ্ধিতে তাহারা উহা করে না। তবে তাহারা নিম্নশ্রেণীর মানব কারণ তাহাদের প্রাণীর দুঃখে সহানুভূতি, সমবেদনা, দয়া আদি সদ্বৃত্তি অতি অল্প। তাহারই ফলে তাহারা নিজের দুঃখ ঘটিলে ঐ সব (পরের নিকট সমবেদনাদি) লাভ করিবে না। নিহত হওয়া যে কেবল পরকে মারার ফল তাহা নহে, ইহা বলা হইল। কিরূপ বুদ্ধিতে কেহ পরকে মারে, ফলের নির্ণয়ে তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে।

নিহত, হিংসিত, অপকৃত আদি হওয়ার জন্য যে ঠিক অনুরূপ পূর্ব্ব কর্ম্মই একমাত্র কারণ তাহা নহে। কপোত শ্যেনের দ্বারা নিহত হয়; সেখানে কপোত যে পূর্ব্বজন্মে হনন করিয়াছে এইরূপ নহে; তাহার দুর্ব্বলতা ও আত্মরক্ষার অসামর্থ্যই উহার প্রধান কারণ। কাহারও বাড়ী ডাকাতী হইলে সে যে পূর্ব্বজন্মে ডাকাতী করিয়াছে এরূপ নহে। সেখানে অর্থ, আত্মরক্ষার অসামর্থ্য প্রভৃতিই কারণ। চুরিও অনেক ক্ষেত্রে অসাবধানতা হইতে ঘটে, পূর্ব্বচুরির ফলে নহে। অনেক 'ভালমানুষ' লোক যাহারা নিজের পক্ষ ভাল করিয়া সমর্থন করিতে পারে না, গালির পরিবর্ত্তে গালি দিতে পারে না, এক কথার স্থলে দশ কথা শুনাইতে পারে না, তাহারা অনেকস্থলে অন্যের দ্বারা গালি খায়, অপমানিত ও অসৎকৃত হইয়া কষ্ট পায়। উক্ত অসামর্থ্যই তাহার প্রধান কারণ। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন "লজ্জাহীন, কাকশূর (ডান্‌পিটে), ধ্বংসী (পরগুণধ্বংসী), প্রস্কন্দী (দুর্বৃত্ত) ও প্রগল্‌ভ ব্যক্তিরা সুখে থাকে আর হ্রীযুক্ত, অনাসক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তিরা দুঃখে থাকেন" (ধর্ম্মপদ ১৮।১০-১১)। এখানে শঙ্কা হইতে পারে পাপীরা সুখে থাকে আর পুণ্যকারীরা দুঃখে থাকে কেন?

ইহা বুঝিতে হইলে অনেক কথা বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম বলিলে তৎসহ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যও বুঝায়। অধর্ম্ম বলিলে সেইরূপ অজ্ঞান, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য বুঝায়। ধর্ম্ম=অহিংসাদি বারটী। জ্ঞান=সত্য বিষয়ের ও সত্যনিয়মের জ্ঞান। ঐশ্বর্য্য=যাহাতে ইচ্ছার সিদ্ধি ঘটে এরূপ উপযুক্ত শক্তি। বৈরাগ্য=অনাসক্তি। এই সমস্ত হইতে যে সুখ হয় তাহা সহজবোধ্য। কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিতে উহার সমস্ত থাকে না। চোরের শারীরিক বলরূপ ঐশ্বর্য্য ও চৌর্য্যবিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান থাকে। গৃহস্থের দুর্ব্বলতারূপ অনৈশ্বর্য্য ও অসাবধানতারূপ অজ্ঞান থাকে, তাই চোর গৃহস্থকে পরাভূত করিতে পারে। কেহ দোষ দিলে তাহার ক্ষালনের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও শক্তি (চোখা প্রত্যুত্তর, ঝগড়া আদি করা) যাহার আছে সে সেই জ্ঞানে ও ঐশ্বর্য্যে ঐ বিষয়ে সুখী হইতে পারে। যাহার তাহা নাই এরূপ 'ভাল মানুষ' তদভাবে উৎপীড়িত হইয়া দুঃখী হয়। এইজন্যও অধার্ম্মিককে আপাতসুখী দেখা যায়। পরন্তু যাহারা পুণ্যাচরণ করিতেছে তাহারা প্রায়ই পূর্ব্ব অপুণ্যের ফলে দুঃখী এবং সেই দুঃখেই পুণ্যাচরণ করে; সুতরাং তাহাদের সুখী হইবার কথা নহে। মনে হিংসা আছে, তাহা যে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে সে সেই হিংসার ফলভোগ করিবে। তাড়ান হইয়া গেলে তবে সে সুখী হইবে। ধর্ম্মচারী ও ধর্ম্মস্থ পৃথক্ অবস্থা। যে ধন উপার্জ্জন করিতেছে সে, এবং ধনী যেমন ভিন্নাবস্থা—প্রথম ধন-জনিত সুখে সুখী নহে কিন্তু শেষ যেমন সুখী, তদ্রূপ। জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বতোমুখী হইতে পারে। কিন্তু সকলের সর্ব্বদিকে উহারা উৎকৃষ্টরূপে থাকে না। যাহার যেদিকে থাকে সে দিকেই সে ফললাভ করে। কাহারও মানসবল আছে শারীর বল নাই; কাহারও একদিকে কোন গুণের ও শক্তির উৎকর্ষ আছে অন্যদিকে নাই। এইজন্য সকলে সর্ব্বদিকে সুখী হয় না। ধন ও শক্তি কার্য্যত

Krishna chandra college central Library

সমানার্থক। তজ্জন্য ধনকে ঐশ্বর্য্য (যদ্দ্বারা ইচ্ছার সিদ্ধি হয়) বলে। ধনের দ্বারা অপরের শক্তি ক্রয় করা যায়। তাই অজ্ঞানী, দুর্ব্বল, অসুস্থ আদি ধনী ব্যক্তি ধনের দ্বারা জ্ঞানী, বলবান্, সুস্থ (ও সুস্থকারী) আদি ব্যক্তির ঐসব শক্তি ক্রয় করিয়া সুখী হয়। অহিংসাধর্ম্ম অনেক সুখের হেতু বটে কিন্তু সর্ব্ববিধ সুখের হেতু নহে। যাহারা রাজ্য চাহে তাহাদের যুদ্ধাদি করিতে হয়। যে সকল ধ্বংসী ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে তাহারা অহিংসক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিতে পারে। অহিংসাদি ধর্ম্মের সম্যক্ আচরণ যে সম্প্রদায়ে আছে তাহাদের প্রসারও হয় না, কারণ 'দুঃশীলাঃ বহবঃ প্রজাঃ', সুতরাং উহাতে লোক জুটিবে না ও হিংসকদের দ্বারা লুপ্ত হইতে পারে। সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদের তাহাতে পরাভব হইবে না কারণ তাঁহাদের উহাতে ইষ্টানিষ্ট নাই (যদি তাঁহারা প্রকৃত অহিংসাদি ধর্ম্ম পরায়ণ হন)।

২। উক্ত নিয়মসকল সত্য মিথ্যা, স্তেয় অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য অব্রহ্মচর্য্য আদি কর্ম্ম সম্বন্ধেও খাটাইতে হইবে। সত্য=পদার্থ ও নিয়মবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান। তদ্দ্বারা যে কত সুখ হয় তাহা সহজেই বুঝা যায়। মনে বস্তুত যাহা আছে তাহা বলা সত্যভাষণ। কাল্পনিক বিষয়কে সত্য মনে করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সম্বন্ধে লোকে কত দুঃখ পায় তাহা সকলেরই বিদিত। অস্তেয়, স্তেয় আদির সম্বন্ধেও এই নিয়ম। ঈশ্বরপ্রণিধানের বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার বিপরীত অনীশ্বরগুণের ভাবনা। ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ মুখে বলিলেও অনেকের ঈশ্বরের আদর্শ অতি ক্ষুদ্র। তাদৃশ আদর্শের দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া লোকক্ষয়াদি করিয়া পৃথিবীতে অনেক অশান্তি করে। দয়া ও দানের বিষয়ও বিচার্য্য। দ্রব্য ও শ্রমদান দুইপ্রকার—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ও দয়াপূর্ব্বক। মহাজনদের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করা হয়। আর দুঃখীদের দয়াপূর্ব্বক দান

করা হয়। দানরূপ কর্ম্মের সংস্কারে দাতার মধ্যে এরূপ সদ্‌গুণ জন্মায় যে তাহার দুঃখ ঘটিলে অপরের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে দানের দ্বারা উপকৃত করে। দান করিলে দান পাওয়া যায় ইহা ঠিক, কিন্তু তদ্দ্বারা যে ধনী হওয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করে, তাহা সব ক্ষেত্রে ঠিক না হইতে পারে। কোন কোন স্থলে তাহা ঘটিতে পারে।

ধনকুবেরেরা যে দানের ফলে ঐরূপ হইয়াছে তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে অনেকের কৃপণতার ও অদয়ার সংস্কারও আছে দেখা যায়। ধনোপার্জ্জন ধনরক্ষণ আদি বিষয়ের যথার্থ প্রজ্ঞা ও কার্পণ্যই তাহাদের অনেকের ঐ উন্নতির কারণ। জন্মের সহিত যাহারা ধনী হয় তাহারা পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজনদের বা অন্যের পাকা ব্যবস্থা করারূপ কর্ম্ম করিয়াছে। মৃত্যুর পর যাহারা স্বসম্পত্তি সাধুকার্য্যে দানের ব্যবস্থা করিয়া যায়, তাহাদের পরলোকেই ঐ কর্ম্মের জন্য সুখ হয় ও পুনর্জ্জন্মে সম্পত্তি পাইবার আশাই বেশী থাকে। ধনের দ্বারা অভাব পূরণ হয়। প্রচুর ধনশালী ব্যক্তির যদি খরচে না কুলায় এবং অল্পধনশালী ব্যক্তির যদি স্বচ্ছন্দে চলে তবে শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রকৃত ধনী। 'স তু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ।' ধনের অল্পাধিক্যে ওরূপ ক্ষেত্রে কিছু আসিয়া যায় না। অল্পাধিক্যও দৃষ্টকারণে হয়। পূর্ব্বকর্ম্মের তাহা সম্যক্ ফল নহে। আজকাল আমেরিকায় এরূপ ধনী আছে যাদৃশ ধনী পূর্ব্বে হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু সেই অনুপাতে ধনী হওয়া সম্ভব ছিল। সর্ব্বস্বদানের মহাফল কথিত হয়। ধনীর সর্ব্বস্ব ও অল্পধনশালীর সর্ব্বস্বের পরিমাণে অনেক ভেদ থাকিলেও ফল একরূপ। তাহাতে ঐরূপ দাতার মাত্র ঐ কর্ম্মের ফলে (যে জন্মে ফলিবে), ক্ষুদ্র বা মহৎ 'সর্ব্বস্ব' পরত লাভ হইবে। ধনোপার্জ্জনাদির প্রজ্ঞা ও কর্ম্মণ্যতাসংস্কারের সহিত উহা ফলীভূত হইলে সে মহাধন

Krishna chandra college central Library

হইবে (তাহার 'ধনপ্রাপ্তি'র বিশেষ সংস্কার থাকাতে)। আহার-সংযমরূপ তপস্যার ফলে উত্তম আহার পাওয়া যায় (নিজের না থাকিলেও)। শৌচের দৃষ্টফল সৌমনস্যাদি, অদৃষ্টফল 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে' জন্ম। সন্তোষের ফল সর্ব্বকালেই পরম সুখ।

কর্ম্মবাদে মনুষ্য উদ্ভিদ হইতে পারে (৩২ সূত্র) উদ্ভিদও মনুষ্য হইতে পারে। মনুষ্য উদ্ভিদ হইতে পারে ইহা সহসা সাধারণ লোকে ধারণা করিতে পারে না। আফ্রিকায় sleeping sickness বা ঘুমরোগ নামে যে রোগ আছে তাহাতে রোগীর ঘুমের কাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া শেষে আর জাগরণ হয় না ও সেই অবস্থায় কিছুদিন থাকিয়া মৃত হয়। ইহাদের সুষুপ্তির সংস্কার প্রবল হয় এবং শরীরধারণ মাত্রেই (organic life মাত্রে; animal life তখন কিছু থাকে না বলিলেই হয়) প্রাণের কর্ম্ম পর্য্যবসিত থাকে। তাহা অনেকাংশে (সর্ব্বাংশে নহে) উদ্ভিদের সদৃশ, সুতরাং সেই সংস্কারে উদ্ভিদ-বাসনা উঠিয়া উদ্ভিদ হইবে। ঐ রোগের কারণ একপ্রকার জীবাণু। সুতরাং ইহা প্রবল বাহ্যকারণে বা পারিপার্শ্বিক কারণে ঘটে। প্রবল ঘুমের সংস্কারে তাহারা ঐরূপ হইলেও অবশিষ্ট মানব কর্ম্মাশয় শীঘ্রই তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনে। যেমন পৃথিবী বেগসংস্কারে সূর্য্যের আকর্ষণ অতিক্রম করত সূর্য্য হইতে কতকদূরে যাইয়া সূর্য্যের আকর্ষণে ফেরে, ইহাও সেইরূপ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কর্ম্মের দ্বারা নিয়ত করণশক্তি সকলের পরিবর্ত্তন হইতেছে। তন্মধ্যে পুরুষকারের দ্বারা অভীষ্ট দিকে পরিবর্ত্তন করা যায়। ভোগভূত কর্ম্মের দ্বারা ভোগশরীরী প্রাণীর স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্ত্তন হয়। পরিবর্ত্তন কোন্ দিকে হইবে তাহা বাহ্য বা পারিপার্শ্বিক কারণে এবং উপরিকথিত স্বগত কারণে নির্ণীত হয়। পারিপার্শ্বিক কারণ সমান হইলে ভোগশরীরীরা বহুকাল সেইরূপ শরীরই গ্রহণ

করিতে থাকে। কর্ম্মবাদে কাল যে অমেয় তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। 'বহুকাল' অর্থে কোটি কোটি বৎসর হইতে পারে। অনাদি জীবের নিকট কোটি কোটি কল্প কিছুই না। আর উহা উৎকর্ষের (evolutionএর) দিকে হইলে উৎকৃষ্ট দেহ ও অবকর্ষের ('involution'এর) দিকে হইলে নিম্নদেহ গ্রহণ করে। ঘুমরোগীর ন্যায় যাহাদের উন্নত কর্ম্মাশয় কিছু ঢাকা পড়ে মাত্র, নিদ্রার ক্ষয়ে জাগার ন্যায়, তাহাদের সেই উন্নত কর্ম্মাশয়ে বা স্বগত কারণেই (পারিপার্শ্বিক কারণে নহে) শীঘ্র উন্নত দেহ ঘটার সম্ভাবনা।

৩। শেষে বিচার্য্য "যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ"। ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে অনেক বিষয় বুঝিতে হইবে। জয় অনেক রকম আছে কোন বিষয়ে পরাভূত না হওয়াই জয়। ব্যক্তিগত জয়, রাষ্ট্রিক জয় এবং সাম্প্রদায়িক জয় এই ত্রিবিধ জয় বিচার করিলে সমস্তই উক্ত হইবে। অবশ্য শারীরিক জয়ের (যাহাতে বলবান্ প্রাণী দুর্ব্বলকে জয় করিতে পারে) প্রসঙ্গ সহজবোধ্য বলিয়া উত্থাপন না করিলেও চলিবে। নৈতিক জয়ই বিচার্য্য। অহিংসা সত্যাদি যাহাতে আছে সে যে হিংসক, অনৃতবাদী আদির উপরিস্থ তাহা স্বীকার্য্য। মিথ্যাবাদীরাও নিজের কথাকে সত্য বলে এবং স্বকার্য্যের জন্য পরের নিকট সত্য চায়। অতএব সত্যের নিকট মিথ্যা পরাজিত। অন্যান্য স্থলেও ঐরূপ। কোন ব্যক্তি হিংসা মিথ্যাদির দ্বারা পরাজিত হইলে প্রকৃত পক্ষে অহিংসা সত্যাদির পরাজয় হয় না, ঐ ব্যক্তির অন্যদুষ্কৃতির পরাজয় হয় বা অধর্ম্মের আপাতজয় হয় (অধর্ম্মের দ্বারা আপাত সুখ হইতে পারে কিন্তু পরিণামে মহাদুঃখ হয় ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে)।

রাষ্ট্রিক জয়ও ধর্ম্মের দ্বারা হয়। রাষ্ট্রিক উন্নতি বিশুদ্ধ নিবৃত্তি ধর্ম্মের দ্বারা হয় না, কিন্তু প্রবৃত্তিধর্ম্মের উৎকর্ষেই হয়। শৌর্য্য, বীর্য্য, যুদ্ধে

Krishna chandra college central Library

অপলায়ন প্রভৃতি গীতোক্ত ক্ষাত্রধর্ম্ম, রাজনীতি ও যুদ্ধাদির বিষয়ে উন্নত সত্যজ্ঞান, একতা (যাহাতে ক্ষমাধর্ম্মের বিশেষ আবশ্যক এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস [যাহা সকলের সত্যনিষ্ঠা হইতে হয়], বহুর অনুমত বিষয়ে বশ্যতা, আত্মসংযম প্রভৃতি ধর্ম্ম চাই) স্বজাতির বা নেতার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক না হওয়া, সত্য ও আবশ্যকীয় সংযম, বহুসম্মত জাতীয় নিয়ম মান্য করাই এস্থলে ক্ষমা, রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্য ও ন্যায়পরতা ইত্যাদি ধর্ম্ম থাকিলেই রাষ্ট্রিক জয় হয়। রাজধর্ম্ম মিশ্রধর্ম্ম বলিয়া উহাতে বিশুদ্ধ ও সম্যক্ অহিংসাদি ধর্ম্ম নাই। দণ্ডদানাদি অধর্ম্মও থাকে ও ঐ অধর্ম্মসকল তদঙ্গ (রাজধর্ম্মাঙ্গ) ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়। হিংসা করিলে প্রতিহিংসা, অপকার করিলে প্রত্যপকারের দ্বারা শাসন আদি না করিলে রাজ্য রক্ষা হয় না তাই উহা রাজধর্ম্ম* তবে যে রাজ্যে অহিংসাদি ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম অনুপাতে অধিক বা বিশুদ্ধ সেই রাজ্যেরই জয় হয়। মহাভারতকার ইহা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। রাজ্যরক্ষার জন্য মিথ্যা বলিতে হয় (হতগজ), অন্যায় যুদ্ধ করিতে হয় (দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ) তাহা দেখাইয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর পাণ্ডবপক্ষে ন্যায়, সত্য ও অহিংসাদি ধর্ম্ম যে অধিক ছিল তাই তাহাদের জয় হইল তাহাও দেখাইয়াছেন ; এইরূপে ধর্ম্মের দ্বারা রাষ্ট্রিক জয় হয়। যে সব ধর্ম্ম সম্প্রদায় রাষ্ট্রিক উন্নতিকে স্বধর্ম্মের অঙ্গভূত করে তাহাদেরও জয় হয় যদি অনুপাতে পরাজিতের রাজধর্ম্ম কম হয়।

রাষ্ট্রিক প্রসার যাহাতে মিশ্রিত নাই এরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের

* জৈন রাজা কুমার পাল দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। উহা অহিংসা ধর্ম্ম নহে। হেমচন্দ্র, যিনি গোঁড়া জৈন ছিলেন এবং অন্য কোন সম্প্রদায়ে কিছু ভাল দেখিতে পান নাই, তিনি কুমার পালের আশ্রিত ছিলেন সুতরাং কুমারপালের ঐ হিংসার তাঁহাকে অনুমোদন করিতে হইত। আর্ষশাস্ত্রে ওরূপ হিংসাকে 'রাজধর্ম্ম' বলা হয়। জৈনদের উহা সামঞ্জস্য করার উপায় নাই।

(বৌদ্ধখৃষ্টান আদি) জয়ও অহিংসাদি বারটী ধর্ম্মের প্রাধান্য হইতে হয়। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সম্যক্ হউক বা অসম্যক্ হউক ঐ বারটী ধর্ম্মই ঐরূপ সম্প্রদায়ের সার ধর্ম্ম। (বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বর-প্রণিধান না থাকিলেও বুদ্ধপ্রণিধান আছে, কার্য্যত তাহা ঈশ্বর বা মহাপুরুষ প্রণিধান) এবং প্রবর্ত্তয়িতৃগণ উহার আচরণ করিয়া নিজজীবনে উহার সাফল্য দেখাইয়া গিয়াছেন। নেতার ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মসিদ্ধির আদর্শ যত বিশুদ্ধ, ধর্ম্মসঙ্গত ও উজ্জ্বল বা কার্য্যকর থাকে তদনুসারে সেই সম্প্রদায়ের তত জয় হয়। আর যখন সম্প্রদায়স্থগণের ধর্ম্ম বাণীমাত্র হয়, সুতরাং আচরণ কপট হয়, যখন নানা কাল্পনিক * অসম্ভব, মিথ্যা আখ্যানে প্রবর্ত্তয়িতাদের ও উপাস্যের আদর্শ কলুষিত হয় (অসত্যরূপ অধর্ম্ম), যখন অসংযম প্রবল হয়, যখন সম্প্রদায়ের ভেদ প্রবল হয়, তখন সেই সব অধর্ম্মের ফলে অপেক্ষাকৃত ঐ সব দোষ যাহাতে কম আছে তাদৃশ সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐরূপ পতিত সম্প্রদায় বিজিত হয়। অতএব এস্থলেও "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের সদ্ধর্ম্ম খুব উন্নত হইতে পারে কিন্তু মোটের উপর (সম্প্রদায়স্থ সকলের গড় ধরিলে) যে সম্প্রদায়ে অহিংসাদি ধর্ম্ম অধিক তাহারই জয় হয়। কেবল নির্ব্বাণ বা মোক্ষধর্ম্ম সম্প্রদায়—যাঁহাদের পক্ষে অহিংসাদির সম্যক্ আচরণ বিধেয়, হিংসিত ও অপকৃত হইলেও যাহাদের প্রতিহিংসা ও প্রত্যপকার সম্যক্ অবিধেয়, ত্যাগ ও বৈরাগ্য যাঁহাদের সাধন, সুখে দুঃখে সমান হওয়ার সম্যক্ সিদ্ধি যাঁহাদের সাধনের উদ্দেশ্য, তাদৃশ

* আর এক শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের অবিশ্বাসই প্রধান সম্বল। তাহাদের কল্পনা সংকীর্ণ এবং প্রমেয়কে অপ্রমেয়, জ্ঞেয়কে অজ্ঞেয়, কল্প্যকে অকল্পনীয় মনে করাতে তাদৃশ মিথ্যা জ্ঞানে তাহাদের বুদ্ধি দূষিত। ইহারাও তুল্যরূপে অসত্যরূপ অধর্ম্ম দোষে দূষিত। ইহাদের নাস্তিক্যও সত্যজ্ঞানের দ্বারা বিজিত হয়।

Krishnachandra college central Library

সম্প্রদায় কুত্রাপি পরাভূত হয় না। বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার ত্যাগ-বৈরাগ্যসম্পন্ন ডাইয়োজেনিসের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। কেহই তাঁহাদের আত্মজয়কে পরাজিত করিতে পারে না "জিতং নাপজিতং কুর্য্যাৎ"। দুর্জ্জন ব্যক্তিরা তাঁহাদিগকে হননাদি করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের নৈতিক পরাজয় নাই। ব্যাঘ্রসর্পাদি মনুষ্যকে মারিতে পারে, কিন্তু তাহাতে যেমন মানুষের নৈতিক পরাজয় হয় না, ইহাও সেইরূপ। বিশুদ্ধ ঐরূপ সম্প্রদায়ের প্রসার হইয়া জয় হয় না, কারণ অতি অল্প লোকেই উহার সাধনে সমর্থ "অল্পকাস্তে মনুষ্যেষু যে জনাঃ পারগামিনঃ। ইতরাস্তু প্রজাশ্চাথ তীরমেবানুযন্তি হি॥" তবে তাঁহাদের ধর্ম্মের কতক লইয়া জনসমাজ ধর্ম্মিষ্ঠ হওয়াতে ও তাঁহাদের যথাশক্তি অনুকরণ করাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই বিশ্ববিজয়ী।

৪। কর্ম্ম তীব্র হইলে শীঘ্র ফলবৎ হয় নচেৎ বিলম্বে বিপক্ক হয়। এ বিষয়ে যোগভাষ্যে বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। "তাহার মধ্যে তীব্র বিরাগের সহিত আচরিত মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই সকলের দ্বারা, অথবা ঈশ্বর, দেবতা, মহর্ষি ও মহানুভাব ইঁহাদের আরাধনা হইতে পরিনিষ্পন্ন যে পুণ্য কর্ম্মাশয় তাহা সদ্যই বিপাকপ্রাপ্ত বা ফলীভূত হয়। আর সেইরূপ তীব্র অবিদ্যাদি ক্লেশপূর্ব্বক ভীত, ব্যাধিত, কৃপার্হ শরণাগত অথবা মহানুভাব বা তপস্বী ব্যক্তিসকলের প্রতি পুনঃপুনঃ অপকার করিলে যে পাপ কর্ম্মাশয় হয় তাহা সদ্যই বিপাকপ্রাপ্ত হয়" (২।১২)।

মিশ্র বা শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্ম করিলে কিরূপ ফল হয় তদ্বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন —"(যজ্ঞাদি হইতে প্রধান পুণ্য-কর্ম্মাশয় জন্মায়, সেই সঙ্গে পশু-ঘাতাদি জনিত পাপও জন্মায়; প্রধান পুণ্যের ভিতর সেই পাপ) স্বল্প, সঙ্কর (অর্থৎ পুণ্যমিশ্রিত), সপরিহার (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা

পরিহারযোগ্য), সপ্রত্যবমর্ষ (অর্থাৎ অপর পুণ্যজনিত বহু সুখের মধ্যেও তাহার ভাব মনে উঠিবে), কিন্তু কুশল বা পুণ্যকে তাহা অভিভব করিতে পারিবে না, কারণ আমার অন্য অনেক কুশল কর্ম্ম আছে যাহার সহিত এই পাপ ফলীভূত হইয়া স্বর্গে অল্পই দুঃখ দিবে।" শুক্ল-কৃষ্ণ-কর্ম্মকারিদের এইরূপ অনুশোচনা হয়। ব্যাসভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতিতে আছে "কর্ম্ম দুই প্রকার জানিবে তন্মধ্যে পাপের একরাশি পুণ্যকর্ম্ম-রাশিকে নাশ করে। সেইহেতু সৎকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা কর। সেই সৎকর্ম্ম ইহলোকেই আচরিত হয়, ইহা তোমাদের নিকট কবিরা প্রতি-পাদন করিয়াছেন" (২।১৩)।

৫ *। দ্রষ্টা আত্মা অনাদি, ত্রিগুণ অনাদি, উভয়ের সংযোগ অনাদি, জীব অনাদি, কর্ম্ম অনাদি, বাসনা অনাদি ইত্যাদি অনেক অনাদি সত্তার বিষয় বলা হইয়াছে ও তাহাদের অনাদিত্বের যুক্তিও দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে অনাদি সত্তা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মুখে স্বীকার করিলেও অনেকের মন সহসা তাহা গ্রহণ করিতে চায় না। সমস্ত বস্তু যে অনাদি কাল হইতে একরূপে না একরূপে আছে ইহা দার্শনিক মূল সত্য বা truism। কিন্তু ইহা চিন্তা করিতে গেলে সাধারণ লোকের মন হাঁফিয়ে উঠে। তদপেক্ষা 'একজন করিয়াছেন' ইহা বলিয়া মনকে ও বিচারকে ঠাণ্ডা করিয়া সাধারণ লোকে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু তাহার পরেই বিচার আসিবে যিনি করিয়াছেন তিনি কোথা হইতে আসিলেন। তখন সেই 'অনাদি সত্তা' আসিয়া পড়িবে। 'তিনি কি দিয়া করিলেন' এ প্রশ্নেও অনাদি সত্তা আসিবে।

দার্শনিক দৃষ্টিতে 'যাহা আছে' তাহা বরাবর আছে (যে কোন রূপে

* যাঁহারা দার্শনিক বিষয় সকল আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহারাই এই অংশ উত্তমরূপে অনুধাবন করিতে পারিবেন।

Krishnachandra college central Library

হউক)। 'কেন আছে' এ প্রশ্ন প্রলাপ মাত্র, যেহেতু কোন এক বিশেষরূপে থাকার কারণ থাকে বটে, কিন্তু শুদ্ধ 'থাকার' কোন কারণ নাই। শুদ্ধ 'থাকার' কারণ চাহিলে সেই কারণরূপে সেই বস্তু ছিল বলিতে হইবে, সুতরাং তাহাও 'থাকা'। ম্যাটার বরাবর আছে, এনার্জি বা ক্রিয়াশক্তি বরাবর আছে, ইহা বৈজ্ঞানিক শিক্ষাযুক্ত ব্যক্তিরা ধারণা করিয়া থাকেন, কিন্তু ঠিক সেই কারণে 'আমি বরাবর আছি' ইহা ধারণা করিতে, বিশেষত হৃদয়ঙ্গম করিতে, বিশেষ দার্শনিক শিক্ষা চাই। 'আমি বরাবর থাকিব' ইহা অনেক মনুষ্য চিন্তা করিতে পারে, কিন্তু অনেকে এক প্রকার বুদ্ধিমোহে কল্পনা করে 'পূর্ব্বে আমি ছিলাম না'। স্বভাবত সকলের হৃদয়ে আছে যে 'আমি যেমন আছি সেইরূপ বরাবর আছি' (Schellingএর উক্তি ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ; কারণ 'আমির' অভাব অকল্পনীয়। 'আমি নাই' কল্পনা করিতে গেলেও 'আমি' থাকিবে। কিন্তু বাহ্যান্তর সব বস্তু নিয়ত হইতেছে দেখিয়া, তাহারা পূর্ব্বে ছিল না মনে করিয়া (যাহা বুদ্ধিমোহ), এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্ধবিশ্বাসে এরূপ বুদ্ধিমোহ ঘটে যে লোকে অকল্পনীয়কে কল্পনা করিয়া বলে 'পূর্ব্বে আমি ছিলাম না'। 'আমির' উপাদান দৃশ্য ত্রিগুণ অনাদি, তাহার নিমিত্ত কারণ দ্রষ্টা পুরুষ অনাদি। উহাদের সংযোগই 'জ্ঞাতা আমি'। সংযোগের প্রবাহও অনাদি তাহা পূর্ব্বে (উপ ৯ প্রঃ) দেখান হইয়াছে। তজ্জন্য 'আমির' কর্ম্ম ও কর্ম্মসংস্কার অনাদি। দার্শনিক যুক্তিতে ইহা বুঝিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে সাধারণত সংশয় নিবৃত্ত হইবে।

পরে আরও উচ্চ দার্শনিক তথ্য লইয়া বুঝিতে হইবে। অনাদি অর্থে অনাদি কাল হইতে আছে। কাল একরূপ বিকল্পজ্ঞান—যে জ্ঞান শব্দার্থ জ্ঞান হইতে হয় এবং যাহার বাস্তবিক বিষয় নাই (কাল ও দিক্ পুস্তকে সবিশেষ দ্রষ্টব্য)। জ্ঞানের জ্ঞাতা থাকে সুতরাং কালজ্ঞানের

জ্ঞাতা আছে। বিজ্ঞাতা জ্ঞান বা জ্ঞেয় নহেন সুতরাং তিনি কাল-নামক জ্ঞানের অন্তর্গত নহেন। সেইরূপ কালজ্ঞানের উপাদানকারণরূপ ত্রিগুণও কাল-নামক জ্ঞানের অতীত (দেশেরও উহারা অতীত)। অতএব কালাতীত দ্রষ্টা ও প্রধানকে 'অনাদি কাল ব্যাপিয়া আছেন' এরূপ বলা প্রকৃতার্থক কথা নহে, কিন্তু উহাও বিকল্পজ্ঞানের ভাষা মাত্র। আর যাহাকে ছিল ও থাকিবে বলি তাহাও বস্তুত সূক্ষ্ম বা অলক্ষ্যরূপে আছে (অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্তি অধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাং ; যোগসূত্র ৪।১২)। সুতরাং ছিল ও থাকিবে ইহাও প্রকৃতার্থক কথা নহে। অতএব দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগজ যে 'আমি' তাহার অসংখ্য অতীত জন্ম ও অসংখ্য অনাগত জন্ম সবই বর্ত্তমান বা আছে। অতএব বুঝিতে হইবে যে এক প্রস্তরের মধ্যে যেমন অসংখ্য মূর্ত্তি নিহিত আছে (প্রকারবিশেষে বাহুল্যাংশ কাটিলে তাহার যে কোনটা বাহির হয় বলিয়া) সেইরূপ আমিত্বভূত ত্রিগুণের মধ্যে অসংখ্যপ্রকার লিঙ্গশক্তি বা উপাধি (যাহারা ত্রিগুণের সংযোগের অসংখ্য ভেদ মাত্র) নিহিত আছে এবং সকলের সহিত দ্রষ্টার সংযোগও আছে। তন্মধ্যে যে উপাধি (বা উপাধির যে অবস্থা) নিমিত্তবশে উদ্রিক্ত হয় তাহাই 'বর্ত্তমান'। আর ঈশ্বরত্ব হইতে উদ্ভিদ পর্য্যন্ত সমস্ত উপাধি অলক্ষ্য সূক্ষ্মরূপে (যাহাকে অতীত ও অনাগত বা ছিল ও থাকিবে বলিয়া বিকল্প করি) বর্ত্তমান আছে। তজ্জন্য বলা হয় মনুষ্যে অনাগত ঈশ্বরতা আছে, আর সাধনের দ্বারা (ব্রহ্মাস্মি সাধনের দ্বারা) তাহার বর্ত্তমানতা হয়। বর্ত্তমানতা অর্থে জ্ঞানগোচর হওয়া সুতরাং যাহার অস্ফুট জ্ঞান আছে তাহাও বর্ত্তমান হইবে। যখন উপাধিস্থ অতীতানাগত সমস্ত ভাবই দ্রষ্টার সহিত সংযুক্ত, তখন তাহারা অস্ফুটভাবে (বর্ত্তমান ক্রোধকালে সুপ্ত রাগাদির বোধ যেমন অস্ফুটভাবে থাকে) জ্ঞাত হইতেছে সুতরাং তাহারাও বর্ত্তমান। কিন্তু তন্মধ্যে যাহা

Krishna chandra college central Library

নিমিত্তবশে উদ্রিক্ত বা লক্ষ্য হইতেছে তাহাকে স্থূলদৃষ্টিতে সাধারণত 'বর্ত্তমান' বলা হয়। উপাধিগত অসংখ্য অলক্ষ্য বিশেষের উপর এক লক্ষ্য তরঙ্গ যেন চলিয়া যাইতেছে (স্থির, সমতল জলের উপর এক তরঙ্গ চলিয়া যাওয়ার ন্যায়)। উহাকেই সাধারণত স্থূলদৃষ্টিতে বর্ত্তমান বলিয়া ব্যবহার করা হয় নচেৎ সবই বর্ত্তমান। উপাধির ভিতর অসংখ্য প্রকার বিশেষ (ত্রিগুণের সংযোগভেদ) আছে বলা হইয়াছে। সেই এক এক বিশেষের লক্ষ্যাবস্থা এক বর্ত্তমান ভাব অর্থাৎ ক্ষণব্যাপী এক জ্ঞান বা বহুক্ষণব্যাপী এক জ্ঞানসমষ্টিরূপ মন বা দেহ বা কিছু যাহাকে 'বর্ত্তমান' বলি। অতএব ঐরূপ লক্ষ্যাবস্থা অসংখ্য হইতে পারে। সুতরাং তাহাদের জ্ঞান হইলে অসংখ্যবার জ্ঞান হইবে। অসংখ্যবার হওয়া অর্থে হওয়ার শেষ নাই। অতীতের দিকে যদি অসংখ্যক্ষণব্যাপী ভাব লক্ষ্য হয় তবে তাহার প্রবাহকে অনাদি বলিতে হইবে ও ক্রমদৃষ্টিতে কাল ধরিয়া তাহাই বলা হয়। এইরূপে 'অনাদিত্ব' অশেষ সংখ্যায় বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। বর্ত্তমান জ্ঞানরূপ লক্ষ্যাবস্থা ঘটে কিরূপে তাহা অতঃপর দ্রষ্টব্য। উহা ঘটার মূল কারণ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ ; কারণ তাহা হইতেই মূলত জ্ঞান ঘটে। আর সংযোগ হয় জ্ঞাতার ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ত্বের অনুপলব্ধি বা অবিবেক হইতে। অবিবেক বর্ত্তমান থাকে লিঙ্গের বা করণশক্তির কর্ম্ম হইতে। কর্ম্মও হয় অবিবেক হইতে। অতএব অবিবেক হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম থাকিলে অবিবেক এইরূপ অবিবেকমূলক কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। উহার প্রথম প্রবর্ত্তনের হেতু নাই বলিয়া উহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বা উচ্চ কালাতীত দৃষ্টিতে চিন্তা করিলে বলিতে হইবে যে উহা অসংখ্যবার 'হইয়া আছে'। ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত সর্ব্বজ্ঞ পুরুষেরও ঐ অসংখ্য জন্মের জ্ঞান যুগপৎ হয় না বটে কিন্তু যে কোন সংখ্যক জন্মের (জন্ম জ্ঞানের সমষ্টিবিশেষ)

জ্ঞান যুগপতের মত হয় এবং জ্ঞান হওয়ার কিছু বাধা থাকে না। যুগপৎ যে কোন সংখ্যক জন্মের জ্ঞান হওয়াতে সর্ব্বজ্ঞের নিকট কাল নাই বা অল্পজ্ঞের মত তাঁহাদের কাল নহে। কারণ ভূত ও ভবিষ্যৎ না থাকিলে বর্ত্তমানও থাকিবে না। অতএব সাধারণ জ্ঞানী লোকে যে মনে করে মুক্ত যোগীরা অনন্তকাল কিরূপে চুপ করিয়া থাকেন, এবং উহা ভাবিয়া তাহাদের মন যে হাঁফাইয়া উঠে তাহা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ধারণা হইতেই হয়। বুঝিতে হইবে তাঁহাদের কাছে কালই নাই সুতরাং 'একঘেয়ে বা বাসি (stale)' হইবার কিছু নাই। আমি সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইলাম, বাহ্যের কিছু চাই না ইত্যাকার জ্ঞানের পর আর অশান্তিই থাকে না, সুতরাং 'একঘেয়ে' হবে কি ? সাধারণ মূঢ় মানবের কল্পনাও এতদূর উঠে না, তাই ঈশ্বরকেও নানাকাজে তাহারা ব্যাপৃত মনে করে (occupation দিবার জন্য)।

পূর্ব্বে যে বর্ত্তমানতা নামক তরঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান এক ক্ষণব্যাপি জ্ঞানও হইতে পারে বা বর্ত্তমান জ্ঞানসমষ্টিরূপ এক জন্মও হইতে পারে। উহা একই কথা। অবিবেকমূলক অশেষসংস্কাররূপ অতীত অলক্ষ্য অস্ফুট জ্ঞান এবং অব্যপদেশ্য বা ভবিষ্যতে যাহা হইবে এরূপ অলক্ষ্য জ্ঞান, যাহা লিঙ্গরূপ উপাধিতে বর্ত্তমান আছে তাহা (তরঙ্গহীন জলের মত) জ্ঞানের অলক্ষ্যাবস্থা মাত্র। লক্ষ্য বা উদ্রিক্ত জ্ঞান তাহাতে তরঙ্গের মত। অবিবেকমূলক লক্ষ্য কর্ম্ম ও তজ্জনিত জ্ঞানই বর্ত্তমানতা। তাদৃশ লক্ষ্য জ্ঞান অনির্দ্দিষ্ট কাল যাবৎ চলিতে পারে যদি অবিবেকরূপ কারণ পায়। তাহা না পাইলে কাজে কাজেই সেই তরঙ্গ শান্ত হইয়া যাইবে। অবিবেক বিবেকের দ্বারা নষ্ট হয়, সুতরাং বিবেকের দ্বারাই উহা শান্ত হয়। মনে হইতে পারে বিবেকও ত এক তরঙ্গ। তাহা সত্য বটে, কিন্তু বিবেক তরঙ্গের উচ্চতা নহে

Krishna chandra college central Library

কিন্তু খাল স্বরূপ। যেমন এক তরঙ্গের খাল ও অন্য এক সমান তরঙ্গের মাথা মিলিলে তরঙ্গ শান্ত হয়; অবিবেক ও বিবেকেও সেইরূপ কাটা-কাটি হইয়া চিত্তের শান্তি হয়। সেই শান্তাবস্থা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির বা সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্যাবস্থা। যোগরূপ কর্ম্মের দ্বারা তাহা সংঘটিত হয় (সাংখ্যতত্ত্বালোকের পরিশিষ্টে ২২প্রঃ দ্রষ্টব্য)। উপাধিস্থিত অসংখ্য ভাবের মধ্যে যাহা বর্ত্তমান তাহা কারণ-কার্য্য নিয়মেই বর্ত্তমান। পূর্ব-কর্ম্ম কারণ আর পশ্চাতের বর্ত্তমান কর্ম্ম বা ভাব তাহার কার্য্য। ঐ কার্য্য আবার তৎপশ্চাতের কারণ। এইরূপে কারণ কার্য্য শৃঙ্খল চলিতেছে। উহা অতিক্রম করিয়া কিছু হয় না। সর্বজীবে ঈশ্বরতা অনাগতভাবে থাকিলেও তাহা বর্ত্তমান হইবার কারণ চাই, তাহা হঠাৎ হইবার নহে। পুরুষকারই তাহার প্রধান কারণ। অতএব তাহাই অভীষ্ট ভাবকে ব্যক্ত করার প্রকৃষ্ট কারণ। তাই যোগরূপ পুরুষকারের দ্বারা একই জন্মে ব্রহ্মত্বলাভ হয়। এইরূপে দার্শনিক নিয়ম প্রয়োগ করিয়া কর্ম্মের মূলতত্ত্ব, কর্ম্মনিবৃত্তির তত্ত্ব ও অনাদিসত্তার তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

কর্ম্মতত্ত্বের প্রথম পরিশিষ্ট।

শরীর ও তাহার উৎপত্তির তত্ত্ব।

(আধুনিক histology, cytology ও embryologyর অর্থাৎ বিধানতত্ত্ব, কোষতত্ত্ব ও ভ্রূণবিদ্যার আবশ্যকীয় সংক্ষিপ্ত-সার)।

১। প্রাণীর ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্বাসেচ্ছা এই তিন প্রকার বোধ হইলে সে কঠিন, তরল ও বায়বীয় আহার্য্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ করে। আহার্য্য ভুক্ত হইয়া শরীরের মধ্যস্থ যন্ত্রে যায় ও তথায় তাহার সমনয়ন বা assimilation হয়। ফুস্‌ফুসে বায়বীয় ও উদরে অন্নজল রূপ আহারের সমনয়ন হয়। উদরে আহার সমনয়নের পর রস হয়, রস রক্তে মিশিয়া সর্ব্বাঙ্গে হৃৎপিণ্ডের দ্বারা চালিত হয়। তাহাতে শরীরের সর্বাঙ্গ পোষণ পায়। ইহাই প্রকৃত সমনয়ন অর্থাৎ শরীররূপে আহার্য্যের পরিণমন। ঐরূপে আহার গ্রহণের যন্ত্রসকল পুষ্ট হইয়া পুনশ্চ আহার গ্রহণ করে। এইরূপে প্রাণধারণকার্য্য চক্রাকারে চলিতেছে। সমনয়ন ছাড়া শরীরের নিরোজঃ অংশ সকলকে অপনয়ন করারও যন্ত্র আছে; তাহাদের কার্য্যও প্রাণধারণের হেতু। এবম্প্রকারে প্রাণীর জ্ঞানযন্ত্র, কর্ম্মযন্ত্র ও উদরাদি প্রাণযন্ত্রসকলের কার্য্যে প্রাণধারণ (organic life) হয়। প্রাণধারণ ছাড়াও প্রাণীরা জ্ঞানকর্ম্ম অন্যদিকে প্রয়োগ

Krishna chandra college central Library

করে (animal life)। এই দ্বিবিধ কর্ম্মের যন্ত্রসকলের সমষ্টিই শরীর। মস্তিষ্ক, কসেরুকামজ্জা, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ড, পাকযন্ত্র (পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃতাদি) এই সব যন্ত্র লইয়াই শরীর। অতএব শরীর যন্ত্রসমষ্টি। আর ঐ যন্ত্রসকলের ক্রিয়াই প্রাণ-ধারণ। যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইলে তাহা মৃত হয়। প্রধান প্রধান যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়-তায় সমস্ত শরীর মৃত হয়।

২। যন্ত্র বা organ কিরূপ দ্রব্যের নাম তাহা ভাল করিয়া বুঝা উচিত। কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া যাহা সমঞ্জসভাবে বিশেষ কোন ক্রিয়া করে তাহাই যন্ত্র। যেমন হৃৎপিণ্ড, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (auricle, ventricle, valve প্রভৃতি) আছে, তাহারা সমঞ্জসভাবে ক্রিয়া করিয়া রক্তসঞ্চালিত করে। এইরূপ যন্ত্রসকল স্নায়ু (nerve), পেশী, অস্থি-আদি কয়েকপ্রকার ধাতুর (tissue বা বিধানের) দ্বারা নির্ম্মিত দেখা যায় তাহাদেরকেও যন্ত্রের অঙ্গ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। স্নায়ু, পেশী আদি সমস্ত শারীরধাতুকে অণুবীক্ষণের দ্বারা বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাহারা সব কোষনির্ম্মিত। রক্তাদি তরলধাতুতে কোষগুলি ভাসিয়া বেড়ায়, আর পেশী আদি সংহত ধাতুতে কোষসকল একস্থানে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব শরীর অসংখ্য কোষের সমষ্টি।

কোষসকল অতিক্ষুদ্র। অণুবীক্ষণের দ্বারাই তাহারা দৃষ্ট হয়। কোষ-সকলের বাহিরে প্রায়ই এক আবরণ (cell wall) থাকে। মধ্যে প্রধানত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (protoplasm) নামক স্বচ্ছ তরল কাইয়ের মত দ্রব্য থাকে। ইহা ক্রিয়াশীল যন্ত্রস্বরূপ ও একটা জালের মত খোপযুক্ত (reticulum) দ্রব্যে অবস্থিত। প্রোটোপ্লাজ্‌মের ক্রিয়া হইতেই কোষের প্রাণধারণ ও গতি হয়। আহার্য্যের গ্রহণ, সমনয়ন ও অপনয়ন এবং গতিমান্ কোষের গতি উহারই ক্রিয়া হইতে হয়। প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যে

একস্থল একটু গাঢ় বা বিশিষ্ট দেখা যায় তাহাই কোষের প্রাণকেন্দ্র। তাহার নাম নিউক্লিয়াস্ (neucleus)। নিউক্লিয়াসের উপাদানও (স্বচ্ছ তরল দ্রব্য) জালবৎ খোপে নিবদ্ধ থাকে এবং তাহার আবরণত্বকৃও থাকে এবং ইহারও নিউক্লিওলাস্ বা অণুকেন্দ্র নামক কেন্দ্র থাকে। নিউক্লিয়াসের বাহিরে অতি ক্ষুদ্র এক বা দুই কেন্দ্র প্রায় কোষে থাকে তাহার নাম কর্ষক কেন্দ্র বা সেণ্ট্রোসম (centrosome); উহা কোষের অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যের চালন শক্তির কেন্দ্র।

১ম চিত্র (পরিলেখ)

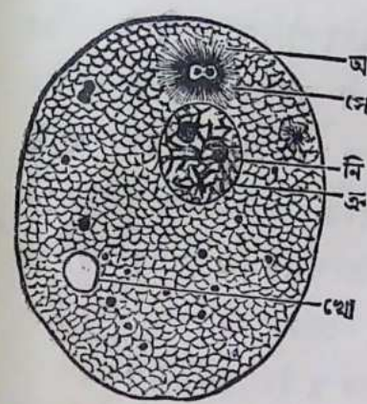

১ম চিত্রে—আ—কোষাবরণ ; তন্মধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ দ্বারা কোষ নির্ম্মিত। নি—নিউক্লিয়াস, সে—সেণ্ট্রোসম, খো—খাদ্য-দ্রব্য। ইহা ব্যতীত নিউক্লিয়াসের মধ্যে ক্রোম্যাটীন (chromatin) নামে এক সূত্রবৎ জালের মত অবস্থিত পদার্থ (১ম চিত্র—ক্র) থাকে। তাহা পরে ক্রোমো-সম হয় ও ইহা বংশগত সংস্কার সকলের ধারক বলিয়া বিবেচিত হয়। কোষের দ্বিভাগে বিভাগকালে ক্রোম্যাটীন সূত্রগুলি ক্রোমোসম রূপে পরিণত হয়। ক্রোমোসমকে পৈতৃক সংস্কার কেন্দ্র বলা যাইতে পারে।

এইরূপ কোষসকলের সংহননে প্রাণিশরীর নির্ম্মিত। উদ্ভিদ ও জন্তু উভয়বিধ প্রাণীর শরীরের রচনা সম্বন্ধে এই একই ব্যবস্থা। সর্ব্বপ্রাণীর দেহকোষের ক্রিয়াপ্রণালী একইরূপ। অস্থি, পেশী প্রভৃতি সংহত ধাতুতে কোষসকল একস্থানে নিবদ্ধ থাকে ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রোটো-প্লাজ্‌মের সূত্রের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপিত থাকে। কোষসকলের ব্যবস্থা ও ক্রিয়া একই প্রকার হইলেও তাহাদের গাত্র হইতে যে নিস্যন্দদ্রব্য

Krishna Chandra college central Library

(formed matter) নির্গত হয় তাহার ভেদ আছে। অস্থি কোষের নিস্যন্দ দ্রব্যে জন্তুর শরীরের অস্থি হয়, উদ্ভিদে কাষ্ঠ হয় (কাষ্ঠ ও অস্থিকে তুল্য ধরা যাইতে পারে)। সেইরূপে পেশী আদিও হয়। নিস্যন্দ দ্রব্য কোষের স্থূল আবরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে।

প্রাণীরা এককৌষিক ও বহুকৌষিক (multicellular) হয় (এক কোষের মধ্যে অনেক নিউক্লিয়াস কেন্দ্রও থাকে তাহা ঐ দুইয়ের মধ্যে পড়ে না)। এমিবা এক কৌষিক প্রাণীর উদাহরণ, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষাদি বহুকৌষিক প্রাণীর উদাহরণ। সর্ব্বপ্রাণীতেই বোধ, চেষ্টা ও প্রাণনশক্তি আছে এবং উহারা যন্ত্রীভূত অঙ্গের কার্য্য। এককৌষিক প্রাণীতে বিশিষ্ট (differentiated) প্রোটোপ্লাজ্‌ম আদিই ঐ যন্ত্র আর বহুকৌষিক প্রাণীর হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্রসকল বহুকোষনির্ম্মিত। বহুকৌষিক প্রাণী যাহাদের কোষসকল এক সাধারণ বোধের অধীন তাহাদেরকে psychade বলে। যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম বোধের যন্ত্র বা যাহা বোধের আধার তাহাকে কেহ কেহ psychoplasm বলেন।

৩। এককৌষিক ও বহুকৌষিক প্রাণিসম্বন্ধে ইহা জ্ঞাতব্য :—

"Such an (unicellular) animal possesses several organs but, since it consists of a single mass of protoplasm, and a single neucleus, it is still only a single cell. In the multicellular organisms the organs of the body are made up of cells and the different organs are produced by a differentiation of cells, but in unicellular organisms the organs are the results of the differentiation of the parts of a single cell. * * * Cells are endowed with the properties of irritability, contractibility

assimilation and reproduction". অতএব প্রাণীর কার্য্য যে বোধ, ক্রিয়া ও ধৃতি (দেহধারণ) তাহা কোষে সম্পূর্ণই দেখা যায়। Reproduction বা বংশজনন বর্দ্ধনেরই এক অবস্থা (reproduction is intimately related to growth of which it may indeed be regarded as a special case)। তাহা কিরূপে হয় ও কতপ্রকারের তাহা অতঃপর বিবেচ্য।

প্রাণিশরীরের সন্ততি বা প্রজনন (reproduction) প্রধানত নিম্নলিখিত প্রকারে হয় :—

(১ম) শরীর দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া হয় (fission)। প্রায় কোষ সকল এইরূপে বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে কোন্‌টী জনককোষ আর কোন্‌টী জন্যকোষ তাহার নির্দ্ধারণ হয় না।

(২য়) অনেক উদ্ভিদের জন্ম এককৌষিক অঙ্কুর বা spore হইতে হয়। কোন কোন fern (শীঁশ), ছত্রাক প্রভৃতির এইরূপ spore হয়। বহুকৌষিক sporeও আছে।

(৩য়) * বহুকৌষিক অঙ্কুর বা bud হইতে জনন (budding)। ইহাতে জনকের শরীর হইতে এক অঙ্কুর (বা চোখ যাহা অনেক কোষের সমষ্টি) বাহির হয়। তাহা ক্রমশঃ জনকজাতীয় প্রাণিশরীর হয়। অনেক উদ্ভিদ ও জীবাণু এইরূপে প্রজাত হয়। ডাল ও চোখ হইতে গাছ হওয়া ইহার উদাহরণ।

---

* উদ্ভিদদের জনন তিন প্রকার "the methods of reproduction may be divided into three kinds namely, (1) vegetative, (2) sexual, (3) asexual" Bose's Indian Botany P. 14, জন্তুদেরও এইরূপ প্রজনন প্রণালী।

Krishna chandra college central Library

(৪র্থ) দুই প্রকার বীজকোষ মিলিত হইয়া এক শরীরবীজ (cytula) হয়। তাহা হইতে ক্রমশঃ সেই জাতীয় প্রাণিশরীর হয়। অনেক উদ্ভিদ ও মনুষ্যাদি জন্তু এইরূপে প্রজাত হয়। এইরূপ প্রজননের ভেদ আছে। ঐ দুইপ্রকার বীজ (যাহারা এক একটী কোষ মাত্র) স্ত্রী ও পুরুষ নামক দুই ব্যক্তিতে থাকে ও পরে মিলিত হইয়া নূতন এক শরীর হয়। উহারা কোন কোন স্থলে একই ব্যক্তিতে থাকে। অনেক কীটাদির এইরূপে প্রজনন হয়। ইহাকে parthenogenesis বা একপিতৃক জন্ম বলে। উদ্ভিদেও এই সমস্ত দেখা যায়। কুমড়ার লতায় দুইরকম ফুল হয়, একে রেণু ও অপরে বীজকোষ থাকে। আবার এক ফুলেও রেণু ও বীজকোষ দুইই থাকে। ইহাদেরকে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর বলে। তাল গাছের রেণু জটাউৎপাদী পুংবৃক্ষে থাকে ও স্ত্রীবৃক্ষে ফলের কাঁদি থাকে।

প্রজনন প্রণালীর ইহা স্থূল বিভাগ। ইহাতে অনেক অন্তর্ভেদ আছে এবং ঐ ঐ নিয়মের অপবাদও আছে।

প্রথম প্রকারের যে জন্ম যাহা কোষ বিভাগ হইয়া হয় তাহা কিন্তু অন্য তিন প্রকার প্রজননের মৌলিক প্রণালী। অর্থাৎ আদিম কোষ বা কোষসকল বিভাগক্রমে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া সজ্জীভূত হওত বহু-কৌষিক শরীর গঠন করে। অতএব কোষের বিভাগপ্রণালী বিশেষ রূপে দ্রষ্টব্য।

কোষের বিভঞ্জন-প্রক্রিয়া বা karyokinesis হইবার পূর্ব্বের অবস্থার নাম resting stage বা স্থিত অবস্থা। স্থিত অবস্থায় ক্রোম্যা-টীন যেরূপে থাকুক না কেন, ভঞ্জন-প্রক্রিয়া আরব্ধ হইলে তাহা সূত্রা-কারে পরিণত হইয়া ক্রোমোসম হয়। সেণ্ট্রোসম বা কর্ষককেন্দ্র প্রথমে একটী মাত্র থাকে পরে উহা বিভক্ত হইয়া দুইটী হয় (২য় চিত্র ক)।

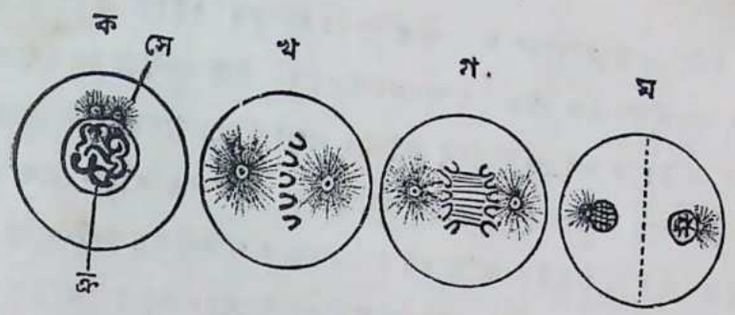

২য় চিত্র (পরিলেখ)

এই কর্ষককেন্দ্রদ্বয়ই বিভঞ্জন প্রক্রিয়ার চালক। তাহারা দুই দিকে যাইয়া (২য় চিত্র খ) আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রমোসম সকলকে আপন আপন দিকে প্রতিস্থাপিত করে। ক্রমোসম সকল প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক থাকে। ক্রমোসমসূত্রগণ প্রায়ই লম্বালম্বী বিভক্ত হইয়া অর্দ্ধেক একদিকে ও অর্দ্ধেক অন্যদিকে যায় (২য় চিত্র গ)। পরে ক্রমোসমের সূত্রগুলি আদিম অবস্থার ন্যায় জড়াইয়া এক এক নিউক্লিয়াস হয় ও কোষের মধ্যস্থল বিভক্ত হইয়া দুইটী পৃথক্ কোষে পরিণত হয় (২য় চিত্র ঘ)।

৪। এই প্রথম প্রণালীর প্রজননে একটী কোষ হইতে দুইটী এক-জাতীয় কোষমাত্র হয়। দ্বিতীয় প্রণালীতে এককৌষিক এক অঙ্কুর বা spore হইতে বিভাগক্রমে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া সজ্জীভূত হওত বহু-কৌষিক প্রাণিদেহ হয়। তৃতীয় প্রণালীতে বহুকৌষিক অঙ্কুরের কোষ-সকল বিভাগক্রমে সংখ্যায় বর্দ্ধিত ও সজ্জীভূত হইয়া বহুকৌষিক প্রাণি-দেহ উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ বা পুংস্ত্রীপ্রজননে দুইটী কোষ (স্ত্রীবীজ বা অণ্ড বা ovum এবং পুংবীজকোষ বা spermatozoon) মিলিত হইয়া একটী মূলবীজ-দেহ (cytula বা blastosphere) হয়, পরে তাহা বিভাগক্রমে সংখ্যায়

Krishna chandra college central Library

বর্দ্ধিত হইয়া এক সাধারণ শক্তির দ্বারা সজ্জীভূত হইতে হইতে পিতা-মাতার অনুরূপ এক দেহ উৎপাদন করে। উচ্চপ্রাণীদের জন্মপ্রণালী এইরূপ। ইহার আরও বিশেষ দ্রষ্টব্য। পুংবীজকোষের প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ এরূপ আকারে (অনেক স্থলে লেজের মত) স্থাপিত থাকে যে তাহার ক্রিয়াতে সেই কোষের গতি হয়। এইরূপ গতিশীল (mobile) পুং-বীজকোষ গতিহীন অণ্ডস্বরূপ মাতৃবীজকোষের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হয়। পুংকোষ অণ্ডভূত কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও উভয় কোষের নিউক্লিয়াস্ বা কেন্দ্র এক হইয়া যায়। ইহাকে অণ্ডের

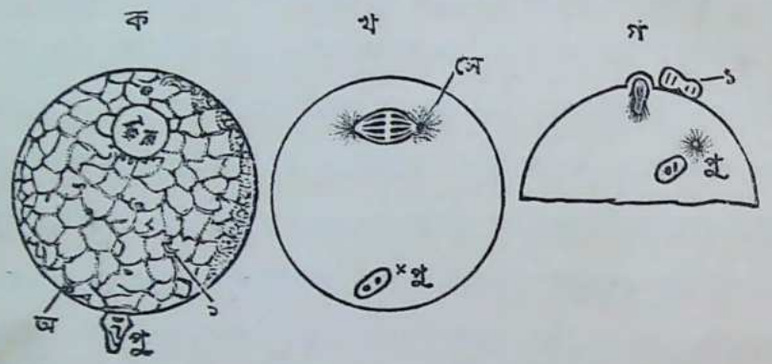

৩য় চিত্র (পরিলেখ)

সবীজত্ব (fertilization of the egg) বলে। ৩য় চিত্রে ক ও খ দ্রষ্টব্য। ক-তে অ—অণ্ড ; তন্মধ্যে চক্রের ভিতর মাতৃক ক্রমোসম ; ১—কৌষিক দ্রব্য ; পুং—পৈতৃক কোষ প্রবেশ করিতেছে। খ-তে সে—মাতৃক সেণ্ট্রোসম ও ক্রমোসম বিভক্ত হইয়া দুই হইয়া গিয়াছে। পুং—পুংকোষের সেণ্ট্রোসম ও ক্রমোসম। মাতৃকের সহিত উহারা মিলিত হইতে যাইতেছে।

স্ত্রীকোষের কর্ষক কেন্দ্র নিউক্লিয়াসের মেলনের পর বিলীন হইয়া

যায়। পুংকোষের কর্ষককেন্দ্রই তখন অণ্ডাভ্যন্তরে কার্য্য করিতে থাকে।* ক্রমোসমের সূত্রসকল অর্দ্ধেক স্ত্রীকোষের ও অর্দ্ধেক পুংকোষের হয়। ইহাতেই অনুমান হয় যে ঐ ক্রমোসমেই বংশগত সংস্কার অন্বিত থাকে, কারণ প্রাণীকে কতক মাতার ও কতক পিতার মত হইতে দেখা যায়। মাতাপিতা হইতে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ঐ ক্রমোসমই বীজদেহ বা cytulaতে থাকে। অতঃপর পুংকোষের কর্ষককেন্দ্র দুইটী হইয়া পূর্ব্বোক্ত কোষ-বিভঞ্জন প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া কোষকে দুইভাগ করত দুইটী কোষ হয়। ঐ দুইটী কোষ কিন্তু অণ্ডের আবরণের মধ্যেই থাকে, এক-কৌষিক প্রাণীর ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া যায় না। এইরূপ প্রণালীতে ঐ দুই কোষ বিভক্ত হইয়া চারি, পরে আট, পরে ষোল এইরূপ ক্রমে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া বিবর্দ্ধমান অণ্ডের আবরণের মধ্যেই জমিতে থাকে (৪ চিত্র ক)। পরে তাহারা বিশেষপ্রকারে বা ভ্রূণ হওয়ার দিকে সজ্জীভূত হইতে থাকে (৪ চিত্র খ)। সজ্জীভূত কোষসকল তিন-

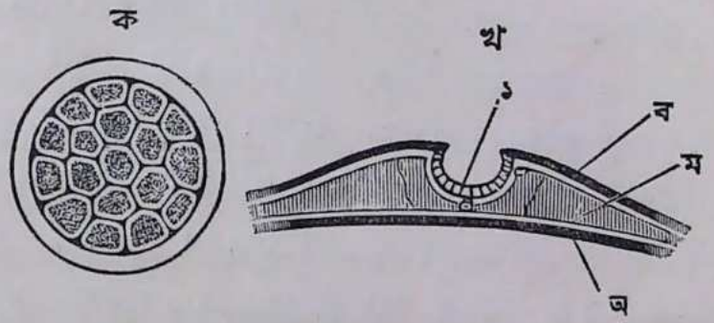

৪র্থ চিত্র (পরিলেখ)

প্রকারে ব্যূহিত হইতে থাকে। ৪ চিত্র খ, ব—বহিস্ত্বক্ বা epiblast।

---

* অতএব পুংবীজেরই প্রাধান্য দেখা যাইতেছে। সেজন্য শাস্ত্র বলেন "দিবঃ স্থাস্নূন্ গচ্ছতি স্থাস্নুভ্যঃ পিতরং পিতুর্মাতরং মাতুঃ শরীরং শরীরেণ জায়তে" পৌষ্যায়ণ শ্রুতি।

Krishna chandra college central Library

ম—মধ্যস্তর বা mesoblast, অ—অন্তঃস্তর বা hypoblast। ১—কসেরুকা মজ্জা বা মেরুদণ্ড ও তন্মধ্যস্থ মেরুরজ্জুনামক স্নায়ুরজ্জু নির্ম্মিত হওয়ার জন্য কোষসকল সজ্জিত হইতেছে। এপিব্লাস্ট্ হইতে মস্তিষ্ক, স্নায়ু আদি বোধাধিষ্ঠানসকল হয়। মেসোব্লাস্ট্ হইতে পেশী, অস্থি আদি চালক যন্ত্র হয়। হাইপোব্লাস্ট্ হইতে তাহার সমনয়নের যে যন্ত্র সকল—যদ্দ্বারা শরীরের স্থিতি হয়—তাহারা উদ্ভূত হয়।

বাহিরের স্তর, মধ্যস্তর ও অভ্যন্তরের স্তর এই পৃথগ্‌ভূত কোষস্তরই যথাক্রমে বোধের, চালনের ও প্রাণধারণের (স্থিতির) অধিষ্ঠানভূত যন্ত্ররূপে গঠিত হইতে থাকে। ক্রমে ভ্রূণ সম্পূর্ণ হইয়া প্রসূত হয় ও পরে বর্দ্ধিত হইয়া সম্পূর্ণ জন্তু হয়।

৫। স্ত্রীকোষ সবীজ হওয়ার পর তন্মধ্যে যে সব ক্রিয়া হয় তাহা এক সচেতন অধিষ্ঠাতৃ শক্তি ব্যতীত হইবার নহে; তাহার উদাহরণ যথা—মাতৃকোষের মধ্যে পুংকোষ প্রবিষ্ট হইলে তাহা প্রথমে জড়ভাবে থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীর কোষে এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমোসম সূত্র থাকে। পুংস্ত্রী দুইটী কোষ মিলিত হইলে ক্রমোসমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। সুতরাং তাহার অর্দ্ধেক বহিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। মাতৃকোষের সেণ্ট্রোসম তাহাদের আকর্ষণ করিয়া অন্তত্বকের বাহির করিয়া দেয়। ৩য় চিত্র গ দ্রষ্টব্য। ইহাতে তারার মত দ্রব্য মাতৃক সেণ্ট্রোসম, ১—কতক ক্রমোসম বাহির করিয়া দিতেছে। পরে পুংকোষের নিউক্লিয়াস্ আদি

অর্থাৎ স্বর্গ হইতে জীব স্থাবরে (শস্যাদিতে) যায়, স্থাবর হইতে পিতাতে, পিতা হইতে মাতাতে, মাতার শরীর হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। একটী স্ত্রীকোষের ভিতর দুইটী পুংকোষ ঢুকিলে যমজ সন্তান হয় এরূপ কথিত হয়। তাহাতেও পুংকোষের প্রাধান্য বা জীবাধিষ্ঠান সূচিত হয়।

কার্য্য করিয়া কোষ বিভঞ্জন করিতে থাকে। এই সব কার্য্য বা physiological individuation এক individual সচেতন শক্তি ব্যতীত হইবার নহে। তাহার পরেও যে কোষসকল পূর্ণ প্রাণিশরীরের দিকে সজ্জীভূত হইতে থাকে তাহাও সচেতন শক্তির কার্য্য ব্যতীত হইবার নহে। আর সেই শক্তি কি রকমের শক্তি হইবে? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা যন্ত্রিত করার শক্তি। যন্ত্র অর্থে এরূপ অঙ্গসমষ্টি যাহার দ্বারা এক যোগে সমঞ্জসভাবে বহু অঙ্গের এক উদ্দেশ্যে কার্য্য হয়। সুতরাং সমস্ত যন্ত্রাঙ্গের চালক কেন্দ্রভূত একস্বরূপ শক্তিই যন্ত্রচালক শক্তি হইতে পারে। ঐরূপ শক্তি যদি সচেতন হয় তবে তাহা কিরূপ হইবে? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা আমিত্ববোধাধিষ্ঠিত শক্তি হইবে। কারণ আমিত্ববোধাধিষ্ঠিত, চেতন, এককেন্দ্রিক শক্তি ব্যতীত আর সচেতন এককেন্দ্রিক শক্তির উদাহরণ নাই। একটু চিন্তা করিলেই পাঠক এবিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। আর উহার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও শরীরযন্ত্র গঠিত হয় বলিয়া বলিতে হইবে উহা ইন্দ্রিয়াদিগঠনকারিণী আমিত্ববোধাধিষ্ঠিত এক শক্তিসমষ্টি। দেহগঠনের পূর্ব্বে ঐ শক্তি কিরূপভাবে থাকে? বলিতে হইবে উহা সূক্ষ্মভাবে থাকে। তাহারই নাম সংস্কাররূপে থাকা। অতএব অণুবীক্ষণের দ্বারা গভীর গবেষণা করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করিতে হয় তাহাতেও বলিতে হয় যে দেহগঠনের পূর্ব্বে এক সংস্কারযুক্ত আমিত্ব থাকে যদ্দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া, নিয়ন্ত্রিত হইয়া, ব্যূহিত হইয়া ও বর্দ্ধিত হইয়া ক্ষুদ্র একটু দেহবীজ দেহরূপে গঠিত হয়। এবিষয়ে পাশ্চাত্য প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন:—"Inspite of the fact that the egg is a single cell, it is impossible to avoid the belief that in some way it contains the starfish. We need not, of course, think of

Krishna chandra college central Library

it as containing the structure of a starfish, but we are forced to conclude that in some way its structure is such that it contains the starfish potentially. * * * Each must in some way contain its corresponding adult. In other words the organization must be within the cells, and hence not simply produced by the association of cells." অর্থাৎ :—"তারামাছের (সামুদ্রিক জন্তুবিশেষ) ডিম্ব একটী মাত্র কোষের হইলেও তাহাতে যে কোনওরূপে পূর্ণ তারামাছ আছে তাহা বিশ্বাস না করিয়া গত্যন্তর নাই। তারামাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে উহাতে ব্যক্তভাবে আছে ইহা অবশ্য মনে করার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ ডিম্বের গঠন এরূপ যে উহাতে পূর্ণ তারামাছ শক্তিরূপে আছে। * * * প্রত্যেক ডিম্ব কোনরূপে যে তজ্জাতীয় পূর্ণ প্রাণীর নিধান তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্য কথায় ঐ নিয়ন্ত্রণশক্তি অবশ্যই সেই (ডিম্বভূত) কোষের মধ্যেই থাকিবে; উহা কোষসকলের সমবেত হওয়ামাত্র নহে।"

৬। প্রাচীন সাংখ্যমতও ঠিক এইরূপ। অণুবীক্ষণের গবেষণায় যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রাচীন ঐ মতকেই দৃঢ় করিয়াছে। তদ্ব্যতীত দেহগঠনের নূতন কোন হেতু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই এবং হইবারও নহে। সংস্কার কর্ম্মের 'ছাপ' তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্ব কর্ম্ম হইতে শরীরের উদ্ভব এবং ক্রিয়মাণ কর্ম্ম হইতে শরীরের ধারণ (বর্দ্ধন, পোষণও) হয় ইহা সিদ্ধ হইল।

৭। অনুসংহার। শরীর কোষনির্ম্মিত। কোষসকল প্রত্যেকে সচেতন প্রাণী। শরীরের কার্য্যের দ্বারা তাহারা জীবিত থাকে। শরীরের কার্য্য হয় অনেক শরীরাঙ্গের সমঞ্জস ক্রিয়া হইতে। তাহার

জন্য এক উপরিস্থিত শক্তি চাই। সেই উপরিস্থিত শক্তির দ্বারা যন্ত্রিত শরীর নিজের ক্রিয়ার দ্বারা নিজে জীবিত থাকে এবং তাহাতে শরীরাংশ-ভূত কোষসকলও জীবিত থাকে। এইরূপে নিয়ন্ত্রক এক উচ্চজীব ও নিয়ন্ত্রিত কোষরূপ নিম্নজীব পরস্পরের সহায়ে জীবিত থাকে। কোষসকলের অঙ্গ বা অংশ সকলও যন্ত্রের ন্যায়। সেই যন্ত্র প্রোটো-প্লাজ্‌ম্। তাহা উচ্চজীবের যন্ত্রের মত কোষসমষ্টি নহে; কিন্তু নির্ম্মাণ, বর্দ্ধন ও পোষণ এই ক্রিয়াস্বভাবযুক্ত। কর্ম্মবাদের ইহা অনুমত দর্শন।

অস্ত্রচিকিৎসকেরা অপঘাতে মৃত মনুষ্যের তাজা হাড় বরফে জমাইয়া রাখিয়া দেন। পরে অন্য মনুষ্যে তাহা (চর্ম্মাদিও) আরোপিত করেন। এরূপ ক্ষেত্রে হাড়ের কোষসকল মৃত হয় না কিন্তু trance আদি অবস্থার ন্যায় স্তম্ভিত-প্রাণ (suspended animation) হইয়া থাকে। তাহাতে ক্ষয় ও পোষণের আবশ্যক না হওয়াতে উহারা (অস্থিস্থ কোষসকল) সপ্রাণ থাকে। অন্যজীবের শরীরে রোপিত হইলে পুনঃ আহার্য্য পাইয়া সক্রিয়প্রাণ হয়। পূর্ব্বজীবের সহিত এইরূপে তাহার সম্বন্ধ না থাকিলেও তাহার পুনর্জীবনের ক্ষতি হয় না। বৃক্ষশাখাদির প্ররোহের পক্ষেও ঐ নিয়ম। এইরূপে কর্ম্মবাদের এবং পাশ্চাত্য প্রাণবিদ্যার, এই উভয় দৃষ্টিতেই ইহা সঙ্গত উদাহরণ।

Krishna chandra college central Library

কর্ম্মতত্ত্বের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট।

সূক্ষ্ম রূপাদি বিষয় ও অসাধারণ করণকার্য্য।

১। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ এই করণশক্তি সকলের ব্যাপারের যে ফল তাহার নাম বিষয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে শব্দাদি জ্ঞান হয় সেজন্য তাহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে শরীর ও বাহ্যদ্রব্য চালিত হয় তাই চালন তাহাদের বিষয়। প্রাণের দ্বারা দেহধারণ হয় তাই দেহধারণ ("প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ" ইতি শ্রুতি) তাহার বিষয়। বিষয়ের করণবাহ্য হেতুও থাকে। তাহা লইয়াই করণগণ ক্রিয়া করে। তাহাও তাই বিষয়ের অঙ্গভূত।

সাধারণতঃ স্থূল শব্দাদি বা স্থূলশব্দাদিগুণযুক্ত দ্রব্যই করণগণের বিষয় হয়। কিন্তু অসাধারণ বিষয়ও আছে। টেলিপ্যাথি বা বিপ্রকৃষ্ট-বোধ, ক্লেয়ারভয়ান্স্ ও ক্লেয়ারডিয়ান্স্ বা দূর ও ব্যবহিত দৃষ্টি ও শ্রুতি প্রভৃতিতে যে বিষয়ের জ্ঞান হয়, তাহা অসাধারণ বিষয়। সেইরূপ কোন কোন মিডিয়মের প্রকৃতিবিশেষে টেবিলাদি ভারি দ্রব্য উঠা নড়া, গৃহের দ্রব্য স্পৃষ্ট না হইলেও ক্ষিপ্ত হওয়া, ইট বিষ্ঠাদি পতন (মিডিয়ম ব্যতীত অন্য কাহারও গায়ে লাগে না) ইত্যাদি ক্রিয়া সকল যাহা মিডিয়ম হইতে নির্গত ক্রিয়াশক্তি হইতে হয় তাহা সব অসাধারণ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। এই জাতীয় অসাধারণ বিষয়কে কেহ কেহ telekinesis বলেন।

তেমনি মিডিয়ম বিশেষের দ্বারা যে materialized apparition বা স্প্রষ্টব্য মূর্ত্তিসকল উদ্ভূত হয় তাহা প্রাণশক্তির অসাধারণ বিষয়। ইহাতে সম্পূর্ণ শরীর হয় অথবা হস্ত পদাদি অঙ্গও হয়। Sir William

Crookes ইহার নাম ectoplasm দিয়াছেন। ইহাকে ectoplasia ও বলা হয়।

মনেরও সেইরূপ অসাধারণ বিষয় আছে। ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের দর্শনশ্রবণাদি জ্ঞান ইত্যাদি তাহার উদাহরণ।

এই সব ঘটনা চিরকালই সর্ব্বদেশের মনুষ্যসমাজে সুবিদিত আছে। আমাদেরও এইরূপ অনেক ঘটনা গোচরে আসিয়াছে। সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই প্রকরণে উদ্ধৃত করিয়া এই সব বিষয় উদাহৃত হইতেছে।

২। প্রথমে টেলিপ্যাথি বা বিপ্রকৃষ্টবোধের বিষয় আলোচিত হইতেছে। অনেক সময় অনেকের যে অসাধারণ প্রণালীতে বোধ হয় তাহা প্রমাণিত সত্য। এ বিষয়ে Encyclopaedia Britannica বলেন "But coincidence in diagrams does not apply when a ship, dumb-bells, a candlestick or a cat is drawn by both experimenters; nor can 'unconscious whispering' be heard or seen when the experimenters are in different rooms. On the whole the inquirers convinced themselves that one mind or brain may influence another mind or brain through no recognised channel of sense". "The committee came to the conclusion that a relation of cause and effect does exist between the death of A and the vision of A beheld by P. The hallucination is apparently caused from without by some unexplained action of mind or brain of A on the brain or mind of P." 11th Ed. Vol. 22, p. 545.

Krishnanath Chandra college central Library

ইহার ভাবার্থ এই—দুই ব্যক্তি পরস্পর স্ববোধসংক্রমণ ও পরবোধ-গ্রহণের চেষ্টা করিলে (যেমন একজন কোন ছবি আঁকিল অন্যে তাহা না দেখিয়া বা দূরে থাকিয়া ঠিক সেই ছবি আঁকিয়া থাকে ইত্যাদি প্রক্রিয়ায়) যে সাফল্য হয় তাহাকে 'হঠাৎ মিলে যাওয়া' বলিয়া বুঝান চলে না। এক ব্যক্তি জাহাজ, ডাম্বেল, বাতিদান, বেরাল অঙ্কিত করিলে আর এক ব্যক্তি ঠিক যে তাহা করিবে ইহা 'হঠাৎ মিলে যাওয়ার' ফল নহে। যদি বল সেই ব্যক্তি হয়ত অজ্ঞাতসারে অস্ফুট-ভাবে স্বীয় ছবির বিষয় কিছু বলে অন্যে তাহা শোনে—ইহাও বলিতে পার না কারণ ভিন্ন ঘরে ঐ দুই ব্যক্তি বসিলেও এইরূপ বিপ্রকৃষ্টবোধ হয়। ফলত এ বিষয়ের গবেষকগণ নিশ্চয় বুঝিয়াছেন যে একটী মন বা মস্তিষ্ক অন্য মনের বা মস্তিষ্কের উপর এরূপ কার্য্য করিতে পারে, যাহা কোন জ্ঞাত বোধযন্ত্রের দ্বারা সাধ্য নহে।

এক ব্যক্তির মৃত্যু হইতেছে দূরে আর এক ব্যক্তি ঠিক সেই সময়ে বা পরে মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পায় (ইহাকে wraith বলে) এরূপ ঘটনা এত নিঃসংশয়ে সংগৃহীত হইয়াছে (সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির দ্বারা) যে ইহার সত্যতা বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। এরূপ ক্ষেত্রেও বলিতে হইবে (সূক্ষ্মশরীরে মৃত ব্যক্তির আসা যদি স্বীকৃত না হয়) যে মৃত্যুর সময় ক এর মন বা মস্তিষ্ক কোন অজ্ঞাত প্রকারে খ এর (যে তাহাকে মৃত্যুর পর দেখিয়াছে) মনে বা মস্তিষ্কে বাহির হইতে কার্য্য করে।

Human Personality and its Survival of Bodily Death গ্রন্থে অনেক চিত্র দেওয়া আছে যাহা এইরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে একজন ডাক্তার ও তাঁহার পত্নী (Dr. J. S.) কয়েক শত মাইল দূরে থাকিয়া ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বসিয়া পরস্পরকে চিন্তা করত পরস্পরের চিন্তা গ্রহণ ও প্রেরণ করার চেষ্টা করিয়া এরূপ সাফল্য

লাভ করিয়াছেন (Vol. I. 604-27 পৃ.) যে এরূপ দূর হইতে মনে মনে বিজ্ঞপ্তির সত্যতা বিষয়ে অধুনা আর কেহ সংশয় উত্থাপন করিতে সাহসী হয় না। আমরাও ইহা অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াছি এবং সকলেই করিয়া দেখিতে পারেন।

এইরূপ বিপ্রকৃষ্টবোধ কিরূপে হয় তদ্বিষয়ে কোন উত্তর নাই এরূপও কেহ কেহ বলিতে পারে। কিন্তু উহা যখন সিদ্ধ সত্য তখন উহার অবশ্য কারণ আছে। সেই কারণ আর কিছু না হউক তাহা যে মনের অসাধারণ সূক্ষ্ম ক্রিয়ার ফলরূপ জ্ঞান তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। জ্ঞান হইলেই তাহার বিষয় চাই ও বিষয়ের সহিত সংযোগ চাই। সুতরাং ঐরূপ সূক্ষ্ম বিষয় ও সূক্ষ্মভাবে সংযোগের স্বভাব করণগণের যে আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

৩। দার্শনিক যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে যে মন শরীর হইতে পৃথক্ বস্তু। শরীর সত্ত্বে তাহা ঐরূপ সূক্ষ্ম বিষয় লইয়া ব্যাপার করিতে পারিলে শরীর নাশেও করিতে পারিবে ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। সেইরূপ সূক্ষ্মবিষয় লইয়া দেহধারণ ও ক্রিয়াকরণ মৃত্যুর পর যে ঘটে তাহাও অগত্যা স্বীকার্য্য।

এইরূপ সূক্ষ্মবিষয়ের অস্তিত্ব অন্যান্য অসাধারণ মনঃক্রিয়ার দ্বারাও সিদ্ধ হয়। স্বপ্নে বা জাগ্রৎকালে অনেকের ভবিষ্যৎজ্ঞান হয়। প্রায় সকলেরই এরূপ ভবিষ্যৎস্বপ্ন কখন না কখন ঘটিয়াছে। আমরাও বহু বহু এরূপ স্বপ্নের উদাহরণ পাইয়াছি। তাহার উদাহরণ দেওয়া অপেক্ষা সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটির দ্বারা সংগৃহীত ঘটনার এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তির অনুভূতির উদাহরণ দেওয়া কার্য্যকর হইবে বলিয়া তাহাই দেওয়া যাইতেছে। ভবিষ্যৎজ্ঞানকে precognition ও অতীতজ্ঞানকে retrocognition বলে।

Krishnachandra college central Library

৪। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ Joan of Arc নামে প্রসিদ্ধ কুমারী, যিনি ফরাসী দেশকে ইংলণ্ডের কবল হইতে উদ্ধার করেন, তিনি যে কয়টী ভবিষ্যৎঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন তাহা প্রমাণিত সত্য। Ardrew Lang's Voices of Jeanne d'Arc দ্রষ্টব্য। Joan যে এক শরের দ্বারা বিদ্ধ হইবেন তাহা ঐ ঘটনার বহুদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। "Asked whether she prophesied her wound by an arrow at Orleans and her recovery, she said 'yes'. This prediction is singular in that it was recorded before the event. The record was copied into the *register* of Brabant from a letter written on April 22, 1429 by a Flemish diplomatist De Rotselaer then at Lyons. * * * The prediction was thus noted on April 22nd, the event occurred on May 7th." অর্থাৎ জোন যে নিজের ভবিষ্যশরাঘাতের কথা বলেন তাহা ১৪২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল লিপিবদ্ধ হয় এবং ঐ ঘটনা ৭ই মে ঘটে। সুতরাং ইহা একটী অনপলাপ্য সত্য ঘটনা। জোনের আরও অনেক ভবিষ্যৎ জ্ঞানের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

M. Maeterlinck বলেন "Unless we are guilty of systematic and childish incredulity, we are therefore compelled to admit that prophetic dreams exist and have always existed, and that they must be definitely classed among the most defensible acquisitions of metaphysics"—The Life of Space p. 119 অর্থাৎ "যদি আমরা নিরেট ও বালোচিত অবিশ্বাস দোষে দূষিত না হই, তবে

প্রাগুক্ত কারণে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে ভবিষ্যতের স্বপ্নজ্ঞান হওয়া বরাবরই আছে ও ছিল, এবং উহা দর্শন বিদ্যার সর্ব্বাপেক্ষা অনপলাপ্য প্রমাণ-সম্পত্তি।" তাঁহার ঐরূপ এক স্বপ্নের বিবরণ এই—তিনি স্বপ্ন দেখেন যে একটা হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বোতল যাহা ঘরের কোণে তেপায়া টেবিলের উপর ছিল তাহা তাঁহার হাঁটুর ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া ও ভাঙ্গিয়া গেল। ঐ পারক্সাইড বিস্কুট-রঙ্গের কার্পেটের উপর গড়াইয়া যাইয়া সধূমে কার্পেট নষ্ট করিতে লাগিল। তিনি জাগিয়াই উহা লিখিয়া রাখিলেন। তিন দিন পরে (উহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলে) তিনি এক বোতল সালফিউরিক এসিড স্বকীয় ব্যাটারীর জন্য ক্রয় করিয়া ঐ টেবিলের উপর রাখেন। কয়েক ঘণ্টা পরে ধাক্কা লাগিয়া ঐ বোতল পড়িয়া যায় ও ভাঙ্গিয়া ঐ এসিড সেই ঘরের লাল কার্পেট সধূমে পোড়াইতে থাকে।

ইহাতে আরও বিশেষত্ব আছে যে ঐ ঘরের কার্পেট বিস্কুট রঙ্গের ছিল না (পাশের ঘরে ছিল), হাইড্রোজেন পারক্সাইডের বদলে সালফিউরিক এসিডে ঐরূপ ঘটিয়াছিল। এই দুইটী ঐ জ্ঞানের দোষ। কিন্তু পারক্সাইডের দ্বারা সধূমে কার্পেট পুড়িত না, এসিডেই পুড়িত এই দোষ সংশোধনও স্বপ্ন করিয়াছিল।

এইরূপ স্বপ্নজ্ঞান, যাহাতে এত বিশেষ বিষয়ের মিল আছে, তাহা কখনও হঠাৎ মেলা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে না।

৫। আর একটী ভবিষ্যৎ স্বপ্নের উদাহরণ Human Personality গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইতেছে (Vol. II. p. 212)। Prof. Thoulet, M. F. নামক এক প্রবীণ ভদ্রলোকের (ভূতপূর্ব্ব নৌবিভাগের কর্ম্মচারী) সহিত কার্য্যোপলক্ষে ফ্রান্স হইতে ইটালীর স্থানবিশেষে যান। উভয়ে পাশাপাশি ঘরে রাত্রে নিদ্রা যাইতেছিলেন ও মধ্যের দরজা খোলা

Krishna chandra college central Library

ছিল। M. F. এর স্ত্রী দেশে আসন্নপ্রসবা ছিলেন। প্রঃ থুলে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে। ঐ স্বপ্ন এরূপ সত্যবৎ যে তিনি যেন সেই টেলিগ্রাম হাতে লওত উঠিয়া তাড়াতাড়ি M. F. এর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া টেলিগ্রামটী পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে থাকেন যে আপনার এক কন্যা হইয়াছে ("You have just got a little girl ; the telegram says..."). M. F. বসিয়া উহা শুনিতে লাগিলেন কিন্তু হঠাৎ থুলের মনে হইল যে ইহা স্বপ্ন এবং হস্ত হইতে টেলিগ্রামটীও অন্তর্হিত হইল। টেলিগ্রামের যে কয়টী কথা পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে রহিল বাকি যে কয়টী কথা ছিল তাহার চিত্রটা মনে অঙ্কিত রহিল কিন্তু কথাগুলি মনে রহিল না (those which I pronounced remained in my memory, while the rest of the telegram was only a form)। পরে দুইজনে টেলিগ্রামের জ্ঞাত কথা ও অজ্ঞাত কথা কয়টী ও কিরূপ ছিল তাহার চিত্র (দাগ দিয়া) লিখিয়া রাখিলেন। ইহার দশদিন পরে ঠিক ঐরূপ ঐ সংবাদযুক্ত এক টেলিগ্রাম আসিল। প্রঃ থুলে তখন ঐ স্থানে ছিলেন না। প্রত্যাবর্ত্তন করিলে M. F. তাঁহাকে সেই টেলিগ্রাম দেখানতে তিনি উহা চিনিতে পারিলেন।

এইরূপ ঘটনার উদাহরণ হইতে কি সিদ্ধ হয়? ইহাতে সিদ্ধ হয় যে মনের অসাধারণ জ্ঞানশক্তি আছে। জ্ঞান থাকিলে তাহার বিষয়ও থাকিবে অতএব ঐ জ্ঞানের অসাধারণ সূক্ষ্মবিষয়ও আছে। সেই সূক্ষ্ম বিষয় কিরূপ ও কিরূপে আছে তাহা যোগদর্শনে সম্যক্ বিবৃত আছে। বিস্তৃত বিবরণ তথায় দ্রষ্টব্য।

এ বিষয় বুঝানর জন্য এক থিওরী এই—ঈশ্বর কখন কখন আমাদেরকে ভবিষ্যতের আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখান। কিন্তু যেরূপ

অসংলগ্ন ও ক্ষুদ্র ঘটনার অনেকস্থলে জ্ঞান হয় তাহাতে তাহা যদি কেহ দেখান তবে তিনি খামখেয়ালী হইবেন, ঈশ্বর হইবেন না। আর ঈশ্বরের কার্য্য অর্থেই কারণকার্য্য ঘটিত ঘটনা। তাহাই অন্বেষ্য। অন্য থিওরী এই যে 'সোলের' ভিতর অসাধারণ জ্ঞানশক্তি আছে। তাহা আবরিত থাকে। সেই আবরণদ্বার কখন কখন খুলিয়া গেলে ঐরূপ জ্ঞান হয়।

৬। ইহাহতও বেশী কিছু বুঝা যায় না। সেই অসাধারণ জ্ঞান-শক্তিটী কিরূপ এবং তাহার আবরণই বা কি তাহাই বুঝিতে হইবে। যোগদর্শন যাহা বুঝান তাহার সংক্ষেপে মর্ম্ম এই—আমাদের বুদ্ধিসত্ত্ব বা জ্ঞানশক্তি যাহা আছে তাহার স্বভাব প্রকাশ। অর্থাৎ যাহার সহিত সংযোগ হইবে তাহা প্রকাশ করাই তাহার স্বভাব দেখা যায়। কিন্তু মনশ্চাঞ্চল্য, ইন্দ্রিয়াভিমান ও শরীরাভিমান এই সকলের দ্বারা তাহা সংকীর্ণ হওয়াতে সেই প্রকাশ সংকীর্ণ প্রকাশ হয় বা সব গ্রহণ করিতে পারে না। যোগের দ্বারা অস্থৈর্য্য ও অভিমানরূপ আবরণমল বিগত হইলে তাহা সর্ব্বগ্রাহক হয়। স্বপ্নে কদাচিৎ ঐরূপ স্থৈর্য্য আসিলে অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয় প্রকাশিত হয়। দ্রব্যের ক্ষণব্যাপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিণাম যাহা আছে তাহার এক এক সমষ্টি এক এক জ্ঞেয় বিষয়। পূর্ব্বক্ষণিক পরিণাম কারণ, পরক্ষণিক পরিণাম কার্য্য। কারণ সম্যক্ জানিলে কার্য্যেরও সম্যক্ জ্ঞান হইবে। জ্ঞান হইলেই তাহা আছে বা বর্ত্তমান বোধ হইবে। তাই যোগসূত্রকার বলেন "অতীতানাগতং স্বরূপতোঽস্তি অধ্বভেদাদ্ধর্ম্মাণাং" অর্থাৎ অতীত ও অনাগত স্বরূপত বা সূক্ষ্মরূপে আছে কালভেদ করিয়া ঐরূপ (ছিল ও থাকিবে) ব্যবহার করি। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বলিয়া যাহা বর্ত্তমানে জানিতেছি না তাহাকেই ছিল বা থাকিবে বলি। পাশ্চাত্য গবেষকগণ যাঁহারা এই তত্ত্ব বুঝিতে চান

Krishna Chandra college central Library

তাঁহাদেরকেও বলিতে হয় অতীত ও অনাগত বিষয় আছে। F. W. H. Myers বলেন "Still more unwelcome is the further view that the so-called Future already exists; and that apparent time-progression is a subjective human sensation, and not inherent in the universe as that exists in an Infinite Mind." Human Personality Vol. II. p. 262. এই Infinite Mind সর্ব্বপ্রকাশক বুদ্ধিসত্ত্বেরই ছায়া।

৭। এ বিষয় কর্ম্মতত্ত্বে তত প্রাসঙ্গিক নহে। কেবল ঐ রূপ অসাধারণ মনঃক্রিয়া ও সূক্ষ্মবিষয় যে হয় ও আছে তাহাতেই আমাদের প্রয়োজন। প্রাণী যে তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে (কর্ম্মবিশেষের দ্বারা) তাহাই আমাদের প্রতিপাদ্য।

ইহাতে কর্ম্মবাদের সম্বন্ধে আরও এক শঙ্কা উঠে তাহাও মীমাংস্য। অবশ্য সাংখ্যের মর্ম্ম যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহাদের এই শঙ্কা হয় না। স্বাধীন ইচ্ছা বা free will এবং বিধিলিপি বা fixed fate এই দুইয়ের সামঞ্জস্য এক অসাধ্য সমস্যা বলিয়া অনেকে মনে করেন Myers আরও বলেন "And to imagine the Future as known, except by inference and contingently, to any mind whatever is to induce at once that iron collision between Free Will and 'Fixed Fate, Foreknowledge absolute' from which no sparks of light have ever yet been struck." Ibid. অর্থাৎ "অনুমান করিয়া জানা ব্যতীত কোন এক মনের ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় এরূপ স্বীকার করিলে, স্বাধীন ইচ্ছাবাদ এবং বিধিলিপিবাদ (যাহাতে সম্যক্ ভবিষ্যদ্জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয়) এই দুইয়ে লোহাতে লোহাতে ঠোকাঠুকির ন্যায় অভিঘাত হয়, যে অভিঘাত হইতে

এ পর্য্যন্ত কোন আলোককণা (বা মীমাংসা) নির্গত হয় নাই।" উহা হইতে যে কিছুই মীমাংসা হয় না তাহা খুবই সত্য। সাংখ্যের প্রণালী অন্যরূপ। তাহাতে ঐ দুই বাদের সংঘর্ষই হয় না। সাংখ্যের মতে সবই কারণকার্য্য ঘটিত। স্বাধীন ইচ্ছাও কারণকার্য্যের মধ্যে। এক-জনকে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বে বাঁধিয়া লইয়া গেল। অপরের ইচ্ছাদিশক্তি তাহার গমনের কারণ। আর একজন বিচারপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় গেল। সেখানেও বিচারপূর্ব্বক স্বেচ্ছা গমনের কারণ। ভবিষ্যতে যাহা ঘটে তাহা ঐরূপ স্বেচ্ছা, অনিচ্ছা, স্ববশকারণ, অবশ কারণ, আত্মগত কারণ, বাহ্যকারণ, অপ্রবল কারণ, প্রবল কারণ ইত্যাদি কারণে ঘটে। তাহাই কার্য্যরূপ ঘটনা। তাহা মাত্র স্বাধীন ইচ্ছারূপ কারণেও হয় না, কাহারও বিধানেও হয় না। স্বাধীন ইচ্ছা, অস্বাধীন ইচ্ছা, পারিপার্শ্বিক ও স্বগত অসংখ্য হেতুর দ্বারা ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে। সেই হেতুসকলের সম্যক্ জ্ঞানই ভবিষ্যৎ জ্ঞান। সুতরাং স্বাধীনইচ্ছা নামক এক কারণ ও বিধিলিপি নামক এক কারণ এই দুই পৃথক্ ও বিরোধী কারণ নাই। একজনের মৃত্যু হইল। সে পূর্ব্বে পুরুষকার করিয়া খুব চিকিৎসাদি করাতে মৃত্যু'র কাল কিছু পিছাইয়া গেল, কিন্তু রোগরূপ প্রবল কারণকে সেই পুরুষকার অভিভব না করিতে পারাতেই মৃত্যু হইল। ভবিষ্যদ্দর্শী ঐ যুদ্ধ দেখিয়া তাহার ফলমাত্র জানেন। কোন ভবিষ্যদ্দর্শী যদি ঐরূপ কারণ-কার্য্য দেখিয়া সমস্ত বিবৃত করেন এবং তাহাতেই নূতন প্রতীকার করিয়া যদি কোন ব্যক্তি মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় তবে ঐ 'ভবিষ্যৎ বলা' রূপ নূতন কারণ (যাহার ফল ভবিষ্যদ্দর্শী দেখেন নাই) ঘটাতে ফল অন্যরূপ হইবে। অদৃষ্ট বা ভাগ্য অর্থে পূর্ব্ব কর্ম্ম; তাহার সহিত দৃষ্ট কর্ম্ম যোগ হইয়া সেই সব হেতুতে জীবনের ঘটনা ঘটে। বাহ্যঘটনাও ঐরূপ কারণ-কার্য্যের ফল।

Krishnachandra college central Library

৮। মনের telergy বা দূরমনঃক্রিয়া নামক শক্তিও আছে। কোন কোন লোকের ঐ শক্তি থাকে। তাহারা যদি সঙ্কল্প করে দূরস্থ অমুক আমাকে দেখুক তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সঙ্কল্পকারীকে দেখিতে পায়। সঙ্কল্প না করিলেও কোন কোন স্থলে ঐরূপে দেখিতে ও কথাবার্ত্তা করিতে পারে। ইহার উদাহরণও আমরা জানি। ইহাতেও অসাধারণ ক্রিয়া ও সূক্ষ্মবিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

বাহ্য করণগণেরও (জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণেরও) ঐরূপ অসাধারণ ক্রিয়া হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অসাধারণ ক্রিয়ার নাম telesthesia, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ঐরূপ ক্রিয়ার নাম telekinesis (দূর চালন) ও প্রাণশক্তির ঐরূপ ক্রিয়ার নাম ectoplasy (বহির্গঠন)। দূর ও ব্যবহিত বিষয়ের দর্শন শ্রবণাদিই telesthesia বা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্টজ্ঞান। ক্লেয়ারভয়ান্স ঐরূপ দর্শন। ক্লেয়ারডিয়ান্স ঐরূপ শ্রবণ। ইহারও উদাহরণ আমরা অনেক জানি এবং নানাগ্রন্থে উদাহৃত হইয়াছে। Swedenborgএর ঐরূপ অসাধারণ দৃষ্টি প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য ঘটনা। তিনি যখন গোটেনবুর্গ নগরে ছিলেন তখন ৫০ মাইল দূরস্থ ষ্টক্‌হল্‌ম্‌ নগরে অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছিলেন এবং বর্ণনা করিতেছিলেন। পরে উহা ঠিক মিলিয়া যায়। স্থানাভাবে অন্য বিবরণ নিবদ্ধ করা হইল না।

৯। টেলিকাইনেসিস্‌ বা হস্তাদির দ্বারা স্পর্শ না করিয়া দ্রব্য চালন এবং ectoplasy বা শরীরের বাহিরে স্বকীয় প্রাণশক্তির দ্বারা অন্য দৃশ্য বা অদৃশ্য শরীর বা শরীরাংশ গঠন এই দুই অসাধারণ কার্য্য পরস্পরের সহায়। Ectoplasyর (এক্টোপ্লাসি) লক্ষণ এইরূপ—"this phenomenon which (using the term adapted for the purpose by professor Ochorowicz) I shall here

call *ectoplasy*—the power of forming, outside some special organism, a collection or reservoir of vital force or of vitalised matter, which may or may not be visible, may or may not be tangible, but which operates in like fashion as the visible and tangible body from whence it is drawn" H. P. Vol. II. p. 545 অর্থাৎ এক্টোপ্লাসি অর্থে :—"শরীরের বাহিরে প্রাণশক্তির এক অধিষ্ঠান বা সপ্রাণ ভৌতিক দ্রব্য নির্ম্মাণ করার শক্তি। উহা দর্শনযোগ্য বা অদৃশ্য, স্প্রষ্টব্য বা অস্পৃশ্য হইতে পারে। কিন্তু দ্রষ্টব্য ও স্প্রষ্টব্য যে শরীর হইতে উহা নির্গত হয় ঠিক তাহার মত (চালনাদি) কার্য্য করে।" D. D. Home নামক প্রসিদ্ধ মিডিয়ম হইতে সংঘটিত ঐরূপ ঘটনা Sir William Crookes প্রত্যক্ষ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Rev. Stainton Moses নামক অন্য এক মিডিয়মের ঐরূপ শক্তির বিষয় Human Personality গ্রন্থে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরাও ইট ও বিষ্ঠা পতনের ঘটনা নিঃসংশয়ে জানি। সে ক্ষেত্রের মিডিয়ম বা দৃষ্টিগ্রস্ত ব্যক্তি উহা সাফ করিত। এত বিষ্ঠা পড়িত (পুলিশাদির দ্বারা সুরক্ষিত হইলেও) যে সে বাড়ীতে তত পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ইট কয়েকবার ঐ মিডিয়মকেই লাগিয়াছিল অন্য কাহাকেও লাগে নাই।

১০। এই সমস্ত বিষয় বুঝাইবার জন্য একশ্রেণীর অবিশ্বাসীরা এরূপ উপায় বলেন যাহা অসম্ভব ও অন্যায্য এবং হাস্যাস্পদ। যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদের উহাতে সংশয় নাই। উহা কিরূপে হয়? মনের যেরূপ অলৌকিক ভূতভবিষ্যৎ জ্ঞানের শক্তি আছে ও তাদৃশ জ্ঞানের বিষয় আছে, সেইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণেরও

Krishna chandra college central Library

অলৌকিক শক্তি ও বিষয় আছে। তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। টেলেস্থেসিয়া, টেলিকাইনেসিস্ ও একটোপ্লাসি হইতে তাহাই সিদ্ধ হয়। কর্ম্মতত্ত্ব সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে এই তত্ত্ব সম্যক্ জানিতে ও বুঝিতে হইবে। সাধারণ লৌকিক ক্রিয়ার ও বিষয়ের ন্যায় অলৌকিক ক্রিয়া ও বিষয় যখন দেখা যায়, তখন দেহী যে কখন কখন উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে ঐরূপ ক্রিয়াশালী হইতে পারিবে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। দেহ ত্যাগের পর দেহী ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন শরীর গ্রহণ করিতে পারে এবং যোগরূপ কর্ম্মের দ্বারা ঐরূপ শক্তি প্রাদুর্ভূত হইতে পারে এবং কাহারও কাহারও ইহজীবনে জন্মজসিদ্ধিরূপে উহা প্রাদুর্ভূত হইতে পারে (যোগদর্শন ৪।১ দ্রষ্টব্য)।

অসাধারণ জ্ঞানশক্তির আরও অনেক রকম উদাহরণ আছে। Baron von Reichenbach অনেক গবেষণা করিয়া (সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটিও ইহা স্বীকার করেন) দেখিয়াছেন যে কোন কোন ব্যক্তি চুম্বকের দুই অন্ত হইতে আলোক নির্গত হইতে দেখিতে পায়। ইহা এক রকম magnetic sense। সেইরূপ কেহ কেহ চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্টও হয়। ইউরোপে এক শ্রেণীর লোক 'জলের ওঝার' ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহারা হস্তে একটা লাঠি লইয়া চলিতে থাকে, যেখানে জল নিকট সেখানে ঐ লাঠি নীচু হইয়া যায়। ঐরূপে ধাতুর খনিও তাহাদের কেহ কেহ আবিষ্কার করে। এদেশেও নল চালা, বাটী চালা প্রভৃতিতে ঐরূপে কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক চোর ধরা হয়। আবার ঐরূপে সাপের সন্ধান হয়। তাদৃশ লোকের বিবরণও আমরা জানি। সে নিজের বা অন্য লোকের হাতকে ভাবিত করিয়া এরূপ চালাতে পারিত যে ঠিক সাপের বাসস্থানে উহা থামিত। সে লোকটা ঐ ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত। বিদ্যুতের

তারের নীচে গেলেও কোন কোন লোক তাহা অনুভব করিতে পারে এরূপ electric senseও দেখা যায়। Pfeiffer নামক অন্ধ জার্ম্মান কবি কল্‌মার নগরে তাঁহার বাগানে এক সহচরের হাত ধরিয়া বেড়াইতেন। একস্থানে আসিলে ঐ সহচরের (এক পাদ্‌রী) হস্ত কম্পিত হইত। জিজ্ঞাসা করাতে সহচর স্বীকার করিলেন যে যেখানে মৃতদেহ প্রোথিত থাকে তথায় তাঁহার এরূপভাব হয় যে শরীর শিহরিয়া উঠে। ঐ স্থান খনন করিয়া সত্যই এক মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং ঐ বিষয় লইয়া ইউরোপে তখন অনেক আন্দোলন হয়।

১১। এসব ছাড়া এমন অনেকের অঙ্কের অসাধারণ সহজবী (mathematical prodigy) থাকে যাহাতে তাহারা এক বা আধ মিনিটে বড় বড় গুণ ভাগ আদি অঙ্ক কসিতে (মনে মনে) পারে যাহা করিতে সাধারণ লোকের ২।১ ঘণ্টা বা বেশী সময় লাগিতে পারে। তাহারা বলে যে অঙ্ক সমাধান করিতে গেলে তাহাদের মনে যুগপতের মত প্রায়শ নির্ভুল ফল যেন ভেসে উঠে। ইহাতে বুঝা যায় মানস প্রক্রিয়া কত দ্রুত হইতে পারে। কিছুকাল পূর্ব্বে (তখন Tawny সাহেব principal ছিলেন) পণ্ডিত গট্টুলালজী নামক জনৈক অন্ধ পণ্ডিত কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং অন্যান্যস্থানে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল শতাবধানী। একটী সংস্কৃত শ্লোকের একপদ দিয়া তাঁহাকে পূরণ করিতে বলা হয়। সেই সময়েই তাঁহার অজ্ঞাত নানা ভাষার বাক্য শুনান হয় এবং একটা লোক মধ্যে মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি করিতে থাকে। শ্লোক পূরণ, অজ্ঞাত ভাষার বাক্য স্মরণ করিয়া কথন, এবং কয়বার কত সংখ্যক ঘণ্টা বাজিয়াছে তাহার ঠিক সংখ্যা সব তিনি যথাযথ বলিয়াছিলেন।

Krishna chandra college central Library

অবধান শক্তিও যে কত দ্রুত কার্য্য করিতে পারে এবং স্মৃতিও কিরূপ প্রখরা হইতে পারে এই মনস্তত্ত্ব ইহা হইতে জানা যায়।

এ বিষয়ে Bidder নামক একজন অঙ্কে এইরূপ সহজ পণ্ডিত বলিয়াছেন "Whenever I feel called upon to make use of the stores of my mind, they seem to rise with the rapidity of lightning." অর্থাৎ "যখন আমার মনের ভাণ্ডারের ব্যবহার করার আবশ্যক হয় তখন তাহারা (জমা ভাব ও শক্তি সকল) বিদ্যুতের মত বেগে উঠে।" তাঁহাকে এক সংখ্যা দিয়া তাহা কিসের গুণফল জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিতেন। যেমন ১৭৮৬১ বলিলে তৎক্ষণাৎ ৩৩৭ × ৫৩ উত্তর দিতে পারিতেন। Prof. Safford দশ বৎসর বয়সে এক মিনিটে এরূপ গুণ করিতে পারিতেন যাহার ফল ৩৬টা অঙ্ক। ইহাতে বুঝা যায় মন কিরূপ বেগে কার্য্য করিতে সমর্থ। যোগশাস্ত্রের অক্রম জ্ঞান (যাহাতে জ্ঞানের ক্রম লক্ষ্য হয় না, এরূপ) ইহা হইতে বুঝা যায়।

☞ এই সকল অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি হইতে সিদ্ধ হয় মনের ও ইন্দ্রিয়ের ঐরূপ অসাধারণ বা সূক্ষ্ম অলৌকিক ব্যাপার হইতে পারে এবং ঐ জ্ঞানের ও কার্য্যের সূক্ষ্ম অলৌকিক বিষয়ও আছে যাহা লইয়া উহারা ব্যাপার করে। কর্ম্মের ফলে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ ও অলৌকিক জ্ঞানাদি যে হয় তাহা ইহা হইতে সিদ্ধ হয়।

কর্ম্মতত্ত্বের তৃতীয় পরিশিষ্ট।

মৃত্যু ও পুনর্জন্ম।

১। অনেক ব্যক্তি অল্পাধিক কাল মৃতবৎ অবস্থায় থাকিয়া পুনর্জীবিত হইয়াছে। তাহাদের অনুভূতি হইতে মৃত্যুর স্বরূপ ও পরলোকের বিষয় যাহা জানা যায়, তাহা এই প্রকরণে বিবৃত হইতেছে। মৃত্যু ও পুনরায় জন্ম কিরূপে হয় তাহার শাস্ত্রীয় ও অন্যরূপ বিবরণও দেখান হইবে। প্রথমে মৃত্যু কিরূপে হয় তাহার শাস্ত্রীয় বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। বৃহদারণ্যকে (৪।৪।১-৫) আছে মৃত্যুর সময় সম্মোহের মত অবস্থা হয় বা চাক্ষুষাদি জ্ঞান বাহ্য হইতে ভিতরে যায়। তখন দর্শনশ্রবণাদি জ্ঞান এক হইয়া যায় বা বাহ্য সংজ্ঞা লোপ হয়। পরে হৃদয়ের অগ্রভাগ প্রদ্যোতিত হয়। সেই প্রদ্যোতের দ্বারা বা তদধিষ্ঠান করিয়া আত্মা নিষ্ক্রান্ত হন। চক্ষু, মস্তক বা অন্য শরীর দেশ হইতে উৎক্রম্যমাণ আত্মাকে প্রাণ অনূৎক্রমণ (পশ্চাতে গমন) করে। প্রাণকে অন্য প্রাণেরাও অনূৎক্রমণ করে। তখন আত্মা বিজ্ঞানময় হন বা বিজ্ঞানকে অন্ববক্রামণ করেন। তাহাতে তাঁহার বিদ্যা বা জ্ঞান এবং কর্ম্ম সমারূঢ় হয়, আর পূর্ব্ব প্রজ্ঞাও থাকে। অতঃপর জলায়ুকা যেমন এক তৃণকে ছাড়িবার পূর্ব্বে অন্য তৃণ ধরে সেইরূপ এই আত্মা এই শরীর ছাড়িয়া অবিদ্যা বশে বা অবিদ্যামূলক কর্ম্মবশে অন্য শরীর গ্রহণ করে। পেশস্কারী (স্বর্ণকার) যেমন কিছু স্বর্ণ লইয়া অন্য

Krishna Chandra college central Library

এক কল্যাণতর নবতর রূপ (ভূষণ) করে, সেইরূপ এই আত্মা এই শরীর নিহত করিয়া অবিদ্যা (অর্থাৎ ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় লইয়া) অন্য নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করে। তাহা যথা—পিত্র্য, গান্ধর্ব, দৈব, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম বা অন্যভূতের রূপ।

সেই আত্মা বিজ্ঞানময় মনোময় প্রাণময় * * কাম অকাম, ক্রোধ অক্রোধ আদি, ইহা উহা সর্ব্বময় বা ধর্ম্মাধর্ম্মময় (অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ও অভিমান করিতে পারেন)। আত্মা যথাকারী, যথাচারী হইতে পারেন। (তন্মধ্যে) সাধুকারী বা পাপকারী হইলে সাধু বা পাপ হন। পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের দ্বারা পুণ্য বা পাপ হন। নিম্নের বিবরণে ইহা অনেকাংশে বোধগম্য হইবে।

২। প্রাচীন কালের গ্রীক দার্শনিক প্লুটার্ক লিখিত এক বিবরণ আছে। প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে থেস্‌পেসিয়াস্ (Thespesius) নামক একজন গ্রীক কোন উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গিয়া প্রায় তিন দিন মৃতবৎ ছিল। তখন তাহার অনুভূতি হইয়াছিল যে সে শরীর হইতে বাহির হইয়া শূন্যে রহিয়াছে। প্রথমে তাহার বোধ হইয়াছিল যে সে যেন সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়াছে কিন্তু পরেই তাহা হইতে নির্গত হইয়াছিল। তখন যেন সমস্ত আকাশ একেবারে তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সমস্তই ভিন্নরূপে তাহার প্রতীয়মান হইতেছিল। গ্রহদের আকার ও তাহাদের দূরত্ব অতি বৃহৎ বোধ হইয়াছিল। তাহার স্পিরিট বা সূক্ষ্ম শরীর যেন নৌকার মত আলোক সমুদ্রে ভাসিতেছে। সে আরও অনেক কথা বলিয়াছিল। জীব (সোল) শরীর হইতে বাহির হইবার সময় একটা আলোকের বুদ্বুদের মত দেখায়। পরে তাহা হইতে মানুষের আকারে শীঘ্রই পরিণত হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দ্রুত সোজাসুজি উড়িয়া বা উঠিয়া যায় আর কতকগুলি দিশাহারার মত ঘুরিতে থাকে

ও পরে তাহারাও পূর্ব্ববৎ চলিয়া যায়। সে কোন কোন ঐরূপ প্রেতকে চিনিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতে যাইলে তাহারা যেন স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং ভয়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের বাক্য অস্ফুট এবং যেন পরিদেবনের কথা বলিতেছিল। অন্য এরূপ প্রেতও ছিল যাহারা জ্যোতির্ম্ময় এবং সৌম্যমূর্ত্তি ও তাহারা পৃথিবী হইতে দূরে উঠিয়া যাইতেছিল। ইহারা পূর্ব্বোক্তদের নৈকট্য বর্জ্জন করিতেছিল। সংক্ষেপত আনন্দ ও নিরানন্দ এই দুই অবস্থাই প্রেতদের মধ্যে ছিল। একজন থেস্‌পেসিয়াস্‌কে বলিল যে সে মৃত হয় নাই এবং পুনশ্চ স্বশরীরে যাইবে আর সে শরীরের সঙ্গে নোঙ্গর বাঁধার মত আছে। অন্যেরা স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ম্ময় কিন্তু তাহার পশ্চাতে কৃষ্ণবর্ণ এক ছায়ার মত পদার্থ ছিল যদ্দ্বারা সে শরীরের সহিত আবদ্ধ ছিল। ঐ প্রেতসকলও ভিন্ন ভিন্নরূপ ছিল। কেহ পূর্ণ চন্দ্রের মত স্বচ্ছ জ্যোতির দ্বারা ব্যাপ্ত, কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ ডোরাযুক্ত হওয়াতে অল্প জ্যোতির্ম্ময়, আবার কেহ কেহ সর্পের ন্যায় কৃষ্ণডোরা ও ফোঁটাযুক্ত।

৩। দ্বিতীয় উদাহরণ রেভারেণ্ড বার্ট্রাণ্ড (Rev. Bertrand) নামক পাদরীর অনুভূতি। ইনি বেড়াইবার জন্য কয়েকজন ছাত্রসহ টিট্‌লিস্ পর্ব্বতে আরোহণ করেন। ছাত্রেরা কিছু দূরে গেলে তিনি উপবিষ্ট অবস্থায় শৈত্যে হৃৎক্রিয়াহীন হইয়া পড়েন ও মৃতবৎ হন। সেই সময় তিনি দেখেন যে তিনি একটা আলোকের তালের মত হইয়া শরীর হইতে বহির্গত হওত কিছু উপরে ভাসিতে লাগিলেন। যেন একটা সূত্র দিয়া শরীরের সঙ্গে বাঁধা। সে সময় তাঁহার জ্ঞানশক্তি খুব বিকসিত ছিল। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া পথদর্শক তাঁহার খাদ্য চুরি করিতেছে দেখিতে পাইলেন (যাহা সত্য)। তাঁহার স্ত্রী বহুদূরে লুসার্ণ (Lucerne) নগরে ছিলেন এবং ঐ দিন যে স্থানে যাইবার কথা ছিল

Krishna chandra college central Library

সে স্থানে না যাইয়া অন্যস্থানে স্ত্রী যাইতেছেন তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ঐ অবস্থায় মনে হইতেছিল যে, যে সূত্রের দ্বারা তিনি শরীরে বাঁধা আছেন তাহা যদি কাটিয়া যায় তবে তিনি চিরকালের মত ঐ কুৎসিত শরীর হইতে মুক্ত হইতে পারেন। পরে ছাত্রেরা আসিয়া সঞ্জীবনের প্রক্রিয়া করাতে তিনি ফের নামিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া উজ্জীবিত হন এবং পথদর্শকের চুরির কথা বলিয়া তাহাকে হতভম্ব করিয়া দেন। স্ত্রীকেও তিনি তাহার গতিবিধির কথা পরে বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত করেন।

৪। তৃতীয় উদাহরণ ডাক্তার উইল্‌জের (Dr. Wiltse) অনুভূতি। ইনি আমেরিকার সেণ্ট লুই (St. Louis) প্রদেশের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার এবং এক ডাক্তারী কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি টাইফয়েড্ রোগে মৃতবৎ হইয়া প্রায় ৪ ঘণ্টা ছিলেন। তন্মধ্যে অর্দ্ধঘণ্টা একেবারে মৃত হইয়াছেন এরূপ অনেকে মনে করিয়াছিল। তিনি উজ্জীবিত হইবার পরই ইহা সকলকে বলেন ও সুস্থ হইলে লিপিবদ্ধ করেন সুতরাং ঘটনার বিবরণ খুবই সমীচীন। তিনি বলেন "আমি প্রথমে সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইয়াছিলাম। যখন জ্ঞান হইল তখন বোধ হইল যে আমি শরীরেই আছি কিন্তু শরীরের ও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। সাশ্চর্য্যে ও সানন্দে এই প্রথম আসল 'আমি'কে দেখিতে পাইলাম। আর যাহা আমি নয় তাহা যেন মাটির কবরের মত আমাকে সর্ব্বদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চিকিৎসকের কৌতূহলে আমি আমার শরীরের বিচিত্র বিধান সকল দেখিতে লাগিলাম—সজীব 'আমি' কিরূপে নির্জ্জীব শরীরের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছি। আমার অবস্থা বুঝিয়া স্থিরভাবে এইরূপ যুক্তি করিতে লাগিলাম যে লোকে যাহাকে 'মরা' বলে আমি তাহা হইলেও এখনও যেমন মানুষ তেমন মানুষই আছি। আমি

এখনই শরীর হইতে বাহির হইব বুঝিলাম এবং শরীরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হওয়া উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। কোন এক শক্তির (আমার নহে) দ্বারা আমি পাশাপাশি দুলিতে লাগিলাম ("অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্‌যমঃ" ইহা ঐ অনুভূতির রূপক)। পরে তাহা থামিল এবং পায়ের আঙ্গুল হইতে তলা দিয়া গোড়ালির দিকে গম্যমান অজস্র সূত্র ছেঁড়ার ন্যায় অনুভব হইতে লাগিল। যেমন একটি রবারের রজ্জু সংকুচিত হয় তেমনি আমি ধীরে ধীরে মস্তকের দিকে গুটাইয়া আসিতে লাগিলাম। পরে পাছায় আসা আমার স্মরণ আছে। তখন মনে হইল পাছার নীচে আর প্রাণ নাই। পেট ও বুক দিয়া যাওয়া আমার স্মরণ নাই, কিন্তু মাথায় আমার সমস্ত আমিত্ব গিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট স্মরণ আছে। যেন ফাঁপার মত আমি মস্তিষ্কের চারিদিকে আবর্ত্তিত হইলাম ও মস্তিষ্ককে ঈষৎ চাপিয়া শিরঃকপালের (খুলির) জোড়ের মধ্য দিয়া বাহিরে উকি দিয়া ঝিল্লীর থলির মত চ্যাপ্টা হইয়া বাহির হইলাম। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে যে আমি যেন ঠিক জেলীমাছের মত হইয়াছিলাম। যেমন শরীর হইতে বাহির হইলাম অমনি আমি যেন সাবানের বুদ্বুদের মত উপরে নীচে ও পাশাপাশি নড়িতে নড়িতে দেহ হইতে বিযুক্ত হইয়া ধীরে মাটিতে পড়িলাম এবং ক্রমশ পূরা মানুষের আকারে পরিণত হইলাম। আমি অর্দ্ধস্বচ্ছ (translucent) ও ঈষৎ নীলবর্ণ এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ মনে হইল। বিবস্ত্রতায় লজ্জিত হইয়া আমি অর্দ্ধ উন্মুক্ত দরজার দিকে ছুটিলাম। কিন্তু দরজার কাছে যাইয়াই দেখিলাম আমি সবস্ত্র হইয়াছি। তখন আমি ফিরিয়া ঘরের লোকেদের দেখিতে লাগিলাম। ফিরিতে গিয়া দুইজনের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের (যাহারা দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন) হাতের ভিতর দিয়া আমার বাম কনুই অবাধে চলিয়া গেল। তিনি কিছু টের পাইলেন কিনা তাহা দেখার জন্য তাঁহার

Krishna chandra college central Library

মুখের দিকে চাওয়াতে তিনি যে দিকে চাহিয়াছিলেন সেই দিকে আমার দৃষ্টি গিয়া আমার মৃত বিবর্ণ শরীরকে বিছানার উপর দেখিতে পাইলাম। আমি কতকগুলি উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান লোককে দেখিলাম বিশেষত দুইজন স্ত্রীলোককে দেখিলাম এবং তাহারা যে কাঁদিতেছে তাহাও জানিলাম। পরে জানিয়াছি তাহারা আমার স্ত্রী ও ভগিনী। আমার তখন কোনও সম্বন্ধের ভাব মনে আসিতেছিল না—সবই এক বোধ হইতেছিল—যদিচ স্ত্রী পুরুষ ভেদের জ্ঞান ছিল।

৫। তখন আমি তাহাদের সান্ত্বনা করার জন্য তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম কিন্তু কেহই লক্ষ্য করিল না দেখিয়া আমার হাসি আসাতে হাসিয়া ফেলিলাম। আমার তখন মনে হইল যে তাহারা প্রেত দেখিতে পায় না কেবল স্থূল চক্ষেই দেখে। তাহারা মনে করিতেছে যে আমি মরিয়া গিয়াছি কিন্তু তাহা ভুল, ওই শরীরটা আমি নয় প্রকৃত আমি এই। তখন আমি ফিরিয়া বাহিরে যাইতে লাগিলাম। মাথা নীচু করিয়া কোথা পা ফেলি দেখিতে দেখিতে চলিয়া সদর দরজা (porch) ও সিঁড়ি পার হইয়া বাহিরে আসিলাম। পরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। রাস্তাটা পূর্ব্বে কখনও তত পরিষ্কাররূপে দেখি নাই। বৃষ্টির দ্বারা ধুইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত রাস্তার মাটী সব দেখিলাম। পরে আমি কিছু মায়ার সহিত (pathetic) বাড়ীটা দেখিলাম, চিরকালের জন্য বাড়ীত্যাগী লোকে যেমন দেখে। জীবনকালে আমার শরীর কিছু ছোট ছিল তাহা আমার অভিমত ছিল না। কিন্তু সেই প্রেত শরীর অভিমতরূপে বড় হইয়াছিল। পরিচ্ছদও আমার শরীরের উপযোগী হইয়াছিল। উহা কোথা হইতে আসিল তাহা আমি সাশ্চর্য্যে চিন্তা করিতেছিলাম।

তখন মনে হইল 'কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আমি কি ভয়ানক পীড়ায় আক্রান্ত

ছিলাম, পরে যাহাকে মৃত্যু বলে তাহা আসিল, এখন আমি কত ভাল বোধ করিতেছি। আমি এখনও জীবিত ও অতি স্ফুট চিন্তাকারী মনুষ্য আছি। আর আমি পীড়িত হইব না মরিবও না।' এইরূপ সানন্দ চিন্তায় আমি নৃত্য করিয়া ফেলিলাম। আমি তখন জানিলাম যে আমার কোটের পিছনে সেলাই দেখিতে পাইতেছি কিন্তু আমার চক্ষু যথাস্থানে রহিয়াছে। তখন বুঝিলাম আমার শরীরের চক্ষু তখনও ব্যবহার করিতেছি এবং তাহার দ্বারাই দেখিতেছি। তখন ফিরিয়া দেখাতে আমার বাড়ীর খোলা দরজা দিয়া আমার পূর্ব্ব শরীরের মাথা দেখিতে পাইলাম এমং আরও আবিষ্কার করিলাম যে উর্ণাতন্তুর ন্যায় এক সূত্র আমার স্কন্ধদেশ হইতে যাইয়া শরীরের ঘাড়ের তলায় (সম্মুখে) গিয়াছে তাহাতেই আমি শরীরের চক্ষু ব্যবহার করিতে পারিতেছি।

৬। পরে ফিরিয়া আমি চলিতে লাগিলাম। তখন পুনশ্চ অজ্ঞান হইলাম। জ্ঞান হইলে দেখি দুই পার্শ্বে দুইটি হস্তের দ্বারা বিধৃত হইয়া আমি শূন্যে আছি (ইহা আতিবাহিক দেবতা কি? তাহারা প্রেতকে অতিবাহিত করিয়া লইয়া যায়)। যাহার হাত সে যেন আমার পশ্চাতে আছে এবং আমাকে অনতিবেগে লইয়া যাইতেছে। পরে আমাকে ছুঁড়িয়া দেওয়াতে আমি এক অপরিসর, সুনির্ম্মিত, শ্বেত কোয়ার্জ পাথরের ঊর্দ্ধগামী (প্রায় ৪৫ ডিগ্রি ঢালু) রাস্তার গোড়ায় আসিয়া পড়িলাম ও তাহাতে ঠিক উত্তরমুখে চলিত লাগিলাম। সেই রাস্তা হইতে মেঘ যত উপরে পার্থিব বৃক্ষের মাথাও প্রায় তত নীচে। নির্জ্জনতার জন্য আমার জনসঙ্গের ইচ্ছা হইল। তাহাতে মনে করিলাম প্রতি কুড়িমিনিটে ত একজন মরে অতএব শীঘ্রই সঙ্গী পাইব। নীচে আমি এক সুন্দর নদী দেখিলাম (যাহা এমারল্ড নদীর মত) এবং পূর্ব্বদিকে এক পর্ব্বতশ্রেণী দেখিলাম। এইরূপে স্মৃতি, বিচার ও কল্পনা মনের

Krishna chandra college central Library

এই তিন প্রধান শক্তি আমার অটুট ও কার্য্যকরী ছিল। আমি অপরের সঙ্গের জন্য বিশ মিনিট (যাহা আমার মনে হইল) অপেক্ষা করিয়াও কাহাকেও পাইলাম না। তখন নানারূপ বিচার করিতে লাগিলাম ও সংশয়যুক্ত হইয়া মনে করিতে লাগিলাম দেব (angels) বা দৈত্য (fiends) যাহা হউক কেহ একজন আসিয়া আমাকে দেখা দিতে পারে। ইহাতে চারিদিকে স্থানে স্থানে আমি যেন ব্যক্তচিন্তার ভাষা শুনিতে পাইলাম যে 'ভয় নাই, তুমি নিরাপদ'। কোন ব্যক্তি দেখি নাই বা তাহার বাক্য শুনি নাই, কিন্তু যেন অনতিদূরে কেহ আমার ভালর জন্য ঐ চিন্তা করিতেছে বোধ হইল। ইহাতে আমার ভয়, শঙ্কা ও তজ্জনিত কষ্ট হইতে লাগিল। তাহাতে তখন এক অনির্ব্বচনীয় প্রেম ও কোমলতামাখা মুখ ক্ষণেকের জন্য আমার গোচর হইয়া ভয় ও শঙ্কা দূর করিল। হঠাৎ আমি কিছুদূরে দেখিলাম যে তিনটা সুবৃহৎ প্রস্তর বা পাহাড় ঐ রাস্তা রোধ করিয়া রহিয়াছে। কি করিব যখন মনে করিতেছি তখন একখণ্ড বড় ও কৃষ্ণ মেঘ (যাহা এক ঘন একর হইবে) আমার মাথার উপর দেখিতে পাইলাম। শীঘ্রই ইহা সঞ্চরণশীল অগ্নিময় বাণের (bolts) (বিদ্যুতের ?) দ্বারা পূর্ণ হইল। ঐ অগ্নিরেখা সকল ইতস্তত মেঘের মধ্যে যাইতেছে তাহা দেখিতে পাইলাম—যেমন স্বচ্ছ জলে মৎস্য দেখা যায়। মেঘটা ভিতরের দিকে কোর হইয়া এক বৃহৎ তাঁবুর মত ঘুরিতে লাগিল। তিনবার ঘুরিলে দক্ষিণ দিক্ হইতে কোন সত্ত্ব (presence) উহাতে প্রবেশ করিল তাহা বুঝিলাম, আর সেই সত্ত্ব যে আমার মত অল্পব্যাপী নহে কিন্তু সমস্ত দেশ ব্যাপিতে পারে তাহাও বুঝিলাম। তখন ঐ মেঘের ডানদিক্ হইতে এক বাষ্পময় জিহ্বা নির্গত হইয়া আমার মস্তকের দুইদিকে স্পর্শ করিল ও তাহাতে অন্যের চিন্তা আমার মনে ঢুকিতে লাগিল বুঝিলাম। সেই চিন্তার ভাষা যে কি তাহা

বলিতে পারি না কিন্তু তাহা আমার মাতৃভাষায় সকরুণভাবে আমাকে তাঁহার মনোভাব বুঝাইয়া দিল। তাহা অতি অল্পকথায় (ইংরাজীতে যাহা বহু কথায় প্রকাশ হয়) নিম্নলিখিত বিষয় প্রকাশ করিল যথা—ইহা অমরলোকের পথ। ঐ প্রস্তর সকল ইহার সীমা। উহা পার হইলে আর তুমি শরীরে যাইতে পারিবে না ইত্যাদি। ঐরূপ চিন্তা শেষ হইলে মেঘটা পূর্ব্বদিকের পাহাড়ের দিকে সরিয়া গেল।" পরে ডাক্তার উইল্‌জ হঠাৎ সেই তিনটা প্রস্তরের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন এবং পরলোক দর্শনে কৌতূহলী হইয়া দেখিতে লাগিলেন। উহাতে চারিটী প্রবেশপথ (যমের চারি দুয়ার ?) ছিল; তন্মধ্যে একটী অন্ধকার আর কয়টী দিয়া ঠাণ্ডা, শান্ত ও সুন্দর দেশ (তথাকার বায়ু সবুজ) দেখা যাইতেছিল। অনেক চিন্তার পর হঠাৎ তিনি ঐ সীমা অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু মধ্যস্থলে যাইলে এক কৃষ্ণমেঘ তাঁহার মুখের দিকে আসিতে লাগিল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার গতিরোধ হইল। তখন তাঁহার অঙ্গ এলাইয়া পড়িল ও সেই মেঘ মুখে লাগিল। তিনি অজ্ঞান হইলেন ও পরে চক্ষু মেলিয়া স্বগৃহে সেই রোগশয্যায় নিজেকে শয়ান দেখিলেন। ইহার সবিশেষ বিবরণ Myer's Human Personality, Vol. II. p. 315 দ্রষ্টব্য।

৭। বিভিন্ন কালের এই তিনটী কাহিনী হইতে জানা যায় যে—(১) শরীর মৃতবৎ হইলেও মনের কার্য্য উত্তমরূপে হইতে পারে সুতরাং মন ও শরীর পৃথক্ এবং শরীরের নাশেও মন ঠিক থাকে। (২) তখনকার মনঃকার্য্য যে কেবল স্বপ্নের ন্যায় কল্পনামাত্র তাহা নহে। দূরস্থ ও নিকটস্থ যথার্থ বিষয়ের জ্ঞান যখন হইতেছিল তখন সেই ব্যক্তিদের প্রেতশরীরাদি অলীক কল্পনা হইতে পারে না। সকলেরই স্মৃতি, বিচার ও কল্পনা আদি বৃত্তি সুস্পষ্ট ছিল। (৩) মৃত্যুর সময় শরীর

Krishna chandra college central Library

হইতে গুটাইয়া প্রাণী এক জ্যোতিঃপিণ্ডের মত হয় পরে তাহা হইতে পূর্ব্বের অনুরূপ এক মনুষ্যাকার সূক্ষ্মদেহ হয়। ঐ প্রেত শরীর অতি সূক্ষ্ম রূপাদি ভূত নির্ম্মিত কারণ তাহাতে শব্দস্পর্শরূপাদি থাকে। (৪) পরিদৃশ্যমান এই লোককে অনেকাংশে ভিন্নরূপে প্রেতেরা দেখে ও ব্যবহার করে। (৫) তখন মনই প্রধান। মনের সঙ্কল্প হইতে তাহাদের অনেক জ্ঞেয় ও ভোগ্য বিষয় উত্থিত হয়। ইহা ব্যতীত সকলের সাধারণ বিষয়ও আছে, ইহা স্বপ্ন হইতে প্রভেদ। (৬) তখন কাহারও ইন্দ্রিয়শক্তি অলৌকিক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। ইচ্ছামাত্রে বিষয় প্রাপ্তির জন্য আনন্দ হয়। যদিও এই বিবরণ হইতে এক অবস্থার (সানন্দ বা দিব্য) ব্যক্তিদের বিষয়ই বিশেষরূপে জানা যায় কিন্তু প্রথম বিবরণে শোকের বিষয়ও জানা যায় তাহাতে মানস অবস্থার তারতম্যে জ্ঞানশক্তির ও আনন্দের যে তারতম্য হইবে তাহা অনুমেয়। (৭) আনন্দের ন্যায় শোকও আছে তাহাতে ইচ্ছামাত্রেই বিষয়প্রাপ্তি (যাহা আনন্দের হেতু) থাকিবে না ও ইন্দ্রিয়শক্তি রুদ্ধ হইবে। সুতরাং তখন প্রবল মানস শোক দুঃখ থাকিবে। (৮) তাহাদের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় ও তদ্বিপরীত। (৯) পরস্পরের মনে মনে মিলিয়া তাহাদের ভাষাজনিত জ্ঞান বা অপরের মনোভাবের জ্ঞান সরাসরি হয়। (১০) তাহাদের বিষয়জ্ঞান সত্য ও প্রকৃষ্টও হয় এবং স্বপ্নের ন্যায়ও হয়। স্বপ্নে প্রতীক্ষিত ও ঈপ্সিত বিষয় উত্থিত হয় এবং রূপক বিষয়ও কল্পিত হয়। প্রেতদেরও সেইরূপ হয়; অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ বিষয়ও থাকে যাহা স্বপ্নে প্রায় থাকে না। (১১) স্বপ্নে ক্বচিৎ অলৌকিক দৃষ্টি আদি হয়; প্রেতদের (অন্তত দিব্য দেহীদের) উহা স্বাভাবিক।

৮। কারণ-কার্য্যঘটিত স্বাভাবিক নিয়মেই ইহা হয়। এ বিষয়ে লোকসমাজে অনেক অসঙ্গত কল্পনা প্রচলিত আছে; কর্ম্মবাদের সহিত

তাহার সম্পর্ক নাই। আধুনিক স্পিরিচুয়ালিষ্ট বা প্রেতবাদীরা যে সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও কর্ম্মবাদের সহিত সমঞ্জস। Sir Conan Doyle তাঁহার New Revelation গ্রন্থে প্রেতদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তথ্য বলিয়াছেন, যথা—(১) It is pre-eminently a life of the mind, as this is of the body অর্থাৎ প্রেতজীবন মনঃপ্রধান যেমন ইহ জীবন শরীরপ্রধান। (২) All are agreed that no religion upon earth has any advantage over another, but that character and refinement are everything অর্থাৎ সাধারণ লোকে যে মনে করে তাহাদের বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাসেই পরলোকে ভালমন্দ গতি হয় তাহা ঠিক নহে। চরিত্র ও জ্ঞানোৎকর্ষ হইতেই সেখানে সমস্ত হয়। অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই যথাযোগ্য গতি হয়। (৩) That they have no age, no pain, no rich and poor; that they wear clothes and take nourishment; that they do not sleep (though they spoke of passing occasionally into a semiconscious state) অর্থাৎ তাহাদের বাল্য জরাদি নাই, শারীর পীড়া নাই, ধনী দরিদ্র নাই। তাহারা বস্ত্র পরিধান করে ও পোষণের দ্রব্য গ্রহণ করে (অবশ্য সঙ্কল্পের দ্বারা উত্থিত)। তাহারা নিদ্রা যায় না কিন্তু কখন কখন অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় থাকে (জাগ্রৎ সংস্কারে তাহারা অনিদ্র বা অস্বপ্ন থাকে তন্দ্রার সংস্কারে অর্দ্ধনিদ্রিত থাকে। দেবতাদের বা সূক্ষ্ম শরীরীদের এক নাম অস্বপ্ন)। (৪) 'Work' with us has come usually to mean 'work to live', and that * * * was not the case with them—that all the requirements of life were somehow mysteriously 'provided' অর্থাৎ এখানে কার্য্য করা মানে সাধারণত জীবনধারণের জন্য কার্য্য করা বুঝায়, কিন্তু সেখানে

Krishna chandra college central Library

তাহাদের আবশ্যকীয় বিষয় অজ্ঞাতরূপে যোগান হয় (সঙ্কল্পমাত্রেই উত্থিত হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)। (৫) The Spirit is not a glorified angel or goblin damned, but it is simply the person himself, containing all his strength and weakness, his wisdom and his folly, exactly as he has retained his personal appearance অর্থাৎ প্রেত (কাহারও অনুগ্রহে) নির্ম্মিত একটা মহা দেবতা বা একটা অভিশপ্ত দানব নহে, কিন্তু সে নিজে পূর্ব্বে যেমন ছিল ঠিক সেইরূপ ব্যক্তি। তাহার বল অবল, জ্ঞান অজ্ঞান সব ঠিক্ থাকে—যেমন তাহার নিজের মূর্ত্তি ঠিক্ থাকে। ইহাও কর্ম্মবাদের কথা—কর্ম্মসংস্কারেই সব হয়। (৬) That the spirit scene or the spirit dwelling, which might seem a mere dream thing to us, is as actual to the spirit as are our own scenes and our own dwellings অর্থাৎ আমাদের দৃশ্য ও আবাস যেমন আমাদের নিকট সত্য বোধ হয় প্রেতদের দৃশ্য ও আবাস আমাদের নিকট স্বপ্নবৎ মনে হইলেও তাহাদের নিকট ঠিক ঐরূপ সত্যবোধ হইয়া থাকে। (৭) প্রেতেরা কোথায় থাকে তদ্বিষয়ে ইহা দ্রষ্টব্য "she went on to say that the sphere she inhabited was all round the earth" অর্থাৎ সে (মিডিয়মে ভর করা প্রেত) বলিয়াছিল যে, যে মণ্ডলে সে বাস করে তাহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে স্থিত। শাস্ত্রের ভূ ও ভূব লোক এইরূপ এবং নিম্নের দৈবদেহীদের বাস।* প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য উভয় দেশেই প্রবাদ আছে যে প্রেতদের চক্ষু নির্নিমেষ এবং

* এখানে প্রেতবাদীদের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য। যাহার উপর ভর করিয়া প্রেতেরা কার্য্য করে তাহাদের মিডিয়ম বলে। প্লাংশেট আদির দ্বারা লেখা, আবিষ্ট হাতে লেখা, বা আবিষ্ট হইয়া কথা বলিয়া জানান প্রভৃতি উপায়ে মিডিয়মের দ্বারা প্রেতেরা জ্ঞাপন করে।

তাহারা পরলোকে অবস্থান্তরতা প্রাপ্ত হয়, বরাবর এক অবস্থায় থাকে না। এতদ্ব্যতীত মৃত্যুকালে যে আজীবনের কর্ম্মসংস্কার স্মৃতিরূপে ক্ষণমাত্রেই পিণ্ডীভূত হইয়া উঠে তাহা অনেকের অনুভূতি হইতে জানা যায়। এ বিষয় কর্ম্মাশয় প্রকরণে কথিত হইয়াছে। ডাক্তার উইল্‌জ ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবত তিনি শরীর বিয়োগের সময় অজ্ঞান ছিলেন বলিয়া ইহা তাঁহার স্ফুট অনুভব হয় নাই অর্থাৎ ঐ অংশ

কোন কোন মিডিয়ম এরূপ আছে যাহাদের শক্তিতে টেবিল আদি দ্রব্য শূন্যে উত্থিত হয় এবং কাহারও শরীরনির্গত দ্রব্যের দ্বারা প্রেতেরা স্প্রষ্টব্য শরীর (materialised apparition) ধারণ করিতে পারে। আবিষ্ট ব্যক্তি যে সব সময় প্রেতের দ্বারা আবিষ্ট হয় তাহা নহে। কখন কখন নিজের এক অন্যরূপ আত্মভাবের দ্বারা, কখন পার্শ্বস্থ বা দূরস্থ জীবিত ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্ট হইয়া কথা বলে বা লেখে। এই জন্য এবিষয়ের সমস্ত কথা গ্রাহ্য হয় না। আমাদের দেয়ংসে ঐরূপ অনেক হইয়াছে, কিন্তু একদিন লেখা হইল "যদুনাথ ভট্টাচার্য্য" জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল বাড়ী বালী, বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কাজ করিত, বেতন ৩৫৲ টাকা ছিল, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে মৃত হইয়াছে ইত্যাদি। সেখানে যে ২।৪ জন লোক ছিল সকলেই ৩০ বৎসরের কম বয়স্ক এবং কেহই উহাকে জানিত না বা জানারও সম্ভাবনা ছিল না। পরে অনুসন্ধানে ঐ সব বিষয় সত্য বলিয়া জানা যায়। Doyle বলেন যেমন কোন টেলিগ্রাফ লাইনে যদি একবারও একটি ঠিক তার আসে তবে বহুবার গোল হইলেও উহা যে ঠিক লাইন তাহা বলিতে হইবে। এক্ষেত্রেও সেইরূপ। বিশেষত প্রেতেরা মনঃপ্রধান বলিয়া, পার্থিব জ্ঞানবুদ্ধি হইতে তাহাদের বেশী কিছু জ্ঞানবুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং সময়ে সময়ে আবল্য অবস্থায় থাকে বলিয়া তাহাদের জ্ঞাপিত বিষয় গোলমেলে হওয়া যে স্বাভাবিক ইহা অজ্ঞ সমালোচকেরা বুঝে না। অনেক সময় মিডিয়মেরা ঘুমন্ত লোকের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া তাহার স্বপ্নের কথা বলে। প্রেতাবেশের পক্ষেও সেইরূপ ঘটিতে পারে। Mrs. Piper নামক প্রসিদ্ধ এক মিডিয়মের দ্বারা আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ মৃত ব্যক্তি আত্মীয় ও বন্ধুদের নিকট এরূপ সব কথা প্রকাশ করেন যে সেই মৃত ব্যক্তিই কথা বলিতেছেন তদ্বিষয়ে সকলে নিঃসংশয় হন।

Krishna chandra college central Library

তাঁহার স্মরণারূঢ় হয় নাই। মৃত্যুকালে মুমূর্ষু বা মৃত ব্যক্তিকে দূরস্থ আত্মীয় বন্ধু বা অন্যেও দেখিতে পান (২ পরিশিষ্ট ২ প্রঃ)। ইহাকে wraith বলে। এবং ইহা প্রায় পরলোকে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, কারণ এ বিষয়ের ভুরি ভুরি উত্তম প্রমাণ আছে। ইহা বুঝাইবার জন্য দুইটী থিওরী আছে :—(১ম) মৃত্যুর পর প্রেতের সূক্ষ্মশরীরে আগমন, ও (২য়) টেলিপ্যাথি বা দূরবেদন। দূরবেদন থিওরী অনুসারে মৃতব্যক্তি মনে মনে চিন্তা করাতে দূরস্থ আত্মীয়াদিরা তাহাকে দেখিতে পায় কিন্তু সেই দেখা, কথাশুনা আদি সম্পূর্ণ মায়া বা hallucination বা বাহ্যরূপে প্রতীয়মান মানস ঘটনা। ইহা অসম্ভব নহে কারণ কোন কোন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যদি একাগ্র হইয়া ইচ্ছা করে যে আমাকে অমুক দেখুক তবে কোন কোন স্থলে গ্রাহক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পায়। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না করিলেও কখন কখন ওরূপ কেহ কেহ দেখিতে পায়। ইহাতে দূরবেদনবাদীরা মনে করেন মাত্র ঐরূপেই মৃত্যুকালে প্রেতদর্শন হয়।

কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই থিওরী খাটে না এবং প্রেতের বাস্তবিক আগমন করার থিওরীই খাটে। Dr. Gurneyর Phantasms of the Living পুস্তকে বিবৃত এই ঘটনা এবং অনেক অন্য ঘটনা প্রেতের আগমনবাদই প্রমাণ করে। কর্ণেল ক্লার্কের পত্নী একদিন বার্বাডোজ্ দ্বীপে আপন বারান্দায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণাঙ্গ ঝি তাঁহার কন্যাকে ঠেলা গাড়িতে নিয়া নীচে বেড়াইতেছিল। তিনি উঠিয়া ঘরে যাইতেছেন এমন সময় ঐ ঝি আসিয়া বলিল "মাদাম, যে ভদ্রলোকটী আপনার সহিত কথা কহিতেছিলেন উনি কে ?" মিসেস ক্লার্ক বলিলেন, "কেহ আমার সঙ্গে কথা বলে নাই বা আসে নাই।" ঝি বলিল "একজন খুব ফ্যাকাসে লম্বা ভদ্রলোক আপনার সহিত কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু

আপনি অভদ্রতা করিয়া কিছু উত্তর দিতেছিলেন না।" মিসেস্ ক্লার্ক ঝিয়ের উপর কিছু বিরক্ত হইলেন কিন্তু ঝি সাগ্রহে বলাতে উহা লিখিয়া রাখিলেন। পরে খবর আসিল যে ঐ দিন প্রায় ঐ সময় তাঁহার ভ্রাতা টোবেগো দ্বীপে (ঐ দ্বীপের গভর্ণর) মৃত হইয়াছেন এবং মৃতের চেহারা ঝি (তাঁহাকে কখনও না দেখিলেও) ঠিক বিবৃত করিয়াছিল।

মরিবার অনেক পরে স্বপ্নেও মৃতব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। দূরবেদন থিওরী অনুসারে প্রথম ঘটনায় ভ্রাতা ভগিনীকে মনে করিতেছিল ; ভগিনী 'গ্রাহক' নহে বলিয়া দেখিতে পায় নাই, ঝি 'গ্রাহক' ছিল বলিয়া দেখিয়াছিল। স্বপ্নে দেখার ঘটনায় গ্রাহকের মনে মৃতের ইচ্ছা দিনে নিহিত থাকে স্বপ্নকালে উহা প্রস্ফুটিত হয়। এই থিওরী মানিতে গেলে এত জটিল ও অসম্ভব বিষয় স্বীকার করিতে হয় যে তদপেক্ষা মৃতের আগমন অনেক সহজ ও সম্ভবপর থিওরী। মৃত্যুর অনেক পরে প্রেতকে দেখার প্রমাণও আছে তাহাতে "দূরবেদন" থিওরী খাটে না।

৯। শাস্ত্রানুসারে সপ্তপ্রকার দিব্যলোক ও সপ্তপ্রকার নিরয়লোক আছে। ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্য এই সপ্ত দিব্যলোক। শুভকর্ম্মের সংস্কারের তারতম্যে ঐ ঐ লোকে গতি হয়। যদ্দ্বারা পার্থিব ভাবের উপরে যাইতে পারা যায় এরূপ যোগরূপ কর্ম্মের দ্বারা মহ আদি উচ্চলোকে গতি হয়। সাধারণ পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা ভূরাদি লোকে গতি হয়। সেইরূপ অপুণ্য কর্ম্মের দ্বারা নিরয়লোকে স্বাভাবিক নিয়মে গতি হয়। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে (আয়ু প্রকরণে) যে জাগ্রৎ (ও স্বপ্ন) সংস্কার বা অসুষুপ্তি সংস্কার ঐ প্রেতজীবনের আয়ু। নিদ্রায় বা সুষুপ্তিতে ঐ মনঃকার্য্য রুদ্ধ হয়, সুতরাং মনঃপ্রধান প্রেতদেহ রুদ্ধাঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইয়া

Krishnachandra college central Library

যায়। তাদৃশ অবস্থাই সূক্ষ্ম বীজজীব। উহা রুদ্ধাঙ্গ এককৌষিক প্রাণীর প্রাণনকারী জৈবশক্তির অনেকাংশে তুল্য। সেই সূক্ষ্ম ঈষদ্ব্যক্ত জৈব-শক্তি পিতৃবীজে (অর্থাৎ দেহের আদি বীজে) অধিষ্ঠান করত স্বসংস্কারোপযোগী শরীর নির্ম্মাণ ও ধারণ করিতে থাকে। উহা পরলোক হইতে পতিত হইয়া যে লোকে যাইবে তথায় আকৃষ্ট হইয়া এবং জনকদের হৃদয়েও আকৃষ্ট হইয়া যায় ও অবসর পাইলে দেহধারণ করে।

১০। শাস্ত্রে আছে যাঁহারা যোগের দ্বারা (অর্থাৎ শরীর ক্রিয়ার রোধের ও ধ্যানবিশেষের দ্বারা) দেহাতীতভাবে যাইতে পারেন (বৌদ্ধেরা যাহাকে অনাগামী অবস্থা বলেন) তাঁহারা পরলোকের আতিবাহিক দেবতাদের দ্বারা অতিবাহিত হইয়া ব্রহ্মলোকে বা সত্যলোকে যান আর পুনরাবর্ত্তন করেন না। তথা হইতেই কৈবল্যনির্ব্বাণ লাভ করেন। আর যে যোগীরা দেহাতীতভাবে সম্যক্ যাইতে না পারিয়াছেন তাঁহারা অতিবাহিত হইয়া চন্দ্রলোকে যান। ভোগক্ষয়ে তথা হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার সূক্ষ্ম বীজজীবরূপে রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া (শঙ্করাচার্য্য বলেন মূর্চ্ছাভিহত পুরুষের মত অজ্ঞান হইয়া) পৃথিবীতে আসেন। পরে শস্যাশ্রয়ে (অভোগে অর্থাৎ শস্যদেহের দেহী না হইয়া) বাস করেন ও উপনিষদের ভাষায় "দুর্নিষ্প্রপতর" ভাবে উপযুক্ত জনক-জননীর (তাহাদের জনকলাভ বোধ হয় দুর্ঘট বলিয়া "দুর্নিষ্প্রপতর") অপত্য হন। জ্যোতি, অহঃ, শুক্লপক্ষ, ধূম, রাত্রি ইত্যাদি আতিবাহিক দেবতার বিষয় সহজবোধ্য নহে। শঙ্করাচার্য্য বলেন ইহা যোগীদের গতিবিষয়ক কথা, সাধারণ লোকের অত কিছু হয় না। তাহারা পৃথিবীর নিকটেই থাকে ও নিদ্রার সংস্কার উঠিলে অভিভূত হইয়া পৃথিবীতে আসে ও সহজে পিতৃবীজ লাভ করিয়া শরীর ধারণ করে (নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ৩।১।২৩ শারীরক সূত্র দ্রষ্টব্য)। পুরাণেও আছে "স্বর্গা ল্লোকাদবাক্ প্রাপ্তো

বৎসরাৎ পূর্ব্বমেব তু। মাতুঃ শরীরং প্রাপ্নোতি" অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে নীচে আসিয়া এক বৎসরের মধ্যেই মাতার শরীর প্রাপ্ত হয়।

জীবকে ভ্রূণ হইয়া শরীর গঠন করিতে হইলে প্রথমে ভ্রূণের যেরূপ করণশক্তির বিকাশ তাদৃশ বিকাশের শক্তিযুক্ত হইতে হইবে। নিদ্রাভিভূত শরীরহীন মন যে তাদৃশ অস্ফুট-শক্তি-বিকাশশালী তাহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং গর্ভপ্রবেশ ঐরূপ হইয়াই হয়। মাতা স্বপ্নে বা জাগ্রৎকালে কখন কখন গর্ভে কে আসিল তাহা জানিতে ও দেখিতে পায়। সে ক্ষেত্রে telepathy, পরচিত্তজ্ঞতা, ক্লেয়ারভয়ান্স ইত্যাদি-জাতীয় শক্তিতেই মাতা সেই সূক্ষ্মীভূত জীবের বিষয় জানেন। অনেক পরচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি, তোমার মনে নাই, এরূপ সংস্কারাহিত কথা বলিয়া দেয়। এক্ষেত্রেও তজ্জাতীয় শক্তির দ্বারা মাতা গর্ভস্থ জীবের বিষয় জানে ও দেখিতে পায় এমন কি কথাবার্ত্তা করিতেও পারে।

আধুনিক প্রেতবাদীদের অনেকে জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। Lodge বলেন "many people have felt the odd sensation of having been at a place before and of knowing instinctively what is to be found round the corner or through a door. The experience has been called *de ja vu*. It is difficult to explain, but the inclusion of some fragment of a former personality, with overlapping fragments of memory of a previous existence is a working hypothesis towards an explanation of a faculty which in a few exceptional people is fairly strong". অর্থাৎ "কোন কোন লোকের এরূপ অসাধারণ বোধ হয় যাহাতে তাহারা জানিতে পারে সেই স্থানে তাহারা পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু তাহারা স্বতই জানে যে

Krishna Chandra college central Library

মোড় ফিরিলে বা দরজার ওপাশে কি আছে। ইহা বুঝা কঠিন ; তবে আমাদের পূর্ব্ব আত্মভাবের কোন অংশ কিছু ব্যক্তস্মৃতির অংশযুক্ত হওয়াতে উহা হয়—এরূপ বাদ গ্রহণ করিলে, এই শক্তি যাহা ব্যক্তি-বিশেষে কিছু বলবতী তাহা বুঝার বিষয়ে সুবিধা হয়।" * আমরাও এরূপ ঘটনার কয়েকটী উদাহরণ জানি। Sir A. C. Doyle এইরূপ ঘটনা হইতে মনে করেন কেহ কেহ কারণ-বিশেষে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। ইহা দার্শনিক কথা নহে। স্বভাবতই উহা হয়। এক-জনের ঐরূপ পূর্ব্বস্মৃতি হইতে ইনি অনুমান করেন যে "This case seems to support, not only re-incarnation, but the Buddhist doctrine of Karma by which the unhappy life

* কবি টেনিসন সময়ে সময়ে নিজের নাম জপ করিতে করিতে এরূপ অবস্থা লাভ করিতেন যাহা সোঽহং ধ্যান করিতে করিতে সাধকেরা উপলব্ধি করেন। তিনি বলেন "একাধিকবার যখন আমি একাকী বসিয়া যে পদটী আমার সংজ্ঞা (নিজের নাম) তাহা বলিয়া নিজের ভিতরে নিজেকে ভাবনা করিয়াছি তখন আমার 'আমিত্ব' এই সসীম নরশরীর হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া নামহীনে মিশাইয়া গিয়াছে—যেমন একখণ্ড মেঘ আকাশে মিলাইয়া যায় সেইরূপ। এই সময়ে শরীরের ও ক্ষুদ্র আমিত্বের ভাব গেলেও এরূপ সুস্পষ্ট নিঃসংশয় বোধ ছিল যাহা সূর্য্যের মত এবং পূর্ব্ব আমিত্ব একটু স্ফুলিঙ্গের মত।

বলা বাহুল্য টেনিসন যাহা করিতেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সোঽহং সাধন এবং তাহার ফলও ঐ সাধনের অনুরূপ সর্ব্বব্যাপিত্বভাব। ইহা জন্মান্তরীণ সাধনের ফল বলিতে হইবে। অন্যেরও ঐরূপ ভাব দৃষ্টসাধন বিনা আসিয়াছে তাহা আমরা জানি। টেনিসনের উহা প্রতিকূল শিক্ষাদি কারণে অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। ভারতে ঋষি-যুগে ঐরূপ প্রবল সংস্কার কাহারও কাহারও প্রকটিত হইয়া পরে উহার সাধন এবং ঐ অন্তর্দৃষ্টিমূলক যুক্তি হইতে আত্মজ্ঞানবিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছে ইহা সুযুক্তি সহকারে বলা যাইতে পারে। বাগাম্ভৃণী ঋষির আত্মজ্ঞানের ঋক্‌সকল স্মর্য্য।

follows one which has been misspent "অর্থাৎ "এই উদাহরণে শুধু যে পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধ হয় তাহা নহে, ইহার দ্বারা বৌদ্ধদের কর্ম্মবাদও সিদ্ধ হয় যন্মতে এক দুশ্চরিত জীবন হইতে পরের দুঃখময় জীবন ঘটে।" Colonel De Rochas হিপ্‌নোটাইজ্‌ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে জীবনবৃত্ত দেখিতে বলিয়া আবিষ্ট ব্যক্তিদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক জন্ম (স্ত্রী পুরুষ) দেখাইয়াছিলেন। * ঐ জন্ম সকলের মধ্যে মধ্যে ফাঁক।

১১। প্রেতেরা কোথায় থাকে তৎসম্বন্ধে প্রেতবাদীদের মত পূর্ব্বে দেখান হইল। উহা অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং এখনও অসম্পূর্ণ। কর্ম্মবাদীদের প্রাচীন শাস্ত্রে ঐ বিষয়ে যাহা বলে তাহা অনেকাংশে দর্শনসম্মত। সুতরাং তাহা অতঃপর বিবৃত

* স্ত্রী শরীর বা পুরুষ শরীর গঠনের সংস্কার বা শক্তি সর্ব্বপ্রাণীর ভিতর আছে। পুত্তিকাদির আহারবিশেষে শরীরের স্ত্রী পুং ভেদ হয়। উচ্চ প্রাণীতেও উহা হইতে পারে। Dr. Crewe, Head of the Animal Breeding Department of the University of Edinburgh ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—"A hen which had laid many broods of eggs from which chickens had been reared began in old age to assume the plumage and manners of a cock. The bird actually succeeded in "treading"—that is fertilizing—other hens which then laid eggs. * * * When it was killed it was found that the ovary or egg-producing organ had been destroyed by disease, but that a testis or spermatozoon producing organ has been budded off the cells lining the body cavity." অর্থাৎ একটী কুক্কুটী, যে পূর্ব্বে ডিম পাড়িয়াছিল সে বৃদ্ধ বয়সে কুক্কুটের মত আচরণ আরম্ভ করিয়াছিল ও তাহার কুক্কুটের মত পালক গজাইয়াছিল। এমন কি সে অন্য কুক্কুটীর গর্ভোৎপাদনও করিয়াছিল * * * তাহাকে মারিলে দেখা যায় যে তাহার অণ্ডজননের যন্ত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং পুংবীজ জননের যন্ত্র বা মুষ্ক শরীরাভ্যন্তরস্থ কোষময় আস্তর হইতে গজাইয়াছে।

Krishna chandra college central Library

হইতেছে। অবশ্য উহা সাক্ষাৎকারের বিষয়, অনুমানমূলক দর্শনশাস্ত্রের বিষয় নহে। বহুকাল ঐ শাস্ত্রবাক্য চলিয়া আসাতে উহার সহিত অনেক কল্পনা মিশ্রিত হওয়া সম্ভব। জৈন, বৌদ্ধ, ও আর্ষশাস্ত্রে পরলোকের বিবরণের কিছু কিছু ভেদ থাকিলেও মূল ব্যবস্থা একইরূপ। বৌদ্ধদের কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর প্রভৃতি বিভাগ যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যস্থ বিভাগের অনুরূপ প্রণালীর। ব্যাসভাষ্যে সপ্ত নিরয়লোক ও সপ্ত স্বর্গলোকের কথা আছে। বৌদ্ধদেরও প্রায় ঐরূপ।

অবীচি, মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র এই সপ্ত নিরয়লোক। এইখানে "স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত দুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুঃ দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে" (যোগভাষ্য) অর্থাৎ সেইখানে নিজকর্ম্মোপার্জ্জিত দুঃখভোগী জীবগণ কষ্টকর দীর্ঘ আয়ু গ্রহণ করিয়া জাত হয়। এই নিরয়লোক সকল যথাক্রমে ঘন (বা সংহত পার্থিব ধাতু), সলিল (জল বা ঘন অপেক্ষা অসংহত পার্থিব অংশ), অনল, অনিল (পার্থিব বায়ুকোষ), আকাশ (বায়ুর বিরলাবস্থা) ও তম বা অন্ধকারময় শূন্য এই সকলে প্রতিষ্ঠিত।

এই সকল অবস্থা স্থূল পৃথিবী-সম্বন্ধীয়। সেই অবস্থা সকল সূক্ষ্ম-করণযুক্ত অথচ রুদ্ধশক্তিত্ব হেতু কষ্টময় চিত্তযুক্ত নারকীদের নিকট যেরূপ বোধ হয় তাহাই অবীচি আদি নিরয়। শরীর ও শরীর-সম্বন্ধীয় ভাবের প্রাবল্য থাকিলে ও স্থূলপদার্থ ব্যতীত অন্য সূক্ষ্মপদার্থ-বিষয়ক সংস্কার না থাকিলে নিরয়লোকে গতি হয়। তাহাতে প্রেতশরীর গুরুবৎ বোধ হয় কিন্তু সূক্ষ্মত্ব হেতু পার্থিব ধাতুর দ্বারা বাধিত না হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে যেখানে জড়তা অধিক সেই অবীচি আদি নিরয়লোকে নিমজ্জিত বা পতিত হইয়া থাকে। নিরয়ীদের প্রেতশরীরে যেরূপ গুরুত্ব, ইন্দ্রিয়ের রুদ্ধভাব এবং অত্যধিক অপূরণীয় রাগদ্বেষ বশত মানসিক

চাঞ্চল্যজনিত মহান্ বিষাদ আসে, দৈবলোক সমূহে ঠিক তাহার বিপরীত ভাব হয়। ধর্ম্মকর্ম্মের লক্ষণ শরীর ও তৎসম্বন্ধীয় অভিমানের বিরোধি কর্ম্ম। যাঁহারা যোগের দ্বারা যত শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা তদনুরূপ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া উচ্চলোক সকল প্রাপ্ত হন।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য এই সাতটি স্বর্গলোক। ভূর্লোক এই পৃথিবী মাত্র নহে কিন্তু তাহা এই পৃথিবীর সহিত যুক্ত এক মহান্ সূক্ষ্মলোক কারণ যোগভাষ্যমতে তাহাতে পুণ্যাত্মা দেবমনুষ্যেরা অর্থাৎ প্রেতমনুষ্যেরা থাকেন (Dr. Wiltseএর অনুভূতি দ্রষ্টব্য)। এইরূপে ভুবঃ, স্বঃ (বা মাহেন্দ্র লোক) এবং মহঃ ক্রমশ উচ্চ দেবলোক। সেখানে উদ্যান প্রাসাদাদি আছে বলিয়া বর্ণিত হয়। জন, তপঃ ও সত্যলোককে ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক বলে। পুণ্যকর্ম্মের ও যোগরূপ কর্ম্মের তারতম্যানুসারে এই সকল লোকে গতি হয়। স্বর্লোক বা মাহেন্দ্র-নিবাসী দেবতারা সঙ্কল্পসিদ্ধ, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং কল্পায়ু। সেইরূপ মহর্লোকের দেবগণ মহাভূতবশী, ধ্যানাহার ও সহস্রকল্পায়ু। জনলোকের দেবতারা ভূতেন্দ্রিয়বশী ও দ্বিগুণ আয়ুর্যুক্ত। তপোলোকের দেবতারা ভূতেন্দ্রিয় ও তন্মাত্র-বশী। ইঁহারা ধ্যানাহার, ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ (ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই লোকে গতি হয়) এবং ঊর্দ্ধস্থ সত্যলোকের জ্ঞানের সামর্থ্যযুক্ত ও নিম্নলোক সমূহের অনাবৃত জ্ঞানসম্পন্ন (অর্থাৎ সূক্ষ্ম, ব্যবহিত বা ব্যবধানযুক্ত ও বিপ্রকৃষ্ট বা দূরস্থ বিষয়ের জ্ঞানসম্পন্ন)। তৃতীয় সত্যলোকের দেবনিকায় চতুর্বিধ—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইঁহারা বাহ্যভবনশূন্য, স্বপ্রতিষ্ঠ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা উপরিস্থিত, প্রধানবশী এবং মহাকল্পায়ু। তন্মধ্যে অচ্যুতেরা সবিতর্ক ধ্যানসুখযুক্ত, শুদ্ধনিবাসেরা সবিচারধ্যানসুখযুক্ত, সত্যাভেরা আনন্দ-মাত্রধ্যানসুখযুক্ত, আর সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অস্মিতামাত্রধ্যানসুখযুক্ত।

Krishna Chandra college central Library

বস্তুত এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপী যে অতি সূক্ষ্মতম মূলভাব তাহাই সত্যলোক ; তন্নিবাস দেবগণের নিকট তজ্জন্য অপর সমস্ত লোকই অনাবৃত। তদপেক্ষা স্থূলতর ব্যাপীলোক তপঃ। অন্যান্য লোকও সেইরূপ। নিম্নলোক নিবাসিগণের উচ্চলোক প্রায়ই আবৃত থাকে এবং তত্তদপেক্ষা নিম্নলোকগণ অনাবৃত থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ এই দৃশ্যমান গ্রহতারকাদি ও তাহাদের রশ্মি আদি পূর্ণ স্থূল লোকের অনুরূপ স্থূলক্রিয়াত্মক বলিয়া তদপেক্ষা সূক্ষ্মলোক সকল আমাদের অগোচর থাকে। নিম্নস্থ দেবগণ ইন্দ্রিয়ের যথাভিলষিত তর্পণপ্রাপ্তে সুখী আর উচ্চস্থ দেবগণ ধ্যানাহার এবং তাঁহারা অতি মহৎ আধ্যাত্মিক সুখে সুখী।

১২। লোক সকলের বিবরণ শাস্ত্রে যেরূপ পাওয়া যায় ও যুক্তির দ্বারা যেরূপ বুঝা যায় তাহা উপরে উক্ত হইল। অতঃপর কিরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হয় তাহার শাস্ত্রীয় বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান-কারণ বিরাট্ পুরুষের ভূতাদি নামক অভিমান। শাস্ত্রে বিশ্বের স্রষ্টাকে হিরণ্যগর্ভ বা অক্ষরব্রহ্ম বা ব্রহ্মা বলা হইয়াছে। স্মৃতিতে (ভারতে) আছে—"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" "হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ এষ বুদ্ধিরিতি স্মৃতঃ। মহানিতি চ যোগেষু বিরিঞ্চিরিতি চাপ্যজঃ॥ সাংখ্যে চ পঠ্যতে শাস্ত্রে নামভি র্বহুধাত্মকঃ। বিচিত্ররূপো বিশ্বাত্মা একাক্ষর ইতি স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ "সর্ব্বত্র তাঁহার পাণিপাদ, সর্ব্বত্র অক্ষিশির ও মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রুতি ; তিনি সমস্ত আবরণ করিয়া আছেন।" "ইনিই ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ, বুদ্ধি (বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকারী), মহান্ (মহত্তত্ত্ব বা মহান্ আত্মার সাক্ষাৎকারী), বিরিঞ্চি অজ ইত্যাদি বহুনামে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে পঠিত হন। তিনি বিচিত্র-

রূপ, বিশ্বাত্মা (অর্থাৎ বিশ্ব তাঁহার ইচ্ছাদিরূপ অভিমানে স্থিত), একাক্ষর (অক্ষর ব্রহ্ম) এইরূপে স্মৃতিতে উক্ত হন।"

বেদে আছে "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে বিশ্বস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পূর্ব্বে ছিলেন আর (ইহ সর্গে) জাত হইয়া বিশ্বের একমাত্র পতি হইয়াছিলেন। অতএব হিরণ্যগর্ভরূপ অবস্থাও একটী জন্ম এবং তাহাতেও জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ ত্রিবিধ কর্ম্মফল আছে। পূর্ব্বসৃষ্টিতে যাঁহারা সাস্মিতসমাধিসিদ্ধ হইয়া 'আমি সর্ব্বভূতস্থ' এবং 'সর্ব্বভূত আমাতে প্রতিষ্ঠিত' এইরূপ সংস্কার লইয়া যান তাঁহারা প্রলয়ের পর ঐরূপ জ্ঞান লইয়া আবির্ভূত হন। কুল্লুকভট্ট হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে মনুসংহিতার টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—"যেন পূর্ব্বজন্মনি হিরণ্যগর্ভোঽহমস্মীতি * * * পরমাত্মোপাসনা কৃতা * * * হিরণ্যগর্ভ-রূপতয়া প্রাদুর্ভূতঃ।" অর্থাৎ "যিনি পূর্ব্বজন্মে আমি হিরণ্যগর্ভ (সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ) এইরূপে পরমাত্মোপাসনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি ইহসর্গে হিরণ্যগর্ভরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।" লিঙ্গ বা করণশক্তি সকল বিশেষ ব্যতীত বা দেহরূপ আশ্রয় ব্যতীত ব্যক্ত থাকিতে পারে না (৪১ সংখ্যক সাংখ্যকারিকা দ্রষ্টব্য) অতএব হিরণ্যগর্ভদেবেরও বিশেষ বা শরীর থাকিবে। তবে তাঁহার স্থূলশরীরগ্রহণের সংস্কার না থাকাতে সাধারণ প্রাণীর ন্যায় স্থূলশরীরগ্রহণ বা ক্ষুদ্র দেবতাদের মত সাকার শরীরগ্রহণ হয় না কিন্তু অস্মিতামাত্রের অধিষ্ঠানস্বরূপ সর্ব্বভূতস্থ, সর্ব্বব্যাপী, অসীমবৎ সূক্ষ্মশরীর হয় ও তাহাতে অব্যাহত দিব্যদর্শন-শ্রবণাদি (সাধারণ চক্ষুরাদির মত নহে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্' ইত্যাদিরূপ) করণশক্তি ইচ্ছামাত্রেই বিকাশের উপযোগী হইয়া থাকে এবং তৎসহ সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বভাবাধি-ষ্ঠাতৃত্বের জন্য উপযোগী প্রাণেরও বিকাশ থাকে। ইহাই সগুণ-

Krishna chandra college central Library

ব্রহ্মভাব * কারণ ইহাতে সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকে। এ বিষয়ে ভারতে উক্ত হইয়াছে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা।" টীকাকার নীলকণ্ঠও বলেন "সম্প্রজ্ঞাতে সোপাধিকাবস্থায়াং সর্বভূতেষ্বাত্মানং অনুস্যূতং পশ্যতি, অহম্ এবেদং সর্বোঽস্মীতীত্যনুভবতীত্যর্থঃ।" আমি সর্বভূতস্থ এইরূপ জ্ঞান হইতে এবং পূর্বার্জ্জিত যোগজ সার্ব্বজ্ঞ্য ও অব্যর্থশক্তিবলে সেই চিত্তের বিষয় যে সর্ব বা লোকালোক তাহার প্রাথমিক বিকাশ হয়। তাহাই অস্মিতাময় শরীর। হিরণ্যগর্ভের অপর আখ্যা পূর্ব্বসিদ্ধ। অতএব যোগরূপ কর্ম্মের দ্বারা নিষ্পন্ন ঐশ সংস্কার তাঁহার থাকে সুতরাং তিনিও কর্ম্মযুক্ত। সেই কর্ম্ম এই ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তিরূপ কর্ম্ম।

যে সকল প্রাণীর শরীরধারণের সংস্কার আছে তাহাদের লিঙ্গ বা করণশক্তি সকল প্রলয়কালে গ্রাহ্যাভাবে লীন হইয়া থাকিলেও উপযুক্ত শরীর গ্রহণের জন্য উন্মুখ থাকে। সাস্মিত সমাধিসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বোক্ত 'সর্বভূতস্থমাত্মানম্' এইরূপ সংস্কার ব্যক্ত হইলে তদ্দ্বারা ভাবিত হইয়া ঐ সকল প্রাণীরও অস্মিতা এবং অস্মিতাবোধের অধিষ্ঠান-রূপ হৃদয়ও ব্যক্ত হয়।

অস্মিতারূপ সূক্ষ্মভাবের অধিষ্ঠান বলিয়া এই প্রাথমিক ব্যক্ততাও অতি সূক্ষ্ম। যাঁহাদের ঐরূপ অস্মিতামাত্রে অবস্থান করিবার সংস্কার আছে তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ লোকে বা ব্রহ্মলোকে অভিব্যক্ত হন। আর যে সকল সত্ত্বের ঐরূপ ভাবে থাকিবার সংস্কার নাই, তাঁহারা স্ব স্ব সংস্কার অনুসারে যথোপযোগী লোকে নামিয়া আইসেন।

---

* শাস্ত্রে সগুণ এবং নির্গুণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মভাবের বিষয় উক্ত হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্মভাবে দেশ কাল থাকে না। "সোপাধির্নিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে। সোপাধিকশ্চ সর্বাত্মা নিরুপাখ্যোঽনুপাধিকঃ॥"

এবিষয়ে বৃহদারণ্যকে আছে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেব অবেদ্ অহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং * * * " অর্থাৎ "ব্রহ্ম বা (ও) এই জগৎ অগ্রে (পূর্ব্বসৃষ্টিতে) ছিল, ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ) নিজেকে (ব্রহ্মাত্মজ্ঞানলাভে) জানিয়াছিলেন বা জানিতেন 'আমি ব্রহ্ম', তাহাতেই তিনি ব্রহ্মরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আর তাহাতে দেবতাদের মধ্যে যিনি প্রতিবুদ্ধ (যেরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন সেইরূপ) হইয়াছিলেন তিনি সেইরূপ অর্থাৎ ভূততন্মাত্রাদির অভিমানী দেবতা হইয়াছিলেন (দৈবশরীর ধারণ করিয়াছিলেন), সেইরূপে ঋষিরা এবং মনুষ্যেরাও হইয়াছিলেন।" এই শ্রুতিতে হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মের পূর্ব্বেকার ঐশ্বর্য্যসংস্কারের স্বভাবে যে এই জগৎ ও প্রজা হইয়াছে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যেমন সাধারণ দেব-মনুষ্যেরা কর্ম্মসংস্কারবশে শরীরধারণ করিয়া কর্ম্ম করিতেছে অক্ষর ব্রহ্মেরও (Demiurgeএরও) সেইরূপ ঐশসংস্কারের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে অন্যপ্রাণীরা শরীরধারণ করিয়া ও আবাস পাইয়া ভোগাপবর্গ-সাধনরূপ কর্ম্ম করিতেছে। যেমন শক্তির তারতম্যে এখানে রাজা, বড় ও ছোট রাজপুরুষ এবং প্রজারা আছে সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের রাজা অক্ষরব্রহ্ম; ভূত, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়শক্তিজয়ী মহাসত্ত্বগণ রাজপুরুষ এবং অন্যে প্রজা। এইরূপে কর্ম্মবাদে 'ঈশ্বর কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন' ঈদৃশ প্রশ্নের অবকাশই হয় না। ঈশ্বর কোনও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নাই। "সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা চায়ং জগজ্জনঃ" অর্থাৎ দেবের সত্তা-মাত্রেই (ঐশসংস্কার) এই জগৎ জন্মাইয়াছে।

যাঁহারা পূর্ব্বসর্গে তন্মাত্র সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন তাঁহারা তন্মাত্রাভিমানী দেবতা হইয়া পঞ্চতন্মাত্রকে ব্যক্ত করেন। যাঁহারা ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া ভূতাভিমানী হইয়াছিলেন তাঁহারা জড়দ্রব্য এবং

Krishna chandra college central Library

তাঁহাদের গতি ও পরিণতি আদির বিশেষ সহ (অর্থাৎ physical objects এবং physical laws সহ) শব্দস্পর্শাদি পঞ্চমহাভূতময় লোককে প্রকাশ করেন। ঐ সকল দেবতারা ঔপপাদিক জীব বা স্বয়ং শরীর গ্রহণ করিয়া উৎপন্ন হন। এইরূপে তাঁহাদের নিম্নস্থ অন্যান্য ঔপপাদিক প্রাণীরাও যথোপযোগী লোকসমূহে অভিব্যক্ত হন। পরে কোনও প্রজাপতির ইচ্ছাতে অথবা স্থূলশরীরধারণের উপযোগী কোন নিমিত্ত পাইয়া স্থূলশরীরী জীবগণ অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে বিশ্বজগৎ সেই অক্ষরব্রহ্মের ভূতাদি অভিমান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি সেই অভিমানকে প্রলীন করিলে ইহাও লয় পাইবে। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—

"স সর্গকালে প্রকরোতি সর্গং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ।
সংহৃত্য সর্ব্বং নিজদেহসংস্থং কৃত্বাপ্সু শেতে জগদন্তরাত্মা॥"

অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকালে সৃষ্টি করেন ও সংহারকালে তাহা পুনঃ গ্রাস করেন অর্থাৎ কৈবল্যপদে গেলে তাঁহার অস্মিতা ব্যক্ত না থাকাতে সপ্রজ জগৎ লীন হয়। সংহারপূর্ব্বক নিজদেহ (নিজ অন্তঃকরণ রূপ) সংস্থ করিয়া জগতের অন্তরাত্মা (যাঁহার অন্তঃকরণে জগৎ স্থিত) অপে অর্থাৎ জল যেমন একাকার স্বগতভেদহীন সেইরূপ একাকার স্বগতভেদ-হীন অব্যক্তে শয়ন করেন বা জগতের উপাদানভূত তাঁহার অন্তঃকরণকে লীন করিয়া কৈবল্যপদে যান। এইরূপে দেখা গেল ব্রহ্মা বা স্রষ্টা ঈশ্বর হইতে সাধারণ প্রাণী পর্য্যন্ত সকলে কর্ম্মবশে জাত হইয়া কর্ম্ম করেন। কর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়মেই উহা সব হয়। শক্তিবিকাশের অসংখ্য তারতম্য থাকিতে পারে। তদ্দ্বারা অসংখ্য কর্ম্মক্ষেত্র বা আবাস-লোক হইতে পারে। তন্মধ্যে অক্ষরব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রাপ্ত ("ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি") যোগীরা বিশ্বাবাস হইবেন। সুতরাং এইরূপ ন্যায্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সাংখ্যদর্শনের অননুমত নহে।

কর্ম্মতত্ত্বের চতুর্থ পরিশিষ্ট।

প্রাণিতত্ত্ব।

১। এই প্রকরণে প্রাণীদের সংস্কার, কর্ম্মকলাপ ও ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশের তারতম্য বিবৃত হইতেছে। প্রাণ ও প্রাণীর লক্ষণ পূর্ব্বে (১ম পরিশিষ্ট) কথিত হইয়াছে। Prof. MacBride বলেন "Growth and reproduction are the two great diagnostic features of living things and nothing at all like them is found outside the domain of life" অর্থাৎ বর্দ্ধন এবং প্রজনন এই দুইটী জীবিত দ্রব্যের লক্ষণ এবং জীবিতদের বাহিরে ইহার কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। উদ্ভিদ্ ও জন্তু বা চলিত কথায় স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের এই দুই মূল বিভাগ। জনকের শরীরাংশ হইতে শরীর গঠন ও স্বশরীরের অনুরূপ অন্যশরীর উৎপাদন, প্রাণিত্বের এই দুই লক্ষণ ঐ দুই প্রকার প্রাণীতেই বর্ত্তমান। Bacillus নামক অণুপ্রাণী হইতে বনস্পতি পর্য্যন্ত বহুপ্রকারের উদ্ভিদ্ হইয়া থাকে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, পতঙ্গকীট হইতে এককৌষিক এমিবা আদি প্রাণী পর্য্যন্ত প্রাণীরা জন্তু বা জঙ্গমপ্রাণী।

২। সমস্ত প্রাণীরা দেহধারণ করে, চেষ্টা করে ও তাহাদের বোধ থাকে অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণশক্তি আর তাহাদের উপরিস্থিত অন্তঃকরণ, প্রাণীরা ঐ সকল শক্তিযুক্ত তাহা দেখান (উপক্রমণিকায় ১১ প্রঃ) হইয়াছে। ঐ সকল শক্তি তারতম্য অনুসারে বিভিন্নজাতীয় প্রাণীতে বিকসিত আছে। উদ্ভিদে প্রাণশক্তি অতি প্রবল। এই হেতু তাহারা অজৈব দ্রব্য হইতে জৈব দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে পারে। জন্তুরা তাহা পারে না। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় (সুতরাং অন্তরেন্দ্রিয়ও) জন্তুদের

Krishna chandra college central Library

তুলনায় তাহাদের অত্যল্প বিকসিত। লতাদের বাউনী বা আলানের দিকে গমন, লজ্জাবতী আদির সঙ্কোচন, জন্তুভুক্ উদ্ভিদের জন্তুধরা অংশের মুদ্রণ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় কার্য্য ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কার্য্য দেখা যায়। অন্তঃকরণ ব্যতীত জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির কার্য্য হয় না তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। দেহধারণের জন্য যতটুকু বোধের আবশ্যক ততটুকুই তাহাদের বিকসিত, তদধিক বোধ অত্যল্প বিকসিত।

৩। জন্তুদের মধ্যে এককৌষিক প্রাণীর প্রাণশক্তি উদ্ভিদ্ হইতে কম প্রবল হইলেও উচ্চ প্রাণীদের অপেক্ষায় অনেক প্রবল। তাহাতেই তাহারা অমেয় সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের প্রাণশক্তি ছাড়া কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি উদ্ভিদ্ অপেক্ষা অনেক বিকসিত। তাহারা চলিতে পারে (পাদকার্য্য), খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে (পাণিকার্য্য), ভুক্তাবশিষ্ট আহার ত্যাগ করিতে পারে (পায়ুকার্য্য) ও প্রজননের স্বেচ্ছামূলক কর্ম্ম যাহা উপস্থ নামক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, তাহাও করিতে পারে। বাক্‌রূপ সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বোধ হয় সম্যক্ অবিকসিত (অন্তত তাহার বিকাশ বুঝার জো নাই)। Biologistরা বলেন পুংবীজকোষ বা spermatozoon যে ovumএর বা অণ্ডরূপ কোষের দিকে যায় তাহা গন্ধবিশেষে আকৃষ্ট হইয়াই যায়। অতএব এককৌষিক প্রাণীরও গন্ধজ্ঞান আছে। আলোকজ্ঞান ও বিদ্যুৎপ্রবাহের জ্ঞানও তাহাদের আছে। জলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে কোন জাতি পজিটিভ এবং কোন জাতি নেগেটিভ কোটিতে সাঁতরাইয়া যাইয়া জমে। এইরূপে জানা যায় উহাদেরও জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রাণের ধারণশক্তি এই তিনই এক বিশেষ প্রকারের বিকাশযুক্ত হইয়া আছে।

৪। কীটপতঙ্গে এই সব শক্তি ও তদিন্দ্রিয় অনেক বিকসিত দেখা যায়। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, উই আদি উচ্চ কীটপতঙ্গে অনেক পশু পক্ষী অপেক্ষা বুদ্ধির বিকাশ দেখা যায়। মনুষ্যেতর প্রাণীতে গন্ধগ্রহণ-

শক্তি মনুষ্যাপেক্ষা অধিক বিকসিত। আমরা যেমন দেখিয়া কিছুর নিকটে যাই পিপীলিকারা গন্ধের দ্বারা ঠিক সেইরূপ সোজাসুজী যায়। Julian Huxley বলেন "পিপ্‌ড়ার যেরূপ চক্ষু তাহাতে বেশী দেখার সম্ভাবনা নাই তথাপি তাহারা গন্ধের দ্বারা চক্ষুষ্মানের মত সোজা আহার্য্যের দিকে যায়।" তাহারা যুদ্ধ করে (অতি সাহসের সহিত), বন্দী করিয়া দাস আনে, খাদ্য জমা করে, মনুষ্যের ন্যায় কাজের জন্য পালন করে (উকুনের ন্যায় একরকম পোকা—সীম গাছে ইহার একরকম দেখা যায়, তাহাকে শুঁড় দিয়া বুলাইলে এক বিন্দু স্বচ্ছ মিষ্ট রস সে বাহির করে। পিপ্‌ড়াদের ইহা গরুর মত বলিয়া ইহাদেরকে ant cow বলা হয়), ঘাসের বিচি ভিজা স্থানে রাখিয়া মিষ্ট করে, সারকুঁড়ে ছত্রাক বিশেষ উৎপাদন করে ইত্যাদি মনুষ্যের ন্যায় অনেক বিচারের কার্য্য করে। ইহাদের আকারের অনেক প্রভেদ আছে, যোদ্ধাদের মাথা ও দাড়া খুব বড়, (অনেক জাতিতে ইহারা নিজে খাইতে পারে না, দাসে খাওয়ায়), স্ত্রীদের (যাহারা কেবল ডিম্ব প্রসব করে) আকার নিম্নদিকে খুব বড় হয় কিন্তু অধিকাংশ পিপ্‌ড়া ক্লীব, তাহারা কেবলই কার্য্য করে। উই, ভ্রমর আদিরও অনেকাংশে এইরূপ আকারভেদ ও অর্থবুদ্ধি দেখা যায়। কীটপতঙ্গদের অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীশরীর বৃহৎ (মাকড়সার স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক বড়। বৃশ্চিকের স্ত্রী পুংবিচ্ছুকে মারিয়া আস্বাদের সহিত ভক্ষণ করে)। ইহাদের অপত্য পালন, অপত্য স্নেহ প্রভৃতি বৃত্তিও মনুষ্যের মত বিকসিত। কালজ্ঞান দিক্‌জ্ঞান মনুষ্যাপেক্ষা অনেকস্থলে ইহাদের অধিক। একজন পরীক্ষার জন্য প্রতিদিন দুইটার সময় মৌমাছিদের মিষ্টরস খাওয়াইতেন। প্রতিদিন ঠিক সেই সময়ে মাছিরা আসিত। দূরে ছাড়িয়া দিলে উহারা ঠিক বাসায় আসিতে পারে। মনুষ্যদের যোদ্ধা (খাদ্য উৎপাদনে অসমর্থ), কর্ম্মকর প্রভৃতির সহিত

Krishna chandra college central Library

ইহাদের সাদৃশ্য আছে, যদিচ ইহারা আকারে অত্যন্ত বড় ছোট হয়। এই-রূপে দেখা গেল ইহাদের জ্ঞান, চেষ্টা, বিচার আদি শক্তির সহিত মনুষ্যের ঐ ঐ শক্তির মৌলিক ভেদ নাই কেবল কিছু অবিকসিত মাত্র। ইহারা বায়ুর দ্বারা শব্দ করিতে পারে না। সুতরাং বাক্যের দ্বারা মনোভাব বিজ্ঞপ্তি করিতে পারে না। কিন্তু antennae বা দুইটী শুঁড় অন্যের শুঁড়ের সহিত নাড়া চাড়া করিয়া মনোভাব উত্তমরূপে জানাইতে পারে। ইহাদের শব্দজ্ঞান যে নাই তাহা নহে, পাখা নাড়িয়া (মশক ভ্রমর আদি) বা শরীরের নিম্নভাগ নাড়িয়া বা কম্পিত করিয়া (যেমন ঝিঁঝিঁ উচ্চিংড়ী আদি) শব্দ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা কোন কোন বিষয় জানে ও জানায়। স্ত্রী মশকের পক্ষস্পন্দন জনিত শব্দ পুংমশককে আকৃষ্ট করে। ঐরূপ শব্দ করিয়া Sir Hiram Maxim পুংমশক আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫। পশুপক্ষী আদির ইন্দ্রিয়শক্তি সকল যে অনেক অংশে মানবের সদৃশ তাহা বলা বাহুল্য। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘ্রাণ মানব অপেক্ষা পশুতে অনেক বিকসিত। মানবের চক্ষু ও পশুদের ঘ্রাণ সমান কাজ দেয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে পদ অনেকের অতি বিকসিত। কোন জাতির প্রজননেন্দ্রিয় প্রবল। মানুষী দুই অণ্ডাশয়ে প্রায় ৮০,০০০ কোষরূপ অবিকসিত অণ্ড লইয়া জন্মায়। অনেক মৎস্যজাতিতে উহার লক্ষ লক্ষ গুণ অণ্ড থাকে। খাদ্য, বাসস্থান, স্ত্রী আদির জন্য তাহারা যুদ্ধ করে, অনেকে মিলিয়া বাসা নির্ম্মাণ করে, অপত্য পালন করে—ইহা সব মানুষেও দেখা যায়। কাক, শালিক আদি অনেক জন্তু একপত্নীক ও পিতামাতা উভয়ে সন্তান পালন ও রক্ষণ করে। কোন কোন জাতীয় পক্ষীর পিতা ডিমে তা দেয়। বাচ্চাকে অনেক দিন খাইতে শিখায় ও পরে ত্যাগ করে। বানর, কুক্কুট প্রভৃতি বহুপত্নীক

জন্তুও আছে তাহারা মনুষ্যের মধ্যে "হারেম"স্বামী রাজা নবাব আদির ন্যায়। বহুপত্নীক বানর নিজের পুংশাবক মারিয়া ফেলে পাছে সে তাহার স্থান অধিকার করে। বানরী সেইজন্য পুংশাবক লইয়া "সন্নাসী" বা কেবল বানরের পালে চলিয়া যায়। পিতাকে মারিয়া রাজ্যলাভ, সন্তানকে বিশেষত অবজাত সন্তানকে ত্যাগ করা ও মারা মনুষ্যের মধ্যেও বিরল নহে। মৎস্যের মধ্যে অনেক জাতি অপত্য-স্নেহবশে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে যেমন শালমাছ, বিড়ালমাছ (cat fish) ইত্যাদি। জ্ঞান-বিচারাদি শক্তিও মানবের ন্যায় পশ্বাদিতে আছে। মাটিতে হাত দিলে কুকুর ছুটিয়া পালায়। মাটি হইতে ঢেলা লইতেছে অতএব আমাকে মারিবে, এইরূপ বিচার বা অনুমান কুকুরের যে হয় তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। মানবের উহা অনেক বেশী এইমাত্র প্রভেদ। শক্তিসমূহ একইরূপ কেবল বিকাশের তারতম্য। একই রং লইয়া বালক ধ্যাব্‌ড়া ছবি আঁকে আর চিত্রকর অত্যুত্তম ছবি করে।

৬। মনুষ্যের করণশক্তির বিকাশ মোটের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গৃধ্র বহুদূর দেখিতে পায় (তাহাদের চক্ষু দূরবীণের মত), নিশাচর প্রাণী অন্ধকারে দেখিতে পায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ করণশক্তির অতিবিকাশ থাকিলেও মনুষ্যের উচ্চ করণসকল বিকাশ ও উৎকর্ষযুক্ত। গৃধ্র দূরস্থ দ্রব্য দেখিতে পাইলেও ক ও খএর ভেদ বুঝিতে পারে না। মানুষ চক্ষুর দ্বারা অনেক বিশেষ বুঝিতে পারে। করণসকল এইরূপ :—

		সাত্ত্বিক।	সাত্ত্বিক-রাজস।	রাজস।	রাজস-তামস।	তামস।
অন্তঃকরণের জ্ঞানাংশ	প্রমাণ	স্মৃতি	প্রবৃত্তিবিজ্ঞান	বিকল্প	বিপর্য্যয়	
জ্ঞানেন্দ্রিয়—	কর্ণ	ত্বক্	চক্ষু	জিহ্বা	নাসা	

Krishna chandra college central Library

কর্ম্মেন্দ্রিয়—	বাক্	পাণি	পাদ	পায়ু	উপস্থ
প্রাণ—	প্রাণ	উদান	ব্যান	অপান	সমান

(বিশেষ সাংখ্যতত্ত্বালোক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

এই সকলের মধ্যে সাত্ত্বিকদিকের শক্তি উৎকৃষ্ট এবং তামসদিকের শক্তি নিকৃষ্ট। মানবের উৎকৃষ্ট শক্তি ইতর জন্তু অপেক্ষা অধিক বিকসিত কিন্তু নিকৃষ্টশক্তি তত বিকসিত নহে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে (জাতি-ফল-সূ ৩৮) মানবের শক্তি বিকাশের সামঞ্জস্য আছে তাই তাহারা কর্ম্ম-শরীরী। এই জন্য মানব সর্ব্বোৎকৃষ্ট জন্তু। পাঠক উত্তমরূপে লক্ষ্য করিবেন ইতরপ্রাণী অপেক্ষা মানবের কোন নূতন জাতীয় শক্তি নাই কেবল সর্ব্বপ্রাণীস্থ ঐ করণশক্তি সকলের মানবে অধিক বিকাশ এবং উৎকর্ষ, ইহাই ভেদ।

মানবের অন্যতম প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র সামাজিকতা। ইতর প্রাণীতেও উহা অনেক দেখা যায়। পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা আদিতে ত উহা অতি উত্তমরূপেই আছে। পক্ষীদেরও অনেকে উহা ভালরূপই দেখা যায়, যথা—Republican bird যাহারা অনেকে একত্র মিলিয়া বৃহৎ বাসা করে। বন্য কুকুর, বৃক আদির একত্র মিলিয়া শীকার, কাক শালিক আদির মিলিয়া শত্রুকে আক্রমণ করাও উহার উদাহরণ। মানবে ঐ বৃত্ত অতি বিকসিত। সামাজিকতার মূল সূত্র স্বজাতির অথবা কোন নেতার আনুগত্য করিয়া চলা, অর্থাৎ loyalty to the tribe and loyalty to the leader. এই দুই মূল বৃত্ত লইয়া মানবের সমাজ গঠিত ও চালিত হয়। "We have seen that the two elements in tribal morality are faithfulness to the tribesmen and loyalty to the leader" অর্থাৎ "আমরা দেখাইয়াছি যে সামাজিক সুচর্য্যার দুইটি মূল চর্য্যা আছে; ১ম, স্বসমাজের প্রচলিত নিয়মের প্রতি

বিশ্বাসঘাতক না হওয়া এবং ২য়, নেতার সম্যক্ আনুগত্য। এই দুই সুচর্য্যার যেখানে উৎকর্ষ হইয়াছে, সেই জাতিই মহাজাতি হইয়াছে। প্রাচীন রোমক আদি জাতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য মহাজাতি সকলে ঐ দুই গুণের উৎকর্ষ বলিয়াই তাহাদের উৎকর্ষ হইয়াছে। সামাজিক দুশ্চর্য্যা ঐ দুই গুণের বিপর্য্যাস। "Evil in man may be briefly defined as want of self-control and want of subordination to law or to tribal morality" অর্থাৎ "সংক্ষেপে দুঃশীলতার লক্ষণ—আত্মসংযমের অভাব ও স্বসমাজের নিয়মের বা সামাজিক সুচর্য্যার বশ্য না হওয়া।" মনুষ্য যত উন্নত হয় ততই তাহাদের আত্মসংযম অধিক করিতে হয়। ইতর প্রাণীর যে আত্মসংযম নাই তাহা নহে। প্রভুর জন্য কুকুরের এবং অপত্যের জন্য অনেক প্রাণীর ভিতর অনেক আত্মসংযম বা স্বার্থত্যাগ দেখা যায়। তবে মানবে ঐ গুণ অন্য উচ্চ-গুণের ন্যায় অধিক বিকসিত। আর শ্রেষ্ঠমানব—যাঁহারা অহিংসা-সত্যাদি উচ্চ ধর্ম্ম পালন করেন তাঁহাদের মধ্যে আত্মসংযমের ও স্বার্থ-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। অহিংসা পালন করিতে হইলে যে কত সংযমী ও স্বার্থত্যাগী হইতে হয় তাহা যোগশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য (১০ অঃ নিয়মের প্রয়োগ নামক প্রকরণেও দ্রষ্টব্য)। *

৭। পাশ্চাত্য প্রাণিবিদেরা মানব ও ইতর প্রাণীর ভেদ করার জন্য

* মনের অধিষ্ঠান বা যন্ত্র মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য করণশক্তি সকলের অধিষ্ঠান স্থূল ইন্দ্রিয় সকল। ইহাদের উপাদানের তারতম্যে অথবা ঔষধাদি সেবনের ফলে বা অন্য কোনও কারণে অসাধারণ উদ্রেক বা অবসাদ হইলে অন্তঃকরণাদি সমস্ত করণেরই কার্য্যের অন্যথাভাব ঘটে, যেমন উত্তম আহারের দ্বারা পৈশিক শক্তি সঞ্চিত হইলে স্ফূর্ত্তির সহিত কার্য্য করার ইচ্ছা হয়। মাদক সেবনে মস্তিষ্কের অত্যধিক ক্রিয়া হইলে মানসিক ক্রিয়াও অবশভাবে অত্যধিক হইতে থাকে (যাহা মত্ততারূপ অবশ মানস ক্রিয়া) ঔষধবিশেষে বা শরীরের বিকারে মন যে স্নিগ্ধ হয় বা রুক্ষ হয় তাহা সবই ঐ জাতীয়। এরূপ স্থলে ঐ সব কারণে মনে কোনও নূতন বৃত্তির সৃষ্টি হয় না, কেবল

Krishna chandra college central Library

instinct পদার্থ ব্যবহার করেন। কর্ম্মবাদে ঐ পদার্থের স্থান নাই বলিলেই হয়। Instinct অর্থে untaught ability বা অশিক্ষিত কর্ম্মকুশলতা। মানব যে সমস্ত কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া আয়ত্ত করে ইতর প্রাণীদের তাহা সহজাতরূপেই প্রাদুর্ভূত হয়। এইরূপ সহজাত কর্ম্ম-কৌশলই instinct। মানুষের ও ইতর প্রাণীর সকলেরই অনেক instinct আছে। কিন্তু মানুষের কর্ম্মকৌশল অনেক পরিমাণে শিক্ষা-লব্ধ, ইতরপ্রাণীর তাহা নহে। Julian Huxley বলেন "Man does not find his tools growing upon his body, he has to make them in infinite varieties. His instincts are less specific than the insects, and are gradually overlaid by habit, experience and intelligent purpose", অর্থাৎ "(ইতর প্রাণীর মত) মানুষের কর্ম্ম করার যন্ত্রসকল তাহার শরীরে গজায় না। মানুষকে অশেষপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। মানুষের ইন্‌স্টিংক্‌ট্ পিপ্‌ড়াদির মত তত বৈশিষ্ট্যযুক্ত নহে এবং ক্রমশ ঐ

মনের যন্ত্রের স্বস্থতা বা অস্বস্থতা হইতেই তাহার ক্রিয়ার ভেদ হয় মাত্র, যেমন বিকৃত যন্ত্র দিয়া (সেলাই আদি) কাজ করিতে গেলে কাজ ভাল হয় না, তদ্রূপ।

একটি বেশ ভাল লোকের মাথায় আঘাত লাগার ফলে তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া চুরি করার প্রবৃত্তি (Kleptomania) ঘটিয়াছিল। তাহাকে এক ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহার মাথার খুলির ভিতর একখানা হাড় ভিতর দিকে বাড়িয়াছে অর্থাৎ ঐ হাড়ের দ্বারা তাহার মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক উদ্রেক হইতেছিল এবং তাহা কাটিয়া দিতে সে আবার স্বস্থ হইয়া পূর্ব্ববৎ হইল। ইহার কারণ ঐ অস্বাভাবিক উদ্রেকের দ্বারা সদ্‌বৃত্তি সকলের অভিভব ঘটিয়া চৌর্য্যবৃত্তির উদ্রেক হওয়া মাত্র। চৌর্য্যবৃত্তি এক্ষেত্রে নূতন করিয়া সৃষ্ট হয় নাই; উহা সকলের ভিতরই আছে, তবে তাহা অন্য যে সব সদ্‌বৃত্তির ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে, মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের কোনও বিকারের ফলে ইহাদের অভিভব ঘটিলেই চৌর্য্যবৃত্তি দেখা দিতে পারে। অতএব বুঝিতে হইবে যে এইরূপে বাহ্য ঘটনায় কোনও নূতন মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয় না বা হইতে পারে না।

অশিক্ষিত কর্ম্মকুশলতা অভ্যস্ত সংস্কারের দ্বারা, অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং বিবেচিত অর্থের বা উদ্দেশ্যের দ্বারা ঢাকা পড়িয়া যায়।" মানুষের বিচারাদি শক্তির প্রাবল্য, শিক্ষার উপর নির্ভরতা প্রভৃতির জন্যই তাহাদের অশিক্ষিত কর্ম্মকৌশল তত ব্যবহারে আসে না এবং উহার ব্যবহার মানুষ ভুলিয়াছে। কিন্তু মূলত সর্ব্ব শক্তিই সর্ব্বপ্রাণীতে আছে। বিচারে কুশলতা থাকাতে ও শিক্ষার সুবিধা থাকাতে মানব অশিক্ষিত কর্ম্ম-কৌশল তত ব্যবহার করে না; কিন্তু উহা মৌলিক পার্থক্য নহে। উক্ত অন্যান্য ইন্দ্রিয়-শক্তির ন্যায় মানবে উহা অল্পবিকসিত মাত্র। পক্ষী গমনকালে ডানা ব্যবহার করে, পা ব্যবহার করে না; সেইরূপ মানব বিচার অধিক ব্যবহার করে আর ঐ সহজ কর্ম্মকৌশল তত ব্যবহার করে না।

কর্ম্মতত্ত্বের প্রতিপাদ্য—ঐ 'instinct' কোথা হইতে আসে? কর্ম্ম-সংস্কার হইতেই উহা আসে। কারণ কর্ম্মের অভ্যাস হইতে তৎসংস্কারে কর্ম্মকুশলতা হইতে দেখা যায়। MacBride বলেন "But we know from our own experience how this automatic action develops in our own bodies. * * * Thus it appears from our own experience—and it is only from this that we can form any conception of the inner life of animals at all—that the automatic action is derived from a voluntary action oftentimes repeated", অর্থাৎ "আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় জানি যে এই স্বতঃক্রিয়া আমাদের শরীরে কিরূপে উদ্ভূত হয়। * * * এইরূপে (পিয়ানো আদি বাজান, শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত হইলে) আমাদের নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝি—এবং কেবল তদ্দ্বারাই জন্তুদের ভিতরের প্রাণন ব্যাপার বুঝিতে পারি—

Krishna chandra college central Library

যে বহুবার অভ্যাস করিলেই এই স্বতঃক্রিয়ার শক্তি উৎপন্ন হয়।" শরীরের স্বতঃক্রিয়ার ন্যায় মনের (বিচারাদির) স্বতঃক্রিয়াই instinct, প্রাণী পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহু বহুবার ঐরূপ কার্য্য করিয়াছে বলিয়া ঐ স্বতঃ-বিচারাদি পূর্ব্বক ইহজীবনে অশিক্ষিত কর্ম্মকৌশল-শক্তি বা সংস্কার প্রাদুর্ভূত হয়।

কর্ম্মকৌশলের সংস্কার হইতেই যে কর্ম্মকৌশল হইবে তাহা কারণ-কার্য্য নিয়মঘটিত সিদ্ধান্ত। * ঐ কর্ম্মকুশলতা ইহজীবনের কর্ম্মের দ্বারা লাভ না হইলে নিশ্চয়ই উহা পূর্ব্বজীবনে লাভ হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে প্রাণীদের কর্ম্ম ও করণবিকাশ বিচার করিয়া দেখিলে কর্ম্মবাদের এই সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম হইবে যে—সর্ব্বজাতীয় প্রাণীতে মূলত একইরূপ করণশক্তি আছে। কেবল তাহাদের বিকাশ অল্পাধিক ও ভিন্ন আকারের এইমাত্র ভেদ। করণশক্তি যখন অনাদিকাল হইতে আছে তখন অনাদি কর্ম্মসংস্কার হইতেই ইহজীবনের সব বিশেষযুক্ত কর্ম্মশক্তি উদ্ভূত হয়। কর্ম্মবাদ অনুসারে সমস্ত প্রাণীতে সমস্ত দেহ-ধারণের শক্তি আছে।

উদ্ভিদ্, ইতরপ্রাণী ও মানব ইহাদের কোন মৌলিক পার্থক্য নাই।

---

* পূর্ব্বে (উপক্রমণিকা ১৪ প্রকরণে) যে মেরী রেনোল্ডসের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে মেরী পূর্ব্বজীবনের সমস্ত ভুলিয়া গেলেও নূতন অবস্থায় ৪।৫ সপ্তাহের মধ্যে লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল। "She was apt enough and made such rapid progress in both that *in a few weeks* she had readily re-learned to read and write". অর্থাৎ মেরীর খুবই যোগ্যতা ছিল এবং সে কয়েক সপ্তাহেই ফের লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিল।" ইহা যেমন পূর্ব্বসংস্কার থাকাতে হইয়াছিল প্রাণীদের instinctও সেইরূপ পূর্ব্বসংস্কার হইতে হয়।

"All that Zoology asserts, concerning man, is that he and the animals are akin." অর্থাৎ :—"জন্তুবিদ্যা মানব সম্বন্ধে ইহা বুঝান যে মানব ও ইতরজন্তুরা জ্ঞাতি।" কর্ম্মবাদ, মানব, ইতর জন্তু ও উদ্ভিদ্ সকলকেই জ্ঞাতি বলে। অর্থাৎ সমস্তেই একই জাতীয় শক্তি-সকল আছে কেবল বিকাশের তারতম্য। অন্ধবিশ্বাসী Theologistরাই "সোল" লইয়া গোলযোগ করেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেহ ও মনের তত্ত্ব বুঝিলে বলিতে হয় মানুষের যদি "সোল" থাকে তবে ইতর জন্তু ও উদ্ভিদ্ সকলেরই "সোল" আছে। "Fechner in particular has endeavoured to prove that the plant has a 'soul' in the same sense as an animal is said to have one, and many credit the vegetal soul with a consciousness similar to that of the animal soul." অর্থাৎ "বিশেষ করিয়া ফেক্‌নার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে জন্তুদের যে হিসাবে 'সোল' আছে উদ্ভিদেরও সেই হিসাবে তাহা আছে এবং অনেকে উদ্ভিদের 'আত্মা'কে জন্তুর 'আত্মা'র ন্যায় বোধযুক্ত মনে করেন।" মনুও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ প্রাণবিদ্যাবিৎ T. H. Huxley বলেন "But the difference between the powers of the lowest plant or animal, and those of the highest is one of degree, and, not of kind". অর্থাৎ "নিম্নতম উদ্ভিদ্ ও জন্তুর সহিত উচ্চতম উদ্ভিদ্ বা জন্তুর শক্তির যে ভেদ তাহা কেবল তারতম্যের ভেদ মৌলিক ভেদ নহে।" উদ্ভিদ্ ও জন্তুর ভেদও সেইরূপ।

Krishna chandra college central Library

কর্ম্মতত্ত্বের পঞ্চম পরিশিষ্ট।

সূক্ষ্মশরীরের আয়ু।

১। সূক্ষ্মশরীরের আয়ু স্থূলশরীরের আয়ু অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ হইতে পারে তাহা বলা হইয়াছে (৩৫ সূ টীকা)। সংস্কারের প্রকৃতি বিচার করিয়া কিরূপে তাহা জানা যায় তাহা এই প্রকরণে বিবৃত হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদে স্থূলশরীরের আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য আয়ুষ্কর আহার ও ব্যায়ামাদি কর্ম্মের বিধান আছে। আবার যাহাতে আয়ুর্নাশ হয় তাদৃশ কর্ম্মও প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থূলশরীরের এবং সূক্ষ্মশরীরের আয়ুষ্কর কর্ম্ম বিভিন্ন প্রকারের। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অসুষুপ্তিসংস্কার (জাগ্রৎ ও স্বপ্ন) সূক্ষ্মশরীরের আয়ু। কারণ সূক্ষ্মশরীর মনঃপ্রধান। মনঃপ্রধান অবস্থায় মন অজড় থাকিলে সঙ্কল্পসমুথ শরীরেন্দ্রিয় ব্যক্ত থাকিবে। আর সুষুপ্তি অবস্থায় ("যত্র ন কঞ্চনং কামং কাময়তে ন কঞ্চনং স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তং"। শ্রুতি) মন জড়ীভূত হয়, সঙ্কল্পাদি থাকে না। সুতরাং মনঃপ্রধান আত্মভাবে বা সূক্ষ্মশরীরের সুষুপ্তির সংস্কার উদ্ভূত হইয়া সুষুপ্তি আসিলে কি হইবে? সঙ্কল্পসমুথ তথনকার শরীরেন্দ্রিয়াদি তখন সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। সুষুপ্তি বা নিদ্রা * এক প্রকার চিত্তবৃত্তি

---

* ভারতীয় সব দর্শনে স্বপ্নহীন নিদ্রা বা সুষুপ্তির সত্তা স্বীকৃত হয়। পাশ্চাত্যদের কেহ কেহ এবিষয়ে সংশয় করেন। M. Maeterlinck বলেন "It is as a matter of fact, highly improbable if not impossible, that the brain should entirely cease to function during sleep". অর্থাৎ "বস্তুত ইহা অসম্ভব যে ঘুম যতই গভীর হউক তাহাতে মস্তিষ্ক কার্য্য করিবে না।" সমস্ত মস্তিষ্ক যে একেবারে কার্য্য করে না ইহা কেহ বলে না। ইন্দ্রিয়শক্তি সকল জড় হইলে বাহ্যজ্ঞানরূপ কার্য্য হয় না এবং মস্তিষ্কের গ্রাহক অংশ জড় হয়, তখন মস্তিষ্কের চিন্তন অংশ অজড় থাকিয়া

বা জ্ঞান। তখন কেবল মোহের মত জড় ভাবের (চিন্তনশূন্যতার) অস্ফুট জ্ঞান হয়। জ্ঞানের অনুরূপ স্মৃতি হয় তাই পরে স্মরণ করিয়া বলি তখন আমার কোন চিন্তা ছিল না। মনঃপ্রধান অবস্থার এইরূপ

কার্য্য করে, তাহাই স্বপ্ন। যে কারণে মস্তিষ্কের গ্রাহক অংশ জড় হইয়া বিশ্রাম লয় ঠিক সেই কারণে চিন্তন অংশও বিশ্রাম লইবে। তাহা হইলে তখন চিন্তারূপ চেষ্টা জড় হইবে ও মন স্তব্ধ হইয়া থাকিবে যেমন মোহাবস্থায় থাকে। মস্তিষ্ক যে মোহাবস্থায় চিন্তাশূন্য থাকে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হয় (অনুভূতির দ্বারা)। অতএব মস্তিষ্কের চিন্তাহীন জড় অবস্থা মোটেই অসম্ভব নহে কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শরীরের সব অংশই বিশ্রাম লয় আর মস্তিষ্ক যে বিশ্রাম লইবে না তাহা নিতান্ত অসঙ্গত কথা (হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডাদির চালক মস্তিষ্কাংশ যাহা সর্ব্বদা চলিতেছে তাহাও দুই সঙ্কোচের মধ্যে ক্ষণকাল বিশ্রাম লয় "The only rest the cardiac muscles enjoy is the momentary pause between the heart beats"—R. C. Macfie)। সুষুপ্তির স্বরূপ কেবলমাত্র জড়ীভূত বা তামসভাবের জ্ঞান। উহার তাদৃশ স্মৃতিও হয়। তবে ইহা অনুভব করিয়া বিবেচনা করিতে হইলে যোগীদের ন্যায় অন্তর্দৃষ্টি চাই। M. d' Harvey বহু বহুবার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দেখিয়াছেন তাঁহার "thoughts are fixed on some sort of onerical image" অর্থাৎ "তাঁহার মনে সব ক্ষেত্রেই এক স্বাপ্নিক মূর্ত্তি থাকিত"*। ইহা বিচিত্র নহে। সুষুপ্তিভঙ্গের মুহূর্ত্তে বিশেষত জোর করিয়া ভাঙ্গিলে তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন উঠিবে। যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহ বিশেষ ভাঙ্গিলেই স্ফুলিঙ্গ হয় সেইরূপ। কারণ মস্তিষ্কের খোসাস্বরূপ cortical cellsএর কার্য্যই চিন্তা এবং তাহার সম্যক্ বিশ্রান্তি সুষুপ্তি। জেগে উঠিলে ধড়াস্ করিয়া তাহাতে ক্রিয়া হয়। ক্রিয়া মুহূর্ত্তের জন্য হইলেও তন্মধ্যে অনেক চিন্তা হইয়া যাইতে পারে, অন্তত একটা কিছু হইবেই। অতএব d' Harveyর অনুভূতি ঠিক কিন্তু তাহা হইতে সুষুপ্তির সত্তা নিরস্ত হয় না। তন্দ্রা (যাহাতে অনেকটা বাহ্যজ্ঞান থাকে), স্বপ্ন (যাহাতে বাহ্যজ্ঞান থাকে না) ও নিদ্রা বা সুষুপ্তি (যাহাতে ব্যহ্যান্তর গ্রহণ ও চিন্তনরূপ কার্য্য থাকে না) ঘুমের এই তিন ভেদ আছে। সুষুপ্তির আগে ও পরে স্বপ্ন হইবেই।

Krishna Chandra college central Library

সুষুপ্তিকালে মন জড়ীভূত হইবে ও তখন তদনুরূপ সঙ্কুচিতাঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সঙ্কুচিতেন্দ্রিয়, শরীর (পিণ্ডবৎ) হইবে। কোনরূপ শরীর ব্যতীত কখনও করণশক্তি বা লিঙ্গ ব্যক্ত থাকিতে পারে না। "চিত্রং যথাশ্রয়-মৃতে" ইত্যাদি সাংখ্যকারিকা (৪১ সংখ্যক) দ্রষ্টব্য। তাহারই নাম সূক্ষ্মবীজ জীব। পূর্ব্বেও ইহার বিষয় উক্ত হইয়াছে।

মনঃপ্রধান সূক্ষ্মদেহে সঙ্কল্প থাকিলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত শরীর ব্যক্ত থাকিবে সুতরাং তাহাই তাহার জীবন। আর সুষাপের সংস্কারে সুষুপ্ত হইলে যে পিণ্ডবৎ হইয়া যাইবে তাহাই তাহার পতন বা মরণ ইহা সিদ্ধ হইল। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে মরণকালে সমস্ত সংস্কারের স্মৃতি পিণ্ডী-ভূত হইয়া উঠে। তাহাতে জীবনকালে দেহী যে সব কার্য্য করিয়াছে তাহার মধ্যে যাহারা সমানজাতীয় তাহারা সব মিলিয়া এক হইয়া উঠে। প্রতিদিন ক্রোধ করিলে ক্রোধের সময় সমষ্টীভূত এক ক্রোধসংস্কারই উঠিবে, প্রাত্যহিক ক্রোধের পৃথক্ পৃথক্ সংস্কার হইবে না। জীবিতা-বস্থায়ও তাহা হয় না। সেইরূপ প্রত্যহ-সঞ্চিত অসুষুপ্তির ও সুষুপ্তির সংস্কারও এক হইয়া উঠিবে পৃথক্-পৃথক্ হইবে না। জীবনকালে প্রত্যহ কিছুক্ষণ করিয়া সুষুপ্ত হইলেও তাহার সংস্কার একই আছে ও তদ্দ্বারা প্রত্যহ সুষুপ্তি হয়।

এখন দেখিতে হইবে সুষুপ্তি সংস্কার ও অসুষুপ্তি সংস্কারের অনুপাত কি। স্মৃতির দ্বারাই সংস্কারের বল ও অবল বুঝা যায়। সমস্ত দিন এবং রাত্রিরও কতকাংশ আমরা জাগ্রত থাকি। ঘুমাইলে স্বপ্নাবস্থায়ও চিন্তনকার্য্য থাকে। সুষুপ্তি বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুই ঘণ্টার বেশী হয় না। অতএব জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অসুষুপ্ত অবস্থা সুষুপ্তি অপেক্ষা এগারগুণ বলবান্। সংস্কারের কার্য্য (জাগ্রতের ভোগকাল ও সুষুপ্তির ভোগকাল) দেখিয়া এই অনুপাত জানা যায়।

প্রত্যেক জন্মের জন্য বাসনা ও কর্ম্মাশয় চাই। সুতরাং প্রেতশরীরের বা সূক্ষ্মশরীরেরও উহা চাই। বাসনা ও কর্ম্মাশয় ত্রিবিধ। জাতিবাসনা, ভোগবাসনা ও আয়ুর্বাসনা এবং জাতির কর্ম্মাশয়, ভোগের কর্ম্মাশয় ও আয়ুর কর্ম্মাশয়। পূর্ব্বেকার দিব্য ও নারক দেহধারণের সংস্কার উহার জাতিবাসনা, সূক্ষ্মশরীরের সুখদুঃখভোগের সংস্কার উহার ভোগবাসনা এবং ঐ দেহধারণ করিয়া থাকার কালের সংস্কার হইতে উহার আয়ুর্বাসনা এই ত্রিবিধ বাসনা হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে (অনাদিকাল হইতে) সূক্ষ্মদেহ-ধারণ কালে যে তদভিমান (সেই দেহের অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত) সেই অভিমান জ্ঞানের সংস্কাররূপ বাসনাই সূক্ষ্মজাতির বা সূক্ষ্মদেহের বাসনা। স্বপ্নরূপ মনঃপ্রধান অবস্থায় সুখদুঃখভোগ দেখা যায়। তাহার প্রকৃতি যেরূপ তাহা হইতে মনঃপ্রধান প্রেতদেহেরও সুখদুঃখভোগ বুঝা যায়। ঐ শরীরে ভুক্ত, ঐরূপ সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যজাত সুখদুঃখের অনুশয় বা সংস্কারই সূক্ষ্মদেহের ভোগবাসনা। যতকাল ঐ দেহধারণ হইয়াছে তাহার অনুভবজাত সংস্কারই উহার আয়ুর্বাসনা।

সূক্ষ্মদেহের কর্ম্মাশয় কি তাহাও বিচার্য্য। মনঃপ্রধান দেহের জন্য আমাদের যে মনঃপ্রধান কর্ম্ম তাহারই সংস্কার উহার কর্ম্মাশয় হইবে (পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে)। মনের দুই প্রকার কর্ম্ম (১) শরীর সহযোগে কর্ম্ম আর (২) মনে মনেই কর্ম্ম। এই মনে মনে সঙ্কল্পনমূলক কর্ম্ম নিয়তই চলিতেছে ও অসুষুপ্তিতে উহার ভঙ্গ নাই। স্থূলদেহ লইয়া মনের স্বেচ্ছ কর্ম্ম অনেক সময় থাকে না (যেমন স্বপ্নাদি কালে)। অবশ্য মনের নিজস্ব যন্ত্র মস্তিষ্ক লইয়া মন কার্য্য করে কিন্তু স্বপ্নে দেহ লইয়া কার্য্য করে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় এই দুই কার্য্য পৃথক্ অনুভূত হয়। মনের এই স্বভাব হইতেই তাহার সংস্কারে স্থূলদেহ ত্যাগের পর জাগ্রৎ-স্বপ্নবৎ সূক্ষ্ম মনঃপ্রধান দেহ কিছুকালের জন্য হয়। সেই দেহের জন্য

Krishna chandra college central Library

আবশ্যক বাসনার কথা বলা হইয়াছে। তাহার কর্ম্মাশয় এইরূপ :—(১) জাতিকর কর্ম্মাশয়=স্থূলজীবনে অনুভূত শরীর নিরপেক্ষ মানসচেষ্টার সংস্কার (ইহার দ্বারাই সূক্ষ্মদেহ হয়)। (২) ভোগকর কর্ম্মাশয়=যে প্রকার মনঃকার্য্যের দ্বারা সৌমনস্য ও দৌর্ম্মনস্য হয় তাদৃশ কর্ম্মের সংস্কার। সঙ্কল্পসিদ্ধিজনিত প্রধানত সেখানে মানসসুখ ও তাহার অসিদ্ধিজনিত ক্ষোভে তথায় মানসদুঃখ। ইহা যেরূপ মনঃকার্য্যের দ্বারা ঘটে তাহার সংস্কারই এই কর্ম্মাশয়। (৩) আয়ুষ্কর.কর্ম্মাশয়=অসুষুপ্তি সংস্কার। স্ববলানুসারে যতকাল অসুষুপ্তি আত্মরক্ষা করিয়া বর্ত্তমান থাকে সেই বলের সংস্কার।

দেহধারণের কালে তাহার ঘটক কর্ম্মাশয়ের দ্বারা বাসনাভিব্যক্তি চাই। প্রেতের পূর্ব্ব স্থূলজীবন স্মরণ থাকে সুতরাং তাহার আয়ুরও স্মৃতি থাকে। পূর্ব্ব আয়ুর স্মৃতি অর্থে আয়ুর্বাসনার আংশিক অভিব্যক্তি। সেই বাসনা লইয়া একাদশগুণ বলবান্ অসুষুপ্তিরূপ আয়ুষ্কর কর্ম্মাশয় ঐ আংশিক ব্যক্ত আয়ুর্বাসনার স্মৃতির (অর্থাৎ মানব জীবনের আয়ুর স্মৃতির) সহিত মিলিয়া তাহার একাদশগুণ (অসুষুপ্তি ও সুষুপ্তির অনুপাত) আয়ু নির্বর্ত্তিত করে। এইরূপে সূক্ষ্মশরীরের আয়ু যে স্থূলদেহ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে তাহা বুঝা যায়। অর্থাৎ প্রেতের ইহজীবনের আয়ুর স্মৃতি থাকে, অসুষুপ্তি তাহার জীবন এবং সুষুপ্তি অপেক্ষা অসুষুপ্তি অনেক অধিক কাল ব্যাপী এই তিনটী ঘটক বা নির্বর্ত্তক হেতু পাই বলিয়া, তাহা হইতে তাহার ফল কি হইবে তাহা বিচার করিলে প্রেতের দীর্ঘায়ু হওয়ার হেতু বুঝা যায়।

ইহা আরও ভাল করিয়া বুঝার জন্য অঙ্কপ্রণালীতে দেখান যাইতেছে। অঙ্ক অবশ্য রূপক। আয়ুর্বাসনা=আ; আয়ুষ্কর কর্ম্মাশয়=ক; অসুষুপ্তির সংস্কার=জ; নিদ্রার বা সুষুপ্তির সংস্কার=নি। ইহার মধ্যে জ : নি : :

১১ : ১। সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধে জ=ক। আ ও ক বা জ মিলিবেই মিলিবে। ∴আ+জ হইবে।

একীভূত আ+জ=১০০ বৎসর (ধর উহা মানুষের আয়ু) আমি বাঁচিব এই স্মৃতি ও সামর্থ্য। ∴এই ভাব মৃত্যুর পর প্রথমে হইবে। পরে আ+জ যুক্ত মন মনে করিবে আমি নি অপেক্ষা এগারগুণ বলবান্। নি ও জ বিরুদ্ধ। ∴ নি জ-কে অভিভূত করিতে যাইবে। কিন্তু জ এগারগুণ বলবান্ এবং আ-র সহিত সংযুক্ত। ∴ নি কে ১১ (আ+জ) কে অভিভূত করিতে হইবে। অর্থাৎ ১১০০ বৎসর পরে অভিভূত করিতে পারিবে।

বলা বাহুল্য অসুষুপ্তি ও সুষুপ্তির অনুপাত (১১ : ১) এবং মানব আয়ুর স্মৃতি ১০০ বৎসর ইহা আন্দাজে ধরিয়া লওয়া মাত্র একেবারে ঠিক নহে। সুতরাং ইহা হইতে সূক্ষ্মশরীরের আয়ু যে ইহজীবনের আয়ু অপেক্ষা বেশী হইতে পারে তাহাই কেবল গ্রাহ্য।

সূক্ষ্মবীজজীবভাবে প্রেতের মরণের বা পতনের সময়ও ঐরূপ তিন বাসনা ও তিন কর্ম্মাশয় হয়। প্রেতজীব মুদ্গরাভিহত পুরুষের ন্যায় তখন অজ্ঞান অবস্থায় আসে। সুষুপ্তির সংস্কারে যে তাহা হয় ইহা বলা হইয়াছে। তখন পূর্ব্বানুভূত তাদৃশ অবস্থার সংস্কার হইতে তাদৃশ জাতিবাসনা, আয়ুর্বাসনা ও ভোগবাসনা হয় ও তদ্দ্বারা সেই বীজজীব অবস্থার শরীরাদির ছাঁচ হয়। আর তখনকার তিন কর্ম্মাশয়ের মধ্যে (১) জাতিকর কর্ম্মাশয়=সুষুপ্তিকালীন অস্ফুট চেষ্টার সংস্কার; (২) ভোগকর কর্ম্মাশয়=তম বা মোহ ভোগ (যাহা সুষুপ্তিকালে হয় যাহা স্ফুট সুখদুঃখহীন তাদৃশ ভোগের সামর্থ্য; (৩) আয়ুষ্কর কর্ম্মাশয়=সুষুপ্তির সংস্কার অর্থাৎ যতকাল স্বকীয় বলানুসারে সুষুপ্তি আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে পারে সেই বলের অনুভূতিজাত সংস্কার।

Krishna Chandra college central Library

দেহী এই অচেতন, রুদ্ধকরণ, সূক্ষ্মবীজজীব অবস্থায় কতকাল থাকিয়া পুনরায় স্থূলশরীর ধারণ করে তাহা বিচার্য্য নহে, কারণ তখন আত্মগত কারণ ছাড়া প্রবলতর বাহ্য কারণে শরীরধারণ যে কতকাল স্থগিত থাকিতে পারে তাহা অবধারণ করার উপায় নাই। সাধারণ লোকে যে শীঘ্র শরীরধারণ করে এবং যোগীদের দেহধারণ যে "দুর্নিষ্প্রপতর" তাহা শাস্ত্রসম্মত ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

স্থূল শরীরের আয়ু যেমন ক্ষণমাত্র হইতে শতাধিক বর্ষ হইতে পারে সূক্ষ্মশরীরের আয়ুও সেইরূপ অল্পকাল হইতে বহুশত বা বহুসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত হইতে পারে ইহা বলা হইল। নিদ্রাই তাহার পতন। ইহলোকে যেমন নিদ্রার অনুকূল কার্য্য (শয়নাদি) করিলে অকালে নিদ্রা আসে সূক্ষ্মশরীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যদি শীঘ্র ইহলোকে আসার প্রবল কারণ থাকে তবে সাধারণ লোকে, যাহারা উচ্চলোকে যায় না, তাহারা শীঘ্র আসিতে পারে। জাপানীরা যখন হারিকিরি বা পেট কাটিয়া আত্মহত্যা করে তখন অনেকে প্রবল সংকল্প করে যে ফের শীঘ্র যেন জাপানে জন্মগ্রহণ করি। ঐরূপ পুরুষকারযুক্ত আসক্তিই শীঘ্র আসার প্রধান কারণ। যাহারা ইহলোক ছাড়িয়া দীর্ঘকাল থাকিতে দৃঢ়সংকল্পবান্ তাহারাই অন্য যথাযোগ্য কারণ থাকিলে সুদীর্ঘকাল থাকিতে পারে।

নির্ঘণ্ট

অ

অজ্ঞেয়বাদ ১৯, ২৭, ৩১
অণু ১৮৭-৮৮
অনাদিসত্তা ১৭৩-৭৮
অনিয়তবিপাক কর্ম্মাশয় ১১০-১১
অন্তঃকরণশক্তি ৫৬
অপবাদ ১১১
অপ্রতিষ্ঠ তর্ক ১
অপ্রবেশ্যতা (impenetrability) ৩০
অভিব্যক্তিবাদ (theory of evolution বা theory of descent) ৬৯-৭৩
অবধানশক্তির প্রাখর্য্য ২০৫-৬
অবিদ্যা ১৫১-৫২
অবিশ্বাস (scepticism) ৩, ১৭১
অসাধারণ চিত্তাবস্থা ৫৮,৫৯
অসাধারণ করণক্রিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (telekinesis) ৯, ১৯২, ২০২; ঐ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (telesthesia) ২০২; ঐ, প্রাণশক্তির (ectoplasy) ১৯৩, ২০২-৩
অহংকার ১১
অহিংসা ১৬০-৬৬

আ

আইনষ্টাইন (A. Einstein) ৩৯
আপেক্ষিকতাবাদ (theory of relativity) ১৮, ৪৬-৪৭
আমি কিসের দ্বারা নির্ম্মিত ১০-১১
আমিত্ববোধ ৫২,৬১
আয়ু ৫৫, ১১৮, ১৩৫-৩৮; ঐ, সূক্ষ্মদেহের ১২৯; উহার প্রমাণ ২৪৬-৪৯
আয়ুর্বাসনা ১৩২

ই

ইন্‌স্টিংক্ট্ (instinct) ২৩৯-৪২
ইনার্শিয়া (inertia) ২৯
ইলেক্ট্রন্ (electron) ১৭, ৩৪-৩৯

ঈ

ঈথার (ether) ৪, ১৩, ১৭, ৩৭-৩৮; ঐ, (space অর্থে) ৩৮-৩৯
ঈশ্বর, কর্ম্মফলদাতা ৫-৭, ১৫৩-৫৪; ঐ, এরিস্টট্‌লের লক্ষণ ২৪
ঈশ্বরেচ্ছা, জগতের মূল (পাশ্চাত্যমত) ১৯

উ

উইল্‌জ্ (Dr. Wiltse) ২১০-১৫
উৎসর্গ বা নিয়ম ১১১
উদ্ভিদ জন্ম, জীবের ১৬৮
উপভোগদেহ (উদ্ভিদ, তির্য্যক্ ও পারলৌকিক) ১৩১-৩৫; ঐ, দৈব ও নারক ১২০, ১২৬-৩৫
উভয়শরীরী (ভোগ ও কর্ম্মশরীরী) জীব ১৩২

এ

এককৌষিকপ্রাণী ৩, ৭১, ১৮২
একবস্তুবাদ (monism) ৩, ১৩-১৮, ২৭
একভবিকত্ব, কর্ম্মাশয়ের ১০৮-১০
একাগ্রভূমিকা ১৫৫
এক্টোপ্ল্যাসি (ectoplasy) ৯, ১৯৩
এক্‌লেক্‌টিক্ (eclectic) ২৫
এটম্ (atom) বা রাসায়নিক ভূতের অণু ১৬, ১৭, ১৯, ৩৪, ৩৫
এডিংটন (Sir A. Eddington) ১৭, ৩৮

Krishna chandra college central Library

এনার্জি (energy) বা ক্রিয়াশক্তি ১৩, ১৮, ৩৫-৩৭
এন্‌ড্রেড্‌ (Prof. Andrade) ৩৪, ৪১
এপিকিউরাস্‌ (Epicurus) ২০
এরিস্‌টট্‌ল্‌ (Aristotle) ২৪
এলিমেণ্ট্‌ (element) বা রাসায়নিক ভূত ৩২-৩৪

ঔ

ঔপপাদিক দেহ ১১৮, ১২০, ১২৮, ২৩২

ক

কঠিনতা ৪১
কন্‌ (H. W. Conn) ৪
কনান্‌ ডয়েল (Conan Doyle) ২১৭, ২২৪
করণশক্তি (বা লিঙ্গ) ১১৯-২০ ; উহার ত্রিগুণানুসারে বিভাগ ২৩৭-৩৮
কর্ত্তা (creator) ৫, ২৪
কর্ম্ম, অনাদি ৫৩, ৭৭, ১৭৩-৭৮ ; ঐ, কর্ম্ম-সংস্কার অর্থে ৯৩ ; ঐ, কাহার ৭-৮ ; ঐ, জৈব ৯, ৭৭, ৮২ ; ঐ, দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয় ৯০-৯১, ১১৮ ; ঐ, দ্বিবিধ (মনের এবং শরীর ও মনের মিলিত) ৮১ ৮২ ; ঐ, ধর্ম্মাধর্ম্ম (বা শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ ও অশুক্লাকৃষ্ণ) ৯৩, ১৪৯-৫৯, ১৭২-৭৩ ; ঐ, পুরুষকার ৭৭, ৮৩-৮৬, ৮৯-৯০ ; ঐ, প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত ৯১-৯৩, ১৫৫-৫৭ ; ঐ, ভোগ-ভূত ৭৭, ৮৩-৮৬, ৮৮-৮৯, ১৩৩ ; ঐ, লক্ষণ ৮১ ; ঐ, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ১৪২-৪৮
কর্ম্মতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত ৭৭
কর্ম্মফল (জাতি, আয়ু ও ভোগ) ৫৫-৫৬, ১১৬ ১১৮
কর্ম্মশরীর ১৩৩-৩৪
কর্ম্মসংস্কার ৯৪-৯৯
কর্ম্মাশয় ৯৯, ১০৫-১১৬ ; ঐ সূক্ষ্মদেহের ২৪
কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ ১০, ৫৬
কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য, উদ্ভিদের ২৩৩-৩৪ ; ঐ, জন্তুর ২৩৪-৩৭ ; মনুষ্যের সহিত উহাদের তুলনা ২৩৭-৩৮
কর্ম্মের নিবৃত্তি ৫৪, ৯২-৯৩, ১০৫, ১৩৮, ১৫৪-৫৯, ১৭৭-৭৮
কর্ম্মের বিষয় ৫৩
কার্‌ (Dr. W. Carr) ২, ১৮
কার্ল ল্যান্‌ড্‌ষ্টাইনার (Carl Landsteiner) ৭৫
কালজ্ঞান (অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত) ১৭৫-৭৭
কোয়ান্‌টাম্‌ (quantum) ২৮, ৩৬
কোষ, শারীর (cell) ১৮০
কোষের বিভঞ্জন প্রক্রিয়া (Karyokinesis) ১৮৪-৮৫
কোষের স্তম্ভিত প্রাণরূপে অবস্থান (suspended animation) ১৯১
ক্রিয়া, অসাধারণ করণ ৯, ১৯২-৯৩, ২০২-৩ ; ঐ, নিত্যস্বভাব ৪৪ ; ঐ, ভৌতিকাদি তিন প্রকার ৮-৯ ; ঐ, বৈষয়িক বা physical আদি তিন প্রকার ৩০ ; ঐ, শক্তিরূপ ও ক্রিয়ারূপ অবস্থা ৩৫ ; ঐ, স্বভাব বা রজ ১২, ২৪, ২৭-২৮
ক্রিয়াযোগ ১৫৮
ক্রু (Dr. Crewe) ২২৫
ক্রেটাইলাস্‌ (Cratylus) ২১
ক্রো (Mrs. Crowe) ১১৩-১৪
ক্রোমাগ্নো (Cromagnon) ৭৩, ৭৪
ক্রোমোসম (Chromosome) ১৮১, ১৮৪-৮৮
ক্রোম্যাটীন্‌ (Chromatin) ১৮১-৮৪
ক্লেয়ারভয়ান্স্‌ (Clairvoyance) ৯, ১৯২

খ

খশরীর বা সূক্ষ্মশরীর ১২৮

গ

গট্টুলালজী ২০৫-৬
গার্নি (Dr. Gurney) ২২০

চ

চতুর্থ পরিমাণ, কালিক (fourth dimension) ৪৬
চিৎ ৫০
চিত্ত ৫৭
চিত্তবৃত্তি, পঞ্চ ১১
চৈতন্য ৫০, ৫১

জ

জড়তা, (স্থিতিশীলতা) দুইপ্রকার ২৯ ; ঐ, (inertia বা mass) ৩০, ৩৬-৩৭
জড়বাদ ৩৮, ৫৯-৬২ ; উহার থিওরী ২
জন্মান্তরবাদ ৫৯, ৬৪-৬৬, ২২৩-২৫
জাতি বা শরীর ৫৬, ১১৮-৩৫ ; ঐ, দ্রব্যের শ্রেণী অর্থে ১২৫
জাতিবাসনা ১০২
জিন্‌স্‌ (Sir J. Jeans) ৩১, ৪০, ৪১, ৪৩
জীব ৬৬, ৬৯, ৭০
জীবন্মুক্ত ৯১, ৯২, ১৫৭
জোন অফ আর্ক (Joan of Arc) ১৯৬
জৈনমত ৭, ২১, ৭৯, ১৭০
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ ১০, ৫৬
জ্ঞানেন্দ্রিয় কার্য্য, উদ্ভিদের ২৩৩-২৩৪ ; ঐ, জন্তুর ২৩৪-৩৭ ; মনুষ্যের সহিত উহাদের তুলনা ২৩৭

ট

টেনিসন (Lord Tennyson) ২২৪
টেলার্জি (telergy) বা দূরমনঃক্রিয়া ২০২
টেলিকাইনেসিস্‌ (telekinesis) ৯, ১৯২, ২০২
টেলিপ্যাথি (telepathy) বা বিপ্রকৃষ্ট বোধ ৯, ১৯৩-৯৫
ট্র্যান্‌স্‌ফরমিস্‌ম্‌ (transformism) ৭০

ড

ডিকুইন্সি (T. De Quincy) ১১৪-১৫
ডিমক্রিটাস্‌ (Democritus) ২০, ২১
ডেকার্ট্‌ (Descartes) ১৯

ত

তন্মাত্র ৪৫, ৪৬
তম (স্থিতিশীলতা) ১২, ২৪, ২৮, ৪৩

থ

থিওরী (theory) ১, ২ ; ঐ, ইভলিউসন (evolution) ৬৯-৭৩ ; ঐ, কর্ত্তা বা creator ৫ ; ঐ, জড়বাদের ২ ; ঐ, দ্বিবস্তুবাদের ১৫, ১৬, ১৮ ; ঐ, প্লেটোর theory of ideas বা পদার্থ বিজ্ঞানের প্রাধান্যবাদ ২২ ; ঐ, ভবিষ্যৎ জ্ঞানের এক ১৯৮-৯৯ ; ঐ, মনিষ্টিক্‌ (monistic) ৩, ১৩-১৮, ২৭ ; ঐ, মনোমাত্রবাদের (psychomonism বা subjective idealism) ১৮ ; ঐ, মিউটেশন (mutation বা হঠাৎ আবির্ভাব বাদ) ৭৪-৭৬ ; ঐ, রিক্যাপিচুলেটারী (recapitulatory) ৭৬ ; ঐ, রিলেটিভিটি (relativity) ১৮, ৪৬-৪৭

Krishnachandra college central Library

থুলে (Prof. Thoulet) ৯৭-৯৮
থেস্‌পেসিয়াস্ (Thespesius) ২০৮

দ

দানের ফল ১৬৬-৬৭
দুঃখ ৭৮, ১০০-১, ১৩৯-৪৮, ১৬৫
দৃশ্য ৫০, ৫১
দেহধারণ শক্তি (পঞ্চপ্রাণ) ১০, ৫৪-৫৫ ; ঐ, পাশ্চাত্যমত ৬৩-৬৫
দৈবদেহ ১২৬-২৭, ১৩২-৩৩
দ্রষ্টা বা দ্রষ্টৃ পুরুষ ৪৭, ৫০, ৫১
দ্বিবস্তুবাদ (dualism) ১৫-১৬, ১৮ ; ঐ, গ্রীকমত ২২

ধ

ধর্ম্ম ১৪৯, ১৫২ ; উহার জয় ১৬৯-৭২ ; ঐ, নিবৃত্তি ১৪৯ ; ঐ, প্রবৃত্তি ১৪৯ ; ঐ, সনাতন ১৫৪ ; ধর্ম্মপরিণাম ১২৪

ন

নউস (nous) ২৫
নরক ৭৯
নবপ্লেটোবাদ (neoplatonism) ২৪, ৬৫
নারকদেহ ১২৬-২৭, ১৩৩
নিউক্লিওলাস্ (nucleolus) বা কোষের অণুকেন্দ্র ১৮১
নিউক্লিয়াস্ (nucleus) বা কোষের প্রাণকেন্দ্র ১৮১
নিয়তবিপাক কর্ম্মাশয় ১১০-১১
নিরয়দুঃখ ১৩৫
নিরোধ সমাধি ১৫৭
নির্ম্মাণচিত্ত ১৫৬

প

পরমাণুবাদ গ্রীক ২০
পরলোকের বিবরণ পাশ্চাত্য [illegible] ; ঐ, শাস্ত্রীয় ২২৫-২৮
পরিণামশীলতা, জাগতিক পদার্থের ৮৬ ৮৮
পার্মেনাইডিস্ (Parmenides) ২২
পিয়ার্স (Prof. A. Pearse) ৭২-৭৩
পুরুষকার ৭৭, ৮৩-৮৬, ৮৯-৯০
পুংবীজকোষ (spermatozoon) ১৮৫-৮৮
পূর্বজন্মের স্মৃতি ৬৭
প্রকাশশীলতা বা সত্ত্ব ১২, ২৪, ২৭-২৮, ৪২-৪৩
প্রজনন বা প্রাণিশরীরের সন্ততি ১৮৩-৮৮
প্রতিফলিত ক্রিয়া (reflex action) ৬৫
প্রত্যয় ৫৭
প্রমাণ ২৪
প্রাণ, পঞ্চবিধ ১০, ৫৪-৫৫
প্রাণধারণ (organic life) ১৭৯-৮০
প্রাণিদেহের প্রথম উৎপত্তি ৭১
প্রাণিশরীরের উপরিস্থ গঠনশক্তি ১৮৯-৯১
প্রাণী, এককোষিক ও বহুকোষিক ১৮২-৮৩
প্রোটন (proton) ১৭, ৩৪, ৩৫, ৩৭
প্রোটাইল (protyle) বা মূল [illegible] দ্রব্য ৩১
প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ (protoplasm) ১৮০-৯১
প্লেটো (Plato) ২২
প্লেটোর উপমা ২৩
প্লেটোর পদার্থজাতি (category) ২২
প্লেটোর সত্যাবধারণের ভিত্তি ২৩
প্লোটিনাস্ (Plotinus) ২৪, ২৫
প্ল্যাঙ্ক্‌টন (plankton) ৫
[illegible] am) ৫
[illegible] (J. B. Burke) ১৭, ৪৭
বার্কলি (G. Berkeley) ১৯

KCC
R4718